বাংলা পিডিএফ. নেট এক্সক্লুসিভ

ওয়েস্টার্ন

সংঘর্ষ

মাসুদ আনোয়ার

সবা প্রকাশনী
ANIK

SUVOM

ওয়েস্টার্ন

সংঘর্ষ

মাসুদ আনোয়ার

দুর্ব্যবহার পেয়ে সেলুনের ভেতর তাণ্ডব
বাধিয়ে দিল ল্যুক। ওর
দুর্দান্ত সাহস দেখে একটা কাজ দিল সেলুনমালিক।
দশ হাজার ডলারে কাজটা হাতে নিল ও।
সফল হলে নিজে একটা র‍্যাঞ্চ করতে পারবে।
তখন কি ও জানত কি ঘটবে?
খুনের তদন্ত করতে গিয়ে দুই পরিবারের
বিরোধে জড়িয়ে গেল!
মাথার ঘায়ে কুত্তাপাগল অবস্থা হলো ওর।
রেগে উঠল।
তারপর?
বেধে গেল সংঘর্ষ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

সংঘর্ষ

মাসুদ আনোয়ার

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8205-2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHANGHARSHA
A Western Novel
By: Masud Anwar

তেত্রিশ টাকা

ওয়েস্টার্ন

সংঘর্ষ

মাসুদ আনোয়ার

Scanned & Edited By:

SUVOM

Group:

https://www.facebook.com/groups/ BanglaPDF.net

Website

http://www.banglapdf.net/

বড় ভাই আকরাম খান দুলালকে–
যিনি আমাকে ছোটবেলায় চিনতেন,
এখন চেনেন না।
কিন্তু আমি তাঁকে চিনি।

A SUVOM CREATION

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসো-ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী প্লেন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান। **খোন্দকার আলী আশরাফ:** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিল:** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবর্সনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেন:** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদ:** শেষ মার। **আলীমুজ্জামান:** মরুসৈনিক। **রকিব হাসান:** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমান:** শিকারী। **জাহিদ হাসান:** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু, **সুস্ময় আচার্য সুমন:** অপবাদ।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজ:** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রু শহর। **বজলুর রহমান:** বাজি। **খসরু চৌধুরী:** ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদীন:** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদীন:** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনুর হোসেন ও আলীম আজিজ:** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনুর হোসেন:** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণশিগল, প্রপঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা। **ইফতেখার আমিন:** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈম:** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ। **টিপু কিবরিয়া:** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ:** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ। **শেখ আবদুল হাকিম:** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ার:** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা। **আবু মাহুদী:** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

SUVOM

এক

দুপুর নাগাদ মিডলওয়ে টাউনের ছয় মাইলের মধ্যে এসে পৌঁছল ল্যুক হান্টার। এ-সময় ওর চেস্টনাটের সামনের বাঁ পায়ের নাল খুলে পড়ে গেল।

শহরটা দেখা যাচ্ছে না এখনও। আরও মাইল চারেক গিয়ে বাঁক ঘুরতেই দেখা গেল ওটা। বাকি পথটুকু প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পেরোল চেস্টনাট।

আর দশটা কাউটাউনের মতই সাদামাঠা শহর মিডলওয়ে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে। শনিবারের বিকেলে যথারীতি ভীড়।

শহরে ঢুকে সোজা কামারশালায় হাজির হলো ল্যুক। আরও দুটো ঘোড়া দেখল দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সামনে, নাল পরানোর অপেক্ষায়।

একমাথা লাল চুল ওর, লম্বা চওড়া মেদহীন শরীর। চৌকো মুখ, হপ্তাখানেকের না-কামানো দাড়িতে রুক্ষ দেখাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নামল ল্যুক। ওর গায়ে ধূলিধূসর কোট, পরনে নোংরা লেভাই'স আর কোটের নিচে পুরানো রঙচটা নীল শার্ট। প্রথম দেখাতেই ওকে অপছন্দ করে ফেলল গাট্টাগোট্টা চেহারার মাঝবয়সী কামার।

'দেখতেই পাচ্ছি তুমি ব্যস্ত,' শান্তস্বরে আলাপের ভঙ্গিতে বলল ল্যুক। 'ঠিক আছে, নালটা না-হয় আমিই পরিয়ে নিচ্ছি। অসুবিধে নেই, তোমার মজুরি তুমি পাবে।'

'না,' সরাসরি ওর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল কামার। 'লাইনে গিয়ে দাঁড়াও। নইলে ভাগো!'

তেতে উঠল ল্যুক, পরক্ষণে নিজেকে সামলাল। চট করে গরম হয়ে ওঠার মত কিছু বলেনি লোকটা। বেআইনী তো নয়ই। তবে···প্রত্যাখ্যানটা আরেকটু ভদ্রভাবে করা যেত।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আবার তেতো হয়ে উঠল ওর মন। কামারশালায় ভীড় কমতে যে-সময়টুকু লাগবে, ততক্ষণে দাড়ি কামিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে নাপিতের দোকানে গিয়ে ঢুকল। ভেতরের অবস্থা দেখে দু'চোখ কপালে উঠে গেল ওর। ডজনখানেক খদ্দের বসে আছে সবগুলো আসন দখল করে। হতাশ হয়ে আরেকটা দোকানের খোঁজে বেরোল ও। সাইডওঅক ধরে হাঁটতে লাগল। গরম আর ক্লান্তিতে মেজাজ ঠিক রাখা দায় হয়ে পড়েছে।

শনিবারের দিন। শহরে লোকজনের ভীড়। সপ্তাহের বেতন পেয়ে আশেপাশের সব র‍্যাঞ্চের রাইডাররা এসে জুটেছে ফুর্তির আশায়। মিডলওয়ের ছোট্ট পরিসর তাই লোকারণ্যে পরিণত হয়েছে।

সাইডওঅক ছেড়ে রাস্তায় নামল ল্যুক। বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে আছে। রাস্তার ওপাশে নাপিতের দোকান খুঁজছে ও। ঘোড়াটা যখন প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, তখনই খেয়াল করল। শেষ মুহূর্তে সরে যাবার চেষ্টা করল ও; তার আগেই ওটার ধাক্কায় রাস্তা ছেড়ে এক পাশে রাখা একটা স্প্রিং ওয়াগনের ওপর গিয়ে পড়ল।

মুহূর্তের বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে। বিড় বিড় করে খিস্তি আউড়ে ঘোড়ার মালিককে খুঁজল। লোকটা নির্ঘাত মাতাল। ঠাহর করতে পারল না ও লোকটাকে। ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে বেমালুম।

এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম অশ্বচালনা, খাবার বলতে ঠাণ্ডা রুটি আর শুকনো জার্কি, পাহাড়ী বৃষ্টি আর মরুভূমির উত্তপ্ত সূর্য—একজন মানুষের মেজাজ বিগড়ে দেয়ার জন্যে এমনিতেই যথেষ্ট। তার ওপর পরপর তিনটা বিরক্তিকর ব্যাপার! বিরসমুখে ফের সাইডওঅকে উঠল ও।

ওর সামনে *প্যারাডাইস কেনো* সেলুন। সুয়িংডোর খুলে ভেতরে ঢুকল সে, দু'চোখ জ্বলছে আক্রোশে।

উঁচু ছাদের বিশাল বাররুম, চারদিকে ব্যালকনি। দু'হাত আর কাঁধের ধাক্কায় ভীড় সরিয়ে ডানদিকে এগোল ল্যুক। বারটা ওদিকে। বারের সাথে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে হুইস্কির অর্ডার দিল সে। তারপর কপালের ওপর এসে পড়া টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে ডান হাতে মুখ মুছল। তার সাথে যেন মুছে ফেলতে চাইল সমস্ত ক্লান্তি আর বিরক্তিকে।

ওর দিকে এগিয়ে এল মেয়েটি। খেয়াল করল না ওর মুখভাব। ওর বাহুতে হাত রেখে বলল, 'একটা ড্রিঙ্ক কিনে দাও না আমাকে!'

সচকিত হয়ে ওর দিকে চাইল ল্যুক। পারচেন্টেজ গার্ল! ঝাপটা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল, ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'রাস্তা মাপো!'

অবাক হয়ে তাকাল মেয়েটি। বোঝা যায়, এ-ধরনের প্রত্যাখ্যানে সে অভ্যস্ত নয়। কিছু বলতে যাবে, এসময় ল্যুকের সামনে বোতল আর গ্লাস রাখল বারটেন্ডার। প্রায় বিষম খাওয়ার মত করে থেমে গেল মেয়েটা। হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে নিজেই গ্লাসে মদ ঢেলে নিল। গ্লাস হাতে ক্ষণ পলক তুলল ল্যুকের দিকে। হাসল একটু।

কিন্তু ঠোঁটে ছোঁয়াতে পারল না গ্লাসটা। তার আগেই আচমকা ধাক্কা খেয়ে ছলকে উঠল গ্লাসের মদ। ল্যুকের কোটের ওপর পড়ল। চোখ তুলে চাইল ল্যুক। মেয়েটির পাশে চমৎকার একটা ভেস্ট পরা বিশালদেহী লোকটাকে দেখল। আধা মাতাল। ঝুলে পড়া কুৎসিত চোয়াল, ভারী দুটো

ঠোঁট, চোখের নিচে কালচে দাগ। চট করে ল্যুকের ওপর চোখ বুলিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল ও। 'ফের তুমি ভদ্রলোকদের বিরক্ত করছ, অ্যাঁ?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ল্যুক। মেয়েটিকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল। শান্তস্বরে বলল, 'এক মিনিট।'

শান্তমুখে বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালল। তারপর ধীরে সুস্থে মুখের কাছে তুলে আনল গ্লাসটা। আচমকা ছুঁড়ে মারল ভেতরের তরল পদার্থটুকু লোকটার চমৎকার ভেস্টের ওপর। খালি গ্লাসটা নামিয়ে রেখে হাসল। 'এবার যেতে পারো।'

এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা। নিজের ভেজা ভেস্টের দিকে তাকাল হতভম্ব দৃষ্টিতে। তারপর চোখ তুলল ল্যুকের দিকে। মুখ দিয়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাল।

ল্যুকের ঠাণ্ডা স্বর থামিয়ে দিল ওকে। 'তোমার বুটের তলা দুটো মেঝের সাথে আটকানো আছে তো, মিস্টার? নইলে লাথির চোটে একদম ছাদ ফুঁড়ে বাইরে গিয়ে পড়বে।'

আচমকা নীরবতা নেমে এল বারে। অবিশ্বাসভরা চোখে ল্যুকের দিকে তাকাল লোকটা। হাসল তারপর।

কোন কথা না বলে সামনে বাড়ল একটু। ভেস্টের একপাশ টেনে ধরে পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে ল্যুকের নাকের সামনে ধরল। টাউন মার্শালের ব্যাজ ওটা। 'দেখি, আবার বলো দেখি কথাটা? আরেকটু জোরে?

এক পা সামনে এগোল ল্যুক নিজেও। দু'পা ফাঁক করে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াল লোকটার সামনে। ওর চোখে বুনো দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। 'একবার শুনে মন ভরেনি বুঝি? বেরোও এখান থেকে! নইলে লাথি মেরে রাস্তা পার করে দেব!'

ওর কথা শেষ হবার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্শাল, ঘুসি হাঁকাল। তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হলো ল্যুকের। বাম হাতে ঘুসি ঠেকিয়ে ডান হাতে ফিস্ট করল মার্শালের চোয়ালে।

প্রচণ্ড ঘুসিতে কেঁপে উঠল মার্শাল, ভারসাম্য হারিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল মেঝের ওপর। সাথে সাথে আরেকজন ছুটে এল খিস্তি আউড়ে। ডাইভ দিল ল্যুককে লক্ষ্য করে। ওর ধাক্কায় বারের ওপর কাত হয়ে গেল ল্যুক। সোজা হওয়ার আগেই কানের পাশে ঘুসি খেল একটা। প্রতিরোধের চেষ্টা বাদ দিয়ে বারের ওপর আরেকটু কাত হলো। খালি মদের বোতলটা তুলে নিল ডান হাতে। বিজয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী লোকটার দ্বিতীয় ঘুসি ঠেকাল বাঁ হাতে, তারপর ডান হাতে ধরা বোতলটা বসিয়ে দিল মাথায়। অপার্থিব এক চিৎকার বেরোল দ্বিতীয় আক্রমণকারীর মুখ দিয়ে। বাম হাতে ওকে ধাক্কা দিল ল্যুক। উল্টে পড়ল লোকটা ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠতে থাকা মার্শালের ওপর

চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ানো দর্শকদের দিকে চাইল ল্যুক। 'আর কেউ?'

দর্শকদের মৃদু গুঞ্জন ছাপিয়ে ব্যালকনির ওপর থেকে গম গম করে উঠল একটা গলা, 'না, আর কেউ না।'

সাথে সাথে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাল না ল্যুক; তবে গলাটা শোনামাত্র গোল হয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোকে পড়ি কি মরি করে সরে যেতে দেখল। আস্তে আস্তে মুখ তুলল ও ব্যালকনির দিকে। ব্যালকনির রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো কালো সুট পরা লোকটাকে দেখল। হাতে একটা শটগান। 'ন্যাট,' বলল সে, 'আমি নেমে না-আসা পর্যন্ত তোমার গ্রীনারটা তাক করে রাখো ওদের দিকে।'

বারের নিচ থেকে একটা শটগান বের করল বারটেন্ডার। বারের ওপর রাখল। কালো সুট পরা লোকটা নেমে এল ধীরে সুস্থে। ভীড় ঠেলে মার্শালের সামনে এসে দাঁড়াল।

ঘন কোঁকড়ানো এক মাথা ধূসর চুল, পরিপাটী করে আঁচড়ানো। চৌকো মুখে দৃঢ়তা আর বিচক্ষণতার ছাপ। ল্যুকের দিকে তাকাল। ওর চোখে প্রশ্রয়ের আভাস টের পেল লুক। পরমুহূর্তে মার্শালের দিকে তাকানো মাত্র কঠোরতা ফুটে উঠল চোখে। 'মিথ্যে বলে পার পাবে না, ডিক। গোটা ব্যাপারটা আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। ওই মেয়েটাকে যদি তোমার ভাল লাগে, তাহলে ও-সহ তিনজনেই দূর হও এখান থেকে। এক্ষুনি। ফের যেন ওকে চাকরি দেয়ার আবেদন নিয়ে এসো না। ওকে আমি বরখাস্ত করলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে ল্যুকের দিকে তাকাল মার্শাল। ব্যাঙের মত ঘোঁৎ করে উঠল, 'ওকে আমি গ্রেফতার করলাম।'

'সে চেষ্টা না-করাটাই ভাল হবে তোমার জন্যে। গ্রেফতার করতে হলে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে। তোমার কাছে তা নেই। আছে?'

একরোখা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মার্শাল প্রায় দশ সেকেন্ড, তারপর চোখ নামাল। ঘোঁৎ করে অস্ফুট স্বরে খিস্তি আউড়ে পা বাড়াল দরজার দিকে। মেয়েটি এবং মারামারির সময় ওর সাহায্যে এগিয়ে-আসা লোকটা অনুসরণ করল ওকে।

মৃদু হাসল কালো সুট, বারটেন্ডারের দিকে চাইল। 'এখানে যারা আছে, সবাইকে আমার তরফ থেকে ড্রিঙ্ক দাও, ন্যাট।'

অস্ফুট গুঞ্জন আর উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়ে বারের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো ল্যুকের দিকে এগোল লোকটা। কাছে গিয়ে বলল, 'আমার অফিসে আসবে একটু?'

ওর পেছন পেছন গেল ল্যুক। বারের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে মাঝারি আকারের একটা কক্ষে গিয়ে ঢুকল। এটাই অফিস রুম লোকটার, অনুমান করল ল্যুক। অন্ধকার ঘরটা। ছাদ থেকে ঝুলন্ত একটা কেরোসিন বাতি প্রাণপণ চেষ্টা

চালাচ্ছে তা দূর করার জন্যে। খুব একটা সফল হচ্ছে না অবশ্য।

ভেতর থেকে দরজা ভেজিয়ে দিল লোকটা। হাত বাড়াল ল্যুকের দিকে। 'আমার নাম ম্যাডল, জন ম্যাডল,' হেসে নিজের নাম বলল। 'তোমারটা বলোনি এখনও। হবে হয়তো বিনি হেল কিংবা ডিক···'

হাসল ল্যুক নিজেও। নাম বলল লোকটার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। চামড়ার গদিঅলা একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল লোকটা। তারপর ডেস্কের ওপর রাখা বক্স থেকে সিগার বের করে ল্যুককে অফার করল একটা। ধন্যবাদের সাথে প্রত্যাখ্যান করল ল্যুক, নিজের পাইপে তামাক ঠেসে অগ্নিসংযোগ করল।

পরবর্তী কয়েক মুহূর্ত নীরবে ধূমপান করল ওরা। মাঝেমধ্যে একে অপরের দিকে তাকাল। ওদের দু'জনের চোখে বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি।

'নতুন এসেছ, না?' নীরবতা ভাঙল ম্যাডল।

'এই মাত্র,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল ল্যুক।

'আমিও তাই ভেবেছি।' থামল ম্যাডল। 'সেক্ষেত্রে ঝুঁকিটা একটু বেশি নিয়ে ফেলেছিলে বলতে হবে। মার্শালের সাথে সংঘর্ষের কথাই বলছি।'

'হতে পারে। আমি একটু পাগল টাইপের মানুষ।'

মাথা নেড়ে নিজের সম্পর্কে ওর মূল্যায়ন বাতিল করে দিল ম্যাডল। 'কাজ খুঁজছ?' হৃষ্টস্বরে জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল ল্যুক। 'নাহ্!'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে জরিপ করল ম্যাডল। একটু পরে উঠে ডেস্কের প্রান্তে গিয়ে বসল ওর মুখোমুখি, 'কথাটা ঠিক কিভাবে জিজ্ঞেস করব, বুঝতে পারছি না, মি. হান্টার। উল্টাপাল্টা কিছু বললে হয়তো ভাববে তোমার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি। তবে তোমাকে ঠিক ভবঘুরে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তা আমি নইও।' একটু থামল ল্যুক। 'আমি যাচ্ছি ওয়াইওমিংয়ের দিকে। যেখান থেকে এসেছি, সেখানে গত কয়েক বছর ধরে খরা চলছে। ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেছি খরার বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে। সর্বস্বান্তও।'

'কী করতে ওখানে? র‍্যাঞ্চিং?'

'ঠিক তাই। এখানে একটু ঘুরে ফিরে দেখতে চাচ্ছি।'

'পছন্দ হলে হয়তো এখানেই র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলবে, এই তো?'

শুকনো হাসি হাসল ল্যুক। 'তার আগে টাকা রোজগার করতে হবে।'

'বেশ তো। রোজগার করতে চাইলে,' প্রস্তাব দিল ম্যাডল, 'আমার একটা কাজ করে দাও।'

জবাব দেবার আগে একটু সময় নিল ল্যুক। নিভে যাওয়া পাইপে অগ্নিসংযোগ করল। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'খুব তাড়াহুড়া করছ, মিস্টার। নিশ্চয় নোংরা ধরনের হবে কাজটা?'

'সেটা তুমি বিচার করবে। শুনতে চাও?'

'বলে যাও।'

'জেম ক্লিফম্যানের নাম শুনেছ? প্রসপেক্টর?'

'কিছুদিন আগে ভারমিলিয়নসের ওদিকে খুন হয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেস্ক থেকে নেমে ঘুরে ওপাশে গেল ম্যাডল। দেরাজ খুলে একতাড়া কাগজ বের করে ল্যুকের হাতে দিল। 'গত বছর বসন্তকালে আমার অফিসে এসেছিল ক্লিফম্যান। সাথে পনেরো হাজার ডলারের সোনা। ওটার বিনিময়ে ওর জীবনের নিরাপত্তা কিনতে চেয়েছিল।'

চুপচাপ তাকিয়ে রইল ল্যুক লোকটার দিকে, চোখে ভ্রূকুটি।

'একটা সোনার খনি পাওয়ার কথা বলেছিল ও। খুব বড়। তবে তখনই কাজ শুরু না-করে মাস দু'য়েক অপেক্ষা করার কথা বলেছিল। সে-সময়টায় খুব ভয়ে ভয়ে ছিল ও, প্রাণ হারাবার ভয়।'

একটু থেমে ল্যুকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল ম্যাডল। ল্যুক নির্বিকার। 'তোমার হাতের ওটা ওর বীমার কাগজপত্র। পড়ে দেখতে পারো। পনেরো হাজার ডলারের সোনা দিয়েছিল ও আমাকে। কথা ছিল, ও যদি দু'বছর সহিসালামতে বেঁচে থাকে, তাহলে সোনাটা আমি পেয়ে যাব। আর ওকে যদি খুন করা হয়, তাহলে ওর মেয়ে রোজ ক্লিফম্যানের কাছে আমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার শোধ করতে হবে।'

এক মুহূর্ত ভাবল ল্যুক। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাজি হয়েছিলে?'

মাথা নাড়ল ম্যাডল। 'ওর মেয়েকেও পঞ্চাশ হাজার ডলার পরিশোধ করেছি।'

'বেশ তো।' নড়ে চড়ে বসল ল্যুক। 'এখন সমস্যাটা কী?'

'আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিনি, হান্টার। রোজ ক্লিফম্যানকে পাই-পয়সাসহ শোধ করে দিয়েছি। কিন্তু ব্যবসায়ে লোকসান খাওয়াটাও পছন্দ নয় আমার। আমি,' সরাসরি তাকাল ম্যাডল ল্যুকের মুখে, 'ক্লিফম্যানের হত্যাকারীকে খুঁজে পেতে চাই।'

'কাজটা তো ইউএস মার্শালের। ওরা করছে না কেন?'

'করছে, তবে আমার নিয়মে নয়। ওরা খুঁজে বের করলে আমার লাভটা কী? আমি ওদের আগেই পেতে চাই। এরপর ওরা যা করবে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

হতাশ বোধ করল ল্যুক। 'নাহ্, উৎসাহ পাচ্ছি না।'

ওর কথায় কান দিল না ম্যাডল। 'আমি আমার টাকা ফেরত চাই।'

'কার কাছ থেকে?'

'জেম ক্লিফম্যানকে যে খুন করেছে, তার কাছ থেকে।'

'কিভাবে? অত টাকা ও পাবে কোথায়?'

'ওর কাছেই থাকবে। ক্লিফম্যানকে যে-ই খুন করুক, সোনার জন্যেই খুন করেছে। সোনা ছিল ওর কাছে। সে সোনা এখন খুনীর কাছে। আমি ওর

কাছ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার উসুল করব।'

চোখ সরু হলো ল্যুকের। 'থাকলেও সে দেবে কেন?'

'দেবে, দেবে,' নিশ্চিতস্বরে বলল ম্যাডল, 'দিতে বাধ্য হবে। মাথাটা একটু খাটাও, হান্টার।'

খুব বেশি মাথা ঘামাতে হলো না ল্যুককে। সোজা হিসেব, হয় লোকটা ম্যাডলকে তার পাওনা মিটিয়ে দেবে, নয়তো ম্যাডল আইনকে বলে দেবে ওর কুকীর্তির কথা। 'বুঝতে পেরেছি মনে হয়,' বলল সে।

'প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে দশ হাজার ডলার তোমার। পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পাবার পর।' থামল একটু ম্যাডল। 'এটাই আমার কাজ। খারাপ না ভাল ভেবে দেখতে পারো।'

'কিন্তু,' সুর নরম করল ল্যুক, 'আমাকে কিভাবে বিশ্বাস করবে? এর আগে আমাকে আর কখনও দেখোনি। কেন ভাবছ না যে, টাকাটা উদ্ধার করে পুরোটাই মেরে দিতে পারি আমি।'

হাসল ম্যাডল। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। বাকিটা শুনলে ব্যাপারটা নিজেই বুঝতে পারবে। ক্লিফম্যানকে কোথায় খুন করা হয়েছিল জানো নাকি?'

'না।'

'হিডেন থেকে দশ মাইল দূরে একটা জায়গায়।' থামল একটু। 'হিডেন। হিডেন হোভার্ট আর স্মিথদের পারিবারিক দ্বন্দ্বের জন্যে কুখ্যাত।'

অবাক হলো ল্যুক। নিচু স্বরে শিস বাজাল।

'ওই লড়াই থামাতে গিয়ে,' বলে চলল ম্যাডল, 'একজন ইউএস মার্শালকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। মারা গেছে চারজন হোভার্ট আর তিনজন স্মিথ। জেম ক্লিফম্যান, মনে হয়, ওই হট্টগোলেরই শিকার।'

'লড়াইয়ের কথা শুনেছি আমি,' বলল ল্যুক।। 'তা তোমার ধারণা, ক্লিফম্যান ওদের কারও হাতে মারা পড়েছে?'

'আমার কোন ধারণা-টারণা নেই। আমি যা বলার বলেছি।'

চুপ করে রইল ল্যুক।

সিগার ধরাল ম্যাডল। ধোঁয়া ছেড়ে ভুরু উঁচিয়ে বাররুমের দিকে তাকাল। 'মাত্র কয়েক মিনিট হলো তুমি ওখানে ঢুকেছ। পুরো শহরটা তোমার অপরিচিত, এখানকার একটা মানুষের নাম পর্যন্ত জানো না। তারপরও খোদ মার্শালকে এক হাত দেখে নিয়েছ। বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছ ওর। ওর ক্ষমতা কতটা বাজিয়ে নিয়েছ। ওর ডেপুটিরও।

'তারপরও কেউ তোমাকে সে জন্যে দোষ দিতে পারবে না। তোমাকে আমার সৎ লোক মনে হয়েছে, ল্যুক। অসৎ হলে মার্শালকে এড়িয়ে যেতে, অতগুলো লোকের সামনে রুখে দাঁড়াতে না।' একটু থামল ম্যাডল। কী বলেছে, বোঝার সুযোগ দিল ল্যুককে। তারপর বলল, 'আমি একজন

জুয়াড়ী। খুব অল্প থেকে অনেক কিছু বুঝে নিতে হয় আমাকে।...তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে, ব্রাদার।'

ভুরু কুঁচকে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠল ল্যুক। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তায় লোকজনের ভীড় বেড়েছে আগের চেয়ে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, লোকজনের কথাবার্তা, চেঁচামেচি, ভবঘুরে কাউবয়দের হুল্লোড়–সব মিলে একাকার।

কিন্তু ল্যুকের মনোযোগ আকর্ষণ করছে না সেসব। ওর মাথায় ঘুরছে দশ হাজার ডলার। এই টাকাটা ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। এ-টাকা দিয়ে চমৎকার একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে পারে ও, যেখানে থাকবে স্বাস্থ্যবান গরুর পাল, সতেজ ঘাস আর সুস্বাদু পানি। এরকম একটা র‍্যাঞ্চের স্বপ্ন দেখে এসেছে ল্যুক বহুদিন ধরে। এই আশাতেই দক্ষিণের রুক্ষ, অনুর্বর প্রান্তর ছেড়ে চলে এসেছে উত্তরে।

সাত সাতটি বছর ধরে দক্ষিণে কঠোর পরিশ্রম করেছে সে, যার পুরোটাই বিফলে গেছে। প্রাণপাত করেও ছোটখাট একটা গরুর পাল দাঁড় করাতে পারেনি ও। প্রতি বছর খরা আর অনাবৃষ্টি ছিল নিত্য সঙ্গী। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে সবকিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। হাড় জিরজিরে একটা ঘোড়া আর সামান্য কটা ডলার মাত্র ওর সম্বল। তবে হাল ছাড়েনি ও। র‍্যাঞ্চ করার জন্যে উপযুক্ত একটা জায়গা বাছাইয়ের চেষ্টা করছে। সেজন্যে পর্যাপ্ত টাকার দরকার।

জানালার কাচে ম্যাডলের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল ও, খুঁটিয়ে দেখতে লাগল লোকটাকে। লোকটাকে মনে হচ্ছে। শক্ত-সমর্থ, পোড়খাওয়া। জানে, কিভাবে লোকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়।

কাচের ভেতর দিয়ে ম্যাডলকে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে কিছু একটা বের করতে দেখা গেল। ঘুরে ওর দিকে তাকাল ল্যুক। চোখে চোখ পড়ল।

ইশারায় ডেস্কের ওপর রাখা ক্যানভাসের থলেটা দেখাল ম্যাডল। 'এখানে এখন তিন হাজার ডলার আছে। এতে নিশ্চয় তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিধে হবে। কাজ শেষ হলে বাকি টাকা পাবে। বিফল হলেও এ-টাকা ফেরত দিতে হবে না।'

টাকাটার দিকে তাকাল ল্যুক, পরমুহূর্তে চোখ ফেরাল ম্যাডলের দিকে। সবশেষে মাথা নিচু করে চাইল নিজের ক্ষয়ে-যাওয়া বুট জোড়ার দিকে।

সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো না আর। এগিয়ে এসে টাকার থলেটা হাতে নিল ও। হাসল ম্যাডল। তুমিও আমার মত জুয়াড়ী দেখছি, হান্টার। শুভেচ্ছা তোমার জন্যে।'

দুই

পশ্চিমে খবর বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কোন কিছুই গোপন থাকে না কারও কাছে। কাউবয়রা ক্যাম্প ফায়ারের পাশে বসে গল্প করে। মানুষের সুকীর্তি ও কুকীর্তি দুটোই স্থান পায় সে গল্পে।

লড়াই এবং হত্যার গল্পই বেশি গুরুত্ব পায় লোকের কাছে। রুক্ষ, কঠিন জীবনে বীরত্বের রসে আপ্লুত হয় ওরা। সাহসের তারিফ করে প্রাণ খুলে; কাপুরুষতা ও দুর্বলতাকে ঘৃণা করে।

এখানে অস্ত্রের ভাষাই আইন, লড়াই বেঁচে থাকার স্পন্দন।

হোভার্ট আর স্মিথদের পারিবারিক লড়াইয়ের কথা আগেও শুনেছিল ল্যুক। কখন এবং কিভাবে এর শুরু, তাও জানে। বহু বছর আগে হোভার্ট আর স্মিথরা ভারমিলিয়নস পর্বতের পশ্চিম ঢালের এই বন্ধুর অঞ্চলটায় এসেছিল। প্রচুর জমি ছিল তখন এখানে। পরিবার দুটো শান্তিপূর্ণভাবে যতটা সম্ভব জমি বেছে নেয় নিজেদের জন্যে। শীঘ্রিই ওদের দেখাদেখি সেটলাররাও এসে ভীড় জমাতে শুরু করে। দিনে দিনে গড়ে উঠতে থাকে হিডেন শহর।

পারিবারিক লড়াইয়ের শুরুটা ছিল মেয়েঘটিত ব্যাপারে। শহরে এক নাচের আসরে স্মিথদের এক সুন্দরী মেয়ের সাথে আলাপ হয় শহরেরই এক ছেলের। মেয়েটার প্রতি দুর্বল হোভার্টদের এক ছেলে তা নিয়ে টিটকারি মারে। স্মিথরা ওই টিটকারিকে নিজেদের ইজ্জতের ওপর আঘাত হিসেবে ধরে নেয়। ফলে ওই রাতেই দুই পরিবারের লোকদের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর লড়াই বেধে যায়। সংঘর্ষে হোভার্টদের একজন মারা যায়।

হোভার্টরা এক সপ্তাহের মধ্যে ওই মেয়ের বাবাকে হত্যা করে খুনের বদলা নেয়। দুই পরিবারই ছিল টেক্সান, ফলে উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনরাও জড়িয়ে পড়ে লড়াইয়ে। ভয়াবহ রূপ নেয় শেষ পর্যন্ত দুই প্রভাবশালী পরিবারের দাঙ্গা।

দুই পরিবারের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি নেই কোন শেরিফ কিংবা মার্শালের। এদের বিরুদ্ধে কোন মামলায় জুরি হিসেবে কাউকে পাওয়া যায় না। রাতের আঁধারে চোরাগোপ্তা হামলা কিংবা অ্যামবুশের ভয়ে তটস্থ থাকে আইনের লোকেরাও।

সূর্য ডোবার কিছু আগে শুকনো একটা পাইন বনের কাছে এসে বাম দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ল্যুকের ট্রেইল। একটু পরেই ঝপ করে নিচের দিকে নেমে গেল। ভাঙাচোরা পাইনগাছ পেছনে ফেলে এগোল ল্যুক। নিচে উপত্যকার অন্ধকারাচ্ছন্ন অবয়ব। তারও নিচে আরেকটু প্রশস্ত পরিসরে দেখা গেল শহরটাকে; অন্ধকারের গ্রাস থেকে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সবেমাত্র একটা দুটো করে টিমটিমে বাতি জ্বালাতে শুরু করেছে।

আরেকটু নেমে উপত্যকার রাস্তায় ঘোড়া থামাল ল্যুক। হঠাৎ করে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল। অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকা গোটাকয় বিল্ডিংয়ে মাত্র আলো জ্বলছে। জীর্ণশীর্ণ একটা হোটেলের লবিতে চোখ পড়ল ওর। হোটেলের পেছনে একটা সেলুন, সামনের দিকটা আলোকিত। সেলুনের জানালার অর্ধেকটা সাদা রঙ করা। রাস্তার দিকে তাকাল ও। একটা বাড়ির দরজার পাশের ছায়ায় দু'জন মানুষের অস্পষ্ট অবয়ব অনুভব করল। দু'জনেরই মুখ ঘোরানো সেলুনের দিকে। কারও ওপর নজর রাখছে সম্ভবত। খানিক পরে এক সাথে প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটার মত করে চলে গেল ওরা। দরজার ওপাশে আরও দুজনকে দেখল ল্যুক। তৃতীয় জনকে দেখা গেল সেলুনের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারতে। সেলুনের সামনের আলোকিত অংশের দিকে তাকাল ও, তারপর জানালায় সাদা রঙ করা অংশের ওপর দিয়ে ভেতরে।

ভেতরটা ফাঁকা। বারের ওপর কনুইয়ে ভর দিয়ে লবি থেকে ভেতরে প্রবেশ পথের দিকে চেয়ে আছে একটা লোক। বারটেন্ডারকে দেখা গেল না কোথাও।

সাদা চুনকাম-করা সেলুনের দেয়ালগুলো, এখানে সেখানে গোটাকয়েক ছেঁড়াখোঁড়া ক্যালেন্ডার টাঙানো। পেছনে দেয়ালের সাথে লাগোয়া খান দুই টেবিল। খালি। বারের পেছনে ময়লা পড়া আয়না।

ঘোড়ার পায়ের শব্দে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল জানালা দিয়ে উঁকি মারা লোকটা। সংক্ষিপ্ত, অনিশ্চিত দৃষ্টিতে এক পলক দেখে নিল ঘোড়সওয়ারকে। তারপর চট করে সরে গেল অন্ধকারে। ওর ফিসফিসে চাপাস্বর ভেসে এল ল্যুকের কানে। দরজার সাথে দাঁড়ানো কাউকে বলছে, 'তুমি বরং আবার লবিতে গিয়ে দেখো।'

ঠাণ্ডা, অনুচ্চ কণ্ঠস্বর—দৃঢ় ও কর্তৃত্বপূর্ণ।

নিজের ভেতর শীতল ক্রোধ টের পেল ও—তবে মুখে তার প্রকাশ ঘটাল না। ব্যাপারটার সাথে ওর কোন সম্পর্ক নেই। এই লোক যা-ই করে থাকুক, তাতে তার কিছুই আসবে যাবে না।

সামনে এগিয়ে একটা দোকান পেরোল ও। বাতির আলোয় ওটার সামনে টাঙানো সাইনবোর্ডটা পড়ল: *সিগ'স নিউট্রাল এলিট*।

নামের বহর দেখে মৃদু হাসল ল্যুক।

দোকানটার পেছনে একটা উঁচু বেড়া, তার ওপাশে কালো খিলানঅলা বার্ন। অন্ধকারে ঘুরে বার্নের সামনে চলে গেল ও। জনাকয়েক লোক দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছে ওখানে। ঘোড়া থেকে নেমে লোকগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াল ও। বিনাবাক্যব্যয়ে দু'ভাগ হয়ে পথ ছেড়ে দিল ওরা। মৃদু নড করে ঘোড়াসহ বার্নে ঢুকে পড়ল ল্যুক। স্যাডল চাপানো চারটে ঘোড়াকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। সামনে টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে। ওটার আলোয় পঞ্চম ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে একজন। ওর আভাস পেয়ে নিরুৎসুক চোখে তাকাল লোকটা। একঘেয়ে স্বরে বলল, 'চার-পাঁচটা স্টল খালি আছে। যেটা ইচ্ছে বেছে নাও।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে নিল ল্যুক। পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করল অস্থির হয়ে-ওঠা চেস্টনাটকে; এক মুঠো শুকনো খড় নিয়ে ওটার গা ডলতে শুরু করল।

হসলার লোকটা স্যাডল চাপানো শেষ করে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেল, একটু পরে ফিরে এল ফের। তবে একবারের জন্যেও তাকাল না ল্যুকের দিকে। ক্যান্টল থেকে ওয়ারব্যাগটা নিল ল্যুক। লোকটার উদ্দেশে বলল, 'এটাকে দানাপানি খাওয়াও।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল উদাসীন হসলার।

স্যাডল চাপানো ঘোড়াগুলোকে বিরক্ত না-করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল ল্যুক। লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে এখনও আগের জায়গায়। আবারও দু'ভাগ হয়ে নীরবে পথ করে দিল ওরা ওকে।

বোর্ডওঅকে উঠে এল ল্যুক। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পাত্তা দিল না ল্যুক। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখানে, অনুভব করল। দূরে অন্ধকার রাস্তায় আলো জ্বলে উঠল একবার, তারপর নিভে গেল।

সেলুনের জানালায় ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ও। লোকটা কিছু বলল না। খেয়াল করেনি সম্ভবত। সেলুনের দরজায় এখন একজনই মাত্র লোক। একটু ইতস্তত করল ও, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। হাত রাখল ডোরনবের ওপর। তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হলো লোকটার মধ্যে। তবে মার্জিত স্বরে বলল, 'আমি হলে ভেতরে ঢুকতাম না।'

ইঞ্চি ছয়েক ফাঁক করল ল্যুক পাল্লাটা। সাথে সাথে আলোর ঝাপ্টা এসে দূর করে দিল অন্ধকার। কথা-বলা লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখল ও। অল্প বয়সী ছেলেটা, বিশও পেরোয়নি। চোখে বুনো, অশান্ত দৃষ্টি, মুখে ক্লান্তি।

'একটা ড্রিঙ্ক চাই আমার,' শান্তকণ্ঠে বলল ল্যুক। জবাবের জন্যে অপেক্ষা করল, না-পেয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে; দরজা ভেজিয়ে দিল।

বারের কাছের লোকটার দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিল ও। মাতাল লোকটা। হাতে একটা সিক্সগান, পরনে ভেজা কাপড়-চোপড়। মেঝের এখানে ওখানে পানির দাগ। আমুদে মুখ, তবে কাঠিন্যটুকুও নজর এড়াল না

ল্যুকের। ওর দিকে পিস্তল উঁচাল লোকটা, বুক সই করল।

'একটা ড্রিঙ্ক শুধু,' মৃদুস্বরে বলল ল্যুক, 'ব্যস, আর কিছু না।'

আবার অপেক্ষা করল ও জবাবের জন্যে। কিন্তু লোকটা স্রেফ বোবা হয়ে রইল। আস্তে আস্তে সামনে এগোল সে। গা থেকে স্লিকার খুলে এক পাশে রেখে এক বোতল হুইস্কি তুলে নিল। মুখ খুলে গ্লাসে ঢালল হুইস্কি। লোকটার অনিশ্চিত দৃষ্টির সামনে ঘটল সবকিছু।

একটু পরে লবি থেকে আগে-শোনা সে দৃঢ়, অনুচ্চ স্বরটা কানে এল ওর। 'রাক, এদিকে চলে এসো।'

চরকির মত ঘুরে গেল লোকটা। পিস্তল তুলে সই করল ল্যাম্পের দিকে। কাউকে না-দেখে নিজে নিজে হাসল, মাতালের হাসি।

হঠাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ল্যুকের। লবির লোকটার চিৎকার শোনা গেল, 'চলে আসো, রাক!'

সাথে সাথে জানালার কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ শোনা গেল, ভাঙা জানালা পথে উঁকি দিল একটা অস্ত্রের নল, সিলিং বরাবর গুলি হলো। টিমটিমে বাতির আলো অদৃশ্য হয়ে গেল হঠাৎ। এক সেকেন্ড হুইস্কির গ্লাস হাতে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইল ল্যুক। লবির দিকে তাকাল। ওখানকার আলোও নিভে গেছে। অস্পষ্ট অন্ধকারে রাকের দীর্ঘ অনড় মূর্তি দেখতে পেল ও। আচমকা নিজের পিস্তল বের করে রাকের দিকে এক পা এগোল। তারপর সজোরে ঘুরিয়ে আনল অস্ত্রধরা হাতটা। রাকের শরীর নড়ে গেল জায়গা থেকে, মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। বারের পেছনে গা ঢাকা দিল ল্যুক।

রাস্তা থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল; পরমুহূর্তে শটগানের গুলি এসে আঘাত করল সেলুনের জানালায়। ঝন ঝন শব্দের সাথে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। শটগানের দ্বিতীয় গুলির শব্দ ছাপিয়ে রাস্তা থেকে ভেসে এল পরপর তিনটে গুলির আওয়াজ। শটগানের গুলিটা এবার বারের ওপর এসে পড়ল। ওদিকে বৃষ্টির মত গুলি শুরু হয়ে গেছে রাস্তার ওপাশে। কমলা রঙের আলোর আভায় বাইরে কাদার মধ্যে একদঙ্গল ঘোড়া দেখল ল্যুক।

বুনো চিৎকার শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠে, সাথে সাথে লবিতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ। হঠাৎ বাররুমের দূরবর্তী কোনায় জানালা পথে দুটো বন্দুকের নল দেখা গেল, রাস্তার দিকে তাক করা। গুলির শব্দের সাথে সাথে একটা ঘোড়ার জান্তব চিৎকার ভেসে এল, পরমুহূর্তে একযোগে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ।

বারের পেছনে শুয়ে রইল ল্যুক গোলাগুলি থামার অপেক্ষায়।

'রাক,' মৃদুকণ্ঠের ডাক শুনল ও। 'রাক···'

জবাব না-পেয়ে ভাঙা জানালা পথে উঁকি দিল গলার মালিক।

বাইরে থেকে দৌড়ে কাদা ঠেঙিয়ে বোর্ডওঅকে উঠল একজন। 'ওকে বাগে পেয়ে গেছে ওরা?' জানতে চাইল।

'মনে হয় না। তুমি লবির দিকে যাও। ওই ব্যাটাকে পাকড়াও করো। স্যাম কোথায়?'

'এই যে এখানে,' সাড়া দিল ভেতরের ছেলেটা।

'আমার সাথে আসো। আর হ্যাঁ, গুলি করার আগে ভাল করে দেখে শুনে নিয়ো।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ল্যুক। সন্তর্পণে পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

'রাক,' আবার শোনা গেল ডাকটা। ভাঙা জানালার ফাঁকে ওর অবয়ব দেখতে পেল ল্যুক।

'রাক ঠিক আছে,' শান্তস্বরে ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল ও।

ওর গলার স্বর লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল লোকটা।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল ল্যুকের। নিজেকে সামলে নিল অবশ্য। দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে এগোল ও। হঠাৎ অন্ধকারে একজনের শ্লিকারের হাতায় হাত পড়ল। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসে উঠল এবার। লোকটার গলায় চেপে বসল ওর হাত। রুদ্ধ গলায় অব্যক্ত আর্তনাদ শোনা গেল। ছটফট করে উঠে সরে যেতে চাইল, পরক্ষণেই সামনের টেবিলের সাথে পা আটকে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেয়।

কক্ষের মাঝামাঝি থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'ওকে ধরেছ, হ্যাম?'

খিস্তি আওড়াল ল্যুক, 'জাহান্নামে যাও! অন্ধকারেও তোমাকে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার পিস্তল তোমার বুক বরাবর ধরা। শোনো, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। আর তোমাদের ওই রাক ভালই আছে।'

প্রায় পাঁচ সেকেন্ড পরে জবাব এল আগের সে পাথুরে গলায়, 'আলো জ্বালো তাহলে।'

'তুমি জ্বালাও!' খেঁকিয়ে উঠল ল্যুক। 'আমার হাতে পিস্তল।'

অনড় দাঁড়িয়ে রইল লোকটা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। একটু পরে বলল, 'তুমি যদি স্মিথদের কেউ হও তাহলে কপালে খারাপি আছে।'

'আমি স্মিথ হলে এতক্ষণে রাকের কল্লা উড়ে যেত।'

আরও কিছুক্ষণ পার হলো। একসময় লোকটাকে নড়তে দেখল ল্যুক। ফস করে দেশলাই জ্বলে উঠল, লোকটার আবছা অবয়ব পষ্ট হলো এবার। মধ্য বয়সী, কঠিন লোকটা, কর্কশ চেহারা। রোদে পুড়ে মরা চামড়ার রঙ ধরেছে পাথুরে মুখ। চোখদুটোই শুধু জীবন্ত, নিষ্ঠুরতা আর শয়তানি একসাথে খেলা করছে তাতে। ডান চোখের ঠিক নিচ থেকে চিবুক পর্যন্ত গভীর কাটা দাগ, দগদগে; পুরো চেহারাকে বীভৎস রূপ দিয়েছে।

'অস্ত্র ফেলে দাও,' কঠিন কণ্ঠে বলল ও।

সে পাথুরে কণ্ঠের লোকটাই। নিশ্চিত হলো ল্যুক। 'দাঁড়াও, আগে অবস্থাটা বুঝে নিই,' মৃদুস্বরে বলল।

ম্যাচের কাঠি জ্বালানোর পর এই প্রথম কথা বলেছে লোকটা। ল্যুকের আশঙ্কা ছিল, আলো নেভার সাথে সাথেই গুলি করবে সে। কিন্তু ওর আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে বারের কাছে স্যামকে ডেকে বাতি জ্বালাতে বলল।

ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় লোকটাকে দেখল ল্যুক, দরজার কাছে পড়ে-থাকা রাকের মুখের ওপর ঝুঁকে আছে। লম্বা, লিকলিকে একজন পাঞ্চার এগোল ওদের দিকে। লোকটার হোলস্টারে পিস্তল।

রাকের ওপর ঝুঁকে থাকা অবস্থায় আচমকা চোখ তুলল মাঝবয়সী লোকটা। ওর চোখে বিস্ময়। তবে ল্যুক বুঝতে পারল, ওকে নয়, ওর পেছনে দেখছে লোকটা।

'কী করছ তুমি ওখানে?' পাথুরে কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে পেছনে তাকাল ল্যুক। আঁতকে উঠল প্রায়। একটা মেয়ে! চেয়ার-টেবিলের এলোপাতাড়ি স্তূপ থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছে ধীরে ধীরে। একটা চেয়ারের পিঠ ধরে কোনমতে দাঁড়াল মেয়েটা। ওর গলায় ল্যুকের নখের দাগ বসে গেছে। ল্যুকের দিকে তাকাল না মেয়েটা; রাকের পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে চাইল।

'ওকে উৎসাহ দিচ্ছিলাম,' ব্যঙ্গের স্বরে বলল। 'সামনে থেকে গুলি-গোলা শুরু করার আগে মেয়েদের একটু সরে যাবার সময় দিয়ো, লারসেন।'

কথা শেষ করে ল্যুকের দিকে চোখ ফেরাল। হলদে আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ওর লালচে বাদামী রঙের কোঁকড়া চুল। শুকনো শীর্ণ মুখ, দুটো ঠোঁট প্রসারিত, হাসি হাসি; কেবল ঠাণ্ডা ধূসর দু'চোখে ক্লান্তি আর হতাশা।

ভরাট বুক আর সরু কোমর মেয়েটার। মায়াকাড়া মুখ। কোমরের বেল্টে একটা সিক্সগান।

শয়তানিভরা চোখে ওকে দেখল লারসেন, ল্যুকের দিকে ফিরল। 'তুমি রাককে আঘাত করেছ?'

'হ্যাঁ। মাতাল অবস্থায় একটা লোক এলোপাতাড়ি গুলি খেয়ে মরুক, তা চাইনি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল লারসেন, দেখাদেখি ওর দুই চেলাও। 'বেশ তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে এক্ষুনি ভাগতে হবে শহর ছেড়ে।'

'অপরাধ?'

পাত্তা দিল না ওকে লারসেন। ঢ্যাঙা চেহারার পাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাম, রাককে তুলে নাও। দাঁড়াও, আগে আমি বেরোই।'

সেলুনের পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও। একটু পরে ওর গলা শোনা গেল, 'ঠিক আছে, হ্যাম। এবার নিয়ে এসো।'

দু'জনের কেউই তাকাল না ল্যুক কিংবা মেয়েটির দিকে, সংজ্ঞাহীন রাকের নিথর শরীরটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে।

ওদের চলে যাওয়া দেখল ল্যুক, তারপর মেয়েটির দিকে ফিরল। 'দুঃখিত। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। মনে হয়, ভয়ে।'

হাসল মেয়েটি, নিচুস্বরে বলল, 'সেজন্যে তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। আমিও ভয় পেয়েছিলাম।'

ওর কাছে গেল ল্যুক, ঝুঁকে গলার আহত জায়গাটা দেখতে লাগল। অস্বস্তিভরে অপেক্ষা করল মেয়েটি, স্লিকারের কলার তুলে দিয়ে বলল, 'ব্যথা পেয়েছি। তবে সেরে যাবে শীঘ্রি।'

'আ-আমি জানতাম না, তুমি এখানে আছ।'

'কিভাবে জানবে?' পুরো ঘরটার ওপর চোখ বুলাল ও। চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব ফুটল। হাত ধরে চারদিকে চিৎ-কাত হয়ে পড়ে থাকা চেয়ারের দঙ্গল পেরিয়ে আসতে সাহায্য করল ওকে ল্যুক। তারপর অন্ধকার লবিতে পা রাখল ওর পেছন পেছন। থামল মেয়েটি। ম্যাচ জ্বালিয়ে ডীল ডেস্কের ওপর রাখা বাতিটা জ্বালাল।

'শহরটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার!' বিরক্তি প্রকাশ করল ল্যুক। 'এ কোন জাহান্নামে এসে পড়লাম?'

'রাক হোভার্ট মাঝেমধ্যে মদ খেতে ভালবাসে,' ব্যাখ্যা দেবার ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি। 'স্মিথরা তা জানে, তক্কে তক্কে থাকে তাই সুযোগের অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় রাক। ওর পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে চায় না তখন। এরকম অবস্থার সুযোগই নিতে চায় স্মিথরা।'

'তার মানে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের চেষ্টা!'

কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি। 'লারসেন হোভার্টও স্মিথদের কাউকে এ-অবস্থায় পেলে ছেড়ে কথা কইবে না। যাক, এবার তুমি যাবে?'

'তুমি যাবে না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে অসম্মতি জানাল মেয়েটি। 'এখন আর ভয় নেই। অন্তত তুমি যেরকম দেখেছ, সে রকম নয়।' একটু থেমে আবার বলল, 'গত হপ্তায় একজন হুইস্কি-ড্রামারকে হত্যা করেছে ওরা রাস্তায়। তিন ঘণ্টা পড়ে ছিল লোকটা ওখানে। সাহস করে কেউ এগিয়ে আসেনি লাশটা ওখান থেকে তুলে নিতে। কী রকম পরিস্থিতি, বুঝতে পারছ নিশ্চয়? একজন মরা মানুষের সাহায্যে পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসতে পারছে না। আতঙ্কে সিঁটিয়ে আছে সবাই।' রাগ আর ক্ষোভে বিস্ফারিত মেয়েটার চোখ।

'তোমাকে কিন্তু সেরকম মনে হচ্ছে না,' মন্তব্য করল ল্যুক।

'আমিও সেরকম।' ঝাঁঝিয়ে উঠল মেয়েটা, আড়চোখে তাকাল ওর দিকে। 'নেহাৎ বোকা না-হলে সবারই ওরকম হওয়া উচিত। তুমি নিশ্চয় বোকা নও। আশা করি, এক্ষুনি ঘোড়ায় চড়বে।'

ঘুরে ডেস্কের কাছে গেল ল্যুক। ক্যানভাসের মলাটঅলা রেজিস্টার খাতা খুলে কলম নিয়ে নিজের নাম লিখল। যেন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিল, কথা নয়,

কাজে বিশ্বাসী ও। খাতা বন্ধ করে চাইল মেয়েটির দিকে। 'টাকা তোমাকে দেব?'

'থাকছ তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যুক।

হতাশ চোখে এক মুহূর্ত ওকে দেখল মেয়েটি। শান্ত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, এসো আমার সাথে।'

অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল ওরা, করিডর ধরে প্রথম দরজার সামনে গিয়ে থামল। ল্যুককে অপেক্ষা করতে বলে দরজায় নক করল মেয়েটি। দরজার পাল্লা সামান্য ফাঁক হতেই ভেতরে সোনালি চুলের মেয়েটিকে দেখল ল্যুক। একটা চেয়ারে বসে আছে মেয়েটা, দু'হাতের তালুতে মুখ রাখা। চেয়ারের পাশে একটা শয্যা, সাদা চুলের একজন বুড়ো লোক শোয়া তাতে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। চেহারায় সুস্পষ্ট আতঙ্ক। ভাঙা গলায় জানতে চাইল, 'ওরা কি মেরে ফেলেছে ওকে, রোজ?'

পেছনে দরজা বন্ধ করতে করতে মাথা নাড়ল রোজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল মেয়েটির গলা দিয়ে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। মেয়েটির নাম তাহলে রোজ! রোজ *ক্লিফম্যান* নয়তো?'

'তোমার বাবার লোকেরা,' নিচু তিক্ত স্বরে বলল রোজ, 'আজ না-পেলেও কাল নিশ্চয় বাগে পেয়ে যাবে ওকে, রিটা। বিশ্বাস করো, তোমাকে আঘাত দিতে চাইনি। কিন্তু যা বলেছি, তা সত্যি।'

'ওরা কি ভেতরে ভাঙচুর করেছে?' জানতে চাইল বুড়ো লোকটি।

নড করল রোজ। ল্যুককে দেখিয়ে বলল, 'এ-লোকটা থাকতে এসেছে।'

'কোথাকার লোক?'

'ভবঘুরে টাইপের।'

'বলে দাও রুম খালি নেই। সব ভরতি হয়ে গেছে।'

'ওসব বলে লাভ হবে না, আঙ্কেল ডেফ। নাছোড়বান্দা টাইপের লোক।'

'বেশ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। 'সাত নম্বর ঘরটা খালি আছে। দেখিয়ে দাও ওকে।'

দেয়ালের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল ল্যুক। রোজ বেরিয়ে এল। ওকে নিয়ে অন্ধকারে এগোল আবার। আরেকটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকে বুটের গায়ে কাঠি ঘষল। বাতি জ্বালিয়ে ঘরটার ভেতর অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলাল। সন্তুষ্ট হয়ে তাকাল ল্যুকের দিকে। 'এটাই তোমার ঘর। গুড নাইট।'

'চাবিটা?'

থমকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল রোজ ওর দিকে। ওর চোখে রাগের আভাস। 'চাবি নেই,' কাটখোট্টা গলায় বলল। 'তাতে কিচ্ছু আসবে যাবে না। আর এখানে চোরও নেই। তোমার রুমে কেউ ঢুকতে চাইলে দরজা ভেঙেই ঢুকবে।'

সামান্য হাসল ল্যুক। 'ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, মিস ক্লিফম্যান।'

কে যেন চড়িয়ে স্তব্ধ করে দিল মেয়েটিকে। মুহূর্তের জন্যে ল্যুকের মনে হলো, অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগেই নিজেকে সামলে নিল রোজ। ধীরে ধীরে ঘুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ওটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। 'আ-আমাকে ওই নামে ডাকলে কেন?' ওর গলায় স্পষ্ট ভীতি।

'কেন?' অবাক হলো ল্যুক। 'এটাই তো তোমার নাম, তাই না?'

'না, কক্ষনো না! আমার নাম রোজ বার্গার। হ্যাঁ, বার্গারই তো।'

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। ওর চোখে কৌতূহল। 'তুমি ভয় পাচ্ছ, ম্যাম। কাকে, বলো তো? ওই বন্দুকবাজগুলোকে?'

'তুমি কি করে জানলে?'

'আমি তোমার বাবার খুনীদের শায়েস্তা করতে চাই। তুমিও তা-ই চাও। চাও না?'

'মরার শখ হয়েছে, না?' রেগে উঠল রোজ। 'গত মাসে একজন মার্শাল এসেছিল। তোমার মত একই উদ্দেশ্যে। দু'দিন পরে ওর লাশ পাওয়া গেছে। তোমারও সে-অবস্থা হবে।'

'আর তোমার, ম্যাম?'

'ওরা আমাকে সন্দেহ করবে না। আমি মেয়ে মানুষ। এটাই আমার বাড়তি সুযোগ। তোমার চেয়ে বেশি তদন্ত করতে পারব আমি। অনেক বেশি। কিন্তু তুমি নাক গলালে আমার কাজ পুরোটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

চুপচাপ ওর কথা শুনে গেল ল্যুক।

'তুমি চলে যাবে?'

মাথা নাড়ল ল্যুক। যাবে না।

হঠাৎ ভয়ানক হয়ে উঠল মেয়েটার চেহারা। চোখে আগুন নিয়ে হুমকি দিল, 'তুমি যদি নিজের ইচ্ছেয় চলে না-যাও, তাহলে ওদের জানিয়ে দেব যে, তুমি একজন মার্শাল। শুনে খুশি হবে ওরা।'

'স্বচ্ছন্দে,' মৃদুস্বরে বলল ল্যুক।

বিভ্রান্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল রোজ কিছুক্ষণ। তারপর দু'হাতে মুখ চেপে গুঙিয়ে উঠল, 'ওহ্, তুমি একটা বোকা, মিস্টার! আস্ত বোকা! নিজের ভাল-মন্দ বুঝতে পারো না।'

দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল ও।

তিন

রোজ ক্লিফম্যানের কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল ল্যুক। সকালে ঘুম থেকে উঠেও ভাবতে লাগল। মেয়েটি একা এখানে। নাম নয়, পদবী ভাঁড়িয়ে আছে। কী করছে ও এখানে? বলেছে, বাবার খুনীদের ব্যাপারে ওর চেয়ে বেশি করতে পারবে। কিভাবে?

রাতভর বৃষ্টি পড়েছে, থামেনি এখনও। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, হালকা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পেঁজা তুলোর মত উড়ছে।

নিচে নেমে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ও। এখনও ওঠেনি কেউ। সেলুনের দরজা খোলা, পাংশু মুখের মধ্যবয়সী একজনকে গত কাল সন্ধের ভাঙাচোরা জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে দেখা গেল। ভেতরে ঢুকে বারের ওপর রাখা নিজের স্লিকারটা তুলে নিল ল্যুক। বিতৃষ্ণ চোখে ওকে একবার দেখে নিল লোকটা চুপচাপ।

*ওরিয়েন্টাল ক্যাফে*তে গিয়ে নাস্তা খেল ল্যুক। ছোট, ঘিঞ্জিমত দোকানটার মালিক বেঁটেখাট চিনেম্যান কুতকুতে দু'চোখ ছোঁয়া হাসি উপহার দিল ওকে। এ-শহরে আসার পর এই প্রথম কারও হাসিমুখ দেখল ল্যুক। হাসল সেও।

নাস্তা শেষ করে শহরের রাস্তাঘাট সম্পর্কে কিছুটা খোঁজ খবর নিয়ে বেরোল ও দোকান থেকে। হাঁটল কিছুক্ষণ এদিক সেদিক। এক সময় রাস্তার বিপরীত দিকে একটা জীর্ণশীর্ণ ভবন দেখতে পেয়ে থামল। ক্ষয়ে-যাওয়া একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে ওটার কপালে: *হিডেন ইনকোয়ারার*।

মৃদু হাসল ল্যুক। কাদা মাড়িয়ে রাস্তা পেরিয়ে ওপাশের বোর্ডওঅকে উঠল। চিনেম্যানের কথামত এটা তাহলে হিডেনের কোর্ট হাউস!

কাদামাখা বুট চৌকাঠে মুছে ভেতরে পা রাখল ও। ভেতরে দু'জন লোক। একজনের পরনে কালো চকচকে সুট, দাঁড়িয়ে আছে সে; বাকিজন বসে আছে রোলটপ ডেস্কের সামনে। গায়ে ভেস্ট, তাতে আটকানো শেরিফের ব্যাজ।

'সুপ্রভাত!' হাসিমুখে অভিবাদন জানাল ল্যুক।

'দরকারী কথা বলছি!' রুক্ষস্বরে বলল শেরিফ।

মধ্যবয়সী লোকটা। কর্কশ, হিংসুটে চেহারা। থ্যাবড়া নাকের নিচে অভিজাত ঢঙে ছাঁটা ছুঁচাল গোঁফ, ঘন মোটা ভুরুর নিচে কাকের মত কালো

দু'চোখ। কুটিল দৃষ্টি। অন্যজনের চৌকো মুখ, দেখতে ইন্ডিয়ানদের মত অনেকটা।

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি,' পাত্তা দিল না ল্যুক লোকটার অসন্তুষ্টিকে। 'কিন্তু আমি তোমাদের "সুপ্রভাত" বলেছিলাম।'

'এবং আমিও বলেছিলাম যে, জরুরী কথা বলছি।'

পিঠ উঁচু একটা চেয়ার টেনে বসল ল্যুক। স্টেটসনটা খুলে নিয়ে দু'পায়ের ফাঁকে রাখল। 'বেশ, এবার তাহলে জরুরী কথাটা বন্ধ করো।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। তিনজন একে অন্যের দিকে তাকাল ওরা। তারপর উত্তপ্ত স্বরে বলল শেরিফ, 'তুমি বেরোবে, মিস্টার?'

'না।' মৃদু হাসল ল্যুক। ওর চোখে চ্যালেঞ্জ।

'বার্ক,' কালো সুটধারী ডাকল শেরিফকে, 'আমি বরং পরে দেখা করব।'

'না, আমি দেখা করব তোমার সাথে।'

'বেশ।' বেরিয়ে গেল কালো সুট।

'এবার,' ল্যুকের দিকে ঘুরে বসল শেরিফ বার্ক, 'তোমার মতলবখানা কী বলো তো? কী চাও তুমি?'

'সাহায্য।'

'সমস্যাটা কী?'

'গত বছর আমার এক বন্ধু এসেছিল এদিকে। মাস ছয়েক আগে ওর লাশ পাওয়া গেছে, দক্ষিণের রাস্তা থেকে মাইল ছয়েক দূরে।'

'জেম ক্লিফম্যান। প্রসপ্রেক্টর।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?'

'ওকে মরতে হলো কেন?'

'পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল।'

'জানি। কিন্তু কে গুলি করেছে, শেরিফ?'

'আমি কী জানি? জানলে তো ওকে অ্যারেস্ট করতাম।'

মনে মনে হাসল ল্যুক। ব্যাপারটা তাহলে মিথ্যে দিয়েই শুরু হলো! 'কাউকে সন্দেহও হয় না?'

দু'চোখে বিদ্বেষ ফুটল শেরিফের। 'তাতে কী? তোমাকে বলতে হবে নাকি?'

'না।' রেগে গেল ল্যুক, তবে গলার স্বরে তা প্রকাশ পেল না। 'কিন্তু জেমের বন্ধু কিনা আমি, বুঝতেই তো পারো···'

'এখানে জেমের কোন বন্ধু ছিল না···' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল শেরিফ, 'আর সেও বিভিন্ন বিষয়ে নাক গলাতে শুরু করেছিল।'

'আমার ধারণাও তাই।'

'সুতরাং মুখে যতটা সম্ভব কুলুপ এঁটে বেড়াতে এসেছ কদিন বেড়িয়ে

চলে যাও।'

'এটা কি হুমকি?'

'তা বলতে পারো,' সাথে সাথে জবাব দিল শেরিফ, সামনে ঝুঁকল। 'এমন কোন আইন নেই যে, শেরিফের কাজে নাক গলাবার জন্যে কোন মার্শালকে ডেকে আনতে হবে। এমন কোন নিয়ম নেই যে, কোন মার্শাল এলেই তাকে সহযোগিতা করতে হবে। আর, আমার নিজেরও কোন মার্শালের সাহায্যের দরকার নেই।' হেলান দিল ও ফের। 'এখানে আমরা সব কিছু ঠিকমত চালাচ্ছি। জনগণ আমাকে তাদের ইচ্ছেমত কাজ হচ্ছে এটা দেখার জন্যেই ভোট দিয়েছে।'

'এবং তোমার অফিস থেকে মাত্র এক ব্লক দূরে একজন বদ্ধ মাতালকে খুন করার জন্যে ছয়জনকে হামলে পড়তে দেখার জন্যেও, তাই না?'

শেরিফকে চমকে উঠতে দেখবে আশা করেছিল ল্যুক, হতাশ হলো। বার্কের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। 'হ্যাঁ। বলতে পারো, সেটাও তাদের ইচ্ছে।'

উঠে দাঁড়াল ল্যুক। 'তাহলে জেমের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার কাজটা আমাকেই করতে হবে।'

'হ্যাঁ।' একটু ইতস্তত করল বার্ক। 'তবে কোরো না। না-করলেই ভাল করবে।'

মৃদু হাসল ল্যুক। 'শোনো শেরিফ, তোমার ধারণা ভুল। আমি কোন মার্শাল নই। তবে দেশের আইন কানুন থেকে বিচ্ছিন্ন এমন দু'একটা শহর আগেও দেখা আছে আমার। এ-ধরনের শহরে কিছু লোক সবসময় গণ্ডগোল জিইয়ে রাখে। ওদের ধারণা, ওরা খুব কঠিন লোক। ওদের চেয়েও যে সেরা থাকতে পারে, সেটা ভুলেও ভাবে না।'

সরু চোখে চাইল বার্ক। 'তুমি বুঝি সেরা?'

'সেটা সময় হলে দেখবে।'

'আচ্ছা।'

বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ল ল্যুক। শেরিফের ব্যবহারে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। স্মিথ না হোভার্ট–কাদের হয়ে কাজ করছে ব্যাটা? এরকম মেরুদণ্ডহীন লোক কি করে শেরিফের মত গুরুত্বপূর্ণ পদ পায়, যে নাকি সত্যি কথা পর্যন্ত বলতে পারে না?

ইনকোয়ারার অফিস পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই সাইনবোর্ডবিহীন একটা ঘরের ভেতর নজর গেল ওর। থমকে দাঁড়াল, তারপর ঢুকে পড়ল ঘরটায়।

একটা পত্রিকা অফিস ঘরটা। কাঠের রেলিং দিয়ে দু' রূম করা হয়েছে। প্রথমটা সম্পাদকীয় অফিস। খসখসে চলটা-ওঠা একটা ডেস্ক, আর পিঠ উঁচু একখানা চেয়ার–আসবাপত্র বলতে এ-ই। এক পাশে খান তিনেক চেয়ার পাশাপাশি বসানো, বইপত্র আর পুরানো পত্রিকায় ঠাসা। ডেস্কের পাশে

একটা ওয়েস্টপেপার বাস্কেট, বাতিল কাগজে ভর্তি হয়ে উপচে পড়ছে। ভেতরের রুমটা প্রেস। একজন লোক কাজ করছে ওখানে। দুই রুমে দুটো বাতি জ্বলছে টিমটিম করে।

ডেস্কের ওপাশে বসা লোকটা রোগা, শুকনো। আয়রনফ্রেম চশমার ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকাল ল্যুকের দিকে। দু'হাত ডেস্কের ওপর রেখে ওর দিকে ঝুঁকল ল্যুক। 'কিছু তথ্য চাই আমার।'

বার দুয়েক চোখ পিট পিট করল লোকটা, কেশে গলা পরিষ্কার করল। 'বেশ তো।'

'গত বসন্তে নিহত জেম ক্লিফম্যান সম্পর্কে খবর পাব কোথায়?'

সতর্কতার ছাপ ফুটল লোকটার চেহারায়। 'তার আগে দুটো ব্যাপার তোমাকে মাথায় রাখতে হবে, মিস্টার। প্রথমত, এ-শহর সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করব না। দ্বিতীয়ত, দুটো নাম আমি আমার পত্রিকায় ছাপাই না। একটা নাম স্মিথ, অপরটা হোভার্ট। পারতে মুখেও আনি না।'

'ওদের সম্পর্কে কিছু জানতে চাইনি আমি।'

'তুমি এখানে নতুন,' ধৈর্য সহকারে বোঝাতে শুরু করল সম্পাদক। 'এখানকার হালচাল বোঝো না। এখানে স্মিথ বা হোভার্টদের কারও বিপক্ষে কথা বললে পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরতে হবে। না-বললেও তাই। সুতরাং···'

বিরক্ত হলো ল্যুক। 'বাদ দাও! তোমার কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে চাই।'

'এতক্ষণে একটা দামী কথা বলেছ।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। 'কিসের ওপর?'

'একশো ডলার পুরস্কার ঘোষণা। জেম ক্লিফম্যান কিভাবে খুন হলো, তথ্যটা যে জানাতে পারবে, সেই পাবে টাকাটা।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিল সম্পাদক। 'কোন লাভ হবে না, বাছা। তথ্যটা কেউই দেবে না। কার ঘাড়ে কটা মাথা···'

হাত নেড়ে ওকে নাকচ করে দিল ল্যুক। 'সে আমি বুঝব। তুমি ছাপাবে কি না বলো?'

'প্রেসরুমের পেছনে আরেকটা রুম আছে,' হাল ছেড়ে দিল সম্পাদক। 'বিজ্ঞাপন ওখানে নেয়া হয়। এখন দিলে বিকেলে বেরিয়ে যাবে।'

নিচু দরজাটা পেরিয়ে প্রেসরুমে ঢুকল ল্যুক। তার পেছনে আরেকটা রুম। ওটায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল।

মাথা নিচু করে প্রুফ দেখছিল মেয়েটা। ল্যুকের পায়ের আওয়াজে মুখ তুলল। রোজ ক্লিফম্যান!

মেয়েটার মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল ফের। দ্রুত নিচু গলায় বলে উঠল, 'বার্গার, রোজ বার্গার আমার নাম। এত শীঘ্রিই ভুলে

যাওনি নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যুক।

'কী চাও?'

'একটা বিজ্ঞাপন দেব। লিখে নাও।'

পরিষ্কার একটা কাগজ নিল রোজ। পেন্সিল হাতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল ল্যুকের দিকে। চমৎকার মেয়েটা, ভাবল ল্যুক, সুন্দরী–রাগীও।

'শিরোনাম হবে *পুরস্কার ঘোষণা*,' বলল ও। '*হ্যাঁ লিখে যাও, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, গত বসন্তে নিহত জেম ক্লিফম্যানের হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের সম্পর্কে তথ্য প্রদানকারীকে একশত ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে। প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং অভিযুক্ত করার মত গুরুত্বপূর্ণ হইতে হইবে।* নিচে আমার নাম লেখো, ল্যুক হান্টার।'

লেখা বন্ধ করে ওর দিকে চেয়ে রইল রোজ। ল্যুক থামতেই বলল, 'আমি হলে এটা করতাম না।'

'সে আমি জানি!' বিরক্ত হলো ল্যুক। 'কিন্তু আমার তথ্য চাই। হয়তো সেটা তুমিও দিতে পারো।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'না, পারব না,' ধীরে ধীরে বলল রোজ। 'এভাবে তথ্য পাবে না তুমি। যা পাবে, তার নাম ঝামেলা।'

তাকিয়ে রইল মেয়েটি ওর দিকে। ওর মুখে চিন্তার ছায়া।

'বেশ তো,' গম্ভীর মুখে বলল সে। 'তথ্য পাবার আগে অপেক্ষার সময়টুকু ওরকম কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে। বিজ্ঞাপনের চার্জ কত?'

'তোমার কি মনে হয় এটা আমার ছাপাতে দেয়া উচিত?'

'হ্যাঁ। যদি তুমি ভয় না-পাও।'

ঠাণ্ডা গলায় টাকার পরিমাণটা জানাল রোজ।

টাকাটা পরিশোধ করে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ল ল্যুক। কথা বলতে ভয় পায়–একই দিনে এমন তিনজনের সন্ধান পেল সে, শেরিফ বার্ক পেটান, পত্রিকার সম্পাদক এবং রোজ বার্গার ওরফে রোজ ক্লিফম্যান। যাহোক, এ-মুহূর্তে ওর আর করার কিছু নেই। তথ্যের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, এরপরও যদি কেউ নিজে থেকে এগিয়ে না-আসে, তাহলে ওকেই তথ্যগুলো খুঁজে নিতে হবে। কিভাবে কোথায় খুঁজবে জানে না সে–কিন্তু খুঁজে বের করতে হবেই।

আস্তাবলে গিয়ে চেস্টনাটটা বের করল সে, দক্ষিণে ক্যানিয়নের পথ ধরল। মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর আচমকা চওড়া হয়ে ঘেসো জমির রূপ নিল ক্যানিয়নটা। পুবদিকের পর্বতমালা থেকে নেমে-আসা একটা ঝরনা বয়ে গেছে ওটার বুক চিরে। নীরব নিথর চির হরিৎ বৃক্ষের ঘন সন্নিবেশ জায়গাটায়, বৃষ্টিভেজা, অন্ধকার; মাঝে মধ্যে জ্যাক পাইনের লাল কাণ্ডের

সমারোহ রঙের বৈচিত্র্য এনেছে।

এক জায়গায় ঝরনাটা বোতলের গলার মত কিছুটা চাপা। খানকতক তক্তা ফেলে ব্রিজ বানানো হয়েছে ওখানে। ব্রিজ পেরিয়ে দুটো রাস্তা পেল ল্যুক। সোজা রাস্তা ধরে ঘোড়া ছোটাল ও।

কিছুদূর এগোতেই আচমকা প্রায় দাঁড়িয়ে গেল ওর চেস্টনাট, ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল। রাশ টেনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে তাকাল ও চারপাশে। গাছপালার ফাঁকে লোকটাকে দেখতে পেল রাস্তায় উঠে আসছে। স্যাডলের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা রাইফেল। রাক হোভার্ট।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাল দু'জন। রাক কথা বলল প্রথমে, 'এখান থেকেই জনসাধারণের জন্যে নিষিদ্ধ জায়গাটা।'

দু'বাহু ভাঁজ করে স্যাডল হর্নের ওপর ঝুঁকল ল্যুক। 'অর্থাৎ এখান থেকেই হোভার্টদের সাম্রাজ্য শুরু?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রাক। ওর চোখে সন্দেহ, মুখে চিন্তার ছাপ। তবে অসহিষ্ণু ভারী মুখে ভালমানুষি ও দৃঢ়তার চিহ্নও ল্যুকের নজর এড়াল না।

'তাহলে স্মিথদের জায়গা কোথায়?'

'ব্রিজের ওপারে ফেলে এসেছ ওটা,' একঘেয়ে সুরে বলল রাক, ল্যুককে জরিপ করছে গম্ভীর মুখে।

হাসল ল্যুক। 'গত রতের কথা মনে আছে নিশ্চয়?'

'কিছু কিছু।' মাথা দোলাল রাক। 'তুমি আমাকে আঘাত করেছিলে।'

'তোমাকে গুলির লাইন থেকে সরানোর জন্যে আর কোন বুদ্ধি আসেনি তখন মাথায়।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রাক। 'ধন্যবাদ।'

'ঠিক আছে। তবে একটা কথা, হোভার্ট, কাল রাতে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি, এখন তার বিনিময়ে সাহায্য চাইব।'

জিজ্ঞাসু চোখে চাইল রাক।

'জেম ক্লিফম্যান আমার বন্ধু ছিল।'

'আচ্ছা!'

'ওর খুনী বা খুনীদের পরিচয় জানতে চাই আমি। যা শুনেছি, ওকে ঠিক এ-জায়গাটায় মরা পাওয়া গিয়েছিল।'

'ঠিকই জেনেছ।'

'কিন্তু সবটুকু নয়।'

'আমরাও ওইটুকুই জানি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল রাক। 'এর বেশি না।'

এখানেও সে একই অবস্থা, ভাবল ল্যুক, সাহায্য করতে অনীহা!

তবু রাককে ভাল লেগেছে ওর। ছেলেটা মদে আসক্ত হলেও সম্ভবত পুরোপুরি অবিবেচক নয়। দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব নিয়ে বাকিদের মত উগ্রতা

নেই তার মধ্যে। আর অস্ত্রের ব্যবহার জানলেও আচার-আচরণে আলাদা কোন প্রভাব পড়েনি তার।

স্যাডলের ওপর নড়েচড়ে বসল। 'আমিও হয়তো সব জানব না। তবে মজার ব্যাপার কি জানো, জেমের লাশটা পাওয়া গিয়েছিল হোভার্ট বা স্মিথ কারও সীমানার মধ্যে নয়, সবার জন্যে খোলা জায়গায়। শোনা গেছে, একজন হোভার্টই লাশটা ওখানে ফেলে গিয়েছিল।'

আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছে ল্যুক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাকের মুখে। জানে, ওর অনুমান ভুল হলে রাকের মুখে রাগের ছাপ ফুটবে। আর সত্যি হলে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করবে, কিংবা হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইবে ওর বক্তব্যকে।

রাগের ছাপই ফুটল রাকের মুখে। অর্থাৎ অনুমান ভুল। কিন্তু এক্ষেত্রে রাগের বহিঃপ্রকাশটা যত তাড়াতাড়ি আশা করেছিল ও, ততটা হলো না। তার মানে···

'কথাটা যে-ই বলুক তোমাকে, মিস্টার,' কর্কশস্বরে বলল রাক। 'আমি বলব সে একটা মিথ্যুক।'

মনে মনে উল্লাস বোধ করল ল্যুক। জেম ক্লিফম্যানের হত্যা রহস্যের ভেতর ঢোকার একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে।

লাগাম টেনে ঘোড়া ঘোরাল সে; বলল, 'শোনো হোভার্ট, আমি কোন মার্শাল নই। তবে কথা দিচ্ছি, কেউ যদি মুখ না-খোলে, তাহলে এ-জায়গা কাঁপিয়ে ছাড়ব। আর দুটো দিন মাত্র অপেক্ষা করব, তারপর যা জানি, তা শেরিফকে গিয়ে শোনাব। শেরিফের কাছে যদি যথোপযুক্ত সাড়া না-পাই, তাহলে যা করার নিজেই করব। কথাটা ভেবে দেখো।'

ঘোড়ার পেটে পা দাবাল ল্যুক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখল রাক হোভার্ট। চোখের আড়ালে চলে না-যাওয়া পর্যন্ত নড়ল না জায়গা থেকে। একটু পরে ঘোড়া ছোটাল সেও, ঘেসো জমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে।

মিনিট দশেক পরে বাড়িতে পৌঁছাল রাক। করালে ঘোড়া বেঁধে স্যাডলটা খসিয়ে রাখল একটা বারের ওপর, তারপর বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে পা বাড়াল। হঠাৎ বার্নে নড়াচড়ার আভাস পেয়ে থমকে দাঁড়াল ও, বার্নের ভেতর দরজার কাছে একটা স্প্রিং ওয়াগনের চাকায় গ্রিজ মাখাচ্ছে ওর চাচা, লারসেন হোভার্ট। কাছেই একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে রাখা ওর রাইফেল। রাককে এগিয়ে আসতে দেখে একমুঠো খড় নিয়ে হাত মুছল লারসেন। তারপর তাকাল ভাস্তের দিকে অসহিষ্ণু চোখে। ওর মাথায় তোবড়ানো ময়লা একটা স্টেটসন হ্যাট। ল্যুকের মনে হলো দারুণ মানিয়ে গেছে স্টেটসনটা মালিকের রুক্ষ, শ্রীহীন চেহারার সাথে। দরজার কাছে একটু থামল রাক, ইতস্তত করল, তারপর মরিয়া ভঙ্গিতে ঢুকে পড়ল

ভেতরে। ভুরু উঁচাল লারসেন। 'কী খবর?'

'লোকটার সাথে দেখা হয়েছে আমার। ব্রিজের এপাশে।'

'এদিকে আসছিল?'

'জানি না।' থামল রাক। 'ও সব জানে।'

মুখের ভাবে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না হোভার্টের। 'কী বলল?'

'জেম ক্লিফম্যানকে কে খুন করেছে জানতে চেয়েছে। আমি ওকে জবাব খোঁজার জন্যে অন্য কোথাও যেতে বললাম।' পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রাক চাচার দিকে। 'ও বলল, ক্লিফম্যানের মৃতদেহটা রাস্তার ওপর ফেলে এসেছিল একজন হোভার্ট, সে তা জানে।'

'ওটা ওর অনুমান।' কাঁধ ঝাঁকাল হোভার্ট।

'অনুমান হোক আর যা-ই হোক,' গলা চড়াল ল্যুক। 'ওর কথা সত্য। শেরিফ বার্কের জন্যে এটা দারুণ একটা তথ্য হতে পারে।'

তীক্ষ্ণ, বিদ্রুপভরা দৃষ্টিতে তাকাল লারসেন হোভার্ট। 'ভয় পেয়েছ? নিশ্চয় কেঁদে ফেলবে না এখন?'

অপমানে সাদা হয়ে গেল রাকের মুখ, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়ে উঠল। 'হিসেব করে কথা বলো, লারসেন।'

পাশ ফিরে আরেক মুঠো খড় নিল লারসেন। 'আমি বুঝতে পারি না,' মৃদু স্বরে বলল, 'যা তুমি করোনি, তাতে তোমার ভয়টা কোথায়?' তাকাল আবার রাকের দিকে। 'নাকি করেছ?'

জবাব দিল না রাক।

ওর রাগকে পাত্তা দিল না লারসেন, স্বভাবসিদ্ধ পাথুরে গলায় বলল, 'ওই মরা, পঁচা ইঁদুরটাকে তুমি আমাদের সীমানায় পেয়ে বলেছিলে, ওকে এখানে ফেলে যাওয়া হয়েছে। আমি তোমাকে জানালাম, কাজটা কার হতে পারে। বললাম যেখান থেকে এসেছে, ওটাকে আবার সেখানে রেখে এসো। তুমি আমার কথা শুনলে না। ওটাকে ফেলে দিয়ে আসলে রাস্তায়। তুমি হিসেবে বড্ড কাঁচা—না, ঠিক কাঁচা নয়, তবে তোমার মনটা খুব নরম, বাছা।' কাঁধ ঝাঁকাল বুড়ো হোভার্ট।

এক পা এগোল ওর দিকে রাক। নড়ল না বুড়ো, সরাসরি তাকিয়ে রইল ওর চোখে। শেষে চোখ নামাল রাক।

'তুমি শহরে গিয়ে যত ইচ্ছে মদ খাও, আপত্তি নেই,' রুক্ষস্বরে বলল লারসেন। 'সেটা অবশ্য সমস্যা, তবু সামলাতে রাজি আছি। তবে দয়া করে স্মিথদের ব্যাপারে নরম হবার চেষ্টা কোরো না।'

'বার্কের ব্যাপারে কী ভেবেছ?' স্খলিতস্বরে জিজ্ঞেস করল রাক।

'ওকে পাত্তা দেবার দরকার কী? ও যদি তেমন কিছু জানেও, তাতেও খুব একটা এদিক ওদিক হবে না। ওর আর কি-ই-বা ক্ষমতা?'

'না। ওর পেছনে আইনের সাহায্য আছে।'

'ভুল।' মাথা নাড়ল লারসেন। 'এখানে কোন আইন-টাইন নেই।'

চাচার দিকে তাকিয়ে রইল রাক। ওর আত্মবিশ্বাস থেকে নিজেও সাহসী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। ওকে উৎসাহ দিল লারসেন, 'আর ওই লোকটা বার্কের সাথে কথা বলার সুযোগ পাক, তা চাই না আমরা, কী বলো?'

'না, চাই না,' দৃঢ়স্বরে বলল রাক।

'শাবাশ! আজ হোক, কাল হোক, ওকে সরিয়ে দিতে হবে। ওই লোক গোলমেলে।'

ফিরে ওয়াগনের কাছে গেল লারসেন। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাক, তারপর বেরিয়ে গেল বার্ন থেকে, উঠান পেরিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিচেনে চলে এল ও। ওভানের পাশে মেয়েটি ওকে দেখে হাসল। 'হ্যালো।' ওর হাতে রুটি ভর্তি প্যান। নিজের কাজে মন দিল মেয়েটি ফের।

কিচেনের মাঝ বরাবর একটা টেবিল, খান পাঁচেক চেয়ার টেবিলের চারপাশে। সেঁকা রুটির গন্ধে খিদে চাগিয়ে উঠল রাকের। মেয়েটির দিকে চাইল। 'স্যাম কোথায়, লিজ?'

কপালে এসে-পড়া এক গোছা চুল সরাল লিজ। ওর চেহারা মিষ্টি, হাসি খুশি। তবে নীল চোখে দৃঢ়তা আর আত্মবিশ্বাসের ছাপ। নাক খাড়া, পুরুষ্টু দু'ঠোঁট। মুখের আদল গোলাকার। রাকের বোন ও।

'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?' জবাব না-দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল লিজ।

'গত রাতের ওই লোকটা···' ইতস্তত করল রাক, তারপর গোমড়ামুখে জানাল, 'ও জানে, ক্লিফম্যানকে আমিই রাস্তায় ফেলে এসেছিলাম।'

অ্যাপ্রোনে দু'হাত মুছল লিজ, ভাইয়ের দিকে চাইল উদ্বিগ্ন মুখে। 'তো কী করতে চাও এখন?'

'বুঝতে পারছি না।'

'রাক।'

বোনের চোখে চাইল ভাই। 'উঁ।'

'ভাগো, রাক। যত তাড়াতাড়ি পারো ভাগো এখান থেকে। আমি তোমাকে হাজার বার বলেছি এখান থেকে চলে যাবার জন্যে। তুমি শোনোনি। কিন্তু এখন তো দেখতে পাচ্ছ, কী ঘটতে চলেছে? চলে যাও এখান থেকে, সঙ্গে স্যামকেও নিয়ে যাও।'

'আর তোমাকে এখানে রেখে যাই একা দুনিয়ার সব ঝুট ঝামেলার মধ্যে। না, লিজ, যাচ্ছি না আমরা।'

'ওসব ঝামেলাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। লারসেন কিংবা হ্যাম আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করল লিজ, 'রাক, মাত্র একটি বছর সময় দাও, দেখবে দু'জনই নিকেশ হয়ে যাবে। আর আমিও তোমাদের কাছে চলে যাব।'

'না,' অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়ল রাক। বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি শুরু

হয়েছে ফের। 'আমি যাচ্ছি না, সিস। স্মিথরা বাবাকে খুন করেছে, ডেভ আর টম মারা গেছে ওদের হাতে। অন্যদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এরপর কিছুতেই আমি নিজের পিঠ বাঁচানোর জন্যে পালিয়ে যেতে পারি না।'

'কিন্তু ওরা সবাই মারা গেছে, রাক। কেন বুঝতে চাইছ না যে, এটা তোমার লড়াই না। চাচা যদি এখানে না-আসত, তাহলে ব্যাপারটা হয়তো শেষ পর্যন্ত ভুলেই যেতাম আমরা।' থামল লিজ, ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাল। জবাব না-পেয়ে আবার বলল, 'নিজের কথা না-ভাবলেও স্যামের কথাটা একটু ভাবো, রাক। একদম বাচ্চা ছেলে ও। কিন্তু এখানে রেখে ওকে স্রেফ খুনী ছাড়া আর কিছুই বানাতে পারব না আমরা। রাইফেল নিয়ে হাঁটে ও সারাক্ষণ, এ-বয়সে যখন ওর মাত্র পাখি-টাখি শিকারের কথা, সেখানে মানুষ মারার কথা ভাবতে হয়। প্লীজ, মাথাটা একটু খাটাও, ভাই।'

'থামো!' খেঁকিয়ে উঠল রাক। পরমুহূর্তে শান্তস্বরে বলল, 'এখান থেকে আর ফেরার পথ নেই।'

'বোকাদের জন্যেই নেই, তোমাদের মত গোঁয়ারদের জন্যেও নেই!' তিক্তকণ্ঠে বলল লিজ।

নিজের কাজে মন দিল ও আবার। দরজার সামনে গিয়ে চুপচাপ বাইরে তাকাল রাক। ওখান থেকে চাচার কাজ দেখতে লাগল। দক্ষ হাতের মসৃণ কাজ। আচমকা লোকটার প্রতি ঘৃণা জেগে উঠল ওর ভেতর। বড় বেশি বুদ্ধিমান লোকটা, কখনও ভুল করে না, যেন স্মিথদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাই ওকে অমন নির্ভুল আর চৌকস বানিয়েছে। অন্য সময়, অন্য কোথাও হলে জীবনে দারুণ সাফল্য পেত লোকটা, লোকের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দুটোই আদায় করতে পারত। গত কয়েক বছর ধরে ওর বুদ্ধি সাহস আর দৃঢ়তার বলে টিকে আছে ওরা এখানে। গত রাতে সেলুনের ঘটনার কথাই ধরা যাক। সময়মত চাচার সহায়তা না-পেলে স্মিথরা হয়তো শেষ করে ফেলত ওকে।

কিন্তু ঠিক এ-জন্যেই লোকটার প্রতি ঘৃণা বাড়ছে ওর। চাচার মত বুকভরা ঘৃণা আর শয়তানি নিয়ে সারাক্ষণ কাটানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। সে বয়সও হয়নি ওর। গতরাতে অনেকটা ওই লোকটার বুদ্ধিগুণেই বেঁচে গেছে ও। এজন্যে খানিকটা কৃতজ্ঞতা বোধ করছে লোকটার প্রতি। আর চাচা কিনা এখন ওই লোকটাকেই খুন করার কথা বলছে ওকে। মনে মনে খিস্তি আউড়ে মুখ ফিরাল ও। চোখে ঘৃণার আগুন।

'কী হলো, রাক?' ওর মুখের দিকে তাকাল ওর বোন।

'ওই লোকটাকে আমি ঘৃণা করি!' বার্নের দিকে ইঙ্গিত করল ও।

নীরবে ওর দিকে চেয়ে রইল লিজ, জবাব দিল না। রাক জানে, ওর চেয়ে ওর বোনও কোন অংশে কম অপছন্দ করে না চাচাকে।

'লোকটা বলছে, গত রাতের ওই লোকটাকে খুন করার জন্যে। আমি তা করতে পারব না। কিন্তু মনে হচ্ছে, ও নিজেই খুনটা করবে।'

'অবশ্যই।'

'কিন্তু কেন?'

দরজার বাইরে থেকে পাথুরে কণ্ঠে জবাব এল, 'কারণ ওকে খুন না-করলে ও শেরিফকে সব বলে দেবে। শেরিফ তখন সুবিধা আদায়ের জন্যে স্মিথদের পক্ষ নেবে, আর কোন দুর্বলতা খুঁজে পেলে ওরা আমাদের শেষ করে দেবে।'

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিল রাক, বেরিয়ে গেল কিচেন থেকে।

মৃদু হাসল লারসেন। ভাতিজার অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকাল কিছুক্ষণ, তারপর লিজের দিকে ফিরল। 'একটু গরম পানি দাও তো, বাছা। হাত ধুতে হবে।'

চার

হিডেনের দিকে ফিরে চলল ল্যুক। ব্রিজ পেরিয়ে রাকের হিসেব মত স্মিথদের থ্রী এস আউটফিটে পা রাখল। যাবার সময় নিশ্চিন্তে চলে গেলেও এখন মনে হচ্ছে, গাছপালার আড়াল থেকে স্মিথদের কেউ না কেউ হয়তো নজর রাখছে ওর ওপর। চিন্তাটা আদৌ স্বস্তিকর মনে হলো না ওর, পাশাপাশি কৌতূহলও বোধ করল। হোভার্টদের সম্পর্কে কিছুটা ধারণা জন্মেছে ওর, স্মিথরা কেমন কে জানে!

আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। থ্রী এস থেকেও না হয় একবার ঘুরে আসা যাক। আপাতত আলাপ-পরিচয়ে না-গিয়ে দূর থেকে স্রেফ র‍্যাঞ্চহাউসটার অবস্থান দেখে আসা যাবে। রাস্তা ছেড়ে গাছপালার সারির দিকে ঘোড়া ছোটাল ও। হোভার্টদের মত স্মিথরাও বাধা দিতে পারে এই আশঙ্কায় প্রথম কিছুক্ষণ ধীরে সুস্থে এগোল। প্রায় আধঘণ্টা নির্বিঘ্নে চলার পর আস্তে আস্তে ঘোড়ার গতি বাড়াল ও। বিকেলের দিকে একটা উঁচু চারণভূমির কাছে এল।

বিস্তীর্ণ ঘেসো ভূমির ঠিক মধ্যভাগটা কিছুটা অনুর্বর: গাছপালাবিহীন, খোলামেলা। ওখানেই স্মিথদের ঘর-বাড়ি দেখা গেল। সবচে' বড় ঘরটার চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে; তার দু'পাশে সরু বারান্দাঅলা সার সার দোতলা ঘর। বিশাল দুটো বার্ন আর অজস্র করাল নিয়ে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে স্মিথ আউটফিট। বার্নের পেছনে চারদিকে বেড়াঅলা গোটা দুই ঘেসো জমি, প্রচুর ঘোড়া চরছে তাতে। একটা চালাঘর থেকে হাতুড়ি পেটার শব্দ

আসছে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরার কথা ভাবছে, এমন সময় শ'দুয়েক গজ দূরের রাস্তায় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল ও। চট করে চেস্টনাটের পিঠ থেকে নেমে ওটার নাকের পাটায় হাত রেখে চুপ থাকতে নির্দেশ দিল। তীক্ষ্ণচোখে তাকাল রাস্তার দিকে। একটু পরেই দু'জন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখল ও। ওদের একজনের হাতে তৃতীয় একটি ঘোড়ার রশি ধরা। একটা ট্র্যাভয় টেনে আনছে ঘোড়াটা। এ-ধরনের ট্র্যাভয় ইন্ডিয়ানদের ব্যবহার করতে দেখেছে ল্যুক। স্যাডলের দু'পাশে বাঁধা দুটো দণ্ড পেছনে একটা ক্রসবারের সাথে যুক্ত। দণ্ডদুটোর শেষ মাথায় একটা কম্বল বিছানো স্ট্রেচারের মত করে। স্ট্রেচারে হলুদ স্লিকার পরা একটা লোক শোয়া। আশেপাশে কোন দিকে মন নেই ঘোড়সওয়ার দু'জনের, যেন কতক্ষণে বাড়িতে পৌঁছবে সে-চিন্তায় অস্থির। গত সন্ধেয় শহরে হোভার্টদের সাথে সংঘর্ষের শিকার স্ট্রেচারে শোয়া লোকটা, অনুমান করল ল্যুক। তবে বুঝতে পারল না প্রতিপক্ষের ক্ষতির এ-খবরটা হোভার্টরা জানে কি না।

ওরা পেরিয়ে যেতেই ঘোড়ায় চড়ে গাছপালার ভেতর ঢুকে গেল ল্যুক, হিডেনের পথ ধরল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। আজ কিছুটা ঝকঝকে দেখাচ্ছে শহরটাকে। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা, দোকানপাটে আলো জ্বলছে। গতকালের মত জবুথবু অবস্থা নয়। আগের সে হসলারের জিম্মায় ঘোড়াটা রাখল ল্যুক। গতকালের মত আজও কথা বলল না লোকটা। তবে লোকটার কৌতূহলী দৃষ্টি অনুভব করল সে।

গতকালের সে-সেলুনটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। ভাঙা জানালাগুলো এর মধ্যে মেরামত করা হয়েছে। সেলুনের ভেতর থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে, হাসাহাসিও চলছে মাঝে মধ্যে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করল ল্যুক। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। বার এবং পোকার টেবিলে ডজনখানেক লোক। আচমকা যেন কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল সেলুনের ভেতর। সবার অপলক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বারের কাছে হেঁটে গেল ও। ওর উপস্থিতি যেন সবাইকে বোবা বানিয়ে দিয়েছে।

'হুইস্কি,' হেঁকে বলল ল্যুক, তারপর বারের পেছনে প্রকাণ্ড আয়নাটার মধ্য দিয়ে পুরো রুমের ওপর চোখ বুলাল। আস্তে আস্তে সরব হয়ে উঠতে শুরু করল লোকগুলো। নিচু স্বরে কথাবার্তা আর হাসার আওয়াজ শুনল ল্যুক।

বারে ঢোকার পর টান টান হয়ে ছিল ওর পেশী, সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায়, ধীরে ধীরে ঢিল পড়ল তাতে। এ-মুহূর্তে কোন কিছু ঘটবে না। মানুষ আর যা-ই হোক, একই সাথে হাসি এবং লড়াই দুটোই

চালিয়ে যেতে পারে না। বারের ওপর পড়ে-থাকা খবরের কাগজটা হাতে নিল ও, পাতা ওল্টাল। ওর পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপনটা পেল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। চারদিকে কালো বর্ডারঅলা বক্সে ছাপা হয়েছে ওটা। বড়, মোটা অক্ষরে–দু'কলম চার ইঞ্চি সাইজে।

পড়তে শুরু করল ল্যুক বিজ্ঞাপনটা। হঠাৎ থমকে যেতে হলো। আবার পড়ল,…*তথ্য প্রদানকারীকে এক ডলার পুরস্কার দেওয়া হইবে।*

আবার পড়ল ও অংশটা। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই। পরিবর্তন করা হয়েছে বিজ্ঞাপনে। একশো ডলারের জায়গায় এক ডলার ছাপা হয়েছে।

রাগে লাল হয়ে উঠল ওর মুখ। পত্রিকা অফিসে রোজ ক্লিফম্যানের সাথে কথোপকথন মনে পড়ল: *…কাজটা মনে হয় ঠিক হচ্ছে না…আমি হলে করতাম না…*

ভুল ছাপা হওয়ার পেছনে আর কোন কারণ নেই, ভাবল ও। ভুলটা রোজ ক্লিফম্যানের ইচ্ছাতেই হয়েছে। এর পেছনে দুটো উদ্দেশ্য ওর। প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য, ওকে সবার কাছে হাস্যাস্পদ করে তোলা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, ওর কাছে তথ্য বেচতে যাতে কেউ রাজি না-হয়, তা নিশ্চিত করা। কারণ, এক ডলার মূল্যে অমন ঝুঁকিপূর্ণ তথ্য বেচার জন্যে কোন পাগলেও আসবে না।

হঠাৎ ওর ঢোকার সাথে সাথে সবার একযোগে নীরব হয়ে-যাওয়া এবং পরে নিচুস্বরে হাসাহাসির কারণ বুঝতে পারল ও। ও আসার আগেই উদ্ভট এ-বিজ্ঞাপনটা পড়া হয়ে গেছে সবার।

আয়নার দিকে তাকাল ও ফের। সবাই এখন ওকেই দেখছে। হঠাৎ একসাথে তিনজনকে পোকার টেবিল ছেড়ে বারের দিকে এগোতে দেখল। কাগজটা একপাশে রেখে এক চুমুকে গ্লাস খালি করে মুখ মুছল ও। লোক তিনটার দিকে তাকাল সরাসরি।

ওদের একজনের তামাটে রঙ আর ব্যারেলের মত প্রশস্ত বুক। পঞ্চাশের মত হবে বয়স। এ-বয়সেও সুন্দর, সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী লোকটা। ওর চোখের রঙ দেখে অবাক হলো ল্যুক। এমন বিবর্ণ দৃষ্টি আর কখনও দেখেনি সে। চোখের রঙের সাথে দারুণভাবে মিলে গেছে গোঁফের রঙ। মরা ঘাসের মত লালচে, পিঙ্গল। চমৎকার একটা কালো সুট পরেছে লোকটা, কোটের পকেটে পিস্তল। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছে ও।

দ্বিতীয় জন হালকা পাতলা, কৃশ। পরিষ্কার লেভাইর পোশাক আর রঙজ্বলা ডেনিমের জ্যাকেট গায়ে। মুখে অসংখ্য দাগ আর কাটাকুটির চিহ্ন, খুনে চেহারা। চিমসে শুকনো শরীর চেহারার বৈশিষ্ট্যকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। দেখলে বোঝা যায়, মারামারি ছাড়া আর কোন কাজে তেমন উৎসাহ পায় না লোকটা। তৃতীয় লোকটার দিকে দু'বার তাকানোর গরজ বোধ করল না ও। মোটা, হাড্ডিসার চেহারায় ঢিলেঢালা ভাব। নোংরা।

একই সাথে গোসল, শেভ আর চুলকাটা তিনটাই দরকার। চোখের রঙ ফ্যাকাসে সবুজ।

নেতাগোছের বিশালদেহী এসে থামল ল্যুকের কাছে। বয়স অনুপাতে এখনও অসুরের শক্তি লোকটার গায়ে। ভারী নিঃশ্বাস, ভারিক্কী চাল, তামাকের গন্ধভরা মুখ, বারের ওপর রাখা প্রকাণ্ড দু'হাত আর গদাইলশকরি ভঙ্গি–সব মিলিয়ে বোঝা যাচ্ছে আদেশ করতেই অভ্যস্ত এ লোক, মানতে নয়।

'তুমি,' ভারী, কর্কশ গলার স্বর যতটা সম্ভব কোমল রাখার চেষ্টা করল সে, 'তুমিই ল্যুক হাস্টার, না?'

'হ্যাঁ,' বিরক্ত মুখে সায় দিল ল্যুক। 'তুমি?'

'আমি?' মৃদু হেসে একটা হাত বাড়াল লোকটা, 'আলেক স্মিথ।'

হাতটা আলগোছে নেড়ে দিয়ে দায় সারল ল্যুক। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

বাকি দুজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার ঝামেলায় গেল না আলেক স্মিথ। পাশে রাখা খবরের কাগজটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তুমি দেখছি খুব হিসেবী লোক!' ওর দু'চোখে কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল।

গতকাল সন্ধের কথা চিন্তা করে নিজেকে কিছুটা সংযত রাখল ল্যুক। 'কারণ আছে এর। পুরস্কারের অঙ্ক বড় দেখলে ডজন ডজন লোক এতক্ষণে এসে লাইন ধরত মিথ্যে তথ্য দেবার জন্যে। আমি সত্য খবরটাই পেতে চাই।'

'পুরস্কারটা কখন পাওয়া যাবে?'

'এক্ষুনি,' ঘরের সবাইকে শুনিয়ে বলল ল্যুক।

'ঠিক আছে, টাকাটা বের করে সবাইকে দেখাও।'

পকেট থেকে একটা রূপার ডলার বের করল ল্যুক, ঠন করে রাখল কাউন্টারের ওপর।

'লারসেন হোভার্ট খুন করেছে ক্লিফম্যানকে,' একঘেয়ে সুরে বলল স্মিথ। চোখ ফেরাল ও দ্বিতীয় জনের দিকে, 'তাই না, ট্রেস?'

'ওরকমই দেখেছি আমরা,' সায় দিল খুনে-চেহারা, আমুদে গলায়।

'এই সেলুনেই ঘটেছিল ব্যাপারটা,' বলে চলল স্মিথ। 'এই এখানে, বারের কাছে দাঁড়িয়েছিল ক্লিফম্যান আয়নার দিকে পিছন ফিরে···' থেমে ল্যুকের দিকে চাইল শুনছে কিনা দেখার জন্যে।

'আমি আর ড্যাড,' সুর মেলাল ট্রেস লক্ষ্মী ছেলের মত, 'লবি থেকে ভেতরে পা রেখেছি মাত্র, দেখি হোভার্ট ওই টেবিলে বসে একা একা খেলছে···কী বলো, ড্যাড, খেলছিল নাকি?'

'ওকে দেখা মাত্র পিছিয়ে এলাম আমরা,' গম্ভীর স্বরে খেই ধরল পিতা।

বাবার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল ছেলে, 'কিন্তু আয়নায় আমাদের ছায়া পড়ায় ধরা খেয়ে গেলাম। সাথে সাথে লাফিয়ে উঠল ও টেবিল ছেড়ে।

চোখের পলকে পিস্তল বের করে ফেলল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে গুলির লাইন মিস করল। শেষ পর্যন্ত রাগের চোটে আয়নায় আমাদের ছায়াকে গুলি করতে গিয়ে ক্লিফম্যানের পিঠে…'

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না,' হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ল্যুক। 'ব্যাপারটা কিভাবে ঘটেছে পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। হোভার্ট আয়নায় তোমাদের ছায়ার গায়ে গুলি করেছিল আর তোমরা বাপ-ব্যাটা দু'জন এতই টাফ যে, তোমাদের ছবির গায়ে গুলি ঠিকরে এসে ক্লিফম্যানের পিঠে ঢুকে গেছে। আর তাতেই মারা গেছে বেচারা!'

অসন্তুষ্ট দেখাল ট্রেসকে, ভেঙচি কেটে বলল, 'সন অভ আ গান! কোন ভুল নেই তোমার অনুমানে!'

হেসে উঠল কেউ একজন, সাথে সাথে সংক্রমিত হলো তা সবার মধ্যে।

কিন্তু ওদের তিনজনের কেউই হাসল না। চেয়ে রইল ওরা একে অন্যের দিকে চুপচাপ। হাসির প্রকোপ কমে আসতেই আলেক বলল, 'আশা করি, তোমার প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে পেরেছি।' কাউন্টারের ওপর থেকে ডলারটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

কিন্তু তার আগেই ল্যুকের হাতের নিচে চাপা পড়ল মুদ্রাটা। 'এক মিনিট। আরেকবার চোখ বুলাও এ-জায়গাটায়। এখানে লেখা আছে, *প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই হত্যাকারী বা হত্যাকারীদের গ্রেফতার এবং অভিযুক্ত করার মত গুরুত্বপূর্ণ হইতে হইবে।*' ঠাণ্ডা চোখে তাকাল ও আলেকের দিকে। 'তোমার দেয়া তথ্যটা আগে নিজমুখে শেরিফকে শোনাও। শেরিফ যদি তার ভিত্তিতে লারসেনের নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করে, তবেই কেবল ওটা গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণিত হবে।'

মুখ কালো হয়ে গেল আলেক স্মিথের। কিছু বলতে যাবে, ওর কনুই ধরে নাড়া দিল ট্রেস। 'বেশ তো, ড্যাড।' পিতা-পুত্রে পলক বিনিময় হলো একমুহূর্ত, পরমুহূর্তে হাসল স্মিথ। 'আরে নিশ্চয় নিশ্চয়! চলো তাহলে!' তৃতীয় জনের দিকে চোখ ফেরাল। 'রেম, তুমি এখানেই থাকো।'

দাড়ি-গোঁফকে সেলুনে রেখে বেরোল ওরা, আপস্ট্রীট ধরে চলল শেরিফ অফিসে। একটা কথাও বলছে না ল্যুক, স্মিথদের বাপ-ব্যাটার বিদ্রূপ ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণেও নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে। তবে কতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারবে, বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিল, শেরিফ বার্ককে স্বরূপে দেখার আগে কোন পদক্ষেপ নেবে না। স্মিথদের সাথে বার্কের আচরণ থেকে ওকে কিছুটা বোঝা যাবে বলে আশা করছে ও। এরপর এদের বাপ-ব্যাটার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

শেরিফের অফিসে বাতি জ্বলছে। প্রথমে অফিসে ঢুকল ল্যুক, পেছন পেছন স্মিথরা বাপ-ব্যাটা। ডেস্কের ওপর জুতোসুদ্ধ দু'পা তুলে বসে আছে বার্ক। ল্যুকদের দেখেও নড়ল না। সতর্কচোখে দেখতে দেখতে বিরক্তির

সাথে অভিবাদন জানাল, 'ইভনিং।'

'তুমি শুনতে চাইবে এমন কিছু তথ্য এনেছি আমি, শেরিফ,' বলল ল্যুক। ইঙ্গিতে দুই স্মিথকে দেখাল। 'এরা বলছে, জেম ক্লিফম্যানকে নাকি খুন করেছে লারসেন হোভার্ট।'

শেরিফের সন্দেহভরা দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো স্মিথদের ওপর। স্মিথদের মুখের ভঙ্গি দেখে মনের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। পিটিয়ে বাপ-ব্যাটা দু'জনের ভূত ছাড়াতে ইচ্ছে হলো ল্যুকের, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে স্থির রাখল।

'তাই নাকি!' পাশে পড়ে-থাকা আধপোড়া সিগারটা ঠোঁটে ঝুলিয়ে কাঠি জ্বেলে খুব কায়দা করে দীর্ঘ সুচাল গোঁফের ডগা বাঁচিয়ে ধরাল ওটা। 'তা আমাকে আগে বলা হয়নি কেন?'

'তুমিও তো আগে জানতে চাওনি,' বলল আলেক স্মিথ। ওর চোখে চ্যালেঞ্জ। 'ঠিক আছে, এখন বলছি। লারসেন হোভার্ট জেম ক্লিফম্যানকে গুলি করে মেরেছে। আমরা দেখেছি তা।'

সেলুনে শোনা গল্পটার বাকি অংশ শেরিফকে জানাল না ল্যুক। শেরিফ এখন কী ব্যবস্থা নেয়, তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে ও। ওর ধারণা, হোভার্টদের ঘায়েল করার সুযোগটা শেরিফের মাধ্যমে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে স্মিথরা।

'হলফ করে বলতে পারবে তো?' জানতে চাইল শেরিফ।

'অবশ্যই, শেরিফ।'

'আর,' ল্যুকের দিকে চাইল শেরিফ, 'তুমিও নিশ্চয় চাইছ, হোভার্টের নামে আমি ওয়ারেন্ট ইস্যু করি?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ।' চতুর হাসি হাসল শেরিফ। 'আশা করি ওটা ওর কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বটাও তুমি নেবে।'

'না। ওটা আমার কাজ নয়।'

'ঠিক আছে,' অসন্তুষ্ট হলো শেরিফ, 'আমিও পারব না তাহলে।'

মৃদু হাসল আলেক স্মিথ। 'একটা উপায় আছে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল শেরিফ বার্ক।

'কাউকে ডেপুটি বানিয়ে ওর হাতে পাঠিয়ে দাও। একজনের জন্যে কঠিন হলে দশজনকে দাও দায়িত্বটা।'

'ওই দশজন নিশ্চয় তোমার লোক?'

'এখানে তুমি মাত্র দু'ধরনের লোক পাবে। হোভার্টদের অথবা স্মিথদের। এখন, যেহেতু হোভার্টের লোকেরা তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট নিয়ে যাবে না, সেহেতু কাজটা আমাদেরই করতে হবে।'

'না,' রাজি হলো না শেরিফ।

'আরেকবার ভেবে দেখো, শেরিফ,' পরামর্শ দিল আলেক।

ওকে উপেক্ষা করে ল্যুকের দিকে চাইল শেরিফ। 'আমি এসব ঝুট-ঝামেলার বাইরে থাকতে চাই। কথাটা আজই আরেকবার বলেছিলাম তোমাকে।' স্মিথদের দিকে চোখ ফেরাল। 'তোমাদেরও ওই একই কথা বলছি।...আমার মনে হয় না তোমরা হোভার্টকে গুলি করতে দেখেছ।'

সন্তুষ্ট বোধ করল ল্যুক। শেরিফ তাহলে স্মিথদের হয়ে কাজ করছে না। সাথে সাথে শেরিফের জন্যে খারাপও লাগল ওর। বেচারা সারাক্ষণ স্মিথদের চাপের মধ্যে রয়েছে।

'না, শেরিফ।' মাথা নাড়ল ও। 'ওরা দেখেনি। দেখলে প্রমাণ করতে বলো।'

'তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও, হান্টার!' বিরক্তিস্বরে বলল শেরিফ বার্ক।

'সেটাই ভাল হবে ওর জন্যে।' বিদ্বেষভরা চোখে চাইল ট্রেস। 'যত শীঘ্রিই সম্ভব ভাগো এখান থেকে।'

পালাক্রমে ওদের তিনজনের দিকে তাকাল ল্যুক। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে, বুঝতে পারল। এবং তা এক্ষুনি। চ্যাংড়া স্মিথের কথার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, গোলমাল বাধানোর জন্যে মনে মনে কোমর বেঁধে আছে সে।

'হান্টার,' নিচুস্বরে ডাকল স্মিথ। 'ত্রিশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি তোমাকে। প্লীজ, ভাগো এখান থেকে। আর কক্ষনো এসো না এদিকে। ভুলেও না।'

'ত্রিশ সেকেন্ডও না।' সজোরে মাথা নাড়ল ট্রেস স্মিথ। 'আমি মাত্র দশ সেকেন্ড সময় দেব তোমাকে।'

পাকস্থলীর ভেতর সে পুরানো অনুভূতিটা টের পেল ল্যুক। ক্রুদ্ধ, শীতল। এ-অবস্থায় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না ওর।

ওর বাঁ হাত ডেস্কের ওপর রাখা। কৌতুকমাখা হিংসুটে চোখে চাইল শেরিফ ওর দিকে। ডেস্কের ওপর তুলে-দেয়া পা এখনও নামায়নি।

ডান হাতটা কোমরের পাশে ঝুলছে ল্যুকের। অস্থিরভাবে উঠে এল ওটা, থামল মুহূর্তের জন্যে–পরমুহূর্তে হোলস্টার থেকে পিস্তল বেরিয়ে এল ওর। বামহাতে ডেস্কের প্রান্ত ধরে ঠেলা দিল সজোরে। দু'পা বেঁকে গিয়ে প্রায় কপালের সাথে ঠুকে যাবার অবস্থা হলো শেরিফের। অস্ত্র ঘুরিয়ে তিনজনকে কাভার করল ল্যুক। 'নড়বে না কেউ। কল্লা উড়ে যাবে।'

হাঁ হয়ে গেল দুই স্মিথের মুখ। বেকুব বনে গেছে। নিজেদের অজান্তেই পিছু হটল ওরা। শেরিফের কোমর থেকে পিস্তলটা খসিয়ে নিল ল্যুক। আচমকা লাথি চালাল ওর চেয়ার লক্ষ্য করে।

চেয়ার উল্টে ধপ করে মাটিতে পড়ল শেরিফ, হুস করে বাতাস বেরিয়ে এল ওর খোলা মুখ দিয়ে। যেখানে পড়েছিল ওখানে পড়ে রইল ও। পড়ার সময় ডেস্কের সাথে বাড়ি খেয়ে দু'পা অসাড় হয়ে গেছে বেচারার। যন্ত্রণায় মুখ বেঁকে গেছে। তবে উদ্ধত অস্ত্রের মুখে উঠে বসার সাহস হলো না ওর।

ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলো ল্যুক। স্মিথদের দিকে এগোল। আলেকের কোমর থেকে পিস্তল বের করে নিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিয়ে ট্রেসের দিকে চাইল।

'বোকার মত কাজ করলে, মিস্টার!' ধীর স্বরে বলল ট্রেস।

পাত্তা দিল না ওকে ল্যুক। 'এবার তোমারটা,' বলল সে। 'সাবধানে বের করে বাবারটার পাশে ফেলো। চালাকি করলে মরবে কিন্তু।'

ঝুঁধ ঝাঁকাল ট্রেস। উপায়ান্তর না-দেখে সাবধানে হোলস্টার থেকে বের করল নিজের অস্ত্রটা, ফেলে দিল বাবারটার পাশে।

নিজের হাতে দরজা খুলল ল্যুক। লাথি মেরে বাইরে ফেলে দিল স্মিথদের পিস্তলদুটো, তারপর নিজের এবং শেরিফেরটাও। সজোরে দরজা বন্ধ করল ফের। হেলান দিয়ে দাঁড়াল ওটায়। বিভ্রান্ত দুই স্মিথের দিকে তাকাল।

'গত রাতে,' বলল সে। 'তোমরা স্মিথরা যখন এখানে নরক গুলজার করছিলে, তখন আমি বারের ভেতর ছিলাম। ব্যাপারটা তখন পছন্দ হয়নি আমার, এখনও হচ্ছে না; বিশেষ করে তোমাদের সাথে মোলাকাত হবার পর...'

'কী করতে চাও, রেড?' জানতে চাইল ট্রেস। 'আমরা...'

ছেড়ে দেয়া স্প্রিংয়ের মত ছুটে এল ল্যুক, প্রচণ্ড এক ঘুসি হাঁকাল ট্রেসের মুখে। টলে উঠে পেছনে হটে গেল ট্রেস স্মিথ। আলেকের পাশ ঘেঁষে গিয়ে শেরিফের গায়ে হোঁচট খেয়ে ডেস্কের ওপর পড়ল। হাতের কাছের চেয়ারটার জন্যে ছুটে গেল আলেক, তার আগেই তলপেটে ল্যুকের ঘুসি খেয়ে অঁক করে উঠল, পরমুহূর্তে ওর চোয়ালে আপারকাট ঝাড়ল ল্যুক। উল্টে গিয়ে পড়ল আলেক হাঁসফাঁস করে উঠে বসার চেষ্টায় রত ছেলের ওপর। পিতা-পুত্র এবার একত্রে গিয়ে পড়ল শেরিফের বিধ্বস্ত শরীরের ওপর। অপ্রত্যাশিত উপদ্রবে খেপে গেল শেরিফ, খিস্তি আওড়াল। বাবার আগে নিজেকে সামলে নিল ছেলে, উঠে দাঁড়াল। রাগে বুনো মোষের মত নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে ওর নাক দিয়ে। গণ্ডারের মত ঘুসি উঁচিয়ে ছুটল ও ল্যুকের দিকে। সতর্ক হবার আগেই বুকে হাতুড়ির ঘা খেল যেন ল্যুক। আছড়ে পড়ল পেছন দরজার ওপর।

শক্ত দরজার ওপর সজোরে পতনের প্রতি ধাক্কাকে কাজে লাগাল ল্যুক। কামানের গোলার মত ছুটে এল ওর শরীর ট্রেসের কাছে। ট্রেসের প্রতিরোধের চেষ্টা অগ্রাহ্য করে কোমর জড়িয়ে ধরে তুলে ফেলল ওকে, ছুঁড়ে মারল আলেকের ওপর। পিতা-পুত্র একসাথে ভূমিশয্যা নিল ফের। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না ল্যুক এবার। আলেকের ওপর লাফিয়ে পড়ে ঘুসি হাঁকাল ওর মাথায়।

শক্ত খুলির সাথে মুঠোর সংঘর্ষ ঘটল, তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওর

আঙুলের গিঁটে গিঁটে। তবে তাতে দমল না সে, আলেকের মাথা দু'হাতে ঠেসে ধরল ডেস্কের পাশে। কিন্তু পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে ট্রেস। মাথা ঘুরিয়ে ওকে দেখল ল্যুক, একহাতে ওকে বেড় দিয়ে ধরে আরেক হাতে একটা চেয়ার তুলে নিয়েছে ট্রেস, মারতে যাচ্ছে ওর মাথায়। ঝটকা মেরে মাথা সরিয়ে নিল ল্যুক, ওর কানের পাশ দিয়ে সাঁই করে নেমে গেল শক্ত কাঠের চেয়ার, মেঝেয় আছড়ে পড়ল।

এর পরের একটা মিনিট একে অপরকে জাপটে ধরে সারা মেঝেয় গড়াগড়ি খেল ওরা। মহা হৈচৈ জুড়ে দিল শেরিফ বার্ক, গালাগালির চোটে দু'জনের ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করল। তবে ভুলেও ওদের কাছে ভিড়ল না।

জাপ্টাজাপ্টির এক পর্যায়ে ল্যুকের গলা টিপে ধরল ট্রেস স্মিথ, সর্বশক্তি প্রয়োগ করল ওকে দমবন্ধ করে মেরে ফেলার জন্যে। ওদিকে ওর চিবুকের নিচে হাত ঠেকিয়ে ঠেলা দিল ল্যুক।

ওর গলায় ক্রমশ জোরদার হচ্ছে ট্রেসের নিষ্ঠুর, শক্তিশালী হাতের চাপ। দম বন্ধ হয়ে দু'চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো ওর। হাতের চাপ বাড়াতে লাগল ও নিজেও। জ্ঞান হারাবার ঠিক আগের মুহূর্তে অনুভব করল, হঠাৎ ঢিলে হয়ে গেছে ট্রেসের বজ্র আঁটুনি। প্রাণপণ শক্তিতে চাপ বাড়াল সে। ল্যুকের গলা ছেড়ে দিয়ে ছটফট করে উঠল ট্রেস, দু'বাহু এলিয়ে পড়ল। গড়ান দিয়ে উঠে হাঁটু গেড়ে বসল ল্যুক, ট্রেস নিজেও সামলে ওঠার চেষ্টা করল।

মাথায় রক্ত চড়ে গেল ল্যুকের। ওর দু'পা টলছে, গলার কাছে তীব্র ব্যথা, বমি দলা পাকিয়ে উঠতে চাইছে পেটের ভেতর থেকে। গ্রাহ্য করল না সে। ঘুসি হাঁকাল ফের ট্রেসকে। দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল ট্রেস। কিন্তু সে-অবস্থায় সেও লাথি হাঁকাল বিদ্যুৎ গতিতে। ক্ষিপ্র গতিতে ওর পা ধরে ফেলল ল্যুক, হ্যাঁচকা টান দিল।

টাল সামলাতে পারল না ট্রেস, এক পায়ে নাচতে নাচতে শেরিফ বার্কের ওপর গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে গড়ান দিয়ে সরে গেল দেয়ালের দিকে। জানালা বরাবর গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পজিশন নিল। সরাসরি ডাইভ দিল ল্যুক ওর দিকে। উড়ন্ত শরীরের প্রচণ্ড ধাক্কায় ব্যালেন্স হারাল ট্রেস। দু'জনে এক সাথে গিয়ে পড়ল জানালার ওপর। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনল ল্যুক, পরমুহূর্তে ট্রেসকে আবিষ্কার করল জানালার কাঠের ফ্রেমের ভেতর আটকা অবস্থায়। বাঁকা হয়ে গেছে ট্রেসের শরীর। ভাঙা জানালার ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে পেছনের অংশ—কেবল পিঠ থেকে মাথা আর হাঁটু থেকে পা পর্যন্ত কক্ষের ভেতর।

বেরোতে পারছে না ট্রেস, ঠেলে চেপে ধরে রেখেছে ওকে ল্যুক। এরপর ডানহাতে ওর মুখে একের পর এক ঘুসি চালাল। ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত হয়ে

উঠল ট্রেসের মুখ।

একসময় থামল ও, সরে এল ট্রেসকে ছেড়ে। মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল ট্রেসের শরীর। ওর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করল ল্যুক। নড়ল না ট্রেস।

ককানির শব্দে ঘুরে দাঁড়াল ল্যুক। বুড়ো স্মিথকে দেখল ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে ওকে টেনে দাঁড় করাল সে। তারপর জোরসে ধাক্কা মারল। টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল বুড়ো স্মিথ, সেখান থেকে গড়িয়ে নিচে—উঠল না আর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল ল্যুক। ওর শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে প্রায়। দু'হাত ক্ষবিক্ষত, রক্তাক্ত। শার্ট ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে। চিবুক বেয়ে এক ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল ওর। বাম হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিল রক্ত। হঠাৎ বার্কের ওপর চোখ পড়ল ওর। শুয়ে আছে বার্ক দুই স্মিথের মাঝখানে। ওল্টানো টেবিলের নিচে দু'পা আটকে আছে।

বিদ্রূপের হাসি হাসল ল্যুক। 'তোমার পা দুটো ছাড়িয়ে দিই, শেরিফ?'

'না, ধন্যবাদ,' মৃদুস্বরে বলল শেরিফ।

নিজের স্টেটসনটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরল ল্যুক, দরজার দিকে এগোল। থামল সে, শেরিফকে বলল, 'আজ যা দেখেছ, তারচে' বেশি করতে পারি আমি, চাইলে।'

বেরিয়ে গেল সে।

বাইরে সাইডওঅকে পড়ে-থাকা নিজের অস্ত্রটা তুলে কোমরে গুঁজল ল্যুক। তারপর টলমল পায়ে রাস্তায় নামল।

প্রচণ্ড ক্লান্তি ওর সারা শরীরে। তবে স্মিথদের কথা ভাবতেই রাগ চাড়া দিয়ে উঠল ওর। হোভার্টদের সাথে নোংরা খেলা খেলছে ওরা। এটা ঠিক নয়। এর মানে এই নয় যে, হোভার্টের জন্যে ওর সহানুভূতি হচ্ছে। কিন্তু স্মিথদের বাপ-ব্যাটার ক্রমাগত মিথ্যাচার, ওকে বোকা বানানোর চেষ্টা ইত্যাদি দেখে মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। ফলে আজ রাতে ওদের দু'জনকেই শত্রু বানিয়েছে ও। ওদিকে শেরিফও নিশ্চয় ভাল চোখে দেখবে না ওকে। স্মিথরা ওকে দূর দূর করে তাড়াতে চাইবে, নয়তো মেরে ফেলার চেষ্টা করবে।

রাস্তা ক্রস করে আবার পাশের বোর্ডওঅকে উঠল ল্যুক ক্লান্তভাবে। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে।

এ-শহরটাকে নিজের জন্যে থাকার অনুপযুক্ত করে তুলেছে ও। ভেবে পাচ্ছে না এখন কী করবে আর কোথায় যাবে। অথচ যে কাজে এখানে এসেছে, তার কিছুই হয়নি। গতকাল এখানে ঢোকার সময় যা জানত, একদিন পর তারচে' একচুলও সামনে এগোতে পারেনি। জেম ক্লিফম্যানের মৃত্যুসম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য যোগাতে পারে, এমন কিছু লোক নিশ্চয় এখানে

আছে। মুশকিল হলো, তাদের কেউই মুখ খুলতে চাইছে না। কিন্তু কেন? স্মিথ কিংবা হোভার্টদের ভয়ে? ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর।

দিনের আলো ফুরিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে না-আসা পর্যন্ত ওখানে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল ল্যুক। রোজ ক্লিফম্যান হয়তো জানে, ওর বাবা কিভাবে মারা গেছে, রাক হোভার্টও। হঠাৎ হোটেলের সে বুড়ো লোকটার কথা মনে এল ল্যুকের। লোকটা সম্ভবত স্মিথ কিংবা হোভার্টদের কাউকে রেয়াত করে চলে না খুব একটা। ওদিকে রোজকেও নিজের আশ্রয়ে রেখেছে। সুতরাং মনে হয়, লোকটা কথা বলতে পারে।

আপন মনে মাথা নেড়ে পা চালাল ও হোটেলটার উদ্দেশে। নিচে ডেস্কের পেছনে বসা অচেনা বুড়ো কেরানির কৌতূহলী দৃষ্টি উপেক্ষা করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

করিডরে পৌঁছে প্রথম দরজার সামনে দাঁড়াল ও, নক করল। ঢোকার অনুমতি পেয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে পা দিল।

বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে রোজ। ল্যুক দরজার পাল্লা ভিড়িয়ে দিতেই চোখ তুলে তাকাল। পরস্পরের পানে চেয়ে রইল ওরা এক মুহূর্ত। মাথা থেকে স্টেটসনটা খুলে হাতে নিল ল্যুক।

'ক-কী হয়েছে তোমার?' কেঁপে গেল রোজের গলা।

'এক ডলারে কেনা,' শুকনো স্বরে বলল ল্যুক। 'বুঝতে পারছ নিশ্চয়?'

লজ্জা আর অনুতাপে লাল হয়ে উঠল রোজের মুখ, জবাব দিতে পারল না।

'বাদ দাও,' নির্লিপ্তস্বরে বলল ল্যুক। 'ওটা নিশ্চয় ছাপার ভুল ছিল। কী বলো?'

'না।' মুখ নিচু করল রোজ। 'টাকার অঙ্কটা আমি পাল্টে দিয়েছিলাম, ইচ্ছে করেই। কিন্তু আ-আমি দুঃখিত। এরকম ঝামেলা হবে জানলে···'

'না,' রুক্ষস্বরে বলল ল্যুক। 'মোটেও দুঃখ পাওনি তুমি, ম্যাম। আমার ঝামেলা যত বাড়বে, ততই তোমার ভাল লাগবে।' বিছানায় শোয়া লোকটার দিকে ফিরল ও। জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে আছে লোকটা। তেজীয়ান লোক ছিল বটে একসময়, মনে মনে স্বীকার করল ল্যুক। শনের মত মরাটে ধূসর চুল, ফ্যাকাসে মুখ, বাজ পাখির ঠোঁটের মত বাঁকানো চিকন নাক—সব মিলিয়ে দৃঢ়তা ও আভিজাত্যের মিশেল।

ওর পাশে চলে গেল ল্যুক। 'আমি ল্যুক হান্টার, ওল্ড টাইমার। তোমাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আশা করি, জবাব দিতে আপত্তি হবে না তোমার। এখানে,' শীতল চোখে একবার রোজের দিকে চাইল। 'অনেকে সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। জানি না কেন? আমার মনে হয়, তুমি তাদের মত নও।'

'হয়তো। কী বলতে চাও বলো।'

'আমি এখানে এসেছি জেম ক্লিফম্যানের নিহত হওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর করতে। এখানে অনেকেই তাকে চিনত, এখন কোন স্ট্রেঞ্জারের কাছে মুখ খুলতে চাইছে না। তবে ওদের দুই পরিবারের মধ্যে যে কোন একপক্ষে থাকলে হয়তো খবরটা পাওয়া যেতে পারে। যাক, এখন তুমিই বলো, ওদের মধ্যে কারা ভুল করছে, কাকে সমর্থন করা উচিত?'

'কাউকেই না,' রুক্ষস্বরে বলল বুড়ো। 'ওরা দু'পক্ষই ভুল করছে।'

'তবু ওদের কাকে তোমার কাছে ভাল মনে হয়।'

'রাক হোভার্টকে ভাল লাগে আমার,' সরাসরি বলল বুড়ো। 'কিন্তু লারসেনকে ঘৃণা করি। লিজ হোভার্ট মেয়েটা ভাল, হ্যাম ভাল না। আবার বেচারা স্যামকে পছন্দ করে না এমন লোক খুব কমই আছে এখানে।

'রিটা স্মিথ মেয়ে ভাল, ও আর আমি দু'জনেই ঘৃণা করি আলেক আর ট্রেস স্মিথকে। মার্ট স্মিথও লোক ভাল নয়, ওদের ফোরম্যান পিন্টো লেভিস আর ওর লোকেরা সবাই খারাপ। সুতরাং হোভার্ট বা স্মিথদের মধ্য থেকে ভাল বলে কাউকে বেছে নেবার উপায় নেই। ওদের পক্ষে বিপক্ষে যারা আছে, তারা সবাই সুযোগসন্ধানী। কোন এক পক্ষকে কাত হয়ে পড়তে দেখলে ওদের মধ্যে লুটপাটের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে।' থামল ও একটু। 'কী বুঝলে?'

মাথা নাড়ল ল্যুক গম্ভীর মুখে। 'আর বার্ক পেটান, মানে শেরিফ?'

বুড়োর জবাব শোনার আগেই নিচ থেকে পায়ের শব্দ কানে এল ল্যুকের। কেউ উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে–দ্রুত পায়ে, একসাথে দু'ধাপ করে ডিঙিয়ে। পাঁই করে ঘুরল ও, পিস্তল বের করল। তাকাল রোজের দিকে। 'ভয় পেয়ো না। এখানে কোন গোলমাল হতে দেব না।'

পা টিপে টিপে বন্ধ দরজার দিকে এগোল ও, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্থিরভাবে দরজায় নক করল কেউ। ঘরের মেঝেয় চোখ পড়ল ল্যুকের। ওর কাদামাখা পায়ের ছাপ ফুটে আছে ওখানে। সিঁড়িতে এরকম ছাপ ধরেই লোকটা উঠে এসেছে ওপরে।

দরজার দিকে এগোতে গেল রোজ। মাথা নেড়ে ওকে নিরস্ত করল ল্যুক, যেখানে আছে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার ইঙ্গিত করল। থেমে গেল রোজ। মুহূর্তের জন্যে ল্যুকের দিকে তাকাল স্থির দৃষ্টিতে, তারপর দরজার দিকে ফিরে বলল, 'ভেতরে এসো।'

বাইরে থেকে ধাক্কায় হাঁ হয়ে গেল দরজার পাল্লা দুটো। পাল্লার আড়ালে পড়ে গেল ল্যুক। লোকটার গলা শোনার অপেক্ষায় রইল।

'কোথায় ও?' ট্রেসের গলা।

'কে?' জানতে চাইল রোজ।

'ওই লাল চুলো ব্যাটা। নিশ্চয় এখানে আছে। ওই তো ওর পায়ের ছাপ।'

দরজার ফাঁকে সামান্য মাথা বাড়াল ল্যুক। ট্রেসের হাত আর কবজি নজরে এল। ট্রেসের হাতে পিস্তল, রোজের দিকে তাক করা।

এক মুহূর্তও দ্বিধা করল না ও। নিজের পিস্তলের নল দিয়ে আঘাত হানল ট্রেসের কবজিতে। ট্রেসের বিস্ময়মাখা আর্তনাদ শুনল, হাত থেকে পিস্তল পড়ে যেতে দেখল মেঝেয়। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ট্রেসের ক্রোধে বিকৃত রক্তাক্ত মুখ দেখল।

আচমকা ওর জামা ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ল্যুক, পরমুহূর্তে ঠেলা দিল জোরে পেছন দিকে। দরজা গলে বারান্দায় গিয়ে পড়ল ট্রেস। লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ল্যুক নিজেও, ট্রেস সামলে ওঠার আগেই ওকে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল প্রবল শক্তিতে। তারপর প্রায় ছুঁড়ে ফেলল সিঁড়ির ওপর। মাঝ বরাবর গিয়ে পড়ল ট্রেস্, সেখান থেকে ডিগবাজি খেয়ে আরও নিচে রেলিংয়ের ওপর। ওর ভারী দেহের চাপ সইতে পারল না পুরানো কাঠের রেলিং, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সেখান থেকে ওর যন্ত্রণাকাতর উত্তেজিত গলা শুনল ল্যুক, 'যাও যাও, ধরো ওকে!'

বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকল ল্যুক। জানালা খুলে তাকাল বাইরে। 'এদিকে নিচে কী আছে?'

'আস্তাবলের ছাদ,' ল্যুককে হকচকিয়ে দিয়ে হঠাৎ হাসল বুড়ো। 'বারো ফুট নিচে। অসুবিধে নেই, ওখানে খড়-বিচালির আড়ালে গা ঢাকা দিতে পারবে। তাড়াতাড়ি করো, বাছা।'

সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ কানে এল ল্যুকের, উঠে আসছে ওরা। চকিতে একবার তাকাল ও রোজের দিকে। মেয়েটার চোখে কৌতুকের হাসি।

'চাইলে মেয়েরাও চুপ থাকতে পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' হাসি আরেকটু চওড়া হলো রোজের।

লাফ দিল ল্যুক।

ছাদ থেকে নেমে আস্তাবলের পাশের সরু গলিটায় দাঁড়িয়ে হোটেলের দিকে তাকাল ল্যুক। জানালাপথে দেখা গেল অস্ত্রহাতে লোকগুলোকে। খুঁজছে ওরা ওকে। ওদের হৈ চৈ আর খিস্তিখেউড় শুনে হাসল সে।

ঘুরে আস্তাবলের সামনের উঠানটায় চলে এল। হসলার লোকটা বসে আছে হাতলভাঙা একটা চেয়ারে, ওর চোখ হোটেলের দিকে। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে সম্ভবত। কাছে একটা খুঁটির আগায় ঝুলন্ত লণ্ঠন জ্বলছে টিমটিম করে। ল্যুক লণ্ঠনের সামান্য আলোয় ওর মুখ দেখতে পেলেও আবছা অন্ধকারে ওর উপস্থিতি টের পেল না লোকটা। চুপিসারে ভেতরে ঢুকে পড়ল ল্যুক। লফটে উঠে শুয়ে পড়ল খড়ের মধ্যে, ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

ঠিক কতক্ষণ পরে জানে না, সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। কেউ

একজন এসেছে ওর কাছে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল ও। খড়ের ওপর দিয়ে কাঁধ বরাবর একটা হাতের চাপ অনুভব করল। আস্তে আস্তে অস্ত্র বের করার জন্যে কোমরের দিকে হাত বাড়াল ও। তারপরই একজন মহিলার গলা শুনে চমকে গেল। 'চুপ, দয়া করে চেঁচিয়ে উঠো না যেন।'

ঘুটঘুটে অন্ধকারে মেয়েটাকে দেখতে পেল না ল্যুক। গলার স্বরে বুঝল মেয়েটা আর যে-ই হোক, রোজ নয়।

'কে?' নিচু গলায় জানতে চাইল ও।

শুকনো খড়ের খসখসে আওয়াজ উঠল, এরপর গায়ে মেয়েটার ছোঁয়া অনুভব করল।

'তুমি ল্যুক হান্টার?'

'হ্যাঁ। তুমি কে?'

'আমি লিজ হোভার্ট। তোমাকে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে, ফ্রেন্ড।'

'খবরটা নতুন কিছু না। এর আগেও বারকয়েক শুনেছি। কিন্তু কেন বলো তো?'

'আমার চাচা লারসেন হোভার্ট তোমাকে খুন করতে চায়। কিভাবে করবে জানি না। তবে করবে যে তাতে ভুল নেই।'

'আমার অপরাধটা কী?'

একমুহূর্ত নীরব রইল লিজ। তারপর বলল, 'সেটা জানি না। কিন্তু কথাটা সত্যি।'

'ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না।' বিরক্ত হলো ল্যুক। 'এটা কোন ধরনের কথা? তোমরা হোভার্টরা আমাকে চেনো না, আমিও তোমাদের চিনি না। এখানে এসে মাত্র তোমাদের নাম শুনলাম। আমাকে তোমরা শত্রু ভাবার কোন কারণ নেই। আমিও বা তোমাদের অহেতুক হুমকি শুনে লেজ তুলে পালাব কেন?'

'প্লীজ, আমার কথা শোনো,' অনুনয় করল লিজ। 'আমার চাচাকে তুমি চেনো না। ভীষণ খারাপ লোক ও। আ-আমাকে খুন করবে যদি জানতে পারে তোমাকে সাবধান করতে এসেছি!'

'আমার দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'চলে যাচ্ছ তো?'

'না। তবু ধন্যবাদ, ঝুঁকির মধ্যেও সাহায্য করতে এসেছ বলে।'

'রাককে তুমি সাহায্য করেছিলে, তাই তোমাকে…'

'আবারও ধন্যবাদ।'

খড়ের খসখসে আওয়াজ শুনল ল্যুক। মেয়েটি চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে চুপচাপ পড়ে রইল ল্যুক। মেয়েটার হঠাৎ সাহায্য করতে চাওয়ার কারণ কী ভাবতে গিয়ে ঝেড়ে গাল দিল নিজকে। মেয়েটাকে সন্দেহ করছে ও? অন্যায় হচ্ছে। বুড়ো এদের কথাই বলেছে। বলেছে, রাক, লিজ আর স্যামকে পছন্দ

করে ও। ঘৃণা করে হ্যাম আর লারসেনকে। মনে হয়, এত রাতে মিথ্যে খবর দিতে আসেনি লিজ হোভার্ট।

খড়ের নিচে নড়েচড়ে শুলো ও। আজ রাতটা কাটুক, কাল সকালে উঠে একটা পথ বেছে নেবে।

পাঁচ

প্রচণ্ড খিদে নিয়ে ঘুম থেকে জাগল ল্যুক। বেলা হয়েছে। লফটের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে দেখল, চারদিক কুয়াশায় ঢাকা।

খড়ের বিছানা থেকে উঠে বসল সে। হাই তুলে উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে ককিয়ে উঠল ব্যথায়। শরীরের প্রতিটি হাড়ে সূচ ফোটার মত যন্ত্রণা। ডান চোখ বুজে এসেছে প্রায়, সবকিছু একচোখে দেখছে। গতকালকের মারপিটে ও নিজেও যে কতটা আহত হয়েছে, তখন না-বুঝলেও এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

লফটের ঠিক নিচে কথাবার্তার শব্দ শুনল ও। অনড় হয়ে কান পাতল।

শেরিফের গলা। চিনল ও। শেরিফ বলছে, 'আমি ওকে গ্রেফতার করতে আসিনি, ম্যাম। বিশ্বাস করো। আমি শুধু কথা বলতে এসেছি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করি না, শেরিফ। আমি চাই, তোমাকে দেখে ও যেন গুলি করে।'

'সুযোগ পেলে তা-ই করবে ও হয়তো। ডাকি ওকে, ম্যাম?'

'ঠিক আছে। ডাকো,' সম্মতি দিল রোজ।

গলা চড়াল শেরিফ, 'হান্টার, ল্যুক হান্টার।'

লফটের কিনারা দিয়ে গলা বাড়াল ল্যুক। শেরিফের চোখে চোখ পড়ল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল ওরা। ল্যুকের চোখে সন্দেহ, শেরিফের চোখে কৌতুক।

'আমার কাছে অস্ত্র নেই, হান্টার,' শেরিফ কথা বলল প্রথমে। 'তুমি নেমে আসতে পারো। কথা আছে।'

ঘুরে ওর দিকে তাকাল রোজ। ল্যুক লাফিয়ে নিচে নামল। ওর পুরো শরীর খড়-কুটোয় ভর্তি, মুখ রক্তাক্ত-শুকিয়ে চড়চড় করছে। হাত-পায়ের এখানে সেখানে কাটাছেঁড়া। ডানচোখ ফুলে উঠেছে বিশ্রীভাবে। দেখে মনে হয়, এইমাত্র উঠে এসেছে সোজা নরক থেকে। হাসি পেল রোজের।

'দারুণ মজা পাচ্ছ, না?' খেপে উঠল ল্যুক, হেসে ফেলল তারপর

নিজেও।

রোজের মুখে এর আগে হাসি দেখেনি ও। চমৎকার ওর হাসির শব্দ। ওর গলায় কালশিটে দাগটা চোখে পড়ল ওর। হাসি থেমে গেল। সেদিন রাতে অন্ধকারে দাগটা ওর হাতেই তৈরি। লজ্জা পেল।

বার্কের দিকে চাইল রোজ। 'আমার কাজ শেষ, শেরিফ?'

'ধন্যবাদ, মিস বার্গার।' শেরিফ মাথা দোলাল।

ওর চেহারায় দেখার মত আছে শুধু মুখের তুলনায় বিশাল গোঁফজোড়াই, লক্ষ করল ল্যুক। উঁচু সরু বুকটা দেখতে অনেকটা ঘুঘুর মত। চোখ ফিরিয়ে রোজের দিকে চাইল। রোজের চোখে আশ্চর্য এক দৃষ্টি, মমতাপূর্ণ। দৃষ্টি নামাল রোজ, ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল।

পরস্পরের চোখে চোখ রাখল ওরা আবার।

'নরক থেকে পালানো পাপীর মত দেখাচ্ছে তোমাকে।' মৃদু হাসল শেরিফ্।

'আমার কাছেও তারচে' ভাল কিছু মনে হচ্ছে না,' স্বীকার করল ল্যুক। 'এটা বলার জন্যেই কি খুঁজে বের করেছ আমাকে?'

'জীবনে,' বেদনার আভাস দেখা গেল বার্কের সরু মুখে, 'অনেক বদমেজাজী আর উগ্র লোকের মুখোমুখি হয়েছি আমি। কিন্তু তোমার মত এতটা আর দেখিনি, বাছা।'

'তুমি যদি ভেবে থাকো যে, গত রাতে তোমার গায়ে ডেস্ক উল্টে দেয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করব···'

'আমি তা ভাবছি না,' গম্ভীরস্বরে বলল বার্ক। 'এখন চলো, আগে নাস্তাটা সেরে নিই।'

ল্যুকের চোখে অবিশ্বাস ফুটল। 'তুমি···'

বার্ক ওকে বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, 'দেখো বাছা, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। শোনার আগে কিছুক্ষণের জন্যে মুখটা একটু বন্ধ রাখো।'

'ঠিক আছে,' ল্যুকের কণ্ঠে স্পষ্ট বিরক্তি—রাস্তার দিকে ভুরু উঁচাল, 'বেরোনো যাবে তো?'

'বিলকুল,' ওকে আশ্বাস দিল বার্ক। 'স্মিথরা বাকবোর্ড ভাড়া করে গতরাতে বাড়ি চলে গেছে। বাদ বাকি শহরের লোকেরা কাছে ধারেও ঘেঁষবে না তোমার। নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

বেরোল শেরিফ। ল্যুক ওর পাশে হাঁটতে লাগল চুপচাপ। দুজনে ওরিয়েন্টাল ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকল। নাস্তার অর্ডার দিল শেরিফ। ওকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে, যেন ল্যুকের সঙ্গটা দারুণ উপভোগ করছে। ল্যুক বুঝতে পারছে না লোকটার সাথে ওর আচরণটা এখন কি রকম হওয়া উচিত।

নাস্তা সেরে হোটেল থেকে বেরিয়ে সিগ'স নিউট্রাল এলিটে গিয়ে ঢুকল দুজন। ল্যুক নিজের জন্যে একটা নতুন শার্ট কিনল ওখান থেকে। এরপর

শেরিফের অফিসে গেল ওরা।

করুণ অবস্থা অফিস ঘরটার। অন্ধকার প্রায়, একটা মাত্র জানালা ভেতরে আলোর অভাব মেটাতে পারেনি। গতরাতের গণ্ডগোলে একটা পা হারিয়েছে টেবিলটা। চেয়ারগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। গোটা দুয়েক ক্যালেন্ডার আর কয়েকটা পুরস্কার ঘোষণাঅলা বিজ্ঞাপন ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় মেঝেয় লুটাচ্ছে। রক্ত আর কাদায় মাখামাখি ওগুলো। শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

শেরিফের নিরুৎসুক চোখের সামনে নতুন জামাটা পরে নিল ল্যুক। একটা চেয়ার টেনে বসে তাকাল ওর দিকে। সম্ভাব্য যে-কোন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্যে টান টান ওর স্নায়ু।

'ইয়ে···' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল শেরিফ বার্ক, কাল রাতে দারুণ একটা কাজ করেছ তুমি, হান্টার। ওরকম একটা কিছুর দরকার ছিল···'

পাত্তা দিল না ল্যুক। 'তোমার বন্ধু ওরা। নিশ্চয় ভুলে যাওনি।'

'এরপর কিন্তু তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না ওরা। আমি নিশ্চিত, দেখামাত্রই গুলি করবে।'

অবজ্ঞাভরে কাঁধ ঝাঁকাল ল্যুক।

'গতরাতে একজন এসে আমার পায়ের ওপর থেকে রোলটপটা সরানোর আগে পর্যন্ত চিৎ হয়ে পড়েছিলাম আমি। সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু ভেবেছিলাম।'

'যেমন?'

'ভেবে দেখলাম, এখানকার লড়াইয়ে আমি শুধু মাথা নয়,' গলাটা পর্যন্ত ঢুকিয়ে বসে আছি।'

'কার পক্ষে?'

'কারও পক্ষে নয়। নিজেকে একজন টিনহর্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না আমার। বুঝলাম, এখন থেকে আমাকে সব নতুন করে শুরু করতে হবে।'

'হতে পারে।' ল্যুক নির্লিপ্ত।

'আর নতুন করে শুরু করাটা নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

'আমার ওপর?' সতর্ক হয়ে উঠল ল্যুক। 'মানে?'

'হ্যাঁ,' ভণিতা বাদ দিল শেরিফ বার্ক। 'আমি তোমাকে আমার ডেপুটি বানাবার কথা ভাবছি, হান্টার।'

নিখাদ বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল ল্যুকের। চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস।

'এক মিনিট,' মুখ খোলার আগেই এক হাত তুলে ওকে থামাল শেরিফ। 'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। ন্যায্য একটা লড়াই দেখতে ভালই লাগে আমার। সেখানে উভয় পক্ষ পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্যে

আন্তরিকভাবেই যুদ্ধ করে। কিন্তু তাতেও একজনের বিরুদ্ধে দল বেঁধে এসে হামলে পড়াটা কোনমতেই ন্যায্য লড়াই নয়। আর সংখ্যাটা যদি হয় একের অনুপাতে বিশ, তাহলে তো কথাই নেই।

'অনেককেই আমি এখানে খুন করতে দেখেছি। অনেককে দেখেছি পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরতে। এই খুনোখুনির দরুন এখানকার বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির আমিও একজন সাক্ষী।' বলতে বলতে বার্কের গলা নিচু হয়ে এল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'তাই এখানকার সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেয়েছি আমি। কারণ একা আমার কি-ই-বা করার ছিল, বলো? আমি হয়তো এক পক্ষকে সমর্থন করতে পারতাম, কিন্তু তাতে অন্যপক্ষের হাতে মারা পড়া ছাড়া আর কী ফলটা হত? কী বলতে চাই বোঝাতে পেরেছি, বাছা?'

'পুরোপুরি,' মাথা দোলাল ল্যুক। 'মনে হয়, এটাই স্বাভাবিক।'

'সর্বশেষ যে-মার্শাল এখানে খুন হয়েছে, ওকে আমিই আনিয়েছিলাম। তবে সেটা এখানকার কাউকে জানতে দেইনি। লোকের সামনে ওকে বকাঝকা করতাম, যেমন তোমাকেও করেছি স্মিথদের সামনে। ওকে আমি গোপনে সাহায্য করতাম, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি।

'ভেবেছিলাম, কমিশনাররা এরপর একজন উপযুক্ত লোক পাঠাবে। একজন ঠাণ্ডা মাথার দক্ষ লোক, ভয়ঙ্করও। অমন লোক পেলে ওকে আমার পুরো ক্ষমতা দিয়ে সাপোর্ট করতাম। ওকে নিয়ে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করতাম ওদের বিরুদ্ধে। কিন্তু···' থেমে মাথা নাড়ল ও, 'ওরা যা পাঠায়, তাদের একজনও যোদ্ধা নয়।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে ল্যুকের সামনে চলে এল ও। টেবিলের ওপর রাখা ওর হাতে হাত রেখে বলল, 'তুমি একটু উগ্র। বর্তমান অবস্থায় আমার এ-ধরনের লোকই দরকার। ওরা তোমার সামনে উল্টাসিধা করতে এলে স্রেফ মার খেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তুমি জেম ক্লিফম্যানের খুনের ব্যাপারে জানতে এসেছ, আমাকে সাহায্য করো, আমিও তোমাকে সাহায্য করব সে ব্যাপারে। কী বলো?'

শেরিফের বিষণ্ন, ধীর কণ্ঠস্বর নাড়া দিল ল্যুককে। আপাতদৃষ্টিতে অথর্ব শেরিফকে যেন নতুন রূপে দেখতে পেল সে। শেরিফের ওপর জমে-ওঠা এ কদিনের সব সন্দেহ, অবিশ্বাস আর বিতৃষ্ণার অবসান ঘটল। ওর মনে হলো, বার্ক সত্যিই হয়তো ভাল লোক। কারণ অহেতুক খুন খারাপিকে ঘৃণা করে লোকটা।

বলল, 'একটা কথা, শেরিফ। তুমি জানো আমি জেম ক্লিফম্যানের খুনের ব্যাপারে আগ্রহী। আমার আগ্রহকে পুঁজি করে নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়ার জন্যে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছ না তো?'

'মোটেই না।' মাথা নাড়ল শেরিফ। 'জেম ক্লিফম্যানকে দক্ষিণের

ট্রেইলে পাওয়া গেছে, শুধু এটুকুই জানি আমি। বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ। আমার কাজটা শেষ হলে পর তোমার জন্যেও কাজটা অনেক সহজ আর নিরাপদ হবে।'

মনস্থির করে ফেলল ল্যুক। 'বেশ, আমি রাজি। এবার পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করে ফেলতে হবে। শুরুটা কিভাবে করতে চাইছ?'

গোঁফের নিচে আন্তরিক হাসি হাসল শেরিফ। 'ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ওরাই খেলবে খেলা–এ পক্ষ কিংবা ওই পক্ষ। আপাতত আমরা দর্শক।'

আধ ঘণ্টা পর। ডেপুটির ব্যাজটা পকেটে পুরে শেরিফের অফিস থেকে বেরোল ল্যুক। পত্রিকা অফিসে গিয়ে ঢুকল। পত্রিকা সম্পাদক অফিসে নেই। নিজের জায়গায় বসে চুপচাপ কাজ করছে প্রেসম্যান। পেছনে দেয়ালে ঝুলানো বাতিটা জ্বলছে মিটমিট করে। ওটার আলোয় রোজকে কাজ করতে দেখল ও। একটা ট্যাক্স নোটিসের প্রুফ দেখছে।

লঘুপায়ে ওর কাছে গিয়ে স্টেটসনটা খুলে হাতে নিল ল্যুক। অভিবাদন জানাল। জবাবে হাসার ভঙ্গি করল মেয়েটা। হাতের কাজ একপাশে রেখে চেয়ারে হেলান দিল। 'গতরাতে একটা ধন্যবাদ পাওনা হয়েছে তোমার। দেয়া হয়নি এখনও।'

'কিসের জন্যে?'

'না মানে…' ইতস্তত করল মেয়েটি। 'ট্রেস স্মিথ আমার দিকে পিস্তল উঁচিয়েছিল। তুমি সময়মত…'

ব্যঙ্গের হাসি হাসল ল্যুক। ভ্রূ কুঁচকাল রোজ, বিরক্ত হয়েছে। 'তোমার সমস্যাটা কী জানো, মিস্টার? সব কিছুকেই উড়িয়ে দিতে চাও। আমি কিন্তু ঠাট্টা করছি না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও,' কৌতূহলী হলো ল্যুক। 'ট্রেস স্মিথ তোমাকে গুলি করত? একজন মহিলাকে?'

'এখানে অনেক মহিলা খুন হয়েছে, হান্টার।' একমুহূর্ত চুপ থাকল রোজ। 'তুমি, যদ্দূর বুঝেছি, অস্থিরমতি আর মাথা গরম একজন লোক। সবকিছুই মেজাজ দেখিয়ে করে ফেলতে চাও। কিন্তু এখানে তেমন একটা সুবিধে করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'বিশেষণগুলো শুনে খুশি হতে পারছি না, ম্যাম। দুঃখিত। তবে শেরিফ বার্কও ঠিক একই ধারণা পোষণ করে বলে জানিয়েছে। আমি অবশ্য তার সাথে একমত নই। আমি আমার মতই চলি।'

হাসল রোজ। 'আমি একমত।…আঙ্কেল জেফ আবার তোমাকে দেখতে চেয়েছে।'

'আঙ্কেল জেফ?'

'বুড়ো হোটেলঅলা। খাঁটি মানুষ। আদি হোভার্ট আর স্মিথদের সাথে এখানে এসেছিল।'

'তোমার সত্যিকার পরিচয় জানে?'

মাথা নাড়ল রোজ।

'তোমার বাবার হত্যাকারী সম্পর্কে তুমি কী জানো, তাও জানে নিশ্চয়?'

এতক্ষণ ধরে যে সহজ ভাবটুকু ছিল রোজের মুখে, নিমেষে উধাও হলো। শান্তভাবে বলল, 'সে-ব্যাপারে আমি কোন কথা বলতে চাই না।'

'এবং ঠিক কতটা জানো, সে-ব্যাপারেও না?'

মাথা নাড়ল রোজ, মুখে বিতৃষ্ণার ভাব। 'এ-ধরনের প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'নেই? তুমি নিশ্চিত?'

এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল রোজ। 'হ্যাঁ, একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'তার মানে তুমি বলবে না?'

'না।'

পকেটে হাত দিল ল্যুক, ডেপুটির ব্যাজটা বের করে মেয়েটির সামনে রাখল। একটা কথাও না-বলে ব্যাজটা হাতে নিয়ে দেখল রোজ। রেখে দিল আবার।

'তুমি এখন বার্কের ডেপুটি। কেন?'

'এ-শহরটাকে বাসের উপযোগী করে তুলতে চাই আমি। তা করতে হলে আইনের সহায়তা দরকার।' একটু থেমে বলল, 'তোমার বাবার খুন হওয়া সম্পর্কে যা জানো, বলার জন্যে আরেকবার সুযোগ দেয়া হচ্ছে তোমাকে।'

'না-বললে কী করবে?'

'জেলে ঢোকাব,' সোজাসাপ্টা জবাব ল্যুকের।

হাঁ করে প্রায় আধমিনিট ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোজ, ধীরে ধীরে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল ওর। 'বলব না আমি। দেখি কি করে জেলে ঢোকাও?'

'দেখতে চাও?'

'হ্যাঁ, চাই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যুক। ব্যাজটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢোকাল। ঘুরে রোজের চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে এক হাতে ওর কোমর পেঁচিয়ে ধরে হ্যাঁচকা টানে চেয়ার থেকে তুলে নিল ওকে। তারপর আস্তে করে বসিয়ে দিল মেঝেয়। লাথি চালাল রোজ, সজোরে ঘুসি হাঁকাল। গম্ভীর মুখে একহাতে পেঁচিয়ে মেয়েটিকে বগলদাবা করে নিল ল্যুক, দরজার দিকে এগোল।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল রোজ। 'নামিয়ে দাও বলছি!'

থামল ল্যুক, দাঁড় করিয়ে দিল মেয়েটিকে।

চেঁচামেচি শুনে ছুটে এল প্রেসম্যান। কাছে এসে বিভ্রান্ত চোখে মেয়েটিকে দেখল, তারপর ল্যুকের দিকে তাকিয়ে বলল, ও তোমাকে

জ্বালাতন করছে, ম্যাম?'

'করছি,' জবাব দিল ল্যুক। 'কী হয়েছে তাতে?'

ওদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল রোজ। 'না কিং, আমার কিছু হয়নি। তুমি তোমার কাজে যাও, প্লীজ।'

ল্যুকের দিকে চাইল আবার প্রেসম্যান। ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'না–করলেই ভাল করবে, মিস্টার! হ্যাঁ।' নিজের কাজে ফিরে গেল ও।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল রোজ। 'মোটেও ভুল বলিনি আমি। তুমি–তুমি ভয়ানক বদমেজাজী। শুধু তা-ই নয়, তুমি একটা জংলী শুয়োরও বটে!'

'ঠিক বলেছ,' স্বীকার করল ল্যুক। 'নাও, এবার হাঁটতে শুরু করো। নইলে তুলে নিয়ে যাব।'

হার মানল রোজ। বিরসমুখে চুপচাপ নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। ওকে অনুসরণ করল ল্যুক।

'ঠিক আছে, বলব। কিন্তু তুমি আমাকে জোর করে বলতে বাধ্য করছ। এটা অশোভন, অন্যায়ও।'

'তা ঠিক,' অস্বীকার করল না ল্যুক। 'তাহলে শুরু করো।'

'রাক হোভার্ট আমার বাবার লাশ দক্ষিণের রাস্তায় ফেলে গিয়েছিল। ওদের সীমানা থেকেই ওটা বয়ে নিয়েছিল ও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাবাকে ওই খুন করেছে। ও ওই ধরনের কাজ করতেই পারে না।'

'কিভাবে বুঝলে?'

'রাক···একবার আঙ্কেল জেফের ঘরে অতিথি হয়েছিল। প্রচুর মদ খেয়েছিল ও সেদিন···'

'ওহ্, তা-ই বলো!' ঘৃণার আভাস পাওয়া গেল ল্যুকের গলায়। 'এভাবেই তাহলে খবরটা পেয়েছ?'

'তোমার বাবা যদি খুন হত, খুনী কে তা জানার জন্যে তুমিও কি এরকম কিছু করতে না?' জ্বলে উঠল রোজ।

'বাদ দাও।' শ্রাগ করল ল্যুক। 'তুমি কিভাবে কী করেছ, তা জেনে আমার কী কাজ? এখন বলো, রাকই যে খুনটা করেনি, তা নিশ্চিত হলে কি করে?'

চোখে উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল রোজের। 'কারণ ও একজন চমৎকার মানুষ। আমার ধারণা, ওকে সারাক্ষণই একজনের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে।'

'লারসেন?'

'আমি জানি না।'

একটু চিন্তা করল ল্যুক। 'তুমি জানতে তোমার বাবা কোন ধরনের কাজ করত?'

'নিশ্চয় জানতাম। বাবা সোনা পেয়েছিল। প্রচুর সোনা।'

'তাহলে নিশ্চয় এটাও বুঝতে পারছ যে, সোনার লোভে রাক কিংবা

লারসেন যে কেউ ওকে খুন করতে পারে?

'লারসেন পারে–কিন্তু রাক নয়। কিন্তু…' আচমকা ফুঁসে উঠল রোজ, 'কেন তুমি আমাকে আমার মত থাকতে দিচ্ছ না বলো তো? আমি রাককে পছন্দ করি, ওর সম্পর্কে সব কিছুই জানি, তুমি কিছুই জানো না। আমার বিশ্বাস, তুমি ওকে এখন বোকার মত জেলে নিয়ে ঢোকাবে এবং ওর কাছ থেকে আমার তথ্য পাবার সুযোগটুকুও নষ্ট করে দেবে।'

লাল হয়ে উঠল ল্যুকের মুখ। 'দেখো, তোমাদের মেয়েদের মাথায় ঘিলু আসলেই একটু কম। তোমার পছন্দের রাক হোভার্টকে জেলে ঢোকাব না আমি। তুমি ওকে নিজের ঘরে বসিয়ে যত ইচ্ছে মদ খাইয়ে যত খুশি তথ্য জোগাড় করো, আমার কিছু যায় আসে না। আমি যাচ্ছি এখন…'

প্রেস কক্ষ পেরিয়ে এসে থামল ও। পেছনে তাকাল। রোজের মুখে ক্রোধ নয়, বেদনার আভাস। ওর কাছে ফিরে গেল সে আবার।

'শেষ কথাটার জন্যে আমি দুঃখিত, ম্যাম,' কোমল স্বরে বলল। 'কিন্তু তুমি কেমন মাথা খারাপ মেয়ে দেখো তো? ধ্যাত্তেরি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য তুমি যদি চাও। কারও দুর্বলতাকে ব্যবহার করে কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা আমার পছন্দ নয়।…তুমি কিন্তু তা-ই করছ।'

সহজ হয়ে এল রোজের মুখের ভাব। বলল, 'হতে পারে। তবে আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু তুমি যে-নিয়মে করতে চাইছ, সেটা আরও জঘন্য, রূঢ়, পাশবিক। মেরে ধরে কারও মুখ থেকে স্বীকারোক্তি বের করার অধিকার তোমার নেই, ল্যুক।'

'তুমিও কাউকে প্রলোভিত করতে পারো না।'

হাসল রোজ। 'তাহলে মনে হয়, আমাদের দুজনের উদ্দেশ্য এক হলেও পথ ভিন্ন। তুমি তোমার পথে যাও, আমি আমার পথে যাব। শুধু শুধু ঝগড়া করে মরার দরকার নেই। তবে কোন তথ্য পেলে আমি তোমাকে জানাব, তুমিও আমাকে জানাবে দরকারী কোন খবর। ঠিক আছে?'

'বেশ, তাহলে চুক্তি হয়ে গেল,' হেসে সম্মতি দিল ল্যুক। করমর্দন করল ওরা।

বেরিয়ে মাউন্টিন সেলুনের বিপরীত পাশে নাপিতের দোকানটার দিকে পা বাড়াল ল্যুক। শেভ করবে। হাঁটতে হাঁটতে নিজের ভেতর অভূতপূর্ব এক অনুভূতি টের পেল। ও এখন শেরিফ বার্কের ডেপুটি–আইনের লোক। বার্কের দেয়া ব্যাজ ওর পকেটে। ওকে এখন থেকে হিসেব করে চলতে হবে। আগের মত বিচারবুদ্ধিহীন উত্তেজনার বশে কাজ করার অবকাশ নেই আর। মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হবে, ঝোঁকের বশে কিছু করা যাবে না।

এখানে, এই হিডেন শহরে একটা খুনের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে এসেছে ও। ঘটনাক্রমে এখানকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে ডেপুটি শেরিফ পদে নিয়োগ পেয়ে গেছে। কিন্তু আসল কাজ তার কিছুই এগোয়নি।

প্রথম দিন এখানে এসে যে-আঁধারে ছিল, এখনও ধরতে গেলে সে-আঁধারেই রয়ে গেছে। রাক হোভার্টের কাছে পাওয়া যে-তথ্যটা রোজ ওকে দিয়েছে, তাতে কিছুই বোঝা যায় না।

রোজের বিশ্বাস, রাক হোভার্ট ওর বাবাকে খুন করেনি। ওকে যতটা চিনেছে, ল্যুকের নিজেরও তা-ই ধারণা। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, খুনটার ব্যাপারে এখানকার কেউ কিছু জানে না। অথচ জেম ক্লিফম্যান মারা গেছে এখানেই, পেছন থেকে গুলি খেয়ে।

নাপিতের দোকান থেকে বেরোল ও, বোর্ডওঅকে দাঁড়িয়ে সেলুনের দিকে তাকাল। সেলুনের সামনে টাইরেইলের পাশে ঘোড়া থেকে নামতে দেখল লারসেন আর রাক হোভার্টকে।

ঘোড়া বেঁধে সেলুনের ভেতর ঢুকে গেল দুই হোভার্ট। গত রাতে লিজের মুখে শোনা কথাগুলো মনে পড়ল ল্যুকের। সম্ভবত রোজের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আস্তাবলের লফটে ওকে সাবধান করতে গিয়েছিল লিজ। বলেছিল, লারসেন ওকে খুন করার মতলব এঁটেছে। তাছাড়া প্রথম দিনই সেলুনে গোলমালের সময় লারসেনকে কুটিল আর বিপজ্জনক লোক হিসেবে চিনে নিয়েছে ল্যুক। গতরাতে লিজের কথাগুলো ওর ধারণাকে আরও দৃঢ় করে দিয়েছে। লারসেনকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।

বোর্ডওঅক থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে সেলুনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও, ঢুকে পড়ল ভেতরে। বারের কাছে গিয়ে বসেছে দুই হোভার্ট। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল। রাকের দিকে তাকিয়ে নড করল, অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল রাক। লারসেনের পাশ থেকে উঠে পোকার টেবিলের দিকে গেল। খালি টেবিলটায় গোটা কয়েক বাসি খবরের কাগজ পড়ে আছে।

লারসেনের মুখ দেখে মনের ভাব বোঝা গেল না। চোখ কুঁচকে ল্যুককে দেখল ও এক নজর, তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে কিছুটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। বারের পেছনে বিশাল আয়নাটায় তাকাল ল্যুক। রাকের চোখে চোখ পড়ল। ওর দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা।

মাথা নাড়ল রাক, কিছু একটা বোঝাতে চাইছে ল্যুককে। ধরতে পারছে না ল্যুক ব্যাপারটা। প্রশ্ন করে জেনে নিতে চাইল, কিন্তু পরক্ষণে মত পাল্টাল একটু দূরে লারসেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। রাক সম্ভবত চাচার অগোচরে কোন খবর দিতে চাইছে। সতর্ক হলো ও, ভাব দেখাল যেন রাককে আয়নার ভেতর দেখেইনি। আরও দূরে গেল লারসেনের ছায়া।

'ল্যুক,' চাপাস্বরে ডাকল রাক। 'তুমি তাহলে যাচ্ছ না?'

বারটেন্ডার বোতল-গ্লাস নিয়ে এগিয়ে এল ল্যুকের কাছে। টেবিলে গ্লাস রেখে বোতল থেকে ঢালতে গেল। ইঙ্গিতে ওকে নিষেধ করে বোতলটা বাম হাতে নিল ল্যুক। ও চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর একই রকম

চাপাস্বরে জবাব দিল, 'না।'

'ও!' হতাশ শোনাল রাকের গলা। 'ভেবেছিলাম তুমি হয়তো ঝামেলা এড়িয়ে যেতে চাইবে।'

কৌতূহল বোধ করল ল্যুক। 'ব্যাপার কী, হোভার্ট? আমাকে খুন করতে আটঘাট বেঁধে এসেছ মনে হচ্ছে?'

'এক্ষুনি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, ল্যুক। তারপর ভাগো, যত শীঘ্রি সম্ভব ভাগো শহর থেকে। নইলে ঠিক তা-ই ঘটবে।'

এক সেকেন্ড অনড় দাঁড়িয়ে রইল ল্যুক। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। ও ভেতরে ঢোকার পর রাক আর লারসেন পরস্পরের কাছ থেকে সরে গেছে। নিজেদের পজিশন বেছে নিয়েছে ওরা। এখন রাকের দায়িত্ব হলো, যে কোন ছুতোয় ওর সাথে ঝামেলা বাধিয়ে বসা–তারপর লারসেন শুরু করবে আসল কাজটা। ও ভেতরে ঢোকামাত্র লারসেনের অগোচরে অস্পষ্টভাবে মাথা নেড়ে রাক সম্ভবত এ-ব্যাপারটাই বোঝাতে চেয়েছে ওকে। কিন্তু ল্যুক তখন ওর ইঙ্গিত ধরতে পারেনি।

মুহূর্তে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল ও। নরম গলায় রাককে বলল, 'ঠিক আছে, হোভার্ট। খেলাটা শুরু করে দাও তাহলে। আমি যাচ্ছি না।'

আলতো করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল রাক। ল্যুকের কাছে ওকে কোমরে পিস্তল ঝোলানো যে কোন লোকের তুলনায় অস্বাভাবিক মন্থর মনে হলো। ব্যাপারটা টের পেতে এক মুহূর্তও লাগল না ওর। ছোঁ মারল ও নিজের হোলস্টারে। ওর চোখের কোণে ধরা পড়ল লারসেনের অ্যাকশন। কোমরের দিকে হাত বাড়িয়েছে বুড়ো। আধপাক ঘুরে গিয়ে বাম হাতে ধরা হুইস্কির বোতলটা ছুঁড়ে মারল ল্যুক। লারসেনের মাথার একপাশে লেগে ছিটকে গেল ওটা। দু'হাতে মাথা চেপে গুঙিয়ে উঠল লারসেন। এলোমেলো পায়ে সামনে এগোল দু'পা। তারপর লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়।

রাকের পিস্তল অর্ধেকও বেরোয়নি তখনও। ঘুরে ওর দিকে পিস্তল সই করল ল্যুক। 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

সন্তুষ্টির সাথে কাজটা করল রাক। মেঝেয় পড়ে-থাকা চাচার দিকে চাইল এক নজর। মাথা কেটে রক্তে মেঝে ভেসে যাচ্ছে।

কাছে গিয়ে বুটের গোড়ালি দিয়ে ওকে নেড়ে দিল ল্যুক। রাকের দিকে ফিরে বলল, 'ওকে জেলে নিয়ে ঢোকাও, হোভার্ট। আমি চাই, ব্যাপারটা শহরের সবাই দেখুক।'

ওর মনে হলো বুঝি হেসে ফেলবে রাক। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল তরুণ হোভার্ট। নিচু হয়ে সংজ্ঞাহীন চাচাকে গমের বস্তার মত হ্যাঁচকা টানে কাঁধে তুলে নিয়ে সেলুন থেকে বেরোল।

রাস্তায় নেমে হেঁটে চলল ওরা। বোঝা কাঁধে ঘেমে উঠেছে রাক। ওর

পাশে পাশে সামান্য পেছনে পিস্তল হাতে ল্যুক। দু'পাশের লোকজনের গুঞ্জন ছাপিয়ে মাঝে-মধ্যে দু'একবার হাসির শব্দ শোনা গেল। নিজেকে দুর্ধর্ষ লোক হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত বুড়ো হোভার্ট বেমক্কা ভঙ্গিতে ঝুলছে ভাতিজার কাঁধ থেকে, শহরে নবাগত একজন ভবঘুরের পিস্তলের মুখে, ব্যাপারটা অভিনবই বটে তাদের কাছে।

অজ্ঞান লারসেন শুনছে না তাদের হাসির শব্দ, ভাবল ল্যুক, তবে শুনবে কদিন পর। ওর তখনকার চেহারা দেখতে কেমন হবে, সকৌতুকে আন্দাজ করার চেষ্টা করল ও।

দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ওদের অভ্যর্থনা জানাল শেরিফ। ল্যুক হাসল। 'সেলের দরজা খুলে দাও, শেরিফ।' অজ্ঞান লারসেনের দিকে চোখ টেরিয়ে বলল, 'ইনিই তোমার প্রথম মেহমান।'

সেলে ঢুকে লারসেনকে কাঁধ থেকে নামাবার সময় রাককে সাহায্য করল ও।

মোট ছয়টা সেল নিয়ে শেরিফের হাজতখানা। পাথরের তৈরি; দৃঢ়, শক্ত ও নিরাপদ। ভেতরের দেয়ালগুলো তৈরি হয়েছে ভারী কাঠের তক্তা গেঁথে। দ্বিতল অফিসের বাকি অংশ খালি।

খাটের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে লারসেনকে। ফুঁ দিয়ে গা থেকে ঘাম শুকানোর চেষ্টা করছে রাক, রুমালে মুখ মুছে হাসল ল্যুকের দিকে চেয়ে। নির্মল, বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি। 'ধন্যবাদ। ভাবতেই পারিনি ব্যাপারটা এত সহজে সামলাবে তুমি!'

'পুরো ব্যাপারটা কি আমাকে বলবে, রাক? আসলে কী হয়েছিল?'

'লারসেন তোমাকে খুন করার মতলব এঁটেছিল,' তিক্তস্বরে বলল রাক। 'ঠিক হয়েছিল, তুমি যখন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ঠিক তখুনি ও গুলি করবে তোমাকে।'

'কেন?'

'সেটা তো তুমিও জানো।'

'আমি কী জানি?'

'বেশ তাহলে পুরো ব্যাপারটা তোমাকে খুলেই বলি।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ও। 'তুমি যেদিন জেম ক্লিফম্যানের লাশ দক্ষিণের রাস্তায় ফেলে আসার জন্যে আমাদের অভিযুক্ত করলে এবং এ-ব্যাপারে মুখ খোলার জন্যে দু'দিনের সময় বেঁধে দিলে, সেদিনই তোমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় লারসেন। কারণ দু'দিনের মধ্যে মুখ না-খুললে তুমি ব্যাপারটা শেরিফকে জানাবে বলে হুমকি দিয়েছিলে। আর দক্ষিণের রাস্তায় ক্লিফম্যানকে ফেলে এসেছিলাম আমিই।'

'কোথায় পেয়েছিলে তুমি লাশটা?'

'আমাদের উত্তরের সীমানায়। ঘোড়ার খুরের ছাপ অনুসরণ করে ওকে

আমিই খুঁজে পেয়েছিলাম। লাশ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। কারণ, আমার ধারণা ছিল ওটা স্মিথদের কাজ। আমাদের সীমানায় লাশ ফেলে রেখে আমাদের ফাঁসিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা। সুতরাং জানাজানি হবার আগে লাশটা তুলে নিয়ে দক্ষিণের রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি। ওটা নিরপেক্ষ এলাকা।' থামল রাক, ল্যুকের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করল।

'তারপর, রাক?'

'এটুকুই জানি আমি।'

ম্লান হাসি হাসল ল্যুক, মাথা নাড়ল হতাশার সাথে। 'রাক, তোমাকে আমার অলস বলে মনে হয় না। বোকা তো নয়ই। কি করে মেনে নেব যে, তুমি ঘোড়াগুলোকে ব্যাকট্র্যাক করতে ভুলে গেছ? মানছি, জেমের লাশ দেখে ভয় পেয়ে গেছ তোমরা, তাই ওকে সীমানার বাইরে ফেলে দিয়ে এসেছ। কিন্তু এতে তো তোমার কৌতূহল মিটে যাবার কথা নয়। তুমি বলেছ, ঘোড়াগুলোর ব্যাকট্র্যাক ছিল, অর্থাৎ ওগুলো লাশ নিয়ে আকাশপথে উড়ে আসেনি। তাহলে কি আমাদের এটা ধরে নিতে হবে যে, ঘোড়াগুলো কোত্থেকে এল, তা জানতে তোমার ইচ্ছে হয়নি?'

থামল ল্যুক, অপেক্ষা করল রাকের জবাবের জন্যে। রাক নীরব, ওর মুখে অস্বস্তির চিহ্ন। আবার কথা বলল ল্যুক, 'এরপর তুমি কী করেছ, আমিই বলে দিচ্ছি, রাক। দেখো, তোমার সাথে মেলে কি না। তুমি ওই ঘোড়াগুলোর ব্যাকট্রেইল ধরে জেমকে যেখানে খুন করা হয়েছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছ। তারপর ওখানে এমন কিছু দেখেছ, যা তোমার নিজেরই বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তাই না, রাক? বলো, প্লীজ, কিছুই লুকিও না। কে, রাক, লোকটা? লারসেন নাকি হ্যাম? নাকি দু'জনই···'

'না,' প্রতিবাদ করল রাক। 'ওরা কেউ নয়। তোমার অনুমান ভুল।'

'পুরোপুরি নয়,' কথা বলল শেরিফ বার্ক। 'কিছুটা হলেও সত্যি। তুমি তা লুকোতে পারবে না, রাক।'

মুখ ঘুরিয়ে নিল রাক ওদের দিক থেকে। হেঁটে করিডরে চলে গেল। তাকাল নিচে রাস্তার দিকে। ওর মুখে সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ। ইঙ্গিতে চুপ থাকতে বলল ল্যুক শেরিফকে। ধীরে ধীরে ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'রাক, এই যে, এখানকার লড়াই, ঝগড়া-বিবাদ এসব তোমার ভাল লাগে?'

'আমি এসব ঘৃণা করি!' ক্রুদ্ধস্বরে বলল রাক, ল্যুকের দিকে ফিরল না।

'বার্ক, তুমি আর আমি এর অবসান চাই। ও,' বদ্ধ সেলের দিকে ইঙ্গিত করল ল্যুক। 'যে-কয়জন লোক এ-লড়াই জিইয়ে রেখেছে, তাদের একজন। সুখের কথা, ও এখন জেলে। বাকিদেরও একে একে ঢোকাব এখানে। তুমি যদি সাহায্য করো, তাহলে আমরা সত্যি কথাটা জানতে পারব। জেম ক্লিফম্যানের খুনটাকে এদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে পারব আমরা। কী বলো, রাক? তুমি কি চাও না এসব খুন-খারাপি বন্ধ হোক?'

রাস্তা থেকে চোখ ফেরাল রাক। ওর চোখে আশার ঝিলিক। 'তুমি, আমি আর শেরিফ বার্ক?'

'হ্যাঁ, রাক। আমরাই। এ-লড়াইয়ে যারা জড়িত, তাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই সত্যি কথা বলেছ। তুমি এ-লড়াইকে ঘৃণা করো। তুমি থাকবে আমাদের সাথে?'

দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছল রাক। 'বেশ, থাকব। যদি তোমরা চাও।'

'আমরা চাই, রাক। এখন বলো, তুমি আর কী জানো?'

বাঁ হাতে কপাল থেকে ঘাম মুছল রাক। শেরিফের দিকে চাইল। মাথা দুলিয়ে উৎসাহ দিল শেরিফ। 'হ্যাঁ, রাক। অবশ্যই।'

'ঠিক আছে, হান্টার, আমি এখন সত্যি কথাই বলছি। ওই ঘোড়াগুলোকে আমি ব্যাকট্র্যাক করেছিলাম। যেতে যেতে নিজেদের সীমানা পেরিয়ে স্মিথদের সীমানায়, যেখান থেকে ক্লিফম্যানের লাশ তুলে এনে আমাদের সীমানায় ফেলা হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে যাই। অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের অসংখ্য ছাপ দেখতে পাই জায়গাটায়। এ ছাড়া কিছু বুটজুতোর ছাপও ছিল। জেম ক্লিফম্যানের পায়ের ছাপও ছিল সেখানে, ওগুলোর তুলনায় পুরানো। তবে একই রকম পুরানো আরেকটা পায়ের ছাপ ছিল ওখানে। সেটা,' থামল রাক একমুহূর্ত, যেন নিজেই বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের কথা। 'একটা মেয়েলোকের।'

হতাশ দেখাল ল্যুককে। শেরিফ বলল, 'বলতে চাইছ ওই মেয়েলোক রিটা স্মিথ?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রাক।

অস্বস্তিভরে গলা খাঁকারি দিল বার্ক। 'তুমি নিশ্চিত?'

আবার মাথা দোলাল রাক। কথা বলল না।

'ধ্যাৎ, এর কোন মানে হয় না, রাক!'

'অবশ্যই হয় না, শেরিফ,' জোর দিয়ে বলল রাক। 'রিটা স্মিথ একটা মাছির গায়েও হাত তুলতে চায় না।' ওর চোখে চ্যালেঞ্জ, যেন রিটা সম্পর্কে ওই অসম্ভব কথাটা ও নয়, শেরিফই বলেছে।

'এমনও হতে পারে রিটা হয়তো ক্লিফম্যানের লাশটাই পেয়েছিল।'

'আমিও তা-ই ভেবেছি। কিন্তু কথাটা লারসেন কিংবা হ্যামকে বলিনি। বললে খবরটা ওরা লুফে নিত আর রিটাকে গ্রেফতার করানোর জন্যে ছুটে আসত তোমার কাছে। ওদিকে রিটা হয়তো ব্যাপারটা ঠিকমত ব্যাখ্যা পারত না, ফলে ঝামেলায় পড়ে যেত। কে জানে,' বার্কের চোখে তাকাল রাক, 'এখনও পড়ে কি না।'

'না,' মাথা নাড়ল বার্ক, 'নিশ্চিন্ত থাকো তুমি, পড়বে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রাক, মনে হলো ভারী কিছু নেমে গেছে ওর বুকের ওপর থেকে।

প্রথম রাতে আঙ্কেল জেফের হোটেলে দেখা মেয়েটার কথা মনে পড়ল ল্যুকের। রাকের খবর জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ছিল মেয়েটি। রোজ ওকে রিটা বলে ডেকেছিল। তাহলে এই হলো ব্যাপার। রাক হোভার্ট আর রিটা স্মিথের মধ্যে অনুভূতির মিল রয়েছে। তাই মেয়েটির প্রতি কোন অবিচার হোক, চায় না রাক। অথচ ওর পরিবারকে ঘৃণা করে।

শান্তস্বরে বলল রাক, 'ও-ই একমাত্র স্মিথ, যে চায় না, হোভার্টদের সবাই নিপাত যাক।' মৃদু হাসল। 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তা-ই ঘটবে। লারসেন হোভার্ট এখন জেলে।'

'কেন?' জানতে চাইল ল্যুক।

'ওরা যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে, এক মুহূর্ত দেরি করবে না। সবাই মিলে হামলে পড়বে আমাদের ওপর। ওরা লারসেনকে ভয় পায়–আমাকে কিংবা হ্যামকে নয়।'

'বেশ তো,' গম্ভীর শোনাল শেরিফের কণ্ঠস্বর। 'ওদের আসতে দাও। চমৎকার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করব আমরা ওদের জন্যে।'

হাসল ফের রাক। বার্কের কথা বিশ্বাস করেছে ও।

হঠাৎ ছেলেটার প্রতি মমতা ও সমীহ বোধ করল ল্যুক। অবাক হলো। একটা মানুষ এখনও কি করে এমন সৎ ও বিবেচক থাকতে পারে, যখন ওর পুরো পরিবারটাই যাচ্ছে নিষ্ঠুরতা, কুটিলতা আর অমানবিকতার ভেতর দিয়ে? যেখানে সারাক্ষণ কথাবার্তা চলে ষড়যন্ত্র, আক্রমণ আর খুনোখুনি নিয়ে?

রাক হোভার্ট আর শেরিফ বার্ক পেটান পরস্পর আলোচনা করল কিছু বিষয়ে। ওরা দুজন এখন আর প্রতিপক্ষ নয়, ভাবল ল্যুক। দু'জনের মতের মিল হয়তো পুরানো এ-লড়াইয়ের মোড় পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু ওর নিজের সমস্যা সমাধানে কোনও গতি এখনও দেখা যাচ্ছে না। জেম ক্লিফম্যানের হত্যাকারীর পরিচয় এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেছে।

ছয়

ডা. বার্নটারের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রিটা। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ; কেউ কথা বলছে না। এ-নীরবতা স্বস্তি দিচ্ছে না রিটাকে, বরং একধরনের আতঙ্কে কুঁকড়ে যাচ্ছে ও।

ডা. বার্নটার ছোটখাট মানুষ, গম্ভীর মুখে শান্ত, বন্ধুসুলভ ভাব–নিজের

কাজে দক্ষ। কালো ডাক্তারী ব্যাগটা ব্যাগেতে রেখে রিটার দিকে ফিরল। 'দুঃখিত, গার্ল। ওরা যদি আরও আগে নিয়ে যেতে পারত আমার কাছে, তাহলে ওকে বাঁচানোর একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু ওভাবে সারাক্ষণ বৃষ্টিতে ফেলে রেখে···' মাথা নাড়ল। 'নাহ্!'

ঠোঁট কামড়ে শোক সামলাবার চেষ্টা করল রিটা। ওর বাহুতে একটা হাত রাখল বাক্সটার। 'তুমি কেন চলে যাচ্ছ না এখান থেকে, রিটা? এ জঘন্য লড়াইয়ে একে একে সবাই শেষ হয়ে যাবে। তুমি···'

'আমি চলে গেলে কি লড়াই থামবে, ডাক্তার?'

'তা হয়তো না।' বাক্সটারের চোখে সহানুভূতি ফুটল। 'ভাল লোক ছিল, মার্ট। অনেকের চেয়ে ভাল।'

নীরবে মাথা দোলাল রিটা।

'তো মার্ট মারা গেছে, লারসেন হোভার্টকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। হোভার্ট আর স্মিথদের লড়াই এবার হয়তো থামতে পারে। কী বলো?'

'লারসেন হোভার্ট জেলে?' কৌতূহলী হলো রিটা। 'মার্টকে খুন করার দায়ে?'

কাঁধ ঝাঁকাল বাক্সটার। 'আমি জানি না, গার্ল। জানতে চাইও না। ব্যাপারটা বিলকুল ভুলে যেতে চাই।'

বাগিতে চড়ে লাগাম হাতে চালকের আসনে বসল বাক্সটার। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'থাকা না-থাকা তোমার ব্যাপার, ম্যাম। আমি তোমার মত পাল্টাতে পারব না।'

দূরে যেখান থেকে চির সবুজ অরণ্যের শুরু, তার আগে একজোড়া কটনউড গাছের নিচে একটা লোককে দেখা গেল মাটি খুঁড়তে। অতদূর থেকে ছোট একটা বাচ্চার মত দেখাচ্ছে লোকটাকে। ওদিকে হাত উঁচাল ডাক্তার। 'কিন্তু যখন তোমার চেতনা হবে, ততদিনে জীবন থেকে চলে যাবে বেশ কটি মূল্যবান বছর। দেখবে ততদিনে আরও ডজনখানেক লোক মারা গেছে বিনা কারণে। এর কোনও মানে হয় না, গার্ল।'

ঘোড়ার পিঠে চাবুক হাঁকাল বাক্সটার। বাগি চলতে শুরু করল। চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল রিটা, চুপচাপ। তারপর ঘরে ঢুকল।

দূরে কটনউড গাছের তলায় কবর খোঁড়ায় ব্যস্ত লোক আর শহরের দিকে ডা. বাক্সটারের ধাবমান বাগি–দুটো দৃশ্যই এখন মন জুড়ে রয়েছে রিটার, ওর অস্তিত্বকে নাড়া দিচ্ছে। এরকম দৃশ্য অপরিচিত নয় ওর কাছে। এর আগেও অনেকবার ঘটেছে এসব ব্যাপার। একটা অর্থহীন পারিবারিক লড়াই বারবার জন্ম দিচ্ছে এসব জঘন্য ঘটনার। সামনে আরও যে কত ঘটবে, তার ইয়ত্তা নেই।

লিভিংরুমে ঢুকল ও। অগোছাল ঘরটা। গত রাতে মৃতের জন্যে প্রার্থনায় যোগ দেয়া লোকদের উপস্থিতির চিহ্ন, তাদের পুরুষালি গন্ধ যেন লেগে

আছে এখনও। নাক কুঁচকে দ্রুত ওপাশে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

কাপড় পাল্টাতে পাল্টাতে নিচ থেকে আসা লোকজনের চাপা কথাবার্তা আর হাঁকডাকের আওয়াজ শুনল। মার্টের লাশ কফিনে ঢুকিয়ে তৈরি হচ্ছে ওরা। রাইডিং পোশাক ছেড়ে লেভাই'স আর ডেনিমের জাম্পার পড়ল ও, দরজা খুলে বেরোল।

নিচে ওর বাবা আর ভাই ফোরম্যান পিন্টো লেভিসকে নিয়ে স্প্রিং ওয়াগনে পাইনের বক্স বোঝাই করছে। কাজ শেষ করে পিন্টো লেভিস চালকের আসনে বসল, আলেক আর ট্রেস গেল ওদের ঘোড়ার কাছে। নিজের ঘোড়ায় চড়ল রিটা। বাপ-ভাইয়ের সাথে বেরোল। সামনে তাদের পাঁচজন লোকসহ চীনা রাঁধুনিও যাচ্ছে গোরস্থানের দিকে।

বাবা আলেক স্মিথের মুখের দিকে তাকাল রিটা। শক্ত পাথুরে মুখে শোক সন্তাপের চিহ্ন নেই। নির্বিকার চোখে নিষ্ঠুরতার আভাস। বাবার শক্ত দু'হাতের দিকে চোখ গেল ওর। ওই দু'হাতে বাবা এর আগে নিজের দু'ভাই, দুই ছেলে আর আত্মীয়-স্বজন কবর দিয়েছে। তখনও ওই মুখে এরকম নির্লিপ্তভাব আর নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পায়নি রিটা। তিক্ততায় মন ছেয়ে গেল ওর। বাপ-ভাইয়ের নিস্পৃহ মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছে না। ভীষণ ভয় হচ্ছে ওর এখন। এভাবে চলতে থাকলে একটা পরিবার পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হতে আর কদিন লাগবে?

গতরাত গেছে মৃতের জন্যে প্রার্থনায়। এমন এক রাত, যে রাতটা তারা চেয়েছিল হোভার্টদের জন্যে, ঘটনাচক্রে সেটা পালন করতে হলো তাদের নিজেদেরই। সারারাত বাবাকে দেখেছে সে এমনি নির্বিকার মুখে আবেগহীন গলায় নিজের অকালমৃত ছেলের জন্যে প্রার্থনা স্রোত আওড়াতে; আন্তরিকতাবিহীন এবং সম্ভবত, দুঃখের সাথে ভাবল ও, লোকদেখানোও।

লাশ কবর দেয়ার পর বাপ-ভাইয়ের সাথে ফিরতি পথ ধরল ও। পিন্টো লেভিস কাজের লোকদের নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে। চুপচাপ কিছুদূর আসার পর প্রথমে নীরবতা ভাঙল আলেক স্মিথ। 'মার্টের ঘরে আজ থেকে পিন্টো থাকবে। পাহারার কাজে ওই ঘরটাই সুবিধাজনক।'

তেতো স্বাদে মুখ ভরে গেল রিটার। নিজের ছেলেকে কবর দিয়ে আসার পর এখনও আধ ঘণ্টা পেরোয়নি। এরই মধ্যে ফের লড়াই নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে ওর পিতা। লড়াই ছাড়া আর কিছুই যেন নেই ওর। সারাক্ষণ ফন্দি আঁটছে নিজের লোকদের কি করে আরও কার্যকরভাবে লড়াইয়ের কাজে লাগানো যায়।

'ওরকম কিছু করতে যেয়ো না, বাবা,' ঠাণ্ডাস্বরে বাবাকে নিষেধ করল সে। 'এখন যেভাবে আছে, এভাবে চমৎকার পাহারার কাজ চলছে। তুমি বাড়ির সবগুলো ঘরকে আস্তাবল বানাতে চাও নাকি?'

'আস্তাবল?' মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল ট্রেস।

'তোমাদের পিস্টো লেভিসের চেয়ে একটা ঘোড়াকেই আমার বেশি পছন্দ।'

'ওই ঘরে ওর থাকাটা জরুরী, রিটা।'

'কেন, বাবা?'

'সেটা তুমি এইমাত্র শুনেছ। বাড়ির প্রত্যেক কোনায় একজন করে দক্ষ লোক দরকার আমাদের। বলা যায় না, ওরা যদি আক্রমণ করতে আসে, তাহলে একটা কোনাও যেন অরক্ষিত না-পায়।'

'ওরা আক্রমণ করতে আসবে কি করে? লারসেন হোভার্ট তো এখন জেলে!' থেমে গেল রিটা। দাঁতে জিভ কাটল। ভুল হয়ে গেছে, খবরটা বলা উচিত হয়নি।

মেয়ের দিকে প্রায় কুদে এল বাবা। 'জেলে?'

'না-না, মানে আমি ভেবেছিলাম,' কথা কাটাতে চেষ্টা করল রিটা, 'মার্টকে গুলি করার দায়ে ওকে নিশ্চয় গ্রেফতার করা হয়েছে।'

অপর পাশ থেকে ওর দিকে ঘোড়া বাড়াল ট্রেস। একহাতে বোনের ঘোড়ার রশি বাগিয়ে ধরল। 'কথাটা নিশ্চয় বাক্সটারের কাছে শুনেছ, না?'

'আরে না!' ওর কৌতূহলকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল রিটা। 'আমার মনে হয়, কথাটা যেন তোমার মুখেই শুনেছিলাম।'

আরও কাছে ভিড়ে গেল ট্রেস। 'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।' অনুমোদনের আশায় বাবার দিকে চাইল।

মাথা দোলাল আলেক স্মিথ। বলল, 'আমার তা-ই বিশ্বাস, রিটা। কথা লুকাচ্ছ তুমি। নিশ্চয় ডাক্তারের কাছে শুনেছ খবরটা। কী বলেছে বাক্সটার?'

'কিছুই না। বললামই তো।'

বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরল ট্রেস বোনের কবজি। 'তোমার হাত ভেঙে দেব আমি, বোন। বলো, কী শুনেছ ডাক্তারের কাছে?'

মরিয়া হয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল রিটা। কিন্তু ট্রেসের সাথে জোরে পেরে উঠল না। সাহায্যের আশায় বাবার দিকে চাইল সে। কিন্তু বাবার কাছে সহানুভূতি পাওয়া গেল না। বছর কয়েক আগেও, মেয়ের সাথে ছেলেদের কেউ এধরনের আচরণ করলে মেরে ওর হাড়গোড় ভেঙে দিত। কিন্তু এখন আর সে টান নেই মেয়ের জন্যে। কে জানে হয়তো পারিবারিক লড়াইয়ে ওর সমর্থন নেই বলেই।

হাত ছাড়াবার চেষ্টা বাদ দিল ও, নৈরাশ্যের ছাপ ফুটল চেহারায়। কী লাভ আর? ভুল যা হবার তা হয়েই গেছে।

নিস্পৃহ সুরে বলল, 'হ্যাঁ, লারসেন এখন জেলে। গ্রেফতার করা হয়েছে ওকে। কেন তা জানি না।'

ওর হাত ছেড়ে দিয়ে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ট্রেস। আলেক

অনুসরণ করল ছেলেকে। ওকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ওরা দ্রুত।

নিজেকে দায়ী ভাবল রিটা। ওর ভুলের জন্যেই ঘটনাটা ঘটতে চলেছে। কিন্তু ও না-বললেও শেষ পর্যন্ত কথাটা চাপা থাকত না। তখনও একই ব্যাপার ঘটত।

বাড়িতে পৌঁছে দারুণ কর্মচাঞ্চল্য দেখতে পেল ও। রাইডাররা সবাই জড়ো হয়েছে বাঙ্কহাউসে। পিন্টো লেভিস বক্তৃতার ঢঙে নির্দেশ দিচ্ছে তাদের।

সামনের ঘরে গানর‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ওর পিতা। বেল্টে কার্তুজ ভরার টুংটাং শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বাবার কাছে গেল রিটা। 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা, বাবা?'

'সেটা তো তোমার না-জানার কথা নয়।' মেয়ের দিকে তাকাল না আলেক।

'না, তুমি অমন কাজ কোরো না, বাবা। কেন তুমি বুঝতে পারছ না যে, লিজ হোভার্ট রয়েছে ওই বাড়িতে। ও একজন মহিলা।'

'কোন অসুবিধে নেই। আমরা ওকে চলে যেতে বাধা দেব না।'

'আর স্যাম? ওই বাচ্চা ছেলেটা?'

'কাকে বলছ বাচ্চা ছেলে?' ক্রুদ্ধ চোখে মেয়ের দিকে ফিরল বাবা। 'হাহ্, ওই বাচ্চা ছেলেই হয়তো তোমার ভাইকে গুলি করেছে।'

'সেটা ওর নিজের ভাইকে বাঁচানোর জন্যে। ওহ্, বাবা, তুমি এমন কাজ কোরো না। এটা একটা জঘন্য ব্যাপার, স্রেফ নিষ্ঠুরতা—কাপুরুষতাও।'

'এইমাত্র কবরস্থান থেকে এসেছ তুমি, রিটা,' বরফের মত ঠাণ্ডা শোনাল আলেকের গলা। 'ওখানে কটা কবর আছে গুনেছিলে? তোমার মায়েরটা ছাড়া বাকি সবগুলো কবর আমাদের স্মিথদের, সবগুলো!' প্রায় খেপে উঠল ও। 'যাও এবার আমার সামনে থেকে। নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। যাও!'

চুপচাপ বেরিয়ে গেল রিটা, নিজের ঘরে ঢুকল। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখল, বাইরে লোকজন নিজ নিজ ঘোড়া পাল্টে তাজা ঘোড়া নিচ্ছে। দু'জন কাউহ্যান্ড সামনের ঘেসো জমিতে চরতে-থাকা ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে করালে ঢোকাচ্ছে। জানে রিটা, এ লোকগুলো এখন খেপা কুকুরের মত হয়ে আছে, তবে তাদের পুরোপুরি দোষ দিতে পারে না সে। এদের ক্ষিপ্ত করে তোলার জন্যে হোভার্টরাও কম দায়ী নয়। মাসখানেক আগে লারসেন হোভার্টের নেতৃত্বে একদল বন্দুকবাজ পাহাড়ের ভেতর স্মিথদের একটা লাইন ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছিল। তিনজন লোক ছিল ওখানে। হোভার্টেরা শেষ রাতে ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গাছের আড়ালে পজিশন নেয়। ঘুম ভেঙে আচমকা আগুন দেখে বিহ্বল লোকগুলোকে কেবিন থেকে বেরোনো মাত্র কুকুরের মত গুলি করে মারা হয়। লোকগুলোকে কবর পর্যন্ত দেয়নি ওরা, উপুড় করে ফেলে রেখেছিল ক্যাম্পের সামনের উঠানে।

ব্যাপারটা ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংস খুন ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের খুন কেউই মেনে নেবে না, খুনীদের প্রতি তাদের ঘৃণা জ্বলে উঠবেই। এরাও জ্বলছে এখন ঘৃণার আগুনে, সুতরাং প্রতিশোধ নিতে পিছপা হবে কেন?

একজন ইন্ডিয়ানের মতই সুযোগসন্ধানী লারসেন হোভার্ট। প্রতিপক্ষের যে কোন ভুল কিংবা অসাবধানতাকে নিজের কাজে লাগাতে ওস্তাদ। কিন্তু ও এখন জেলে, ফলে বাকি হোভার্টরা বলতে গেলে পুরোপুরি শক্তিহীন। সুতরাং প্রতিশোধ নিতে তার বাবার নেতৃত্বে এরাও নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। চিন্তাটা ক্রমে অসুস্থ করে তুলছে রিটাকে।

সন্ধে হবার ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে পড়ল রাইডাররা। বাড়িতে রইল শুধু রিটা আর কঙ্কালসার এক বুড়ো কাউহ্যান্ড। রাইডাররা রওনা হবার আগেই পিন্টোকে ঘোড়ায় চড়ে উত্তরে যেতে দেখেছে ও। ওদিকে ডেনিসদের খামার। সম্ভবত ওদের কাছে গেছে ফোরম্যান। ডেনিসরা চার ভাই যদি থ্রী এস এর সাথে যোগ দেয়, তাহলে মোট এগারো জন লোক হবে। তার মানে লারসেন হোভার্টের অনুপস্থিতিতে একদম আটঘাট বেঁধে নামছে আলেক স্মিথ।

সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। এখনও বাতি জ্বালানো হয়নি ঘরে। জ্বালানোর উৎসাহ বোধ করছে না ও। আলো-আঁধারিতে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল রিটা। আজ রাতে রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই। পুরুষরা সবাই শহরে খেয়ে নেবে।

আচমকা থামল ও। এখনই সময়! ও যদি এখান থেকে চলে যেতে চায়, তাহলে এটাই সবচে' ভাল সময়।

এক মুহূর্তও দেরি না-করে আবার ঘরে গেল রিটা। পুরুষদের একটা কোট আর মাথায় চওড়া ব্রিমের স্টেটসন পরল। বেরিয়ে এসে করালে গিয়ে ঢুকল। ওখানে এখনও অন্ধকার জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। ভেতরে একটা মাত্র ঘোড়া। আশা করল ওটা যেন ওর বে ঘোড়াটাই হয়।

শিস দিল ও নরম সুরে। ঘোঁৎ করে নাক ঝেড়ে জবাব দিল ঘোড়াটা। একটু পরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ওটাকে দরজার দিকে। ওয়াগন শেডের ভেতর ঢুকে নিজের স্যাডলটা খুঁজে নিল ও।

শেড থেকে বেরোল ওটা নিয়ে। খেয়াল করল, উত্তেজনায় দুটো হাতই কাঁপছে ওর। যে-কাজটা করতে যাচ্ছে, জানে, জানাজানি হয়ে গেলে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনবে ওর জন্যে। তবে আশা করছে, তার আগেই কাজটা করে ফেলতে পারবে সে।

পনির লাগাম হাতে সদর দরজা পেরোচ্ছে, এমন সময় দেখা গেল লোকটাকে।

লোকটা পিন্টো লেভিস। একটা উঁচু গেল্ডিংয়ের পিঠে বসা। বুকের ভেতর ধক করে উঠল ওর।

কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল পিন্টো। ওর পনির সামনে দাঁড়াল।

'আচ্ছা! তাহলে তুমিই? কিন্তু যাওয়া হচ্ছেটা কোথায়?'

'ভয় পাচ্ছি আমি।' নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল রিটা। 'তাই শহরে চলে যাচ্ছি।'

'ভয় পাচ্ছ কেন?'

'আমরা যেমন ওদের ওপর হামলা চালাতে যাচ্ছি, ওরাও তো তেমনি আমাদের এখানে হামলা চালাতে আসতে পারে, তাই না? তাই এখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছি না।'

ওর আরও কাছে ভিড়ে গেল পিন্টো। অন্ধকারে রিটা ওর মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না, তবে বুঝতে পারছে, হাসছে লোকটা। মনে হয়, কোন কারণে নিজের ওপর খুব খুশি হয়েছে।

ঘর্মাক্ত ঘোড়ার গায়ের গন্ধে নাক কুঁচকে গেল রিটার। পিন্টোর গায়ের গন্ধও খুব একটা রুচিকর ঠেকল না। পিছু হটল ও।

'এখানে তোমার খুব খারাপ সময় কাটছে, তাই না, রিটা?' গলায় সহানুভূতি ফোটাবার চেষ্টা করল লোকটা।

'তেমন কিছু তোমাকে কখনও বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রিটা।

'না, তা অবশ্য বলোনি। তবে না-বললেও বোঝা যায়। দেখো, আলেক আর ট্রেস সারাক্ষণ লড়াই নিয়ে ব্যস্ত। আর কোন দিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় নেই ওদের। তোমার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে মাথা ঘামাবে কখন? তাই একা একা সময় কাটাতে···'

'তুমি কি দয়া করে দূর হবে এখান থেকে?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল পিন্টো, 'এখন নয়। ওদের পেছন থেকে ফিরে এসেছি নিরিবিলি তোমার সাথে দুটো কথা বলব বলে। আজকের এই দিনটির জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি।'

'বেশ,' শীতলস্বরে বলল রিটা। 'তোমার কথা তুমি বলে ফেলেছ। এবার ভাগো। এক্ষুনি। আমাকে যেতে দাও।'

সামনে এগোল পিন্টো। পিছাতে পিছাতে করালের খুঁটির সাথে গিয়ে ঠেকল রিটার পিঠ। 'এক মিনিট, রিটা। আমি তোমার আর আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছি। দেখো, এ-র‍্যাঞ্চে আমরা দুটো মানুষই শুধু এ-অর্থহীন লড়াইয়ের বিরোধী। কোন লাভ নেই এতে আমাদের। আর আমরা দু'জনে চাইলে অনেক কিছু করতে পারি।'

'তুমি একজন মেয়েলোক, স্বামী হিসেবে একজন পুরুষ মানুষ দরকার তোমার। আলেক বা ট্রেস তোমার বাপ-ভাই হলেও ওদের চেয়ে অনেক বেশি আদর-যত্ন পাবে তুমি আমার কাছে। এমন কী ওরা না-থাকলেও কোন ক্ষতি নেই তোমার···' থেমে অন্ধকারে চোখ টিপল পিন্টো, 'ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখো।'

লোকটার স্পর্ধায় হতভম্ব হয়ে গেল রিটা, কথা যোগাল না মুখে। এতদূর এগিয়ে গেছে পিন্টো! ওর বাবা-ভাইকে খুন করে ওকে এবং ওদের সব সম্পত্তি গ্রাস করার মতলব ফেঁদেছে!

ওর নীরবতাকে সম্মতির লক্ষণ হিসেবে ধরে নিল পিন্টো। হাসল সে বিজয়ীর হাসি, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল রিটাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল রিটার, যেন ওর অস্তিত্বের ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়েছে লোকটার ছোঁয়া। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত নিজের হাত সরিয়ে নিল ও, তারপর প্রচণ্ড চড় লাগাল লোকটার মুখে।

ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে পিছু হটল পিন্টো। মুখ দিয়ে খিস্তি বেরিয়ে এল। রাগ চড়ে গেল রিটার। লাফ দিয়ে সামনে বাড়াল ও, ঘোড়ার চাবুক হাতে তেড়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আবারও পিছু হটল পিন্টো। তাড়াতাড়ি দু'হাত তুলে মুখ ঢেকে ফেলল। খুব একটা লাভ হলো না তাতে। মুখ বাঁচলেও হাতের পিঠে চাবুকের আঘাত খেয়ে অবশেষে পিছু ফিরে ছুট দিল ও, শেডের ভেতর গিয়ে পালাল।

ওকে পালাতে দেখে শান্ত হলো রিটা, পিছু ফিরে সেও ছুটল নিজের ঘোড়ার দিকে। স্যাডলে উঠে প্রাণপণে ছোটাল ওটাকে টাউন রোডের দিকে। রাগে হিস্টিরিয়া রোগীর মত চেঁচাচ্ছে ও, কাঁপছে।

মুখে হাত বুলাতে বুলাতে শেডের পেছন থেকে বেরিয়ে এল পিন্টো। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে রিটার চিৎকার শুনতে পাচ্ছে সে।

একদম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে বেচারা। রিটাকে শান্তশিষ্ট গোবেচারা মেয়েলোক বলেই জানত। ওর কাছ থেকে এরকম শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। আসলে মেয়েটাকে কথাটা বলার জন্যে ভুল সময় বেছে নিয়েছিল সে।

কিন্তু এটা কী হলো? অবাক হয়ে ভাবল পিন্টো। মেয়েটা এর আগে আর কোনদিন রাতের বেলা শহরে যায়নি। আজ কেন যাচ্ছে? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আহত হাতের যন্ত্রণা সইতে সইতে জীবনে এই প্রথম ঈর্ষাবোধে আক্রান্ত হলো পিন্টো। ওর মনে হলো, এত রাতে একটা মেয়ের ঘর থেকে বেরোনোর কারণ একটাই। মেয়েটা কোন পুরুষের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে।

হোভার্টদের ওপর হামলা চালানোর কথা ভুলে গেল ও। নিজের ঘোড়ায় চড়ে রিটার পেছনে ছুটল।

রোলটপ ডেস্কের সামনে বসে ডেস্কের নিচের ড্রয়ারে রাখা বিভিন্ন দাগী আসামীকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কার ঘোষণার কাগজপত্র উল্টেপাল্টে দেখছিল ল্যুক। দোরগোড়ায় পায়ের শব্দ শুনে চোখ তুলল। রোজ। একা নয়, সাথে আরেকটি মেয়ে। চিনতে খুব একটা অসুবিধে হলো না ল্যুকের। নিশ্চয় রিটা

স্মিথ। মেয়েটির মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর। কাগজগুলো দেরাজে ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে। 'হ্যাঁ, বলো কী ব্যাপার?'

'ওরা হোভার্টদের র‍্যাঞ্চে হামলা চালাবে। আজ রাতেই। আমি শোনামাত্র আর দেরি করিনি, যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি খবরটা দেয়ার জন্যে,' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল রিটা।

এর বেশি শোনার জন্যে সময় নষ্ট করল না ল্যুক। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে মেয়েটাকে প্রায় ঠেলে বাইরে নিয়ে এল। ওকে হোটেলে অপেক্ষা করতে বলে চকিতে লারসেনের সেলের দিকে তাকিয়ে দেখে নিল ওখানে বাতি জ্বলছে কি না। তারপর অফিসের সামনের টাইরেইল থেকে নিজের ঘোড়ার রশি খুলে নিল। দু'মিনিটের মধ্যে শেরিফ বার্ককে সঙ্গে নিয়ে শহর ছাড়ল ও। শক্তিবৃদ্ধির জন্যে সঙ্গে আরও লোক নেবার কথা ভেবেও চিন্তাটা বাতিল করে দিল ওরা। সময় নষ্ট হবে তাতে। ততক্ষণে অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে হোভার্টদের।

'লারসেনকে হাজতে ঢোকাবার কথা শুনে এক মিনিটও তর সয়নি ওদের,' তিক্তস্বরে মন্তব্য করল শেরিফ।

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ল্যুক।

চুপচাপ প্রায় আধঘণ্টা চলার পর মোড় ফিরল ওরা। আরও কিছুক্ষণ পর আরেকটা মোড় ফিরল। তারপরই আগুনের আভায় লাল হয়ে-ওঠা আকাশ দেখতে পেল। অস্ফুটে খিস্তি ঝাড়ল বার্ক। 'আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!'

সামনের ঘেসো প্রান্তরটা আড়াআড়ি পেরোল ওরা। চেস্টনাটের পেটে স্পারের খোঁচা লাগাল ল্যুক। মিনিট দশেক পর হোভার্ট র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছে গেল।

আরও কাছে যেতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ল্যুক। হোভার্টদের ঘরগুলো অক্ষত রয়েছে এখনও, পেছনে বার্নটা জ্বলছে। আগুন দাঁড়িয়ে গেছে বিশাল থামের মত ওপরের দিকে, আকাশ ছুঁতে চাইছে যেন। মেঘের মত কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারদিক। আগুন জ্বলার পটপট শব্দ ছাপিয়ে গুলির ক্ষীণ আওয়াজ শুনল ওরা।

পরিস্থিতি বুঝে নিল ল্যুক। 'ওই শেডগুলোর আড়ালে রয়েছে ওরা,' বলল সে। 'ঘরে ঢোকার মতলব করছে।'

'কী করতে চাও?' জানতে চাইল বার্ক। 'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আগুন নেভাবার···'

একটা হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ল্যুক। 'সে চেষ্টা বাদ দাও। এখন আর নেভানো সম্ভব নয়, আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। বার্নের আগুন ঘরগুলোকে ছুঁতে পারবে না। যথেষ্ট ফাঁক আছে মাঝখানে। শোনো,' বার্কের দিকে ফিরল ও। 'স্মিথদের একটা শিক্ষা দিতে চাই আমি। ভাল একটা শিক্ষা। যে শিক্ষা এখানে আসা অবধি পায়নি ওরা

কারও কাছ থেকে, সে রকমের শিক্ষা।'

আগুনের কাছ থেকে সরে এল ওরা। পেছনে গাছপালার ঝোপের দিকে চলল। পৌঁছে ল্যুক বলল, 'এবার দু'জন দু'দিকে যাব। তুমি গাছের আড়ালে থেকে থেকে ওদের ঘোড়াগুলো কোথায় রেখেছে দেখো। দেখতে পেলে শিস দিয়ো।'

সমালোচকের চোখে ওকে দেখল শেরিফ। ওর মতলব বোঝার চেষ্টা করল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের কাজে মন দিল। গাছপালার ভেতর ঢুকে গেল সে।

প্রায় বিশ গজ ভেতরে ঢুকে গেল ল্যুক নিজেও। তারপর প্রান্তের সাথে সমান্তরাল রেখা ধরে চলতে শুরু করল বার্ক যেদিকে গেছে তার বিপরীত দিকে।

কিছুদূর যাওয়ার পর বাম দিকে মোড় নিয়ে সরাসরি আগুনের দিকে এগিয়ে চলল। খুঁতখুঁত করছে ওর ভেতরটা, মনে হচ্ছে খুব দ্রুত কিছু একটা করা উচিত। কিন্তু সাথে সাথে এও বুঝতে পারছে, এখন আর তাড়াহুড়োর কিছু নেই। হোভার্টরাও স্মিথদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আনাড়ি নয়। এসব ঝামেলা আগেও পোহাতে হয়েছে ওদের। আপাতত স্মিথদের তুলনায় দুর্বল হলেও অত সহজে মচকাবে না ওরা। ঠেকিয়ে রাখতে পারবে শত্রুকে।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে ঘরগুলোর কাছে এসে গেল ও। গাছপালার ফাঁকে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি দেখে নিল। ওয়াগন শেড থেকে করাল পর্যন্ত জায়গাটায় অর্ধবৃত্তাকারে পজিশন নিয়েছে স্মিথরা, গুলি করছে ঘরগুলো লক্ষ্য করে। একে একে দশটি রাইফেল গুনল। বার্নের দিক থেকে গোটা চারেক রাইফেল জবাব দিচ্ছে তার। ল্যুক জানে, তাড়াহুড়ো করছে না স্মিথরা। আগুনের আভায় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে আছে এখন। আগুন নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ওরা। অন্ধকারের সুবিধে নিয়ে বাকি কাজটুকু সুসম্পন্ন করার ইচ্ছে তাদের।

বার্কের নিচু সুরের শিস সচেতন করল ওকে। গাছপালার ভেতর দিয়ে পেছনে সরে এল সে, আবার শুনতে পেল শিসের শব্দ। নিচু স্বরে জবাব দিল সেও, তারপর এগিয়ে চলল ওদিকে। কিছুদূর যেতেই বাঁদিকে দশগজের মধ্যে আবার শোনা গেল। শিস দিয়ে নিজের উপস্থিতি জানাল ল্যুক, তারপর পৌঁছে গেল বার্কের কাছে। কাছেই কয়েকটা ঘোড়ার অস্থির নড়াচড়ার আভাস পেল।

'দশটা ঘোড়া,' জানাল শেরিফ।

'ছুরি আছে তোমার কাছে?'

'আছে। কেন?'

'সবগুলো ঘোড়ার লাগামের রশি কেটে দাও, তারপর প্রত্যেকটার পাছায় একটা দুটো করে ছুরির খোঁচা লাগাও। দেখবে লেজ তলে ডাক ছেড়ে

পালাবে ওগুলো।' হাসল ল্যুক। 'লড়াই শেষ করে ক্লান্ত শরীরে পায়ে হেঁটে বাড়ি যেতে হবে দেখলে জয়ের আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে স্মিথদের।

দু'জনে এক সাথে কাজে লেগে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে স্মিথদের সবকটা ঘোড়াকে বনের গভীরে তাড়িয়ে দিল ওরা। কেবল কয়েকটা স্যাডল আর লাগামের রশি পড়ে রইল জায়গাটায়।

কাজ সেরে আবার বিভক্ত হয়ে গেল তারা। যেদিকে আগুন জ্বলছে, সেদিকে চলে গেল ল্যুক ওর ঘোড়া নিয়ে। জঙ্গলপ্রান্তের কাছাকাছি গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডল আর লাগাম খসিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখল ঝোপের ভেতর। স্যাডলবুট থেকে রাইফেলটা তুলে নিল। তারপর প্রান্তের দিকে আরেকটু এগোল। দেখাদেখি ওর চেস্টনাটও এগোল পিছু পিছু। কিন্তু মালিকের তাড়া খেয়ে উৎসাহ হারিয়ে থেমে গিয়ে ঘোঁৎ করে নাক ঝাড়ল। পাত্তা দিল না ল্যুক, আবার তাড়া লাগাল।

ঘরগুলোর ওপর পুরোপুরি চোখ রাখা যায়, এমন একটা জায়গা বেছে নিল ল্যুক। ওখানে গাছের গোড়ায় বসে ঘর বরাবর উইনচেস্টার তাক করল, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল।

পুরোদমে জ্বলছে বার্নের আগুন। বিশাল শিখা এখন আকাশ ফুঁড়ে যেতে চাইছে। কাঠের লগগুলোও ধরে গেছে, জ্বলছে পটপট শব্দে। দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সামনের প্রাঙ্গণ। নিজেদের সাথে ঘরগুলোর নিরাপদ দূরত্ব রেখে অবস্থান পাল্টাবার চেষ্টা করছে স্মিথরা।

শ'খানেক গজ দূর থেকে গর্জাতে শুরু করল শেরিফের রাইফেল। সাথে সাথে ওয়াগন শেডের দিকে গুলি করতে আরম্ভ করল ল্যুক নিজেও। শেডের পেছনে ছায়ান্ধকার জায়গাটা টার্গেট করল ও। আচমকা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে করালের দিকে দৌড় দিল একজন। ল্যুকের শেষ গুলিটা বিদ্ধ করল ওকে।

গুলি ভরতে ভরতে জায়গাটা পর্যবেক্ষণ করল ল্যুক। শান্ত দেখাচ্ছে এখন। দু'দিক থেকে গুলির মধ্যখানে পড়ে গেছে আক্রমণকারীরা। অন্ধকার থেকে গুলি করতেও ভরসা পাচ্ছে না বেচারারা, পাছে নিজেদের অস্ত্র থেকে বেরোনো আগুনের ঝলক সই করে পাল্টা গুলি করে বসে অদৃশ্য শত্রুরা। এদিকে তাদের সংখ্যা সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে পারছে না ওরা।

জঙ্গলের দিকে সরে গেল ল্যুক। আগের অবস্থান থেকে গজ বিশেক দূরে গিয়ে আবার প্রান্তের দিকে এগোল। জায়গামত বসে আবার রাইফেল উঁচাল। ওর লক্ষ্য হচ্ছে ছায়াচ্ছন্ন জায়গাগুলো, যেখানে শত্রুরা গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। আচমকা চারজনের একটা দলকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একটা ছায়ার আড়াল থেকে। গর্জে উঠল ওর রাইফেল। চারজনের দলটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল, দৌড় শুরু করল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। নতুন আরেক অবস্থান থেকে বার্কের গুলি তাদের গতি দ্বিগুণ করে দিল। প্রতিটি ছায়া দেখে দেখে গুলি পাঠাল ল্যুক, বার্ককে রিলোডের সুযোগ করে দিল।

হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একজন। পাগলের মত ছুটল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে–সম্ভবত নার্ভাস হয়ে পড়েছে বেচারা। কামারশালার পেছনে ছুটল ও আশ্রয়ের উদ্দেশে, রিলোড করা রাইফেলের প্রথম গুলিটাই আশ্রয় খোঁজার যন্ত্রণা থেকে চিরতরে বাঁচিয়ে দিল ওকে।

বিপদ বুঝতে দেরি হলো না স্মিথদের। আগুন লাগিয়ে দিয়ে হোভার্টদের বধ করার ব্যাপারে আলোর যে-সুবিধেটুকু পেতে চেয়েছিল, সেটাই এখন ওদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটা ছায়াচ্ছন্ন জায়গা দেখে গুলি করছে অদৃশ্য শত্রুরা, বাঁচতে হলে এখন তাদের জন্যে অন্ধকার ছাড়া উপায় নেই। আতঙ্ক গ্রাস করল ওদের। অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে গেলে বর্তমান অবস্থান থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা জায়গা পেরোতে হবে। কিন্তু খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র দু'দিক থেকে ক্রসফায়ারে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে ওরা।

তবু, উপায়ান্তর না-দেখে তা-ই করতে চাইল স্মিথরা। প্রথমে চেষ্টা করল ট্রেস স্মিথ। ল্যুক নিজের রাইফেলে গুলি ভরায় ব্যস্ত, সামান্য বিরতির পর আবার পূর্ণোদ্যমে গুলি করতে শুরু করল বার্ক। মুখ তুলে চাইল ল্যুক। ট্রেসকে দেখল। নিচু হয়ে এঁকেবেঁকে পড়ি কি মরি ছুটছে সামনে অন্ধকারের দিকে, যেন লেজে আগুন ধরে গেছে ওর। বার্কের পাঁচ নম্বর গুলিটাকেও ফাঁকি দিয়ে শেষ পর্যন্ত গা ঢাকা দিল।

ওর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এল আরও দু'জন। এবার গুলি ছুঁড়ল ল্যুক। মিস করল প্রথম দু'বার, তিন নম্বর গুলিটা লাগল একজনের গায়ে; হোঁচট খেয়ে পড়ল লোকটা। বাকি জন পালিয়ে বাঁচল।

ওদের শূন্যস্থান পূরণে পরমুহূর্তে দল বেঁধে বেরিয়ে এল ওরা আলেক স্মিথের নেতৃত্বে।

গুলি করল ল্যুক, ক্লিক শব্দে চমকে উঠল–চেম্বার খালি। খিস্তি আউড়ে রিলোডে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গুলিভরা শেষ করে ট্রিগার টানল। পাঁচজনের দলের মধ্যে চারজন অন্ধকারে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে, শেষজন আছড়ে পড়ল মাটিতে। গুলি খেয়েছে।

থামল না লোকটা। প্রাণের দায়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে এগোতে চাইল সামনে। চট করে পিছু ফিরল আলেক, মুহূর্তের জন্যে থমকাল, তারপর একটা হাত বাড়িয়ে দিল লোকটার উদ্দেশে।

গুলি করতে গিয়েও থেমে গেল ল্যুক। বিস্ময় বোধ করছে। আলেক স্মিথের কাছে এ-ধরনের একটা কাজ আশা করেনি ও। শত্রুর গুলি থেকে যেখানে ওর জন্যে নিজের জান বাঁচানোটাই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আহত একজনের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে গুলি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়াটা ওর চরিত্রের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। প্রথম সাক্ষাতে ল্যুক ওর যে-রূপ দেখেছে, সেটা চিন্তা করলে তো বটেই। আহত লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে

নিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিল ল্যুক ওকে। তারপরও দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, চুপচাপ।

শেরিফ বার্কের দিক থেকেও গুলি ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেছে এখন। শান্ত, নিস্তব্ধ রাত, মাঝে মাঝে আগুনে কাঠ পোড়ার পটপট শব্দ ছাড়া।

জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল ল্যুক। শিস দিয়ে কাছে ডাকল ওর চেস্টনাটকে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে শুকনো পাতায় মচমচ শব্দ তুলে ছুটে এল চেস্টনাট। স্যাডল চড়িয়ে ওটাব পিঠে বসল ল্যুক। জঙ্গল ভেঙে এগোল চেস্টনাট।

মাঝে মধ্যে দু'একটা গুলি করল ল্যুক এদিক সেদিক। একটা খোলামত জায়গায় গিয়ে শুনল বার্কের গুলির শব্দ। ওর অনুকরণ করছে শেরিফ।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যেদিকে স্মিথদের লোকেরা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেদিকে এগোল ল্যুক। ওর ডানদিকে কিছুটা দূরে ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। পেছনে জঙ্গলের ভেতর থেকে উঁচু গলায় খিস্তি খেউড় এবং তার জবাবে গুলির আওয়াজ কানে এল। পাল্টা গুলির শব্দও পাওয়া গেল কিছু।

দারুণ হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল জঙ্গলের ভেতর। ঘোড়া ঘুরিয়ে আবার জঙ্গলের দিকে এগোল সে। হৈ চৈ আর মাঝেমধ্যে বার্কের গুলির শব্দ শুনতে শুনতে জঙ্গলের ধারে পৌঁছে গেল। বুনো মোষের মত চেঁচাচ্ছে ঘোড়া হারানো লোকগুলো, মাঝে মধ্যে গুলি চালাচ্ছে অন্ধকারে অদশ্য শত্রুর উদ্দেশে। একটু পরেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও শেরিফকে।

শিস দিল ল্যুক, নিচুস্বরে ডাকল, 'বার্ক।'

থামল শেরিফ। 'ল্যুক?'

কাছে যেতেই হাসল শেরিফ। 'মনে হয় না আমাদের পিছু নিতে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে। আলেকের পিলে চমকে দিয়েছি আমি। ঘোড়া নিয়ে পিছু ধাওয়া করেছিলাম। প্রাণের ভয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট খেয়ে পড়েছে বেচারা। চেঁচাবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না।'

হাসল ল্যুক নিজেও। 'চমৎকার। এবার চলো, দেখি ওদিকে কী অবস্থা।'

উঠানে পৌঁছে রাককে দেখতে পেল ওরা। খুশির চোটে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল ছেলেটা। ছুটে গেল ভেতরে। ছোটখাট শরীরে বিশাল এক রাইফেল হাতে জানালা পথে বেরিয়ে এল স্যাম। দরজা খুলে দাঁড়াল হ্যাম হোভার্ট, উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। একটু পরে ভেতরে আলো জ্বলে উঠল।

ওয়াগন শেডের পেছনে একজনকে পেল ওরা, মরা। মাথায় গুলি খেয়েছে লোকটা। কামারশালার পেছনে আরেকজনের লাশ পাওয়া গেল। রাকের কাছে লোকদুটোর পরিচয় জানা গেল। একজন থ্রী এস র‍্যাঞ্চের

রাইডার, অপরজন ডেনিসভাইদের একজন। আরও দু'জায়গায় রক্তের দাগ দেখল ওরা। আহত বা নিহত, যা-ই হোক, সরিয়ে নেয়া হয়েছে ওদের।

ঘুরে ঘরের পেছনে গেল ওরা। ওখানে অপেক্ষা করছিল লিজ হোভার্ট। ল্যুকের সাথে পূর্ব পরিচয়ের কোন আভাস দেখাল না মেয়েটা, ল্যুক নিজেও ব্যাপারটা চেপে গেল।

একটানা গুলিবর্ষণে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ঘরটা। জানালার পাল্লা খুলে পড়েছে। হামলাকারীরা নষ্ট করা যায় এমন সবকিছুর ওপরই গুলি ছুঁড়েছে। কাঠের দেয়ালগুলোতে অসংখ্য ছিদ্র, ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ল্যুকের দিকে চাইল রাক। 'সব শেষ।'

হ্যাম হোভার্ট দাঁড়িয়ে আছে এখনও দরজায়। ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কিন্তু কার দোষে, বলো তো?' ওর চোখে ঔদ্ধত্য।

সতর্ক চোখে ল্যুকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল রাক, তারপর হ্যামের দিকে ঘুরল। 'রাগে-দুঃখে তোমার মাথা ঠিক নেই, হ্যাম। তাই বুঝতে পারছ না যে, ওরা না-এলে আমাদের ঘরের ভেতর পুড়ে মরতে হত।'

'আমি আমার নিজের লোকদের নিয়ে লড়াই করতে পছন্দ করি। আমার আত্মীয়কে নিয়ে জেলে পুরেছে, এমন লোকদের ধন্যবাদ জানাবার কোন গরজ নেই আমার। এমনকী, পরে ভুল শোধরানোর নামে সাহায্য করতে এলেও।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাক। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'হলদেমুখো ছুঁচো ইন্ডিয়ান, আধা ঘণ্টা আগেও লিজকে তোমার গুলি ভরে দিতে হয়েছিল। ভীতুর ডিম কোথাকার!'

'মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল হ্যাম।

প্রচণ্ড চড় কষাল রাক ওর মুখে। তারপর ঘাড় ধরে হ্যাঁচকা টানে উপুড় করে ফেলল। আবার তেড়ে গেল ওর দিকে।

বাহুতে ভর দিয়ে মাটি থেকে মাথা তুলে ওর দিকে চাইল হ্যাম। ওর দু'চোখে যুগপৎ ভয়, বিস্ময় আর ক্রোধ।

'এ-আউটফিট এখন আমি চালাচ্ছি, হ্যাম,' বলল রাক। 'কথাবার্তা হিসেব করে বোলো। বেয়াদবি সহ্য করব না আমি।' ল্যুক আর বার্কের দিকে ফিরল। 'ওর হয়ে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। ও আর অমন কথা বলবে না।'

বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল বার্ক আর ল্যুক। একটু পরে ওদের অনুসরণ করল লিজ আর রাক। পিছিয়ে পড়ল ল্যুক, লিজের সাথে কথা বলতে শুরু করল।

'লারসেনকে জেলে ভরেছ বলে আমি খুশি,' নিচু স্বরে বলল লিজ। 'রাক আমাকে সব বলেছে।'

'তুমি ঝুঁকি নিয়ে আগেভাগে সাবধান করে না-দিলে ওদিনই মারা

যেতাম আমি।'

লাজুক চোখে ওর দিকে চাইল লিজ, মৃদু হাসল। 'বেশ তো, এখন দুদিকে সমান হয়ে গেল। উঁহুঁ, তা নয়। আজ রাতে তুমি আমাদের চারজনের জীবন বাঁচিয়েছ।'

হাসল ল্যুক নিজেও। মাথা নাড়ল। 'এ ধরনের রাত হয়তো আরও আসতে পারে। কিন্তু সব সময় এরকম ভাগ্যবান নাও হতে পারি।'

'ভাগ্যবান?'

'আগেভাগে জেনে ফেলার মত। রিটা স্মিথই এ-হামলা সম্পর্কে আগেভাগে জানিয়েছিল আমাদের। নয়তো ব্যাপারটা ঘটে যাবার আগে টেরই পেতাম না।' লিজের চোখে তাকাল ল্যুক। 'কথাটা কি তুমি রাককে জানাবে? শুধুই রাককে?'

'জানাব,' কথা দিল লিজ। একটু থেমে বলল, 'ধন্যবাদ তোমাকে, ল্যুক। আজকের কথা কোনদিন ভুলব না আমি। আমরা কেউই ভুলব না।' গলা কেঁপে গেল ওর, চোখে পানি এসে গেল। ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল তিরতির করে।

নিজের ঘোড়ায় চড়ে বসল ল্যুক। তাকাল হোভার্টদের সবার দিকে। নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ওকে এদের সম্পর্কে। লিজ হোভার্ট, ভাবল সে, শক্তসমর্থ, শান্ত, দৃঢ়চেতা। রাক শক্তিমান, দায়িত্বশীল ও ভদ্র আর স্যাম হোভার্ট শান্ত, লাজুক। আসলে হোভার্টরা অন্য জাতের মানুষ হতে পারত, যদি না এই জঘন্য পারিবারিক লড়াইটা লেগে থাকত। এটা ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও সৃজনশীলতাকে ব্যাহত করেছে।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ থাকার পর শহরে ফেরার পথে মুখ খুলল শেরিফ, 'রাককে বেশ ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে। লিজকেও। আমি···ওদের সবাইকে আমার পছন্দ–কেবল হ্যামকে ছাড়া।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল ল্যুক, কথা বলল না। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। আজ রাতের লড়াইয়ে স্মিথরা হেরে গেছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ব্যাপারটা এখানেই চুকে বুকে গেছে। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়া আসবেই। তবে কিভাবে আসবে, সেটা আঁচ করতে পারছে না ল্যুক। শেরিফ বার্কও পারবে না। আজকের লড়াইয়ে ওদের অবস্থান পরিষ্কার হয়ে গেছে স্মিথদের কাছে। হোভার্টদের পালের গোদাকে জেলে পুরলেও ওদের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবে নিজেদের পরিচিত করেছে ওরা। স্মিথরা এর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। ওদিকে লারসেনকে জেলে ভরে ওর আর হ্যামের কাছেও শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে সে।

শহরে ঢুকল ওরা। নীরব, শান্ত চারদিক। আস্তাবলে ঘোড়া রেখে এসে মাউন্টিন সেলুনে ঢুকল দু'জন গলা ভেজাবার উদ্দেশ্যে। তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পর। রাতে শেষবারের মত বন্দী লারসেনের খোঁজখবর নেয়ার

জন্যে অফিসের দিকে পা বাড়াল বার্ক।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আঙ্কেল জেফের রুমের দরজায় নক করল ল্যুক।

দরজা খুলল রিটা স্মিথ। ল্যুক দেখল মেয়েটার মুখ থমথমে। মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেও কান্নাকাটি করেছে।

'সব ঠিক আছে,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল ল্যুক। 'রাকও ভাল আছে। মারা গেছে দু'জন। একজন তোমাদের কাজের লোক, আর একজন ডেনিসদের এক ভাই।'

'থ্যাঙ্ক গড,' বিড়বিড় করল রিটা। আঙ্কেল জেফের পাশে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। হাত নাড়ল ল্যুক বুড়োর প্রতি। 'শুভসন্ধ্যা, বুড়ো খোকা।'

হাসল বুড়ো। ওর অপর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসল ল্যুক। রিটার সাথে কিছু আলাপ করা দরকার। তবে এখন তা ঠিক হবে না। রিটার দিকে চাইল ও। 'আচ্ছা, তোমার বাপ-ভাই যখন জানবে, তুমি আমার এখানে আছ, কী ভাববে বলো তো?'

'আমি জানি না,' নিস্পৃহ সুরে জবাব দিল রিটা। 'জানতে চাইও না।'

'ওরা এখনই খোঁজাখুঁজি করবে না···'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রিটা, সিঁড়িতে ধুপধাপ পায়ের শব্দ শুনে থেমে গেল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ল্যুক। পিস্তলের বাটে হাত রাখল।

ঝড়ের বেগে কক্ষে ঢুকল শেরিফ বার্ক। চেঁচিয়ে উঠল, 'ল্যুক। খুন হয়ে গেছে লারসেন হোভার্ট! নিজের সেলের মধ্যেই!'

সাত

লারসেন হোভার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের দিন সকাল বেলা। শহরের এক প্রান্তে ছোট্ট কবরটার পাশে রাকের সাথে জমায়েত হয়েছে ল্যুক হান্টার, শেরিফ বার্ক আর রোজসহ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব। র‍্যাঞ্চ থেকে রাকের সাথে আর কেউ আসেনি। সবাই শহরে চলে এলে র‍্যাঞ্চটা অরক্ষিত হয়ে পড়বে, এ-আশঙ্কায় রাক সঙ্গে আনেনি কাউকে।

প্রার্থনা শেষ করে ফেরার পথে রাকের পাশে চলে এল রোজ। বলল, 'রিটা তোমার সাথে দেখা করতে চায়, হোভার্ট। শেরিফের সাথেও। ওর ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো ভেবে বসে আছ যে, অফিস থেকে ও-ই চালাকি করে

ল্যুককে সরিয়ে নিয়ে গেছে, যাতে লারসেন হোভার্টকে...'

'আমি কিছুই ভাবিনি,' নিস্পৃহস্বরে বলল রাক। 'ভাবার সময়ও পাইনি।'

ওরা সবাই বিজনেস সেকশনে এসে থামল। সারাক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপচাপ রোজের পাশে পাশে এসেছে ল্যুক, একটা কথাও বলেনি। ওর সমস্যা কী, কোন প্রশ্ন না-করেও বুঝতে অসুবিধে হয়নি রোজের। জেলে আটক লারসেনকে একা রেখে যাওয়ার জন্যে নিজেকে দায়ী করছে ও। ও আরেকটু সতর্ক হলে লারসেনকে হয়তো খুন হতে হত না। তবে, রোজ ভাবল, ল্যুক হয়তো এটা ভেবে কিছুটা সান্ত্বনা পাবে যে, লারসেন হোভার্ট খুন হয়ে যাওয়ায় এখানকার ভয়াবহ পারিবারিক বিবাদের তীব্রতা কিছুটা হলেও কমবে।

এ-জায়গাটায় প্রচুর লোকের ভীড়। গম্ভীর, থমথমে ল্যুকের মুখের ভাব, কোন কথা বলছে না। রোজ ভয় পেল। এখানে অনেক লোক আছে, যারা দুই পরিবারের বিবাদে অংশ নেয়নি–বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে। শেরিফের হেফাজতে লারসেন হোভার্টের খুন হওয়াটা তাদের জন্যে নিশ্চয় হাসি-ঠাট্টার উপাদেয় খোরাকে পরিণত হয়েছে। এটাকেও তারা সমালোচনা করতে ছাড়বে না। কখনও ভাববে না, রক্তপাত এড়ানোর জন্যে ল্যুক হোভার্টকে গ্রেফতার করে হাজতে ভরেছে এবং একই কারণেই হাজতীকে একা ফেলে যেতে হয়েছে ওকে।

রোজ দেখল, শক্ত হয়ে আছে ল্যুকের মুখ, ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে সে প্রতিটি লোকের দিকে, যেন কারও মুখে সামান্যতম কৌতুকের আভাস দেখলেই সাথে সাথে তার জবাব দেবে।

কোন ঝামেলা ছাড়াই ওকে নিয়ে হোটেলে পৌঁছে গেল রোজ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল।

কোন কথা না-বলে সেলুনে গিয়ে ঢুকল ল্যুক। বারের সামনে দাঁড়িয়ে হুকুম দিল, 'হুইস্কি।'

ধীরে সুস্থে ড্রিঙ্ক শেষ করে সিঁড়ি বেয়ে হোটেলে গিয়ে ঢুকল সে। ওর মুখ বিস্বাদ হয়ে গেছে। আগের চেয়ে বেশি বিরক্ত বোধ করছে এখন। ও এখানে এসেছে একটা কাজ নিয়ে। জেম ক্লিফম্যান হত্যারহস্যের কিনারা করার জন্যে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছুই করতে পারেনি সে-ব্যাপারে। প্রথম আসার দিন যে-তিমিরে ছিল, এখনও সে-তিমিরেই রয়ে গেছে।

নক করে আঙ্কেল জেফের রূমে ঢুকল সে। ওখানে একটা আলোচনা সভা চলছে তিনজনের মধ্যে।

'তোমাকে পাঠানো হয়েছে,' বার্ককে বলতে শুনল ও, 'এমন কথা কেউ ভাবেনি, রাক নিজেও না। এখানে যা ঘটে, সব এমনিই ঘটে যায়।'

'তুমি আর ওখানে ফিরে না-গেলেই পারো, রিটা,' আড়ষ্টস্বরে বলল রাক। ওকে কিছুটা লাল দেখাচ্ছে। লজ্জায় সম্ভবত।

'আমার সাথে থাকবে ও এখন থেকে,' ঘোষণা করল রোজ। 'ইনকোয়ারারে রুম ভাড়া করব আমরা।'

নিজের হ্যাটটা মাথায় চড়িয়ে রাক বিদায় না-নেয়া পর্যন্ত দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ল্যুক। একটু পরে রোজ আর রিটাও বেরিয়ে গেল।

ওকে সাথে নিয়ে অফিসে গেল বার্ক। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ল্যুক।

মনমরা দেখাচ্ছে বার্ককে। টুপি খুলে টেবিলের ওপর রেখে একটা চেয়ার টেনে বসল। রাগী চোখে ওর দিকে তাকাল ল্যুক। 'এখন কী করবে?'

'হোভার্টের খুনীকে খুঁজে বের করব।'

'কোথায় খুঁজবে ওকে?'

'আমি কী জানি?' ঝাঁঝিয়ে উঠল শেরিফ। 'আমি জানি, থ্রী এস-এর কোন হতভাগা করেছে খুনটা। কিন্তু কে করেছে, সেটা নিশ্চিতভাবে জানার আগে কিছুই করার নেই। একই ঘটনা আগেও ঘটেছে।'

'শেরিফ,' তীক্ষ্ণস্বরে বলল ল্যুক। 'হোভার্টকে খুন করেছে কে, তা তুমি ভাল করেই জানো। লোকটা থ্রী এস-এরই একজন। কিন্তু সেই একজনকেই ধরবে বলে যদি তুমি বসে থাকো, তাহলে ওকে খুঁজে পেতে পেতে তোমার মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যাবে।'

'তাহলে কী করতে বলো তুমি?'

'কাজটা আমাকে করতে দাও,' শান্তস্বরে বলল ল্যুক, তবে ওর চোখের দৃষ্টি বদলায়নি; রীতিমত অশুভ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে ওগুলোয়। 'ঠিক কে করেছে কাজটা, অত খোঁজখবরে আমার কাজ নেই। ওরা ভেবে বসে আছে, কে খুন করেছে তা তথ্যপ্রমাণসহ না-জেনে পাছে কোন ভুল লোককে ঝুলিয়ে দিই, এ ভয়ে চুপ মেরে যাব আমরা। ঠিক আছে, চলো, ভুল লোককে ধরেই ঝুলিয়ে দিই গে। ধ্যাত্তেরি বার্ক, ওদের যে কোন লোকই হয়তো একজন মার্শাল কিংবা একজন হোভার্টকে খুন করেছে।'

'উঁহুঁ, আমরা তা করতে পারব না, ল্যুক।'

'কেন পারব না?'

'বেআইনী হবে ওটা। কাউকে ঝোলাতে হলে আগে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ চাই।'

অস্থিরভাবে মাথা নাড়ল ল্যুক। 'সাক্ষ্য প্রমাণের ভার বিচার বিভাগের ওপর ছেড়ে দাও, বার্ক। তার আগে চলো, ওদের চুরমার করে দিই। আগে ওদের শায়েস্তা করে পরে বিচার আচার।'

সাথে সাথেই জবাব দিতে যাচ্ছিল শেরিফ, পরে মত পাল্টাল। গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকাল ল্যুকের দিকে। খানিকপরে বলল, 'কথাটা শুনতে মন্দ নয়। কিন্তু ভুললে চলবে না ওরাও লড়াই করবে। বিনা চ্যালেঞ্জে কারও গায়ে হাত দিতে দেবে না।'

'বেশ তো, করবে ওরা লড়াই,' ফুঁসে উঠল ল্যুক। 'তোমার ওই ঘোড়ার ডিমের আইন-আদালতের কথা বাদ দাও। ওটার পেছনে দৌড়ে কচুও পাওয়া যাবে না।' উঠে শেরিফের দিকে হেঁটে গেল ও, সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'গতরাতে আমরা ওদের ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে ওদের পায়ে হাঁটতে বাধ্য করেছি মাত্র। উচিত ছিল, ওদের আগেভাগে থ্রী এস র‍্যাঞ্চে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া।'

'ওটা ন্যায্য হত না, হান্টার।'

'ওখানেই তো সমস্যা। ওরা সব কিছুই করবে বেআইনী, কিন্তু আমরা তার জবাব দিতে গেলে সেখানে তোমার ওই আইন ছুটে আসবে শিঙ উঁচিয়ে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিজের ব্যাজটা বের করে আনল ও। 'আমার শখ মিটে গেছে, বার্ক। এই নাও তোমার ব্যাজ। যা করার আমি আমার নিজের মত করব।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বার্ক নিজেও। 'দাঁড়াও ল্যুক, এক মিনিট। কী করতে চাও তুমি?'

'তুমি যদি হাজতে ঢোকাতে রাজি হও, তাহলে লারসেনের হত্যাকারী হিসেবে আলেককে গ্রেফতার করব আমি।'

'কিন্তু···ধ্যাৎ, ল্যুক, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়। মনে নেই, ওকে আমরা হোভার্ট র‍্যাঞ্চে হামলা করতে দেখেছিলাম?'

ধূর্ত হাসি হাসল ল্যুক। 'তোমার ধারণা, ও সেটা স্বীকার করবে, না? বেশ, ও যদি স্বীকার করে, তাহলে ওর ওপর থেকে আর সব অভিযোগ তুলে নেব আমি।'

নীরবে মাথা নাড়ল বার্ক, অনিশ্চয়তায় ভুগছে।

'আমি জানতে চাই,' ল্যুক বলে চলল, 'এই ব্যাজটা আমি রাখব কিনা আর আলেক স্মিথকে ধরে আনলে লকারে ঢোকাবে কি না।'

'কিন্তু কাজটা তুমি পারবে না। ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

'ওটা আমার মাথাব্যথা, তোমার নয়। যা জানতে চেয়েছি, তার জবাব দাও।'

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়ল শেরিফ। 'তোমাকে থামানোর সাধ্য আমার নেই। বেশ, আলেককে গ্রেফতার করে আনতে পারলে আমি ওকে জেলে ঢোকাব। ঈশ্বর জানেন, লারসেনকে খুন না করলেও ওর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, তাতেও ওকে দশবার ঢোকানো যায়।'

'ধন্যবাদ, শেরিফ। এটাই জানতে চেয়েছিলাম আমি।' বেরিয়ে পড়ল ল্যুক।

আস্তাবলে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চড়াচ্ছে, এমন সময় ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো রোজ। 'শেরিফের কাছে শুনলাম, তুমি নাকি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? এটা স্রেফ পাগলামি, ল্যুক।'

ধীরে সুস্থে ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল ল্যুক। প্যান্টে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'কেউ সেটা অস্বীকার করবে না।'

'তুমি ওখান থেকে জান নিয়ে ফিরে আসতে পারবে না। বিশেষ করে গতরাতে যা ঘটে গেছে, তারপর তো নয়ই।'

'আমি ঠিকই ফিরে আসব।'

লাল হয়ে উঠল রোজের মুখ। রাগে। এক পা সামনে বাড়াল। 'তুমি কি জানো যে, তোমার ওই জেদটাই তোমাকে শেষ করে দেবে, মিস্টার? জানো কি ওই রাগের কারণেই এখানে আসামাত্র গোলমালে জড়িয়ে গেছ তুমি?'

সহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ল্যুক। 'অবশ্যই। এই শহরে পা দেয়ামাত্রই তোমার মুখে শুনেছি ওই ভবিষ্যৎ বাণীটা। ওই রাতে তুমি আমাকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে। এরপর পুরস্কার ঘোষণার বিজ্ঞাপনটাকেও ভুলভাল ছেপে খেলো করে দিয়েছিলে।' সামান্য কঠিন শোনাল ওর গলা। 'কিন্তু আমি এখনও বেঁচে আছি, ম্যাডাম।'

'ওটা তোমার বরাতের জোর।' ব্যঙ্গ করল রোজ।

'বরাতের জোর নয়, ওটা আমার যোগ্যতা। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, জানি আমি।'

পাথরের মত শক্ত ও রুক্ষ হয়ে উঠল ল্যুকের মুখ। ক্ষান্ত দিল রোজ। বুঝে গেছে, গোঁয়ার এ-লোকটাকে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাবে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে একপাশে সরে গেল সে, ল্যুককে ঘোড়ার পিঠে চড়তে দেখল।

'গুড লাক,' বিড়বিড় করল রোজ।

ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল ল্যুক, শহর থেকে বেরিয়ে গেল। জানে, তাড়াহুড়োর কিছু নেই; যথেষ্ট সময় আছে ওর হাতে। থ্রী এস র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে পৌঁছতে অন্ধকার হয়ে যাক। তাতেই ওর সুবিধে হবে।

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে ওর শেরিফ বার্কের ওপর, রোজ ক্লিফম্যানের ওপর, এমনকী নিজের ওপরও। লারসেন হোভার্টকে গারদে পুরে যে-সুযোগটুকু তৈরি করেছিল ও নিজের জন্যে, বোকামির কারণে সেটা ফের নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে গ্রেফতার করে এখানকার পারিবারিক বিবাদীদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল সে, ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল ওদের। কিন্তু গাধার মত ঠকে গেছে ও প্রতিপক্ষের কাছে। ওদের নেহাৎ সাদামাঠা একটা চালাকির ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। তবে এটাই শেষ–এরপর আর ওকে বোকা বানাতে পারবে না ওরা।

ছাদ থেকে জানালা বরাবর ঝোলানো রশিটা দেখে বোঝা গেছে লারসেনকে কিভাবে খুন করা হয়েছে। আততায়ী রশি বেয়ে নেমে জানালার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে গুলি করেছে লারসেনকে। তারপর ফের উঠে গেছে রশি বেয়ে। নিরস্ত্র লারসেন কিছুই করতে পারেনি।

তবে একটা ব্যাপার খুব ভাবাচ্ছে ল্যুককে। বুঝতে পারছে না, প্রধান

সড়কের পাশে শেরিফের অফিসের ছাদ থেকে একটা লোক রশি ধরে ঝুলছে, জানালা দিয়ে গুলি করছে, আবার রশি বেয়ে উঠে যাচ্ছে–অমন ব্যস্ত শহরের অত আলোর মধ্যেও কেউ তাকে দেখতে পেল না কেন? উঁহুঁ, মাথা নাড়ল ল্যুক, এ হতেই পারে না। নিশ্চয় কারও না কারও চোখে পড়েছে লোকটা। কিন্তু যেই দেখুক, মুখ খুলছে না।

অস্ফুট স্বরে খিস্তি আওড়াল ও। হোভার্ট-স্মিথদের বিবাদ মিটিয়ে এবং জেম ক্লিফম্যানের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার পর এ-শহরের ভীতুর ডিম লোকগুলোকে একটু দাবড়ানি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সাথে সাথে মনও খারাপ হলো। আজতক ক্লিফম্যান হত্যার কোন কিনারা করে উঠতে পারেনি সে। চিন্তাটাই ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছে।

বন্ধুর, একঘেয়ে পথ চলার যখন শেষ হলো, তখন সন্ধে উৎরে গেছে। নিজের প্রতি চরম বিতৃষ্ণা, বিরাগ আর ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে র‍্যাঞ্চের মুখে খোলা জায়গাটায় ঘোড়া থামাল সে। দুটো ঘোড়া ওর সাথে–একটা নিজের, বাকিটা আলেক স্মিথের জন্যে। যেভাবে হোক, আলেককে তার শহরে নিয়ে যাওয়া চাই-ই।

আরও প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর ফের চলতে শুরু করল ও। একটু পরে সাপারের ঘণ্টা বাজার শব্দ কানে এল। হাঁটার গতি বাড়াল সে। অর্ধবৃত্তাকারে হাঁটছে এখন। জানে, এভাবে গেলে করালের কাছে গিয়ে পৌঁছবে। ঘেসো জমিতে নিঃশব্দে হাঁটছে ও আর ওর ঘোড়া।

স্মিথদের বাঙ্কহাউস আর রান্নাঘর দুটো লাগোয়া। আলো জ্বলছে ওখানে। করালের কাছে চলে গেল সে। ওটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করে বার্ন পেরিয়ে ওয়াগন শেডের কোনায় পৌঁছল। বাঙ্কহাউস থেকে ওয়াগন শেডের দূরত্ব সবচে' কম। বড়জোর পঞ্চাশ কি ষাট গজ। ঘোড়া দুটোকে ওখানে রেখে ফের বাঙ্কহাউসের কাছে এসে ঘরগুলোর দিকে এগোল।

ঘরগুলো অন্ধকার। মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর বোঝা গেল, খালিও। সুতরাং ওদিক থেকে নিরাপদ ধরে নিয়ে পিছিয়ে নিজের ঘোড়াদুটোকে অতিক্রম করে করালের পাশে চলে গেল ও। উঁকি মেরে দেখল ডজনখানেক ঘোড়া বাঁধা ভেতরে। করালের দুটো দরজা। একটা উঠানের দিকে, বাকিটা তার বিপরীত পাশে, খামার সংলগ্ন চারণভূমির দিকে। দুটো দরজাই খোলা।

হাঁটতে হাঁটতে কামারশালার কাছে চলে এল ল্যুক। করালের দরজা দুটো আটকানোর জন্যে কিছু একটা খুঁজছে।

কামারশালার ভেতরে এক বান্ডিল তার পাওয়া গেল। ওগুলো নিয়ে এসে করালের দুটো দরজার প্রত্যেকটির তিন জায়গায় টেনে বাঁধল। আলেককে নিয়ে পালাবার সময় ওর পশ্চাদ্ধাবনকারীদের করাল থেকে ঘোড়া

নিয়ে বেরোতে কিছুটা হলেও দেরি করিয়ে দেয়া যাবে।

কাজ শেষ করে অস্ত্রটা চেক করে দেখল ল্যুক। ছটা গুলি আছে চেম্বারে। এরপর রান্নাঘরের দিকে চলল। কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। ঘরের মাঝামাঝি লম্বা একটা টেবিল পাতা। একটা কেরোসিনের বাতি আলো বিলাচ্ছে। টেবিলের ওপাশে ঠিক মাঝখানে চেয়ার পেতে বসেছে আলেক স্মিথ। তার ডান পাশে বেঞ্চিতে ট্রেস, ট্রেসের পাশে ফোরম্যান পিন্টো লেভিস।

বাকিদের দিকে তাকানোর দরকার বোধ করল না ও। খাবার পরিবেশনে ব্যস্ত চীনা রাঁধুনি। টুকটাক কথাবার্তা আর হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন সবাই।

কিচেনের দরজার দিকে তাকাল ল্যুক। খোলা। জানালা থেকে সরে গিয়ে ওদিকে গেল ও। ভেতরে ঢুকে অস্ত্র বের করে ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়াল। এক মুহূর্ত কেউ টের পেল না ওর উপস্থিতি। কক্ষের ভেতর ঢুকে দেয়ালের সাথে ভিড়ে গেল সে। গলা চড়িয়ে হুকুম দিল, 'আলেক স্মিথ, উঠে দাঁড়াও।'

কবরের স্তব্ধতা নেমে এল কক্ষের ভেতর। একমুহূর্ত মাত্র। আচমকা ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াতে গেল ট্রেস স্মিথ। পারল না। বেঞ্চির সাথে পা আটকে গেছে তার। খাবারের কাঁটাটা ফেলে দিয়ে আস্তে করে কোমরে হাত বাড়াতে গেল আলেক স্মিথ।

'হাত দুটো,' পিস্তল নাচাল ল্যুক, 'টেবিলের ওপর থাকবে।'

দেয়াল ঘেঁষে এগোল ও। সাতজোড়া চোখ অনিমেষ দেখতে লাগল ওকে। সুযোগের অপেক্ষা করছে। হাঁটতে হাঁটতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখল ল্যুক আলেক, ট্রেস আর পিন্টোর ওপর। জানে, ঝামেলা পাকালে এই তিনজনের যে কোন একজনই পাকাবে।

থামল ও আলেকের দু'হাতের মধ্যে এসে। 'তোমাকে দাঁড়াতে বলেছিলাম, আলেক স্মিথ!'

রাগে কুৎসিত হয়ে উঠল ট্রেসের মুখ। চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে। 'জাহান্নামে যাও! এসব করে পার পাবে না তুমি, হান্টার।'

ঠায় বসে আছে আলেক স্মিথ। হুকুম মানার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ওর হাবভাবে। এক পা এগোল ল্যুক। আলেক স্মিথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড লাথি হাঁকাল ওর চেয়ারে। কাত হয়ে গেল চেয়ার, সামলে ওঠার আগেই মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল আলেক। 'বলেছিলাম না উঠে দাঁড়াতে।'

এক সাথে উঠে দাঁড়াল ট্রেস আর পিন্টো। নিমেষে ওদের দিকে অস্ত্র তাক করল ল্যুক। 'তোমরা বসে পড়ো।'

সুবোধ ছেলের মত দু'জনই ফের বসে পড়ল বেঞ্চির ওপর। তবে সতর্ক দু'জন। সামান্য সুযোগ পেলেই কাজে লাগাবে।

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল আলেক। ওর কোমরে গানবেল্ট নেই, অস্ত্রও নেই–লক্ষ করল ল্যুক। খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'কী চাও তুমি এখানে?'

'তোমাকে।'

'কেন?'

'লারসেন হোভার্টের খুনী হিসেবে তোমাকে গ্রেফতার করা হলো, স্মিথ। তোমাকে আমার সাথে শহরে যেতে হবে।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল আলেক।

'সেটা জুরিদের কাছে গিয়ে বোলো। এবার, পিস্তল নাচাল ল্যুক, ওই দরজার দিকে পিছু হটো।'

বজ্রাহতের মত এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিল চীনা রাঁধুনি, আচমকা যেন প্রাণ ফিরে পেল ও, খিঁচে দৌড় লাগাল কিচেনের দিকে। গর্জে উঠল ল্যুকের পিস্তল। মাথার চুল ছুঁয়ে গেল গুলিটা চীনাম্যানের। যেন মাটিতে পা আটকে গেছে, এমনিভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরাল। রক্ত সরে গিয়ে সবুজ হয়ে গেছে ওর হলুদ মুখটা।

লাথি মেরে বেঞ্চিটা উল্টে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ট্রেস আর পিন্টো। আরও দু'জন এসে দাঁড়াল ওদের পেছনে। হেসে উঠল ল্যুক। 'আরও পাঁচটা গুলি আছে এতে। মরার সাধ হলে চেষ্টা করে দেখতে পারো। যে কেউই।'

জবাব দিল না কেউ। ঘুরে আলেকের পেছনে দরজার কাছে চলে গেল ল্যুক। 'হ্যাঁ, এবার পিছিয়ে এসো। চালাকি করতে যেয়ো না। তাহলে শিরদাঁড়া ফুটো করে দেব।'

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেস। ওর মনের ভাব বুঝতে অসুবিধে হলো না ল্যুকের। মনের ভেতর কু গেয়ে উঠল ওর। উদ্বিগ্ন বোধ করছে। কক্ষের ভেতর এখন যারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আলেককে নিয়ে এখান থেকে বেরোনো মাত্র সবাই একসাথে ধাওয়া করবে। পাঁচটা মাত্র গুলি ওদের থামাবার জন্যে যথেষ্ট নয়। এদিকে ওর ঘোড়াগুলো রয়েছে প্রায় সত্তর গজ দূরে।

আলেকের পিঠে পিস্তলের খোঁচা লাগাল ও। ট্রেসকে বলল, 'এখান থেকে যদি কেউ বেরোয় তো সে আলেক স্মিথ। আর কেউ না। আর তোমার ওপর আমার একটা চোখ থাকবে। পেছন থেকে গুলি খেয়ে যদি আলেক স্মিথ মারা যায়, তাহলে তোমাদের হাল স্রেফ খারাপ করে দেব।'

আলেকের কলার ধরে হ্যাঁচকা টান দিল ও, ধাক্কা দিল ফের সজোরে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উঠানে গিয়ে পড়ল আলেক। পিস্তল তুলে বাতি সই করে গুলি করল ল্যুক, অন্ধকারে ডজ দিল বাইরে। সাথে সাথে ট্রেসের বুনো হুঙ্কার শোনা গেল, 'বেরোও, বেরোও! রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বেরোও…'

ভূমিশয্যা ছেড়ে কেবল উঠতে যাচ্ছিল আলেক স্মিথ, সবেগে ওর ওপর গিয়ে পড়ল ল্যুক। একই সাথে পিস্তলের খোঁচা লাগাল ওর পিঠে। 'ওয়াগন

শেডের দিকে। দৌড়াও!'

দৌড় দিল স্মিথ। রান্নাঘরের দরজার কাছে গুলির শব্দ শোনা গেল, সাথে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। করালের দিকে ছুটছে সবাই।

গাল দিয়ে নিজের ভূত ছাড়াল ল্যুক। শুরুতেই ভুল করে ফেলেছে। ঘোড়াগুলো রেখে এসেছে পথের ওপর। এখন আর ভুল শোধরানোর সময় নেই। কিন্তু ওদের মাঝখান দিয়ে বন্দীকে সাথে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালানোও সম্ভব নয়।

আলেককে প্রায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল সে ঘোড়াগুলোর কাছে। হুকুম দিল, 'ওগুলোর রশি খুলে দাও। জলদি!'

হুকুম তামিল করল আলেক। ততক্ষণে স্যাডল হর্ন থেকে রশির বান্ডিলটা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সজোরে বাড়ি লাগাল ল্যুক। আচমকা ব্যথা পেয়ে বেদিশা হয়ে গেল চেস্টনাট, ছুটল লেজ তুলে। বাকি ঘোড়াটাকেও একইভাবে তাড়িয়ে দিল সে।

ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ, সাথে সাথে একজনের হেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'ওই–ওই যে পালাচ্ছে…' গুলি চালাল লোকটা ঘোড়াগুলোর পায়ের শব্দ লক্ষ্য করে।

আলেকের পিঠে পিস্তলের গুঁতো লাগাল ল্যুক। 'চলো, ওয়াগন শেডের ভেতরে গিয়ে লুকোই।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল লোকটা, তারপর এগিয়ে গিয়ে ওয়াগন শেডের দরজা খুলল। ধুলো, গ্রিজ আর চামড়ার গন্ধঅলা ভেতরের বদ্ধ বাতাস এসে ঝাপটা মারল ল্যুকের নাকে।

আচমকা হোঁচট খেল আলেক স্মিথ, একটা ওয়াগনের ওপর গিয়ে পড়ার যোগাড় করল। অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। লাফ দিয়ে সোজা ওর ওপর গিয়ে পড়ল ল্যুক। জানে, ইচ্ছে করে হোঁচট খেয়ে যন্ত্রণা পাওয়ার ভান করে একটা সুযোগ পাবার চেষ্টা করছে লোকটা। কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে নিয়ে ধাক্কা মেরে দেয়ালের ওপর ফেলল। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দেয়ালের সাথে প্রচণ্ড ধাক্কা এড়াতে পারল আলেক, কিন্তু রেহাই পেল না পেছনের গোঁয়ার গোবিন্দ লোকটার হাত থেকে। মাঝখানের ব্যবধানটুকু এক লাফে পেরিয়ে গিয়ে ওর শিরদাঁড়ার ওপর পিস্তল ঠেসে ধরল ল্যুক। 'তেড়িবেড়ি করে লাভ নেই, মিস্টার। আরেকবার বেচাল দেখলেই কিন্তু শেষ করে দেব।'

'জাহান্নামে যাও তুমি, গাধা কোথাকার!' খেঁকিয়ে উঠল আলেক। 'এসব করে পার পাবে না।'

পিস্তলের চাপ আরেকটু বাড়াল ল্যুক। কথা বন্ধ হয়ে গেল আলেক স্মিথের। ভয় পেয়েছে। ওর বুকের ভেতর ধুকপুকানির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ল্যুক।

বাইরে লোকজনের হৈ চৈ, ছুটোছুটির শব্দ। শেডের কাছেই চেঁচিয়ে উঠল একজন, 'করালের মুখ আটকে দিয়েছে ও তার পেঁচিয়ে…'

'অন্য দরজা দেখো,' ট্রেসের বুনো গলা শোনা গেল সাথে সাথে।

দরজার নিচ দিয়ে একজনের হাতের লণ্ঠন থেকে আলোর ছটা এসে পড়ল মিলিয়ে গেল ফের। আরেকজনের গলা ভেসে এল, ল্যুক হান্টারের মা-বাপ তুলে গালাগাল করছে লোকটা, অভিশাপ দিচ্ছে। রান্নাঘরের দরজার কাছ থেকে গুলি করল কেউ একজন, পরপর দু'বার।

দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। শিরদাঁড়া থেকে সরিয়ে এনে আলেকের পাঁজরে ঠেসে ধরল পিস্তলটা। ওর মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে। ওয়াগন শেড থেকে বেরোনোর উপায় খুঁজছে।

দরজার নিচ দিয়ে আলোর ছটা দেখা গেল আবার। পরমুহূর্তে হাঁ করে খুলে গেল ওটা। লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল ওয়াগন শেডের ভেতরটা। মাত্র এক মুহূর্ত লোকটাকে দেখল ল্যুক, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের খুঁজতে নয়, লোকটা এসেছে ওদের বিপরীত দিকের দেয়ালের সাথে রাখা স্যাডলগুলো বের করে নেবার জন্যে।

এক মুহূর্ত পরে বাইরে আলো হাতে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখা গেল দরজার মুখে। ট্রেস স্মিথ। ওর আরেক হাতে অস্ত্র ধরা।

'খবরদার!' ফিসফিস করে আলেককে হুঁশিয়ার করে দিল ল্যুক। 'নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত ফেলবে না, যদি বাঁচতে চাও…'

ঘোঁৎ করে দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরোল আলেকের নাক দিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল ট্রেস। একমুহূর্ত কিছু একটা শোনার চেষ্টা করল।

আচমকা চরকির মত ঘুরল ও, সরাসরি তাকাল ল্যুক আর আলেক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানটায়। মুহূর্তেই দু'চোখ বিস্ফারিত হলো ওর।

ঝটকা মেরে আলেককে নিজের সামনে নিয়ে এল ল্যুক। পিস্তল চেপে ধরল পিঠে।

লণ্ঠনের লালচে মরাটে আলোয় বুনো জন্তুর মত ধক করে জ্বলে উঠল ট্রেসের চোখ। পিস্তল বাগিয়ে ধরল ও আলেকের দিকে। 'তোমার খেলা শেষ, হান্টার। বেরিয়ে এসো ওর পেছন থেকে।'

'হটো,' পাত্তা দিল না ওকে ল্যুক। খেঁকিয়ে উঠল, 'হটো বলছি, গর্দভ! বেরিয়ে যাও, নইলে এক্ষুনি গুলি করব।'

ধাক্কা মেরে আলেককে এক পা সামনে বাড়িয়ে দিল ও। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক পা পিছাল ট্রেস। আলেককে নিয়ে আরেক পা সামনে বাড়ল ল্যুক। তারপর আরেক পা।

পিছু হটল ট্রেস। শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। ওর দিকে তাকিয়ে আছে ল্যুক অপলক দৃষ্টিতে। বুনো আক্রোশ ফুটে বেরোচ্ছে ওর

দু'চোখ থেকে।

আলেককে সামনে রেখে শেডের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। চারজন রাইডার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে ওর দিকে চেয়ে। প্রত্যেকের হাতে উদ্যত অস্ত্র। ট্রেসের কাছ থেকে সিগন্যাল পাবার অপেক্ষা করছে।

'একটা ঘোড়া নিয়ে এসো করাল থেকে, স্যাডল চাপিয়ে,' কঠিন স্বরে হুকুম দিল ল্যুক। 'এই যে মিস্টার বাত্তিঅলা···হ্যাঁ, তুমি। বাত্তিটা রাখো ওখানে। দৌড়াও। তাড়াতাড়ি।'

না-শোনার ভান করল লোকটা। গর্জে উঠল ল্যুকের হাতের পিস্তল। লোকটার পায়ের এক ইঞ্চির মধ্যে মাটিতে গাঁথল গুলি। লাফিয়ে উঠে একপাশে সরে গেল বাতিঅলা, পিস্তল উঁচাল।

হাত তুলে লোকটাকে বাধা দিল ট্রেস, নরম স্বরে বলল, 'থাক, থাক।' বুঝে গেছে ইচ্ছে করেই বাতিঅলার পেট ফুটো করে দেয়নি ল্যুক। এতটা কাছ থেকে গুলি মিস করা নেহাৎ আনাড়ির পক্ষেও সহজ কর্ম নয়। 'ও যা বলছে, তা-ই করো, ভিক। ঘোড়া এনে দাও।'

বাতিটা হাত থেকে নামিয়ে রাখল লোকটা। পিছিয়ে গিয়ে করালের উদ্দেশে রওনা দিল। একটু পরে বেরিয়ে এল ঘোড়াসহ।

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেস চুপচাপ। দেখছে।

ঘোড়া নিয়ে ল্যুকের কাছে চলে এল ভিক। 'সবাই পিছিয়ে যাও!' নির্দেশ দিল ল্যুক। 'একদম করালের কাছে চলে যাও। ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে সবাই। জলদি যাও!'

'জাহান্নামে যাও!' ভেংচি কাটল ট্রেস। 'মেন, কেউ পিছাবে না তোমরা। দেখি ও কী···'

গুলি করল ল্যুক। ট্রেসের বুটের আগা উড়িয়ে নিল বুলেট। 'আরও দুটো গুলি আছে চেম্বারে, ট্রেস স্মিথ। মত পাল্টাবার জন্যে দু'সেকেন্ড সময় দিচ্ছি।'

'হেল!' হিস্টিরিয়া রোগীর মত বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে উঠল ট্রেস। ল্যুকের চোদ্দ গোষ্ঠী তুলে গালাগাল করতে করতে পিছু হটল। ইঙ্গিতে অন্যদেরও বলল পিছিয়ে যেতে। যতক্ষণ না করালের দেয়ালে গিয়ে ঠেকল ওদের পিঠ, ততক্ষণ পর্যন্ত পিছাল ওরা ল্যুকের নির্দেশে।

কিন্তু, ল্যুক জানে, এভাবে ওদের আটকে রাখা সম্ভব নয়। ওর সাথে ভারী কোন অস্ত্র নেই এবং ওর পিস্তলে দুটো মাত্র গুলি অবশিষ্ট আছে আর, ট্রেসের মত বুনো শুয়োরকে বেপরোয়া করে তোলার জন্যে এ দুটো খবরই যথেষ্ট। খবর দুটো ট্রেস জানেও। সুতরাং প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরোতে চাইলে যা করার ঝটপট করতে হবে।

আলেককে সামনে ঠেলে দিয়ে ঘোড়ার লাগাম আঁকড়ে ধরল সে। 'ওঠো,' হুকুম দিল। 'তাড়াতাড়ি। বাঁ দিকের পাদানিটা যেন খালি থাকে।'

করাল আর ওর নিজের মাঝখানে ঘোড়ার আড়াল রাখল সে, যেন গুলি করার সুযোগ না-পায় ট্রেস কিংবা ওর কোন লোক। রাগে মুখ বিকৃত হয়ে উঠল আলেকের। খিস্তি ঝাড়ল, তারপর বাধ্য হয়ে উঠে বসল স্যাডলে। ঘোড়ার খালি রেকাবটায় নিজের একটা পা রাখল ল্যুক, স্যাডল হর্ন আঁকড়ে ধরল এক হাতে। ডান পায়ের বুটের ডগা দিয়ে আঘাত করল ঘোড়ার পাঁজরায়। পিঠে অন্যদিনের চেয়ে দ্বিগুণ বোঝা নিয়ে অস্বস্তিভরে নড়ে উঠল ঘোড়াটা। এগোল সামনে গাছপালার দিকে। আরেকটা গুলি ছুঁড়ল ল্যুক মাটিতে রাখা লণ্ঠন সই করে। উড়ে গিয়ে দূরে পড়ল লণ্ঠন, নিভে গেল দপ করে।

সাথে সাথে ট্রেসের খেপাটে গলা শোনা গেল, 'ধরো ওকে···'

ওয়াগন শেডের কোনার দিকে এগোল ঘোড়া চালকের ইঙ্গিতে, হৈ হৈ করে তেড়ে এল ওরা ওদিকে। কোনা বরাবর যেতেই একজনকে দেখা গেল ছুটে আসতে, ঘোড়া ছাড়া। আধ অন্ধকারে ঠিকমত ঠাহর করার আগেই উল্টে পড়ল বেচারা ঘোড়ার ধাক্কায়। অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওরা।

গুলির হিসেব রেখেছিল আলেক স্মিথ। আচকা নড়ে উঠে নিজের মুক্ত হাতে ঘুসি চালাল ল্যুকের নাক সই করে। চট করে মুখটা সরিয়ে নাক বাঁচাল ল্যুক, পরমুহূর্তে পিস্তল বের করে ওর মাথায় আঘাত করল। গুঙিয়ে উঠে স্যাডল থেকে লাফ দিল আলেক, ধপ করে নিচে পড়ল। সাথে সাথে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ও এখানে, ও এখানে···'

ল্যুকের পিস্তলে গুলি ফুরিয়ে গেছে ভেবে সাহস বেড়ে গেছে ওর।

ডান পা ঘুরিয়ে নিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল ল্যুক, তীব্র গতিতে ঘোড়া ছোটাল। এক মুহূর্ত। ওর কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে ছুটে গেল গুলি। আচমকা গতি কমিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ও, স্যাডলের ওপর প্রায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ঘরের দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওটাকে। ঘরের পাশে চলে গেল। তারপর লাগামের রশি দিয়ে দু'তিন ঘা লাগিয়ে দিল ঘোড়ার কাঁধে। হঠাৎ মার খেয়ে ব্যথার চোটে গতি বাড়াল ঘোড়া। পোর্চের কাছে এসে আরেকবার মারল ও ঘোড়াটাকে। তারপর স্যাডল থেকে লাফ দিয়ে পড়ল নিচে। তিন-চার গড়ান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘোড়াটা হারিয়ে গেল প্রচণ্ড বেগে। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল সে। ঘরের ভেতর অন্ধকার, জানে, কেউ নেই ওখানে। অন্ধকার বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সে। অপেক্ষা করছে।

ওর সামনে প্রায় বিশ গজ দূর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল তিনজন রাইডার। একজনকে বলতে শুনল, 'ওর ঘোড়াটা ততটা চালু নয়–ধরা পড়ে যাবে শীঘ্রিই।'

দেয়ালের সাথে মিশে রইল ও, নড়ল না একটুও, ত্রিশ সেকেন্ড পরে দেখল আরও পাঁচজনকে। আগের তিনজনকে অনুসরণ করছে ওরা।

আচমকা নীরবতা নেমে এল পুরো বাড়িটায়।

বারান্দা থেকে বেরিয়ে ঘরের কোনায় গিয়ে উঁকি দিল ল্যুক। কিছুই

দেখল না। আরও মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পর দ্রুত পায়ে ছুটল ওয়াগন শেডের দিকে। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে আছে সে। কখন যে ওর পা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে টেরই পায়নি। শুধু মনে আছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে পড়ার সময় পায়ে চোট লেগেছিল। কিন্তু তখন ওদিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ ছিল না।

ওয়াগন শেডের পাশে চলে গেল ও। দরজার কাছে আগের জায়গায় এখন আরেকটা লণ্ঠন জ্বলছে। ওটার মিটমিটে আলোয় আলেক স্মিথকে দেখল। আস্তে আস্তে করালের দিকে যাচ্ছে। ওর শরীরের এক পাশ পুরোটাই ধুলোয় ধূসরিত। সন্তুষ্ট হলো ল্যুক, ওর অনুমান ভুল হয়নি। র‍্যাঞ্চেই রয়ে গেছে আলেক। ল্যুকের পিছু ধাওয়ার জন্যে নিজে যাওয়ার দরকার মনে করেনি।

ল্যুককে দেখামাত্র ভূত দেখার মত চমকে উঠে থেমে গেল র‍্যাঞ্চমালিক। মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য খিস্তি ওগড়াল। চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে পড়ল ল্যুক ওর ওপর। ভেস্টের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে কাছে ভিড়িয়ে এনে ঝাঁকাতে শুরু করল প্রবল আক্রোশে। ভয়াল গলায় বলল, 'আমার সাথে তোমাকে যেতেই হবে, স্মিথ। তার আগে দুটো ঘোড়া বের করো। দেরি করবে না। আমরা বেরোবার আগে যদি ওরা এসে পড়ে, তাহলে স্রেফ গুলি করে রেখে যাব তোমাকে। সুতরাং দয়া করে চালাকি করতে যেয়ো না।'

চালাকির কথা মাথায়ই এল না ভীত সন্ত্রস্ত বুড়ো স্মিথের। নিজের অবস্থা বুঝে গেছে সে। ভালই বোকা বানিয়েছে লোকটা ওদের। এখন যা বলছে, তা না করলে ওর হাল নির্ঘাত খারাপ করে দেবে। বিনাবাক্যব্যয়ে দুটো ঘোড়া বের করে আনল ও। ল্যুকের উদ্যত পিস্তলের সামনে বিকল্প কিছু করার সাহস পেল না। রান্নাঘরের দরজার দিকে তাকাল ল্যুক। দরজার মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে চীনা রাঁধুনি। মিনিট খানেক পরে বেরিয়ে পড়ল ওরা র‍্যাঞ্চহাউস থেকে।

আট

'খবরটা কোথায় পেয়েছ তুমি?' পরদিন ডিনারের টেবিলে রাক জিজ্ঞেস করল স্যামকে।

'গ্রেব হার্সেলের কাছে,' জবাব দিল স্যাম বিরক্তস্বরে। 'শহরে সবাই জানে গত রাতে থ্রী এস র‍্যাঞ্চ থেকে ল্যুক ধরে এনেছে আলেক স্মিথকে।

সবাই বলছে, পিস্তলের মুখে…'

'তার মানে ও এখন হাজতে?'

মাথা নেড়ে সায় দিল স্যাম। রাক লিজের দিকে চাইল। খাবার পরিবেশনের কথা ভুলে হাঁ করে গিলছে মেয়েটা স্যামের গল্প।

'অভিযোগটা কিসের?' জানতে চাইল লিজ।

'আঙ্কেল লারসেনকে খুনের অভিযোগ।'

খাওয়া শেষ করে টুথপিক হাতে হেলান দিয়ে বসল হ্যাম। ঢুলু ঢুলু দু'চোখে ওর সতর্ক দৃষ্টি। সবাইকে দেখছে পালা করে। 'আমার মনে হয় না, লারসেনকে ও-ই খুন করেছে। লারসেন খুন হবার সময় ও এখানেই ছিল। আমাদের ওপর হামলা চালানোয় ব্যস্ত…'

'তাতে কী আসে যায়?' রুক্ষস্বরে বলল রাক। 'ও এখন জেলে এটাই হলো আসল কথা।'

'এটাই আসল কথা নয়। শেরিফ বার্ক যদি কোন ফালতু অভিযোগে স্মিথদের জেলে ঢোকাতে পারে, তাহলে হোভার্টদেরও পারবে।'

হাতের কাঁটাটা নামিয়ে রাখল রাক। 'জেলে ঢোকার মত এমন কোন কাজ হোভার্টরা করেনি, হ্যাম। কথাটা তোমার মনে রাখা উচিত।'

হ্যামের দিকে চাইল লিজ। 'আলেক স্মিথ আমাদের ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গুলি করে মারতে চেয়েছে আমাদের। জেলে ঢোকানোর জন্যে ওর বিরুদ্ধে এ-অভিযোগই কি তুমি বলতে চাও যথেষ্ট নয়?'

'ও কী করেছে, তা বলতে চাইনি আমি,' লাল হয়ে উঠল হ্যামের মুখ, 'আমি বলতে চাইছি ও যা করেনি। লারসেন হোভার্টকে ও কখনও খুন করেনি। কারণ…'

'ও খুব খারাপ কাজ করেছে!' রাগী স্বরে বলল স্যাম। মাথা ঝাঁকাল। এলোমেলো চুলের এক গোছা কপালে এসে পড়ে একটা চোখ ঢেকে দিল ওর।

হাসল হ্যাম, একটু ঝুঁকে স্যামের কপাল থেকে চুলের গোছাটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ইয়ংম্যান।'

হ্যাম ওকে দশ বছরের বাচ্চা ছেলেটা ভাবছে, ভাবল স্যাম। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না ওর। গোমড়ামুখে চুপ করে রইল। বিকেলের কাজ বণ্টন করে দিল রাক সবার মধ্যে, তারপর শহরের উদ্দেশে রওনা হলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে করালের দিকে গেল স্যাম। ঘোড়া বের করবে। হ্যাম গেল ওর পিছু পিছু। ওর মুখে চিন্তার ছায়া। করাল পোলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে স্যামের কাজ দেখতে লাগল সে। বিকেলের জন্যে তরতাজা একটা ঘোড়া বের করল স্যাম। দক্ষ হাতে ওটার পিঠের ওপর দিয়ে রশি ছুঁড়ে দিল, পেটের নিচ দিয়ে এপাশে আসতেই চট করে ধরে ফেলল রশিটা।

'ঘোড়ার ব্যাপারে,' হাসতে হাসতে বলল হ্যাম, 'আমি তোমার কাছে

ধরা খেয়ে যাব। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল।'

মনে মনে খুশি হলো স্যাম। জানে, কথাটা মিথ্যে নয়। হ্যামের চেয়ে ঘোড়ার ব্যাপারে সত্যি সত্যিই ভাল ও। এমন কী র‍্যাঞ্চের কাজেও। রাক সব সময় বলে কথাটা। তবে দুটো ব্যাপারে কেন যেন ওর ওপর ভরসা রাখতে পারে না। প্রথমত, রাক এখনও ওকে কোমরে পিস্তল ঝোলাবার অনুমতি দেয়নি, দ্বিতীয়ত, স্মিথদের সম্পর্কে কোথাও কারও সাথে কথা বলা ওর জন্যে নিষেধ। কথাটা মনে হতেই ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল স্যাম। রাকের সব কিছুই ভাল, কেবল দু'একটা ব্যাপারে ওর খাসলত একদম বুড়ো মেয়েমানুষদের মত। খুঁতখুঁতে, বিরক্তিকর। তবু হ্যামের চেয়ে রাককেই ওর বেশি পছন্দ।

হ্যামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে গেল্ডিংয়ের পিঠে স্যাডল চাপাল ও।

হ্যাম জিজ্ঞেস করল, 'আলেক স্মিথকে দেখতে গিয়েছিলে নাকি, স্যাম?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল স্যাম। 'গেলেও লাভ হত না। শেরিফ আমাকে ঢুকতেই দিত না।'

'প্রচণ্ড শক্তিধর লোকটা, প্রভাবশালীও। নিশ্চয়ই শুনেছ?'

'না, শুনিনি।' আলগোছে মাথা নাড়ল স্যাম।

'কিন্তু কথাটা ঠিক। লারসেনকে জেলে ঢোকাবার আগে মেরে আধমরা করে ফেলেছিল ওরা। কিন্তু আলেকের গায়ে হাত তোলার সাধ্য নেই ওদের। ও ওদের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী।'

কাজ থামিয়ে ওর দিকে তাকাল স্যাম। 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমি শুনেছি আলেক স্মিথ খুব বাজে লোক। নীচু মনের।'

'কিন্তু লারসেন তা ছিল না,' বিষণ্ন স্বরে বলল হ্যাম। 'ও নিষ্ঠুর ছিল বটে, কিন্তু ও একজন হোভার্ট; এটাই হলো পার্থক্য।'

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাইছ, আঙ্কেল লারসেনকে ওরা আগে মেরেছে, তারপর জেলে ঢুকিয়েছে, এই তো?'

'ঠিক তাই,' তিক্তস্বরে বলল হ্যাম। 'ওই শেরিফ ব্যাটা স্মিথদের হয়ে কাজ করছে। এটা অন্যায়।'

'আমার মনে হয় না,' নিস্পৃহকণ্ঠে বলল স্যাম।

'তুমি তো কোন স্মিথকে খুন হতে দেখোনি, দেখেছ? তুমি কি কাউকে ওদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে দেখেছ?'

'কিন্তু আলেককে তো গ্রেফতার করেছে ওরা।'

'ছাড়া পেয়ে যাবে ও,' নিশ্চিতস্বরে বলল হ্যাম। 'ওদের বিরুদ্ধে তো কোনও অভিযোগই আনেনি ওরা। এটা স্রেফ ধোঁকাবাজি। রাকের কাছে সাধু সাজার চেষ্টা। ওকে বোঝাতে চেয়েছে যে, ওরা পক্ষপাতিত্ব করছে না।'

'তোমার ধারণা, আলেককে ওরা আটকে রাখতে পারবে না?'

'কি করে পারবে? ট্রেস স্মিথ আর পিন্টো লেভিস বাইরে। আলেককে

ওরা বের করে নেবেই।' একটু থামল ও। ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'লারসেনও অবশ্য বেরিয়ে এসেছে, তবে মৃত অবস্থায়।'

কথাটা সত্যি। রেগে উঠল স্যাম মনে মনে। আজ সকালেও ওর চোখে ল্যুক হান্টার ছিল একজন ভাল লোক। কারণ ও আলেক স্মিথকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু এখন হ্যামের কথায় ওর মত পাল্টে গেল। যুক্তি আছে হ্যামের কথায়।

আলেক স্মিথ লোক হিসেবে ভীষণ বাজে। ওদের র‍্যাঞ্চে এসে ঘরদোরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, গুলি করে মারতে চেয়েছে ওদের সবাইকে। ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, কিন্তু মারধর করা হয়নি। হ্যামের কথা সত্যি হলে নির্দিষ্ট কোন অভিযোগও আনা হয়নি ওর বিরুদ্ধে। সুতরাং ধরে নেয়া যায়, শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে যাবে লোকটা। ওদিকে লারসেনকে খুন করা হয়েছে জেলখানায়।

তীক্ষ্ণচোখে ওকে দেখছিল হ্যাম। বলল, 'অবাক হবারই কথা, স্যাম। বুড়ো আলেক স্মিথের হাতে আমাদের পরিবারের অর্ধেক লোক খুন হয়েছে। আমাদের এখান থেকে ভাগিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে ও সারাক্ষণ। এত খারাপ মানুষ আমি আর দেখিনি। ওর মেয়ে পর্যন্ত ওর সাথে থাকে না, দেখতে পারে না ওকে। ও একটা খুনী, জঘন্য খুনী। আর ওই কিনা ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যাবে জেল থেকে।'

'ওকে গুলি করে মারা উচিত!' রাগীস্বরে বলল স্যাম।

'ওদের সবাইকে গুলি করে মারা উচিত,' সায় দিল হ্যাম। 'ওরাই তো খুন করেছে লারসেনকে জেলের ভেতর।'

চট করে কিছু একটা ভেবে নিল স্যাম। দ্রুত চোখ তুলে চাইল হ্যামের দিকে। হ্যামের চোখ অন্য দিকে। বুটের ডগা দিয়ে বালিতে বৃত্ত আঁকছে সে। খুশি হলো স্যাম। ওকে চিন্তা করতে দেখেনি হ্যাম। দেখলে ঠিকই বুঝে নিত, ও কী ভাবছে।

'দেখো স্যাম,' ঘাড় ফেরাল হ্যাম, 'আলেক স্মিথ জেল থেকে বেরিয়ে এসে ফের আমাদের ওপর হামলা চালাবে। তোমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু নেই, লড়বে কি করে?'

'কী করব? রাক আমাকে পিস্তল ঝোলাবার অনুমতি দিচ্ছে না যে!' স্যামের মুখে অসন্তোষ।

'তাহলে স্মিথদের সামনে পড়লে কিভাবে সামাল দেবে? কিংবা ধরো যদি আজই ডেনিসদের কারও সাথে দেখা হয়ে যায় তোমার?'

'কী আর করা? খিঁচে দৌড় লাগাব।'

'যদি দৌড়ে ওদের হারাতে না-পারো? যদি ধরা পড়ে যাও?'

ঠোঁট কামড়াল স্যাম। 'কিছুই করতে পারব না।'

হোলস্টার থেকে নিজের সিক্সগানটি বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল

হ্যাম। 'এই নাও। এটা তোমার কাছে রেখে দাও।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ ওটার দিকে চেয়ে রইল স্যাম, তারপর মাথা নাড়ল। 'নাহ্! রাক আমাকে পিস্তল ঝোলাতে নিষেধ করেছে।'

'আরে দূর! রাকের কথা বাদ দাও তো। ওর কি আক্কেল-জ্ঞান বলতে কিছু আছে নাকি?' হালকা স্বরে বলল হ্যাম। তবে ওর গলায় প্রচ্ছন্ন বিতৃষ্ণা স্যামের কানকে ফাঁকি দিতে পারল না। ভুলটা হলো ওখানেই।

ধারাল দৃষ্টিতে হ্যামের দিকে তাকাল স্যাম। 'কে বলেছে তোমাকে ওর আক্কেল-জ্ঞান নেই?'

'না মানে,' তাড়াতাড়ি ভুল শোধরাবার চেষ্টা করল হ্যাম, 'আসলে আমি বলছিলাম কী-মানে, তোমারও যে বিপদ-আপদ থাকতে পারে, রাক সেটা বুঝতে চাইছে না।'

স্যাম কঠিনস্বরে জবাব দিল, 'ও যদি মনে করে আমার বিপদ-আপদ হতে পারে, তাহলে ও নিজেই পিস্তল রাখতে বলবে। আর তুমি যদি মনে করো, আমার পিস্তল ঝোলানো উচিত, তাহলে কথাটা ওকেই জানিও। এখানে এখন ওই আমাদের মুরব্বী, তুমি নও।'

স্যামকে আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না, বুঝে নিল হ্যাম। বয়সে নিজের চাইতে ছোট চাচাতো ভাইয়ের কাছে বিতৃষ্ণার সাথে নিজের হার অনুভব করল সে। ওর চোখের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে গেল স্যাম। গোমড়ামুখে ভেঙচি কাটল ও।

ছেলেটিকে প্রায় পটিয়ে ফেলেছিল, আরেকটু সময় পেলে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া যেত, আলেক স্মিথকে খুন করাটা কতটা জরুরী। স্রেফ তাড়াহুড়া করতে গিয়ে···। তবে হতাশ হলো না হ্যাম, নিরাপত্তাসংক্রান্ত চিন্তাটা তো ওর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া গেছে।

তবে কথাটা অন্যভাবেও বলা যেত। স্যামের নিজের নিরাপত্তার কথা না-বলে যদি বলত ওর ভাই রাকের নিরাপত্তার জন্যেই ওর কাছে পিস্তল থাকা দরকার, তাহলে নিশ্চয় ও কথাটা ফেলে দিতে পারত না। যদি বলত, ভবিষ্যতে রাকের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এখনই এই সুযোগে আলেককে খুন করা উচিত, তাহলে হয়তো ছেলেটা ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত। আসলে ওর কাছে ওর ভাইকে খাটো করতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

করাল থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের দিকে পা বাড়াল সে। চাচাতো ভাইদের নিজের মতে আনতে গিয়ে বারবার বোকা বনেছে ও। ওরা কেউই লারসেনকে পছন্দ করত না। এর একমাত্র কারণ হলো, লারসেন যুদ্ধবিগ্রহসহ হরেক রকম কর্মকাণ্ডে রাকের চেয়ে যোগ্য ছিল। লারসেনের প্রখর ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে রাক কখনও নিজেকে প্রকাশ করতে পারত না। সুতরাং লারসেনের মৃত্যুতে, ধরা যেতে পারে, ওরা সবাই খুশিই হয়েছে।

রান্নাঘর থেকে লিজ দেখল ওকে নিজের বেডরুমে ঢুকতে। এর কিছুক্ষণ

পর দেখল রাইফেল হাতে বেরোতে। 'দূরে যাচ্ছ নাকি, হ্যাম?' জানতে চাইল সে।

'আরে, না,' হালকাস্বরে জবাব দিল ও। 'গতকাল র‍্যাঞ্চের ওই দিকটায় হরিণ দেখেছিলাম কয়েকটা। দেখি, একটা দুটো মেরে আনা যায় কি না···' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইনকোয়ারার অফিসের ওপরতলায় একটা ঘরে রাতের খাবার খেতে বসেছে রোজ ক্লিফম্যান আর রিটা স্মিথ। নতুন ঘরে এটাই তাদের প্রথম ভোজন। ঘরটায় এর আগে থাকত দু'জন উকিল। স্মিথ আর হোভার্টদের পারিবারিক লড়াইয়ে আইনগত সাহায্যের বিনিময়ে পয়সা কামাতে এসেছিল ওরা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দুই পরিবারের লড়াইয়ে আইনের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই দেখে একসময় দু'জনই উৎসাহ হারিয়ে বেকারত্বের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যায়। সেই থেকে খালি পড়ে ছিল ঘরটা।

খাওয়া দাওয়া সেরে এঁটো থালাবাসন একপাশে জড়ো করে রেখে জানালার পর্দা টেনে দিয়ে শোবার আয়োজন করছে ওরা, এমন সময় সিঁড়ির গোড়ায় পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দরজা খুলে বাইরে তাকিয়ে ল্যুক হান্টারকে দেখল রোজ। পা টেনে টেনে প্রায় শামুকের গতিতে উঠে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। ওর পায়ের দিকে তাকাল রোজ। ব্যান্ডেজ বাঁধা। গত রাতে খ্রী এস থেকে আসার পথে তাড়া খেয়েছিল স্মিথদের। শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে পারলেও একটা গুলি এসে বিঁধেছে ডান উরুতে।

আলেক স্মিথকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আহত হওয়ায় আজ সকাল থেকেই ওর ওপর মন প্রসন্ন ছিল রোজের। কিছুটা সহানুভূতিও জেগেছিল। কিন্তু বিকেল বেলায় আবার লোকটার ওপর মেজাজ বিগড়ে গেছে ওর। মাথা ঠিক নেই লোকটার। জেম ক্লিফম্যান হত্যার ব্যাপারে রিটাকে নাকি জেরা করবে। বিকেলে রোজকে জানিয়ে দিয়েছে, আজ রাতেই আসবে সে ওদের ঘরে। রোজ বলেছিল, এতবড় একটা ধকলের পর মেয়েটাকে আরেকটু সুস্থির হবার সময় দেবার জন্যে। তখন যত ইচ্ছে জেরা করুক ও, কারও আপত্তি থাকবে না। কিন্তু গোঁয়ার লোকটা ওর কথায় কানই দেয়নি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়েছে দু'জনের মধ্যে। তবে একটা ব্যাপারে অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে লোকটা। কোন অবস্থাতেই রোজের সাথে জেম ক্লিফম্যানের সম্পর্কের কথা ফাঁস করে দেবে না। কিন্তু তারপরও খুব একটা খুশি হতে পারেনি রোজ।

দরজা থেকে সরে গিয়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে দিল রোজ। রিটার দিকে তাকিয়ে 'ইভনিং' বলল ল্যুক, তারপর রোজের দিকে চেয়ে দায়সারাভাবে মাথা ঝাঁকাল। ফের রিটার দিকে ফিরে বলল, 'দুঃখিত ম্যাম, তোমার বাবাকে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার না করে পারলাম না।'

'দুঃখ পাবার কিছু নেই, ল্যুক। তুমি তোমার কাজ করেছ। বসো।'

একটা চেয়ার টেনে বসল ল্যুক, টুপি খুলে মেঝের ওপর রাখল।

আচ্ছা ভণ্ড তো লোকটা! বিরক্তির সাথে ভাবল রোজ। *এক্ষুনি আবোলতাবোল জেরা করে অতিষ্ঠ করে তুলবে মেয়েটাকে, অথচ ভাব দেখাচ্ছে যেন কত বিনয়ী আর ভদ্র!*

কিন্তু ওর ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে সরাসরি কাজের কথায় চলে এল ল্যুক। 'আজকের রাতটা তোমার জন্যে খুব মন খারাপের হতে পারে, রিটা। একটু পরেই হয়তো তুমি ভাবতে বাধ্য হবে যে, এ আপদটা কেন এসে জুটল?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রোজ। নিজের কাছে স্বীকার করতে না চাইলে মনে মনে অনুভব করল, নাহ্, আর যা-ই হোক ভণ্ড নয় লোকটা। উঠে যাবার ইচ্ছে নেই ওর, তবু ভদ্রতা করে বলল, 'যাই, থালাবাসনগুলো ধুয়ে ফেলি।'

'ব্যস্ত হবার দরকার নেই।' ওর দিকে ফিরল ল্যুক। 'তুমি এখানে থাকো। রিটার হয়তো তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে। আমি রেগে টেগে গেলে থামিয়ে দিয়ো আমাকে।' হাসল ও, আন্তরিক হাসি।

বিপন্ন মুখে রোজের দিকে চাইল রিটা, ওর চোখে মিনতি—রোজ যেন ওকে একা রেখে না-যায়। কাঁধ ঝাঁকাল রোজ।

'কী বলতে চাও আমাকে?' জানতে চাইল রিটা।

ওর ভয়ার্ত মুখের দিকে চাইল ল্যুক। শক্ত, সুগঠিত মুখমণ্ডল; তেমন সুশ্রী নয় অবশ্য। তবে দৃঢ় ও সংবদ্ধ। চেহারা দেখে মনে হয়, ও এমন এক মেয়ে যার যে কোন সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াবার মত সাহস আছে। মনে মনে লজ্জা পেল ল্যুক। মেয়েটাকে ও সত্যি সত্যিই সমস্যায় ফেলতে যাচ্ছে। পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ঠাসল ও, আগুন জ্বালাল। লম্বা টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কথাটা জেম ক্লিফম্যানকে নিয়ে।'

চকিতে যেন হিংস্রতা ফুটে উঠল রিটার মুখে, মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই। মেয়েটার জন্যে করুণা হলো ল্যুকের, কিন্তু মনে মনে নিজেকে শক্ত করে নিল। বলল, 'আমরা জেনেছি, জেম ক্লিফম্যানকে খুন করা হয়েছে খ্রী এস র‍্যাঞ্চের সীমানায়।'

'আমরা মানে কারা?' তীক্ষ্ণ সুরে জানতে চাইল রিটা।

'গাধা!' নিজেকে গাল দিল ল্যুক। 'মুখ সামলে কথা বলতে শেখোনি এখনও।' রিটার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি এবং যে আমাকে পাঠিয়েছে।'

'তোমাকে কে পাঠিয়েছে, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল রোজ। ওর গলায় কৌতূহল। অনেক দিন ধরে কথাটা জানতে চাইছিল ও। এখন রিটার কথায় সুযোগটা পেয়ে যাওয়ায় খুশি হয়ে উঠল ওর ওপর।

হাঁটুর ওপর হাত রেখে সামনে ঝুঁকল ল্যুক, রিটাকে বলল, 'আমি

তোমাকে সব জানাব, রিটা। আগে তুমি সব কথা বলে ফেলো। আসলে সেদিন কী হয়েছিল?'

'সে খবরে তোমার কাজ কী?'

'আমিই তোমাকে প্রশ্ন করছি,' রেগে উঠল ল্যুক। 'তুমি না। তুমি শুধু জবাব দেবে।'

'উঁহুঁ,' আপত্তি জানাল রোজ। 'তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছ, হান্টার।'

হেসে ফেলল ল্যুক, হেলান দিয়ে বসল ফের। সহজস্বরে বলল, 'আমি এখানে একটা কাজে এসেছি, রিটা। বলতে পারো, ব্যবসায়িক কাজ। জেম ক্লিফম্যান হত্যারহস্যের কিনারা করতে পারলে দশ হাজার ডলার পাব আমি।' জেম ক্লিফম্যানের হত্যাকারীকে খুঁজে দেয়ার ব্যাপারে জন ম্যাডলের সাথে ব্যবসায়িক আলাপের কথা ওদের জানাল সে।

ওর কথা শেষ হতেই রিটা বলল, 'এভাবে টাকা কামানোয় কোন গৌরব নেই, হান্টার। খুনীকে খুঁজে বের করে ধরিয়ে না-দিয়ে তুমি ওকে ব্ল্যাকমেইলও তো করতে পারো, তাই না?'

'জানি আমি,' মাথা নাড়ল ল্যুক, 'এর আগে দক্ষিণে ছিলাম বলতে দ্বিধা নেই, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে করে। এ কাজটায় দশ হাজার ডলার পেলে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে, চমৎকার একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হতে পারব আমি। এ-অবস্থায় টাকাটা কিভাবে পাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়, এমনকি ব্ল্যাকমেইল হলেও না।'

'খুব খাঁটি কথা বলেছ বটে, হান্টার!' হাসল রোজ।

সকৌতুকে ওর দিকে চাইল ল্যুক, রিটার দিকে ফিরল, 'ঠিক আছে, ম্যাম। মোদ্দা কথা হলো, আমি তোমার সাহায্য চাই। করবে তুমি?'

'মনে হয় না,' মৃদু স্বরে বলল রিটা।

রাগল না ল্যুক। বোঝাবার ভঙ্গিতে বলল, 'আমরা জেনেছি, জেম ক্লিফম্যানকে প্রথমে তুমিই দেখেছিলে মৃত অবস্থায়। কিন্তু খবরটা কাউকে জানাওনি। তুমি চেয়েছ, তোমার বাপ-ভাই কিংবা তোমাদের ফোরম্যান এরাই কেউ খুঁজে পাক লাশটা। যাহোক, সেটা ওরা পেয়েছে এবং চুপি চুপি হোভার্ট র‍্যাঞ্চে ফেলে এসেছে। কেন বলো তো?'

'কেন, তুমি জানো না আমাদের মধ্যে যে লড়াই চলছে? শত্রুকে ঘায়েল করার এমন মোক্ষম সুযোগ আর কোথায় পাবে ওরা?'

ওর কথায় কান দিল না ল্যুক। বলে চলল, 'কাজটা করার পর ওরা যদি শেরিফকে এসে বলত হোভার্টরা ওকে খুন করেছে, তাহলে না-হয় বুঝতাম। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, কাজটা ওরা সে-উদ্দেশ্যে করেনি। তাহলে কেন করল?'

চুপ করে রইল রিটা।

'তাহলে কেন, রিটা?' আবার জিজ্ঞেস করল ল্যুক। 'তুমি যখন লাশটা

সবার আগে দেখলে, তখন কেন তোমার পরিবারের কাউকে জানালে না?'

রিটা নিরুত্তর। কোন ভাবান্তর নেই ওর মুখে।

'বলবে না আমাকে?'

'আমি তোমাকে শুধু একটা কথাই বলব,' মুখ খুলল রিটা, 'লোকটাকে আমি মৃত অবস্থায় দেখেছিলাম। ওকে পেছন থেকে গুলি করে মারা হয়েছিল।'

'সেটা আমি জানি,' অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ল্যুক। 'আমি এখন শুনতে চাই, তারপর কী হলো? কাকে তুমি বাঁচাতে চেয়েছিলে। হোভার্টদের ফাঁসাবার উদ্দেশ্য নেই, তবুও লাশটা ওদের সীমানায় ফেলে আসা হলো কেন? তোমার পরিবার চেয়েছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে, তুমিও চেয়েছ। কিন্তু কেন?'

টেবিলের কোনা খামচে ধরে রুদ্ধশ্বাসে রিটার দিকে চেয়েছিল রোজ, ও তাকাতেই চোখ সরিয়ে নিল। 'খোদার কসম,' ক্লিষ্ট হাসি হাসল ও। 'কেউ ভাবছে না যে, ক্লিফম্যানকে তুমিই খুন করেছ। তুমি ওকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলো, রিটা। শুনে ও চলে যাক।'

'আমি পারব না,' নিচু অস্পষ্ট স্বরে বলল রিটা। 'আমি বলতে পারব না। তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো, আমাকে নিয়ে। কিন্তু আমি···আমি···'

অসহায় চোখে রোজের দিকে চাইল ল্যুক। 'ওর কী হয়েছে, রোজ।'

'অনেক কিছুই,' রূঢ়স্বরে বলল রোজ। 'দয়া করে ওকে একটু একা থাকতে দাও। নাকি,' শ্লেষ ফুটল মেয়েটার গলায়, 'নাকি নিয়ে গিয়ে জেলে ঢোকাবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যুক। রোজ ঠিকই বলেছিল, ওর কাছে মুখ খুলবে না মেয়েটা। এখন মনে হচ্ছে, রোজকেও কিছু বলবে না। মেঝে থেকে স্টেটসনটা তুলে নিল ও, মাথায় চাপাল। তারপর রিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, ম্যাম।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, হান্টার। কিন্তু তবু আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। হলে অবশ্যই বলতাম। এতবার বলার দরকার হত না।'

'গুড নাইট,' মৃদুস্বরে বিদায় সম্ভাষণ জানাল ল্যুক, বেরিয়ে গেল।

ব্যাপারটা এভাবে হবে না, বুঝতে পারছে ও। এখন ওকে কঠোর হতে হবে–এবং তাতে রিটা আঘাত পাবে, কষ্টও পাবে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

অফিস কক্ষে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল শেরিফ বার্ক, ল্যুক ঢুকতেই চোখ তুলল। 'কী খবর?'

'কথা বলবে না মেয়েটা।'

'জানতাম।' মাথা দোলাল শেরিফ।

'তোমার সাথে কথা আছে, শেরিফ।'

আবার পড়ায় মন দিতে যাচ্ছিল শেরিফ, ল্যুকের কথায় চোখ তুলল ফের। 'কী কথা?'

'আলেক স্মিথ কিছু কিছু জানে এ সম্পর্কে। কাজটা তারা সবাই মিলে করেছিল। আমি এখন ওকে জিজ্ঞেস করব জেল থেকে ছাড়া পাবার বিনিময়ে ও ক্লিফম্যানের খুনের ব্যাপারে মুখ খুলবে কি না।' থামল ও, শেরিফের দিকে চাইল। শেরিফের চোখে অনিশ্চিত দৃষ্টি। 'ভয় নেই, ওকে ফের জেলে ঢোকাব আমি। বাইরে থাকলে ও আমাদের আর হোভার্টদের জন্যে একই সাথে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের খতম করার চেষ্টা সে করবেই।'

ধীরে সুস্থে খবরের কাগজটা ভাঁজ করে একপাশে রাখল শেরিফ, তারপর তাকাল ল্যুকের দিকে। 'ঠিক আছে। তবে আমার ধারণা তোমার মাথায় দোষ আছে, হান্টার। বাজি ধরে বলতে পারি, ওর ক্যাম্প থেকে ওকে দ্বিতীয়বার বের করে এনে গ্রেফতার করার সাধ্য গোটা ইউএসএস আর্মিরও নেই।'

'বেশ, তুমি শুধু দেখেই যাও, শেরিফ।'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ও। করিডরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। ওটা নামিয়ে নিল। স্মিথের সেলের দিকে গেল। ডাক শুনে উঠে বসল আলেক স্মিথ। লণ্ঠনটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে বারের ওপর হাত রাখল ল্যুক। বলল, 'ছাড়া পেলে কেমন লাগবে তোমার বলো তো?'

'বেশ, আক্কেল খুলেছে তাহলে এতক্ষণে···'

'ওসব কিছু না,' হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ল্যুক। 'তোমাকে আমি কিছু কথা বলব। আমি জানি, হোভার্টকে তুমি খুন করোনি। কারণ, ও খুন হওয়ার সময় তুমি ছিলে হোভার্ট র‍্যাঞ্চে, হামলা চালাচ্ছিলে ওদের ওপর। সুতরাং তোমার অ্যালিবাই আছে, তবে সমস্যা হলো ওই অ্যালিবাই দিতে গেলে আবার ফেঁসে যাবে তুমি অন্যের সম্পদ ও ঘরবাড়ি ভাঙচুর এবং তাতে অগ্নিসংযোগের দায়ে। তাই হোভার্টকে খুন না করেও ওকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হয়েছ তুমি—কারণ, জানো, মুখ খুললেও বিপদ। আশা করি নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝতে পারছ?'

চুপ করে রইল আলেক, জবাব দিতে পারছে না।

'তবে একটা ব্যাপারে যদি মুখ খোলো, তাহলে এসব ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতে পারো।'

'কোন ব্যাপারে?'

'মৃত ক্লিফম্যানের ব্যাপারে। কী জানো তুমি ওর সম্পর্কে? রিটার পরে তুমিই ওর মৃতদেহ দেখতে পেয়েছিলে, তাই না? এরপর তোমরা ওটা চুপিচুপি হোভার্ট রেঞ্জে ফেলে এসেছিলে। কিন্তু ওকে খুনের অভিযোগে হোভার্টদের ফাঁসাবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করোনি। কেন করোনি, স্মিথ? কে তোমাদের নিষেধ করেছিল?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল আলেক স্মিথ। 'এই তাহলে ব্যাপার, অ্যাঁ?

তুমি আমার কাছ থেকে ক্লিফম্যানের খুনের ব্যাপারে তথ্য চাও?'

'হ্যাঁ।'

'জাহান্নামে যাও!' খেঁকিয়ে উঠল আলেক, মুখ ফিরিয়ে নিল ল্যুকের দিক থেকে। সরে গিয়ে ফের শোবার আয়োজন করছে, ঠিক সেসময় রাস্তার দিক থেকে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। আলেকের মাথার ওপর দিয়ে গুলি বিঁধল ওপাশের দেয়ালে। লাথি মেরে লণ্ঠনটা উল্টে দিল ল্যুক, পিস্তল বের করল। চোখের কোণে রাস্তার দিকের একটা বিল্ডিংয়ের পাশ থেকে কমলা রঙের আলোর ছটা দেখেছিল, পিস্তল খালি করে ফেলল ওদিক লক্ষ্য করে। তারপর ঘুরে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামল। ওর আহত পায়ে চিনচিনে ব্যথা অনুভব করছে, পাত্তা দিল না। অফিস পেরিয়ে বার্ককে দেখতে পেল রাস্তার পাশে সাইডওঅকে দাঁড়িয়ে আছে।

'রাস্তার ওপাশে!' ছুটতে ছুটতে চেঁচিয়ে বলল সে, বার্ককে অতিক্রম করে গেল। ওর পিছু পিছু ছুটল বার্ক নিজেও। দুটো বিল্ডিংয়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে গলিপথে গিয়ে পড়ল। অন্ধকার গলির অপর মাথায় ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। দেরি হয়ে গেছে জেনেও শব্দ লক্ষ্য করে দুটো পিস্তল খালি করে ফেলল দু'জনে।

'মারা গেছে আলেক?' শেরিফ জানতে চাইল পিস্তল রিলোড করতে করতে।

নিজের পিস্তলে গুলি ভরতে শুরু করল ল্যুক। 'না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ। 'যাক বাবা, বাঁচোয়া! কিন্তু কাজটা কার?'

'লণ্ঠনটা নিয়ে আসো। জায়গাটা দেখি একটু ঘুরেফিরে।'

শেরিফ লণ্ঠন নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত জায়গা থেকে নড়ল না ল্যুক। তারপর দু'জনে মিলে লণ্ঠনের আলোয় ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল।

এবড়োখেবড়ো গলি পথে খুঁজতে খুঁজতে সামনে এগোল ওরা। আততায়ীর ঘোড়াটা যেখানে বাঁধা ছিল, সেখানে পৌঁছল। শক্ত, এবড়োখেবড়ো মাটিতেও স্পষ্ট ফুটে আছে ঘোড়ার খুরের তরতাজা দাগ।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ল্যুক। 'ছাদে উঠতে হবে। নিচ থেকে ঠেলে ধরো আমাকে, বার্ক।'

'উঁহু,' বাধা দিল শেরিফ, 'আমি উঠব। ধরো, আলোটা হাতে নাও।'

লণ্ঠন হাতে নিল ল্যুক। উঠতে সাহায্য করল শেরিফকে, লণ্ঠনটা দিল ফের।

রিজপোল ধরে হাঁটতে শুরু করল বার্ক ফলস ফ্রন্টের দিকে। কিছুদূর গিয়ে থামল হঠাৎ। একটু পরে গলা শোনা গেল, 'এখানে রক্ত, ল্যুক। বেশি নয়, কয়েক ফোঁটা মাত্র।'

ঘোঁৎ করে সায় দিল ল্যুক। আরেকটু গিয়ে ফলস ফ্রন্টে পৌঁছল বার্ক।

ওখান থেকে হাজতঘরের জানালা দিয়ে তাকালে ভেতরটা পর্যন্ত দেখা যায়। এখানেই বসেছিল লোকটা, অনেকক্ষণ। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো ভাঙাচোরা ম্যাচের কাঠি দেখে অনুমান করল বার্ক।

নিচে নেমে এল ও। চোয়াল চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'ওখানে বসেছিল লোকটা, লণ্ঠন নিয়ে কেউ সেলে ঢুকলে সেটার আলোয় আলেককে দেখে নিয়ে গুলি ছুঁড়বে সে-আশায়। তুমি আলো হাতে ঢুকতেই সুযোগ পেয়ে যায় ও। তবে ব্যর্থ হয়েছে লোকটা, দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্যক্রমে কে জানে?'

নিঃশ্বাস ফেলল ল্যুক, মনে মনে খিস্তি আওড়াল। দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে ফিরতি পথ ধরল ওরা। আচমকা থমকে দাঁড়াল ও। হাঁটু গেড়ে বসে গেল। ওর ইঙ্গিতে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে গেল শেরিফ। একটা উইনচেস্টার কারবাইন দেখতে পেল, পড়ে আছে একপাশে। গ্রিপের কাছে স্টক ভাঙা।

'এটা একটা আলামত,' জিনিসটা হাতে নিল ল্যুক। এটা দিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করা যাক।' উল্টে পাল্টে দেখতে গিয়ে অপর পিঠে দুটো অক্ষর খোদাই করা দেখতে পেল ওরা। *এইচ এইচ।*

'হ্যাম হোভার্ট!' বিড়বিড় করল শেরিফ। 'প্রমাণ হিসেবে এটাই যথেষ্ট। কী বলো?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যুক। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, বহুদিন পরে এটা একটা ভাল খবর, শেরিফ। আচ্ছা, কমিশনার কি তোমাদের টাকা-পয়সা দেয় না?'

'কী জন্যে?'

'আরে, হ্যাম হোভার্টকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে কিছু পুরস্কার ঘোষণা করো, লেজ তুলে পালাবে ও তল্লাট ছেড়ে। কখনও আর এমুখো হবার নাম নেবে না। ও চলে গেলে বাকি হোভার্টদের কেউই আর লড়াই চালাতে উৎসাহ পাবে না। ওরা সবাই শান্তিপ্রিয়। তাহলে স্মিথরা লড়বে আর কার সাথে? তারপরও যদি ওরা একতরফাভাবে লড়াই করতে আসে, তখন আইন তাদের ক্যাঁক করে ধরবে। হা হা হা!'

নয়

ক্যানিয়নের শেষ প্রান্তে এসে ঘোড়া থামাল হ্যাম হোভার্ট। ভয় পেয়েছে ও আতঙ্ক যেন লোহার দণ্ডের মত শক্ত হয়ে হাতুড়ি পেটাচ্ছে বুকের ভেতর। অতি কষ্টে কাঁপুনি থামাল ও, নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পাতল। মিনিট দুয়েক

ধরে রাতের বিচিত্র শব্দ শুনল, আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে এল পেশী। ঘোড়ার খুরের কিংবা ওই জাতীয় কোনও শব্দ কানে আসেনি ওর। হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হয়ে এল।

বাম বাহুতে ব্যথার অনুভূতি পুরোপুরি সচেতন করে তুলল ওকে। ব্যথার জায়গাটায় হাত বুলিয়ে টের পেল জায়গাটা ভেজা। রক্ত?

গলায় বাঁধা রুমালটা খুলে নিয়ে ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করল সে। বার কয়েক ওপর-নিচ করল হাতটা। না, খুব একটা সমস্যা হচ্ছে না। আড়ষ্টভাবটা কেটে গেছে মোটামুটি। হাসল আপন মনে। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে আজ!

পরক্ষণে হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। রিজপোল বেয়ে নামার সময় ল্যুক হান্টারের ছোঁড়া গুলির ধাক্কায় ভারসাম্য নড়ে গিয়েছিল ওর। ফলে পড়ে যাবার ভয়ে রিজপোল আঁকড়ে ধরতে গিয়ে রাইফেলটা হাতছাড়া হয়ে যায়। পড়িমরি করে মাটিতে নেমেই ছুট লাগায় ও একটু দূরে বাঁধা ঘোড়ার দিকে। শেরিফ বার্ক আর ল্যুক হান্টার ওর পিছু ধাওয়া করছে টের পেয়ে অন্ধকারে রাইফেল খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। তাড়ার মুখে কোনমতে ঘোড়া নিয়ে ভেগেছে।

এতে অবশ্য সমস্যা হত না। অন্ধকারে রাইফেলটা ওরা খুঁজে নাও পেতে পারে–কিংবা পেলেও শুধু রাইফেল দেখে মালিকের পরিচয় উদ্ধার করা সম্ভব হত না। কিন্তু, আতঙ্কের সাথে ভাবল হ্যাম, ওর পরিচয় বের করাটা পানির মত সহজ। কারণ রাইফেলের স্টকে ওর নামের দুটো আদ্যাক্ষর খোদাই করে লেখা: *এইচ. এইচ*। সুতরাং আপাতত ল্যুক হান্টারের হাত গলে বেরিয়ে আসা গেলেও নিজের পরিচয় কিন্তু গোপন রাখতে পারেনি।

অন্ধকারে ভূতের মত চুপচাপ বসে রইল হ্যাম। জানে, আজকের এ-ঘটনা ওর জীবনের গতি পাল্টে দেবে। আগের অবস্থানে ফিরতে পারবে না ও আর কোনদিন। ফিরতে গেলেই কপালে জুটবে নিশ্চিত জেল–ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ওর চাচাতো ভাই-বোন রাক, স্যাম আর লিজের সাথে। ল্যুক হান্টারের মোকাবিলা করা ওর সাধ্যে কুলোবে না। আট-আটজন মানুষকে ঘোল খাইয়ে যে-লোক আলেক স্মিথের মত বুড়ো ঘাগুকে নিজের র‍্যাঞ্চ থেকে পাকড়াও করে নিয়ে এসে জেলে ঢোকাতে পারে, সে-লোকের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চাট্টিখানি কথা নয়। নাহ্, ওর পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওর জন্যে চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে সে-পথ।

দুটো পথ খোলা আছে এখন। ওকে হয় এ-দেশ ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে হবে অথবা থাকতে হবে এখানে। ও চলে গেলে ওদের পরিবারে লড়াই চালানোর মত আর কেউ নেই। রাক লড়াই বাদ দিয়ে স্মিথদের সাথে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। আর ও যদি চলে না যায়, তাহলে

থাকতে হবে চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে। এখন থেকে ওকে চলতে হবে অচেনা অন্ধকার ট্রেইলে ক্ষুধায় কাতর আর ঠাণ্ডায় কাহিল শরীর নিয়ে। সারাক্ষণ থাকতে হবে ধরা পড়ার আতঙ্কে অস্থির, সদা সতর্ক। নিজের জন্যে দুঃখ হলো ওর, একই সাথে কিছুটা উত্তেজনাও বোধ করল। ওকে ওরা ধরতে পারেনি। এদিকে সে এখন রাকের মতামতের তোয়াক্কা করে না। মনে হচ্ছে, একা ও স্মিথদের বিরুদ্ধে যতটা করতে পারবে, রাক আর ল্যুক মিলে তার অর্ধেকও করতে পারবে না।

ওর চোখে রাক হোভার্ট যা, ল্যুক হান্টারও তাই; দু'জনেই শত্রু। রাককে ঘৃণা করে ও ওর দুর্বল আর প্যানপ্যানে স্বভাবের জন্যে। সারাক্ষণ ভাল-মন্দ আর উচিত-অনুচিতের বাছ-বিচার নিয়ে ব্যস্ত। পুরুষের মত রুখে দাঁড়াতে পারে না শত্রুর সামনে। আর ল্যুক হান্টার লোকটা সাহসী এবং গোঁয়ার। এখন আবার আইনের লোক সেজেছে। দু'জনকেই ঘৃণা করে ও।

লড়াই সম্পর্কে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা আছে হ্যামের। ওর মতে, খুন-জখম, রাসলিং, অগ্নিসংযোগ, অ্যামবুশ–এসব কিছুই লড়াইয়ের অংশ। যেভাবেই হোক, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করাই হলো আসল কথা। এ-ব্যাপারে বাবা লারসেন হোভার্টের সাথে মতের মিল ছিল ওর। কিন্তু রাক হোভার্ট ওসব পছন্দ করে না। কিন্তু ওর তোয়াক্কা করে না সে এখন আর। রাককে সব কিছুর জবাব দেয়া হবে। এখন না, আগে স্মিথদের শায়েস্তা করতে হবে। এ ছাড়া ল্যুক হান্টারের পাওনাও মিটিয়ে দেবে, কড়ায় গণ্ডায়। ওর নিজের নিয়মেই।

কিন্তু এখন সব কিছুর আগে দরকার খাবার। আচ্ছা, সে কি এখন র‍্যাঞ্চে যাবে? শেরিফ বার্ক আর বেজন্মা ল্যুক হান্টার নিশ্চয় এখনও পৌঁছেনি ওখানে। তার আগে একবার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

তুমুল গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে র‍্যাঞ্চে পৌঁছল ও। ওর ঘোড়ার অবস্থা কাহিল। ওটাকে করালে বেঁধে বেরিয়ে এসে ঘরের চারপাশে চক্কর লাগাল। আলো জ্বলছে ভেতরে তবে কারও কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। সাবধানে উঁকি দিয়ে লিজকে দেখল সে, সামনের রূমে বসে সেলাই করছে। একপাশে পড়ার টেবিলে চুপচাপ বসে আছে চাচাতো ভাই স্যাম।

করালে গিয়ে ঢুকল ও আবার। তরতাজা একটা ঘোড়া বেছে নিয়ে পিঠে স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এল। ঘরের দিকে এগোল।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও, লিজ মুখ তুলে চাইল। দরজা ভেজিয়ে দিল হ্যাম। জানতে চাইল, 'রাক কোথায়?'

'তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?' ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে চোখ পড়তেই উঠে দাঁড়াল। 'কী ব্যাপার, হ্যাম? কী হয়েছে তোমার হাতে?'

নেকড়ের মত ধূর্ত চোখে তাকাল হ্যাম। হাসল। 'কিছু না–উপহার।

ল্যুক হান্টারের তরফ থেকে পাওয়া!'

নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল ও। ওর পিছু পিছু গেল লিজ আর স্যাম, দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দেখছে ওকে চুপচাপ।

বিছানার ওপর থেকে দুটো কম্বল, ফরটি ফাইভ ও পয়েন্ট থার্টি-থার্টি গুলির দুটো বাক্স নিল হ্যাম—বেরিয়ে এল। সামনের ঘরে টেবিলের ওপর রাখল সব।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি, হ্যাম?' জানতে চাইল লিজ।

ওর দিকে ঘুরল হ্যাম। 'চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'চলে যাচ্ছ? কেন?'

'জেলে পচে না-মরার জন্যে!' খোঁৎ করে উঠল হ্যাম। রাকের শোবার ঘরে ঢুকে একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এল ফের। 'রাককে বোলো, ওর রাইফেলটা নিয়ে গেছি আমি।'

'রাক পছন্দ করবে না ব্যাপারটা,' স্যাম আপত্তি জানাল।

'রাক পছন্দ করবে না, না? ঠিক আছে, পছন্দ করতে না-পারলে আমার কাছে গিয়ে নিয়ে আসতে বোলো।'

'হ্যাম,' উদ্বিগ্নমুখে ডাকল লিজ। 'তোমার কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে বলো তো?'

'ল্যুক হান্টারকে গিয়ে জিজ্ঞেস কোরো,' ঠাণ্ডাস্বরে বলল হ্যাম। কিচেনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এক থলে বিস্কুট, এক থলে কপি, একটা ফ্রাইং প্যান, দুটো খালি ক্যান আর গোটা কয়েক দেশলাই লাগবে আমার। নিয়ে আসো।'

চুপচাপ ওর ফরমায়েশ মত জিনিসগুলো এনে দিল লিজ। রাইফেল ছাড়া বাকি জিনিসগুলো বেডরোলে ভরে নিল হ্যাম। তারপর লিজের কাপড় শুকানোর রশিটা খুলে নিয়ে ওটা দিয়ে বাঁধল শক্ত করে। একহাতে রাইফেল আর অন্যহাতে বেডরোল নিয়ে বেরোল ঘর থেকে। ওর পেছন পেছন লণ্ঠন নিয়ে বেরোল স্যাম। ঘোড়ার কাছে গিয়ে বেডরোলটা ক্যান্টলের সাথে আটকে রাখছে, এমন সময় ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনল হ্যাম। ঝট করে সোজা হলো ও, ঝাপ্টা মেরে স্যামের হাত থেকে লণ্ঠনটা ফেলে দিল। লাফ দিয়ে স্যাডলে চড়ল সে, হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

এক সেকেন্ড পরেই রাক এসে ঘোড়া থামাল লিজের পাশে। 'কে গেল? হ্যাম, না?'

'হ্যাঁ। ও বোধ হয় কোন সমস্যায় পড়েছে, রাক।'

ওর মুখের কথা শেষ না-হতেই রাইফেলের গর্জন শোনা গেল, লিজের মাথার ওপর দিয়ে গুলি বিদ্ধ হলো জানালায়। কাচ ভাঙার ঝন ঝন আওয়াজ শোনা গেল। লাফ দিয়ে সরে গেল লিজ, আড়াল নিল। নিজের ঘোড়া থেকে তখনও নামেনি রাক, খিস্তি আউড়ে সরে গেল সেও।

রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে রাখল হ্যাম। মৃদু হেসে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে ওর চিন্তা কোন খাতে চলছে, একটা গুলিতেই তা বুঝিয়ে দেয়া গেছে ওদের। ওরা কাপুরুষ, লড়াইকে ভয় পায়। ঠিক আছে, ওদের লড়াই সে নিজেই লড়বে। আর তাতে জয়ীও হবে সে। কিন্তু ও আর ফিরে আসবে না—ওদের ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার থোড়াই কেয়ার করে হ্যাম। তাছাড়া রাকদের প্রতি নিজের মনোভাবটাও পরিষ্কার জানিয়ে দিতে পেরেছে সে।

গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে এগিয়ে চলল সে, সোজা পুবদিকে। অনেকদূরে একটা নিঃসঙ্গ ক্যানিয়নে ওর চেনা একটা ক্যাম্পিং স্পট আছে। ওখানেই থাকবে ও এখন থেকে।

মেজাজ খারাপ ট্রেস স্মিথের। ব্রেকফাস্টের টেবিলে সবাইকে হাবেভাবে জানিয়ে দিল সেটা। গতকাল বিকেলে পুরো এক বোতল হুইস্কি গেলার পর শপথ করে বলেছিল, সে একাই আলেক স্মিথকে জেল থেকে বের করে আনার জন্যে হিডেন যাচ্ছে। বলেছিল, ওর রাইডাররা সবাই ভীতুর ডিম। ওর সাথে যাবার সাহস পর্যন্ত কারও নেই। মাতাল বলে রাইডাররা প্রথমে ওর কথায় কান না-দিলেও দু'এক জনের মাথা গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথার পিন্টো লেভিসের সময়োচিত হস্তক্ষেপে তা ঘটেনি। ওর হাতে গোটা দুয়েক মাঝারি মাপের ঘুসি খেয়ে ঘোর কেটে যায় ট্রেসের। টলতে টলতে উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ে ও নিজের ঘরে। পরবর্তী চোদ্দ ঘণ্টার টানা ঘুম শেষে আজ সকালে শোয়া থেকে উঠেছে ঠাণ্ডা মেজাজ ও পরিষ্কার মাথা নিয়ে।

গতকাল বিকেলের কথা বলতে গেলে কিছুই মনে নেই ওর। পিন্টোর কথায় এখন আবছা আবছা মনে পড়ছে। ঠাণ্ডা মাথায় গত কালের কথা ভাবতে গিয়ে আতঙ্ক বোধ করেছে ট্রেস। মাতাল অবস্থায় বাবাকে জেল থেকে বের করে আনতে গেলে নিজের কপালে কী ঘটত, পরিষ্কার বুঝতে পারছে।

কিন্তু এরপরও হতাশায় ভুগছে ট্রেস, মেজাজ খারাপ লাগছে। ওর বাবা জেলে, ওকে ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করা যায়নি এখনও। ওর লোকদের মধ্যে অসন্তোষ টের পাওয়া যাচ্ছে। মনিব জেল খাটছে ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তিকর নয় ওদের জন্যে। মনে হচ্ছে, ঠিকমত কাজে লাগানো না-গেলে বেপরোয়া হয়ে উঠবে ওরা। ওকে ঠাউরাবে অপদার্থ আর ভীরু বলে। তারপর নিজেদের ইচ্ছেমত চলতে চাইবে। সমস্যায় পড়ে যাবে ট্রেস তখন, বশে রাখতে পারবে না ওদের।

নাস্তা সেরে বাবুর্চির কাছ থেকে এক কাপ গরম পানি চেয়ে নিয়ে দ্রুত শেভ করে নিল সে, তারপর পরিষ্কার জামা পরল। চমৎকার দেখাচ্ছে ওকে

এখন–পরিষ্কার, তরতাজা। মেজাজ অনেকটা ভাল হয়ে গেল ওর।

বাঙ্কহাউসের সিঁড়ির গোড়ায় বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে পিন্টো লেভিস। কাজ বুঝে নেবে ট্রেসের কাছ থেকে। সেজেগুজে চলে এল ট্রেস ওর কাছে। 'শহরে যাচ্ছি আমি, পিন্টো।'

চুপ করে রইল ফোরম্যান।

'আমাকে গ্রেফতার করার নিশ্চয় কোন কারণ নেই? কী বলো?'

'আছে বলে তো কেউ বলেনি।'

'বেশ, আমি শহরে যাচ্ছি। ওখানে বার্কের সাথে আলাপ করব। ও জানে, ড্যাড হোভার্টদের কাউকে খুন করেনি।'

পিন্টোর চোখে উদ্বেগ ফুটে উঠতে দেখে পরিহাসের হাসি হাসল ও। 'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবা সে-ব্যাপারে কখনও মুখ খুলবে না।'

'কেন খুলবে?' উদাস স্বরে বলল পিন্টো। 'ওকে নিরাপদ রাখার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করি আমি।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, তাই তো! সেজন্যেই তো বাবা এখন জেলের ভেতর পচে মরছে।'

রাগী চোখে ওর দিকে চাইল পিন্টো। 'একজন মার্শালকে খুন করা বা একজন হোভার্টকে পথে বসানোর তুলনায় সামান্য কটা দিন জেলে থাকা খুব বেশি কিছু না, ট্রেস।'

'আচ্ছা আচ্ছা,' ওর রাগ থামাবার চেষ্টা করল ট্রেস। 'অবশ্যই না। এখন ঘোড়া বের করো। তুমিও যাবে আমার সাথে।'

উঠে দাঁড়াল পিন্টো। করালে ঢুকে দুটো ঘোড়া বেছে নিল। তারপর ওগুলোর পিঠে স্যাডল চাপিয়ে রশি হাতে বাঙ্কহাউসের সামনে এসে দাঁড়াল। একটু পরে বেরিয়ে গেল ওরা।

সামনের ঘেসো প্রান্তরটা পেরিয়ে গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল দু'জন। চুপচাপ। কথা বলার উৎসাহ পাচ্ছে না কেউ, নিজের ভাবনায় ডুবে আছে। ক্রমে ঘন পাইনের জঙ্গলে ঢুকল ওরা। উত্তর থেকে বাতাস বইছে পাইনের পাতা কাঁপিয়ে। ঠাণ্ডা, ভেজা। গলার কাছের বোতামটা লাগানোর জন্যে একটা হাত তুলল ট্রেস। শীত লাগছে।

আচমকা জঙ্গল থেকে একজনের গলা শোনা গেল।

'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও।'

সাথে সাথে আদেশ পালন করল ট্রেস। ঘোড়া থামিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল শব্দের উৎসের দিকে, দেখল লোকটাকে, ট্রেইল থেকে গজ দশেক ভেতরে একটা পাইনের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা সিক্সশূটার ওর হাতে।

হ্যাম হোভার্ট!

ওকে চেনে ট্রেস। লারসেন হোভার্টের ছেলে। কিন্তু এখন ওর মুখে এমন কিছু দেখতে পেল, যা ওকে ভাবিয়ে তুলল। খসখসে গলায় ফিসফিস করল পিন্টো, 'আমি কিন্তু স্মিথ নই, হোভার্ট। কথাটা নিশ্চয় জানো তুমি?'

হ্যাম হাসল। 'না, তোমাদের কাউকে গুলি করার ইচ্ছে নেই আমার। তবে কিছু কথা বলতে চাই।'

'ক্-ক্-কথা! ক্-কিন্তু এভাবে···' তোতলাতে শুরু করল ট্রেস।

'ধ্যাৎ, তাহলে আর কিভাবে? বলার জন্যে তোমাদের র‍্যাঞ্চে ঢুকতে গিয়ে গুলি খাবার ঝুঁকি নিতে বলো আমাকে? শোনো, স্মিথ, তোমার সাথে কিছু কথা আছে। তার আগে তোমার অস্ত্রটা মাটিতে ফেলে দাও, ঘোড়ার ওপাশে। পিন্টো, তুমিও। দাঁড়াও, একসাথে না। আগে ট্রেস ফেলুক, তারপর তুমি।'

একটু থমকাল ট্রেস। হ্যাম হোভার্ট ধোঁকা দিচ্ছে কি না ভাবছে। আগে নিরস্ত্র করে পরে খুন করার মতলব নয় তো? তবে এখন সশস্ত্র থেকেও অবস্থার কোন ইতরবিশেষ দেখল না। ওদের অস্ত্র গানবেল্টে, স্ক্যাবার্ডে; ওদিকে হ্যামের হাতে উদ্যত সিক্সশূটার। নিজেদের অস্ত্র হাতে নেবার আগেই কমপক্ষে দুটো করে গুলি খাবে দুজন। তাছাড়া হ্যামের অস্ত্রটা সরাসরি ওর দিকেই তাক করা। এই সামান্য দূরত্ব থেকে নেহাৎ আনাড়ি না-হলে কেউ মিস করবে না।

বিনাবাক্যব্যয়ে অস্ত্র বের করে ট্রেইলের ওপর ফেলল ও। পিন্টো লেভিসও একইভাবে পালন করল নির্দেশ।

'বেশ। এবার ঘোড়া থেকে নেমে হেঁটে আসো আমার কাছে।'

ওরা দুজন পাশাপাশি এগোল হ্যামের দিকে। হ্যাম পিছাতে শুরু করল। জঙ্গলের আরও ভেতরে গিয়ে থামল সে। ওর দশফুটের মধ্যে আসতেই থামার নির্দেশ দিল স্মিথদের। অস্ত্র নামাল হ্যাম, একটা পাইনের গুঁড়ির সাথে ঠেস দিয়ে রাখল। কপালের ওপর থেকে ঠেলে স্টেটসনটা পেছনে সরিয়ে দিয়ে চাইল ওদের দিকে। 'স্মিথ,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'গত চার বছর ধরে তোমাদের সাথে লড়াই করে যাচ্ছি আমরা। এখনও চলছে। তবে এখন ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত। ভাবা দরকার যার বিরুদ্ধে লড়া উচিত, তার বিরুদ্ধে লড়ছি কিনা?'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল ট্রেস, বুঝতে পারছে না ঠিক কী বলতে চাইছে হোভার্ট।

'আমরা শুধু একে অন্যের ক্ষতি করছি না–দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। আর আমাদের দু'পক্ষেরই ক্ষতি করছে ওই ব্যাটা ল্যুক হান্টার।'

'কেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলল ট্রেস। 'আমরা তো জানি, হান্টার বরং তোমাদের সাহায্য করছে।'

নিজের বাহুতে বাঁধা ব্যান্ডেজটার দিকে তাকাল হ্যাম, আলগোছে হাত

বুলাল ওটায়। তিক্তস্বরে বলল, 'এটা দেখেও কি তা-ই মনে হয়?'

'ধ্যাত্তেরি, ওকে আমার কক্ষনো পছন্দ হয়নি। তোমার হাতে ওটা কি করে হলো?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল হ্যাম। 'শুধু আমার নয়, তোমাদেরও হবে। আর বেশি দেরি নেই। গতরাতে ও চেয়েছিল আমি যেন তোমার বাবাকে খুন করি।'

'বাবাকে কি ওরা খুন করেছে?'

'না। তবে শীঘ্রিই করবে।'

আড়চোখে পিন্টোর দিকে চাইল ট্রেস। পিন্টোর মুখে বিভ্রান্তির ছাপ—হতাশায় ভুগছে বেচারা। হ্যামের দিকে ফিরল আবার। 'কী হয়েছিল, বলো তো?'

'কী হতে যাচ্ছে সেটাই আগে শোনো। ওরা আমাদের, মানে স্মিথ আর হোভার্টদের সবাইকে আগে দুর্বল করে দিয়ে পরে জেলে ঢোকানোর ফন্দি করেছে। তারপর ল্যুক হান্টার আগের মার্শাল-হত্যার মামলা ঠুকে দেবে আমাদের নামে। এরপর বিচারের জন্যে পাঠিয়ে দেবে এখান থেকে অন্য কোন জেলায়—এবং সে-মামলা ঝুলতে থাকবে বছরের পর বছর ধরে। আর আমরা যখন...'

'তুমি এতসব জানলে কি করে?'

'রাককে বলেছে ও। রাককে বলেছে ওর কাছ থেকে জেম ক্লিফম্যান হত্যা সম্পর্কে তথ্য পাবার আশায়। রাক এটাকে সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। জানো তো, ক্লিফম্যান হত্যার ব্যাপারে ও তোমাদের সন্দেহ করেছে। এখন হান্টারকে তথ্য যোগাচ্ছে যাতে করে সবগুলো স্মিথকে জেলে ঢোকানো যায়। তারপর ও এখান থেকে পালাবে। আর তথ্য যোগানোর পুরস্কার হিসেবে হান্টার ওকে পালাতে সাহায্য করবে।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে চাইল ট্রেস। 'ব্যাপারটা যদি তা-ই হয়ে থাকে, রাক তোমাকে কখনও বলত না।'

'অবশ্যই না,' তাড়াতাড়ি গল্পের ফাঁকটুকু স্বীকার করে নিল হ্যাম। 'কারণ ও আমাকে ঘৃণা করে। ও বলেছে লিজকে। আমি লিজের মুখে শুনেছি। ও আমাকে পছন্দ করে। লিজ আমাকে ওদের চলে যাবার দিনক্ষণ পর্যন্ত জানিয়েছে। বলেছে, আমিও যেন পালাই এখান থেকে।'

ওর কথাগুলো মনে মনে নেড়েচেড়ে দেখল ট্রেস। ঘটনা হয়তো এভাবেও ঘটতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, গল্পটা শোনাচ্ছে একজন হোভার্ট, যাদের বিশ্বাস করাটা শক্ত। এরা পৃথিবীর সেরা মিথ্যুক।

'তো হান্টারের সাথে তোমার কী হয়েছিল?'

'বলছি। আলেক স্মিথকে জেলে ঢোকানোর পর ওর টার্গেট ছিলাম আমি। গতরাতে সে চেষ্টাই করা হয়েছিল।'

সন্তুষ্ট বোধ করছে হ্যাম: ওর গল্প ভালই খাচ্ছে ট্রেস স্মিথ আর পিন্টো লেভিস। খেই ধরল আবার 'ও চেয়েছিল খুনের অপরাধে আমি গ্রেফতার হই, নইলে পালাবার সময় গুলি খেয়ে মরি।'

'তার মানে?'

'ঘর থেকে রাইফেল বদল হবার পরই প্রথম সন্দেহ হয় আমার। কেউ একজন আমার রাইফেলটা নিয়ে গিয়ে আমার জন্যে এটা,' পাইনের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রাখা কারবাইনটার দিকে ইশারা করল ও, 'রেখে যায়। এটা আমার রাইফেল নয়, আমারটার বার্নে ইনিশিয়াল *এইচ. এইচ.* লেখা ছিল। কিন্তু এটা দেখো, এটার বার্ন একদম ফ্রেশ।' অস্ত্রটা তুলে এনে ট্রেসের হাতে দিল হ্যাম।

দেখল ট্রেস। 'হ্যাঁ, এটার বার্ন একদম ফ্রেশ।'

হতেই হবে, ভাবল হ্যাম। মাত্র আজ সকালেই তো বার্ন করা হলো। 'এটা যে আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র বুঝতে বাকি রইল না আর। বুঝলাম, কেউ একজন চাইছে আমার ক্ষতি হোক। চিন্তা করলাম কার পক্ষে সম্ভব আমার ঘর থেকে আমার রাইফেলটা নিয়ে যাওয়া।

'গতরাতে শহরে গেলাম আমি। সেলুনে ঢুকে দেখি রাক আর শেরিফ বার্ক বসে আছে ভেতরে। কাছে গিয়ে শুনলাম আমার বাবার খুন হওয়া নিয়ে আলাপ করছে ওরা। আমাকে দেখে বার্ক বলল, "তোমার বাবাকে ছাদ থেকে রশি বেয়ে জানালায় নেমে গুলি করা হয়নি, হ্যাম, ওকে গুলি করা হয়েছে রাস্তার ওপাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে। দেখবে নাকি জায়গাটা?" আমি রাজি হলাম। শেরিফসহ একত্রে বেরোলাম সেলুন থেকে। রাক আগেই বেরিয়ে গেছে। আমি অবশ্য কিছু মনে করিনি তখন। মনে করার ছিলই বা কী?

'যাহোক আমরা দু'জন রাস্তায় নামলাম। নির্দিষ্ট বিল্ডিংটায় যাবার আগে শেরিফ বার্ক নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল আমাকেসহ। সেখানে ল্যুক হান্টার ছিল। ওকে বলল, সে যেন লণ্ঠনটা নিয়ে আলেক স্মিথের সেলে যায়। ওই সেলে আমার বাবাও ছিল। ল্যুককে বলল, সে আমাকে দেখাতে চায় কিভাবে ওপাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে সেলুনের জানালাপথে ভেতরের সবকিছু দেখা যায়। এতে কিছুটা সময় ওখানে নষ্ট হয়। তারপর ফের রাস্তায় নামি আমরা, ওপাশে পুরানো অ্যাসে অফিসের পেছনে চলে যাই। অ্যাসে অফিসটা চেনো তো?'

'চিনি,' মাথা দোলাল ট্রেস।

'বেশ। তো আমরা ওটার পেছনে গেলাম, বার্ক বলল, "এখান দিয়ে ছাদের সামনের ভাগে চলে যাও। দেখবে ওখান থেকে সেলের ভেতর পুরোটাই দেখা যায় জানালা দিয়ে।'

'দেয়াল বেয়ে উঠলাম আমি। ও উঠল না, দাঁড়িয়ে রইল। যাহোক

ছাদের সামনের অংশে চলে গেলাম। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি সত্যি। আলেক স্মিথ আর ল্যুক হান্টার কথা বলছে। হান্টারের হাতে লণ্ঠন। দেখেটেখে চলে আসার জন্যে পা বাড়াচ্ছি, অমনি পাশের বিল্ডিং থেকে রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। লোকটা, রাক নিশ্চয়–আর কে হবে? কার কী লাভ আলেককে খুন করে? গুলিটা জানালা পথে ঢুকে বারের ওপর পড়ে। অল্পের জন্যে বেঁচে যায় আলেক। ওদিকে গুলি হবার সাথে সাথে হাত থেকে লণ্ঠনটা ফেলে দেয় ল্যুক হান্টার, গুলি করতে শুরু করে দেয় সে।' এক মুহূর্তের জন্যে থামল হ্যাম, যেন দম নিচ্ছে। তারপর বলল, 'মজার ব্যাপার কী জানো? ল্যুক হান্টার যেন দেখেশুনে আমার দিকেই গুলি চালিয়েছিল। ওর গুলি আমার হাতে লাগে। অথচ গুলির শব্দের দিকে অর্থাৎ রাকের দিকে একবারের জন্যেও গুলি ছোঁড়েনি সে।'

থামল ও। দীর্ঘ সময় ধরে চুপ করে রইল। কথাগুলো হজম করার অবকাশ দিল নির্বাক দুই শ্রোতাকে। তারপর বলল, 'আমি তাড়াতাড়ি ছাদের অপর প্রান্ত দিয়ে নেমে গেলাম। দেখি, শেরিফ বার্কও পেছন থেকে গুলি ছুঁড়ছে–এবং আমার দিকেই। এবার কী বুঝলে?'

একে একে দু'জনের মুখের ওপর চোখ রাখল হ্যাম। ট্রেস কিছু বলল না, পিন্টোও চুপ করে রইল। হাসল হ্যাম, শান্তস্বরে বলল, 'পাশের ছাদ থেকে যে গুলি ছুঁড়েছে ওকে আমার রাক বলেই মনে হয়েছে। ওদিকে ল্যুক আমার দিকে গুলি করেছে খুন করার জন্যে–আমি প্রাণে বেঁচে গেলেও আহত হয়েছি। আর ওর গুলি এড়িয়ে পেছন দিকে নামতে গেলে শেরিফ বার্ক ওখানে দাঁড়িয়েছিল আমাকে গ্রেফতার করার জন্যে। কিন্তু আমি ওখান দিয়ে না-নামাতে ওর গ্রেফতারের প্ল্যান ভেস্তে যায়। আসলে ঠিক এ-কারণেই ও আমার সাথে ছাদে ওঠেনি, অথচ ওটাই ছিল স্বাভাবিক।

'এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল ওরা। রাকের গুলিতে আলেক মারা যেত আর তার দায়ে আমি ল্যুকের গুলিতে মারা যেতাম কিংবা শেরিফের হাতে গ্রেফতার হতাম। ভালই চাল চেলেছিল, কী বলো? নেহাৎ কপালগুণে বেঁচে গেছি আমি আর আলেক স্মিথ।'

'এরপর তুমি কী করলে?' শেষ পর্যন্ত কথা বলল পিন্টো লেভিস।

'আমি? আমি আর কী করব? লেজ তুলে ছুটলাম র‍্যাঞ্চের দিকে কম্বল আর বন্দুকের জন্যে। পালাতে হবে তো। ওখানে লিজকে ঘটনাটা জানালাম। ও-ই তখন আমাকে রাক আর হান্টারের পরিকল্পনার কথাটা জানায়। বলেছি নিশ্চয় যে, লিজ আমাকে পছন্দ করে।'

কথা শেষ করে চুপচাপ ওদের দিকে চেয়ে রইল হ্যাম। ট্রেস জিজ্ঞাসুচোখে চাইল পিন্টোর দিকে। হ্যামের কথা বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না। পিন্টোরও সে অবস্থা। নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে চাইছে ওরা, বুঝতে পারল হ্যাম।

'ঠিক আছে,' শ্রাগ করল ও, 'আমার যা বলার ছিল, বললাম। এরপর কী করব, তোমরা চাইলে জানাব। তোমরা এখন যাচ্ছ কোথায়?'

'শহরে। বেশ। ওখানে গিয়ে আলেকের সাথে দেখা করে জেনে নিয়ো, গতরাতে কী ঘটেছিল। আমার কথার সাথে যদি ওর বক্তব্য মিলে যায়, তাহলে হান্টারের সাথে কথা বলে দেখো, কী বলে শোনো। আজ বিকেলের দিকে আমি এখানে থাকবে ধারেকাছে, তোমরা ফেরার সময় আবার আলাপ করব না হয়? কী বলো?'

'বেশ,' সতর্কচোখে ওর দিকে তাকিয়ে সম্মতি দিল ট্রেস।

'আরেকটা জিনিস যদি চিন্তা করো, তাহলে বুঝতে পারবে আমার কথাগুলো বিশ্বাস করা যায় কিনা। তোমাদের সাথে আমাদের মরণপণ লড়াই। যে যাকে যেখানে পাচ্ছি, সেখানে খুন করছি। ইচ্ছে করলে আজ আমি তোমাদের দু'জনকে শুইয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করিনি। কারণ আমাদের আজ একজনই সাধারণ শত্রু, যে চায় আমাদের দু'পক্ষকেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে। এখন আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে গেলে ওকে আর কষ্ট করতে হবে না।'

ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও গাছপালার ফাঁকে জঙ্গলের ভেতরে। পিস্টোর দিকে তাকাল ট্রেস। 'কী বুঝলে, লেভিস?'

'হুম,' পিস্টো গাল চুলকাল, 'ও চাইলে আমাদের মেরে ফেলতে পারত।'

নীরবে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ওরা। কিছুটা অনিশ্চয়তায় ভুগছে ট্রেস। শহরে ঠিক কী ধরনের অভ্যর্থনা পাবে ও, বুঝতে পারছে না। তবে আশা করছে, আগের মত হান্টার ওকে ঘাঁটাতে চাইবে না। ওদিকে হ্যাম হোভার্টের কথাগুলো ওকে খোঁচাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। ওর গল্পটা মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখল সে, আলাপ করল পিস্টোর সাথে: এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তার সাথে ল্যুক হান্টারের ব্যাপারে হ্যামের বক্তব্য ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। লারসেন হোভার্ট খুন হয়েছে, আলেক স্মিথকে গ্রেফতার করা হয়েছে–এবং ওর জীবনের ওপর এর মধ্যে একবার হামলাও চালানো হয়েছে।

শহরে পৌঁছে নিজেদের ঘোড়াগুলোকে ফিড স্টেবলে রাখল ওরা। একটা বাচ্চা ছেলেকে ডেকে একটা সিকি দিল ট্রেস। বিনিময়ে ছেলেটা মিনিট দুয়েক বাদে এসে জানাল, শেরিফ অফিসে বার্ক নেই, ল্যুক হান্টার আছে–একা। নিশ্চিন্ত মনে ওদিকে পা বাড়াল ওরা। হান্টারকে মোকাবিলা করার শক্তি ওদের দু'জনের অবশ্যই আছে।

দুজনের উপস্থিতিতে সচেতন হয়ে উঠল ল্যুক, সতর্কতা ফুটল ওর চেহারায়। তবে এক মুহূর্ত পরে শান্ত হয়ে বসল। ট্রেস স্মিথ আর ওর সঙ্গীকে যথেষ্ট সংযত মনে হচ্ছে।

'বাবার সাথে দেখা করতে চাই,' জানাল ট্রেস। 'আপত্তি আছে তোমার?

আইনগত কোন বাধা?' স্পষ্ট বিদ্রূপ ওর গলায়।

'নেই,' শান্তভাবে জানাল ল্যুক। 'তবে থাকা উচিত ছিল।' হাত বাড়াল। 'তোমাদের অস্ত্রগুলো।'

'কেন? ভয় পাচ্ছ বুঝি আমি গিয়ে ওকে গুলিটুলি করব?'

'নিজের লাভ দেখলে তাতেও তুমি পিছপা হবে না, ট্রেস। বাজি ধরে বলতে পারি। দেখি, হাতদুটো উঁচাও, সার্চ করব।'

চুপচাপ অস্ত্রসমর্পণ করল ট্রেস, সার্চ করতে দিল। তারপর পিস্টোকে ওখানে থাকতে বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

ওকে দেখে কট থেকে উঠে এল আলেক স্মিথ। মুখে চিন্তার ছাপ–চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, গতরাতে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারেনি বেচারা।

পিতা-পুত্রের কুশলবিনিময় শেষ হলো। 'ট্রেস, তুমি আমাকে এখান থেকে বের করে নাও,' গলায় আর্তি ফুটল আলেকের।

'ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে?'

'ঠিক বলেছ, বাছা,' তেতো মুখে স্বীকার করল আলেক। 'ভয় পাচ্ছি আমি, ভীষণ রকম। গতরাতেও আমাকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। দেখো, লারসেনকে পিন্টো যেভাবে খুন করেছিল, ওরাও আমাকে সেভাবে খুন করতে চাইছে। আমার ভয় হচ্ছে আজ কিংবা আগামীকাল রাতে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'গতরাতে কী ঘটেছিল বলো তো?'

আলেক জানাল ওকে। ও এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, গতকাল রাতেও এখানে দাঁড়িয়ে ল্যুকের সাথে কথা বলছিল, হঠাৎ কেউ একজন ওপাশের ছাদ থেকে গুলি করে জানালা দিয়ে।

'হান্টার কী করল?'

'লাথি মেরে লণ্ঠনটা উল্টে দিল। তারপর জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়ল বাইরে। পরে নিচে নেমে রাস্তার ওপাশে গিয়ে গুলি করতে করতে গলির ভেতর ঢুকে গেল।'

'এই? আচ্ছা বলো তো কে খুন করতে চেয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাম হোভার্টের নাম বলেছে হান্টার। পালানোর সময় রাইফেল ফেলে যায় ও। ওটার স্টকে ওর নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করা ছিল। ও আবার আসবে, ট্রেস। আমাকে যদি এখান থেকে বের করে নিয়ে-যাও, নির্ঘাত মারা যাব আমি। জানালা দিয়ে আসা গুলি ঠেকানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়, বাছা।'

'ঠিক আছে, ড্যাড,' শান্তমুখে আশ্বাস দিল ট্রেস। 'কালই তোমাকে এখান থেকে বের করে নেব।'

'কিভাবে?'

'সেটা এখনও ভেবে দেখিনি। তবে তোমাকে ঠিকই মুক্ত করব।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে নিচে নেমে এল ট্রেস। দরজার বাইরে সাইডওঅকে দাঁড়িয়েছিল পিন্টো। ল্যুক ওকে ভেতরে থাকার সুযোগ দেয়নি। বাইরেও চোখে চোখে রেখেছে ওকে।

সিঁড়িমুখের দরজা বন্ধ করল ট্রেস। 'বাবা বলছে, গত রাতে কে নাকি গুলি করেছিল ওকে?'

ঠাণ্ডামুখে মাথা দোলাল ল্যুক। 'আনাড়ি ছিল লোকটা। গুলি ফসকে গেছে।'

'লোকটা কে?'

'হ্যাম হোভার্ট। সবার চোখ এড়িয়ে অ্যাসে অফিসের ছাদের ওপর বসে ছিল চুপচাপ। আমি যখন লণ্ঠন নিয়ে সেলে তোমার বাবাকে দেখতে যাই, তখনি গুলি করে।'

তীক্ষ্ণচোখে ওকে দেখতে লাগল ট্রেস। ওর সন্দেহ ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে। 'বাবা বলছিল, তুমি নাকি রাইফেলটা পেয়েছ?'

হাতের ইশারায় টেবিলের ওপর রাখা রাইফেলটা দেখাল ল্যুক। ট্রেস ওটা হাতে নিল, নজর বুলাল স্টকের ওপর। বার্নটা এতই পুরানো যে, রঙ উঠে গিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া কাঠ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। চোখ তুলে ল্যুকের দিকে চাইল ও। 'খুনী হিসেবে নিজের নাম প্রচারের জন্যে ও খেপে উঠেছিল বলতে হবে, তাই না?'

'ওর মাথায় ঘিলু একটু কম।'

'হুঁ। এখানকার আরও অনেকের মতই আর কী?'

জ্বলে উঠল ল্যুক। 'একদম ঠিক বলেছ।...তবে এখন থেকে কেউ আর সে-সুযোগ পাচ্ছে না। এখন থেকে রাতে জানালার কাচ নামিয়ে দেয়া হবে—ওগুলোয় কালো রঙ করা হবে।'

'আমি তা বলিনি।'

'হ্যামকে ধরব আমরা। তুমি যদি ওটাই বুঝিয়ে থাকো...'

'উঁহুঁ, তাও বলিনি আমি।'

রাইফেলটা টেবিলের ওপর রেখে নিজের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রেস। ও এখন নিঃসন্দেহ যে, হ্যাম হোভার্ট সত্যি কথাই বলেছে। ঠাণ্ডা, শীতল একটা খুনে ভাব জেগে উঠল ওর ভেতরে। মিথ্যে বলেনি হ্যাম, স্মিথ আর হোভার্টদের শত্রু একজনই। সে ল্যুক হান্টার—শেরিফ বার্ক ওর লেজুড় মাত্র।

যত শীঘ্রি সম্ভব হ্যামের সাথে দেখা করার তাগিদ বোধ করছে ও। পিন্টোকে নিয়ে দ্রুত শহর ত্যাগ করল।

মধ্য বিকেলে প্রায় একই জায়গায় ওদের সাথে দেখা হলো হ্যামের। ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দে জঙ্গল ছেড়ে ট্রেইলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল হ্যাম। ওর চোখে এখনও সতর্কতা—হাতে উদ্যত সিক্সগান। একটাই শুধু

পরিবর্তন, ওদের নিরস্ত্র হবার দাবি জানায়নি এবার।

'কী খবর?'

'তোমার কথাই ঠিক,' বলল ট্রেস। 'তোমার রাইফেলটাও দেখলাম। বাবার মুখে শুনেছি সব কথা। হান্টারও সেই একই গল্প শুনিয়েছে।'

সতর্কতায় একটুও ঢিল পড়ল না হ্যামের। সামান্য মাথা নাড়ল শুধু।

'তুমি আমাদের সাথে আবার কথা বলবে বলেছিলে। ঠিক আছে, আমরা শুনব।'

'চলো, হান্টারকে শেষ করে দিই,' শান্তকণ্ঠে বলল হ্যাম।

'কিভাবে?'

'সে জন্যেই তোমাদের কাছে আসা। আমি একা, তোমাদের প্রচুর লোক।'

'তুমি জেলখানায় হামলা চালানোর কথা বলছ নাকি?'

'এরচে' ভাল কোন উপায় থাকলে বলো।'

'গুলি করো ওকে!' বলল পিন্টো।

'মানে?' দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল হ্যামের।

সচকিত হলো পিন্টো। 'না মানে···তোমার কথা···মানে ল্যুক হান্টারকে গুলি করার কথা বলছি।'

'আচ্ছা।' চুপ করে গেল হ্যাম। পিন্টোর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কেমন যেন অসংলগ্ন আর খাপছাড়া মনে হচ্ছে থ্রী-এস ফোরম্যানকে। কী ভাবছে ও? ট্রেসের দিকে তাকাল সে। 'ওকেই শুধু গুলি করে লাভ কী? তাতে কি আলেক স্মিথ বেরিয়ে আসতে পারবে?'

মাথা দোলাল ট্রেস। 'ঠিক।'

হ্যাম বলে চলল, 'ব্যাপারটায় ল্যুক ছাড়াও বার্ক আর রাক জড়িত রয়েছে। সুতরাং শুধু একজনকে গুলি করে লাভ হবে না। আমার কথা শোনো, হান্টার আর বার্ক থাকবে অফিসে। ওদের ওখানে শেষ করে দিয়েই আলেককে বের করে আনতে হবে। এরপর রাককে নিয়ে আর মাথা না-ঘামালেও চলবে। পালাবার পথ খুঁজে পাবে না ও। কিংবা না-পালালেও আগের মত নির্বিষ, সোজা শান্তটি হয়ে থাকবে।'

'ওরা দু'জন জেলের ভেতর থাকবে, সেটা জানবে কি করে?'

হাসল হ্যাম। 'ওটাই তো হবে আমার কাজ। সবকিছু তোমরাই করবে এমন কথা তো আমি বলিনি! এ-কাজটা আমিই করব।' থামল একটু। 'শোনো, আমি, ধরো, পৌনে নটার দিকে অফিসের সামনে গিয়ে হাজির হব এবং শেরিফের কাছে আত্মসমর্পণ করব। সেসময় স্বভাবতই শেরিফ বার্ক চাইবে ওর ডেপুটিও ওর সাথে থাকুক। ও অফিসে না-থাকলে ওকে খবর পাঠানো এবং ওর আসা মিলে ধরো মিনিট পনেরো সময় লাগবে। ঠিক নটায় ওদের নিয়ে জেলে ঢুকব আমি। সেসময়টায় তোমরা হাজির হবে তোমাদের

দলবল নিয়ে। বাকি কাজ, নিশ্চয় বুঝতে পারছ, পানির মত সহজ।'

ওর প্ল্যানটা নিয়ে ভাবতে শুরু করল ট্রেস স্মিথ। হ্যাম বলে চলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে, ট্রেস,' সন্তর্পণে শব্দ বাছাই করল, 'যত লোক আছে সবাইকে জড়ো করে এক্ষুনি রওনা হতাম। একত্রে নয়, ওদের জোড়ায় জোড়ায় পাঠাতাম, যাতে কারও চোখে না-পড়ে। রাতের আঁধারে ওরা হিডেন পৌঁছালে ওদের নিয়ে জেলখানার চারপাশে পজিশন নিতাম। তুমিও তা-ই করো। আমি ভেতরে ঢোকার পর শেরিফ বার্ক আর হান্টার দু'জনকেই ওখানে পাবে তুমি। একটুও ইতস্তত করবে না–সরাসরি হামলা চালাবে।'

চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল ট্রেস।

'ল্যুক হান্টার লোকটা আস্ত বদমাশ। তোমাদের অতগুলো লোককে ঘোল খাইয়ে দিয়ে আলেককে র‍্যাঞ্চ থেকে ধরে নিয়ে গেছে ও। আর ও যদি গুলি ছোঁড়ার সুযোগ পায়, তাহলে তো কেয়ামত বানিয়ে ছাড়বে।'

'আমিও তাই ভাবছি।'

'সুতরাং প্রথম সুযোগে হান্টারকে শেষ করে দেবে।'

'নটার সময় আমরা থাকব ওখানে।'

'আর আমি পৌনে নটায়।'

পিছিয়ে গেল হ্যাম, ঘুরে জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। দু'হাতে স্যাডলহর্ন আঁকড়ে ধরে বসেছিল ট্রেস, চিন্তিতভঙ্গিতে চেয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। 'মজার ব্যাপার, না? হ্যাম হোভার্ট সাহায্য করতে চাইছে একজন স্মিথকে!'

'বুঝতে পারছি না।' পিন্টোও চিন্তায় পড়ে গেছে। 'আচ্ছা, ধরো, সেলব্রকে ও কিছু লোক নিয়ে ওঁৎ পেতে রইল। ওর পরামর্শমত আমরা হামলা চালাতে গেলাম, তখন ওরাই যদি আমাদের আক্রমণ করে বসে···'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ট্রেস। 'তা মনে হয় না। আমাদের সাথে লড়াই করার মত অত লোক কোথায় ওদের? রাক, স্যাম, হ্যাম, বার্ক আর ল্যুক মিলে পাঁচজন মাত্র। আর আমরা তাদের দ্বিগুণের চেয়ে বেশি।'

'কিন্তু···আমি ওকে বিশ্বাস করি না।'

'ধ্যাৎ! আমিও করি না। ওর গল্পেও যথেষ্ট ফাঁক আছে।'

র‍্যাঞ্চের দিকে ঘোড়া ছোটাল ওরা।

জঙ্গলের ভেতর নিজের বাছাই করা জায়গাটায় উবু হয়ে বসে আছে হ্যাম। গাছপালার ফাঁকে এখান থেকে থ্রী এস র‍্যাঞ্চের পুরোটাই দেখা যায়। মিনিট বিশেক পরে র‍্যাঞ্চ থেকে দু'জন রাইডারকে বেরিয়ে আসতে দেখে নড়েচড়ে বসল। রাইডাররা সামনের ঘেসো ভূমি পেরিয়ে হিডেনের ট্রেইল ধরল, খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। ওর পরিকল্পনাটা কাজে লেগেছে তাহলে? বেশ!

সন্ধের একটু আগে ট্রেস স্মিথ আর পিন্টো লেভিস বেরিয়ে যাবার আগপর্যন্ত সাতজন রাইডারকে হিডেন অভিমুখে ঘোড়া ছোটাতে দেখল ও।

জায়গায় বসে রইল হ্যাম, নড়ছে না একটুও! মুহূর্তের জন্যে চোখ ফেরাচ্ছে না র‍্যাঞ্চের ওপর থেকে। সন্ধের পর অন্ধকারে রান্নাঘরে বাতি জ্বলে উঠতে দেখল সে। রাঁধুনিই হবে লোকটা, মনে মনে ভাবল, একা রয়ে গেছে র‍্যাঞ্চে। ওর হিসেবে যদি ভুল না-হয়ে থাকে, তাহলে থ্রী এস রাইডাররা হয়তো এখন আধা পথে।

ঘোড়া নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরোল ও। ধীরগতিতে ঘেসো জমিটুকু পেরিয়ে করালের কাছে গিয়ে নামল। সতর্ক পায়ে এগোল কিচেনের দিকে। বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখল রাঁধুনি লোকটাকে। 'চুংচাং' করে দেশী ভাষায় গুনগুন করছে চীনেম্যান। পাঁচ সেকেন্ড অখণ্ড মনোযোগে ওর গান শুনল হ্যাম। অন্য কোন শব্দ কানে এল না।

অস্ত্র তাক করে দরজা দিয়ে ঢুকল সে। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল চীনে রাঁধুনি, অস্ত্রের দিকে চোখ পড়তেই হাঁ হয়ে গেল মুখ।

'এদিকে এসো, চীনেম্যান।' হুঙ্কার দিল সে। ভয়ে বিস্ফারিত চোখে পায়ে পায়ে ওর দিকে এগোল চীনে রাঁধুনি। কাছে আসতেই রাইফেলের ব্যারেল দিয়ে আঘাত করল ওর মাথায়। আর্তনাদ করার সময়ও পেল না লোকটা, লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। ওকে পাশ কাটিয়ে কাবার্ডের কাছে চলে গেল হ্যাম–খুঁজে পেতে কেরোসিনের ক্যানটা বের করে নিল। ওটা এক পাশে রেখে টেনে হিঁচড়ে রাঁধুনির অচেতন দেহটা ঘর থেকে বের করে নিল। উঠানে শুয়ে রাখল। তারপর একটা রশি খুঁজে নিয়ে এল করাল থেকে। অচেতন শরীরটাকে তুলে দাঁড় করাল উঠানের প্রান্তে একটা খুঁটির সাথে, আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে বাঁধল।

ঘরে ঢুকল আবার। স্টোভের পাশে গিয়ে মোটামুটি কসরতে উল্টে ফেলল ওটাকে। কয়লা ছড়িয়ে পড়ল সারা মেঝেয়। ক্যান হাতে কেরোসিনের ড্রাম খুঁজতে শুরু করল ও। কয়েকটা ঘরে খোঁজার পর পেয়ে গেল ওটা। ক্যানভর্তি কেরোসিন নিয়ে রান্নাঘরে এল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাওয়া কয়লা গুছিয়ে নিয়ে তেল ঢালল ওগুলোর ওপর। তারপর কেরোসিন-মাখা কয়লা নিয়ে রাখল বার্ন, বাঙ্কহাউসসহ যেসব ঘর কাঠের তৈরি সেগুলোয়। করাল থেকে ঘোড়াগুলো বের করে দিয়ে ওখানেও রাখল কিছু। এরপর কিচেনে ঢুকে কাবার্ড থেকে ম্যাচটা খুঁজে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল প্রতিটি ঘরে রাখা কেরোসিন-মাখা কয়লায়।

ঘেসো জমির মধ্য দিয়ে উত্তরে চলল ও। বেশ কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থামিয়ে পেছন ফিরল। আগুন ধরে উঠছে আস্তে আস্তে, দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করেছে কামারশালা, বার্ন বাঙ্কহাউস আর রান্নাঘর। বড় ঘরের নিচতলার জানালা দিয়ে আগুনের শিখা বেরোতে শুরু করেছে। ওয়াগন

শেডটা এখনও ভালভাবে ধরে ওঠেনি–তবে বেশি বাকি নেই। ধরবে ভাল মতন।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ট্রেইলে গিয়ে উঠল ও। হিডেনে পৌঁছার একটা শর্টকাট পথ বেছে নিল। ওর ধারণা, ট্রেস স্মিথ আর পিন্টো লেভিস হিডেনের পথে অনেকদূর চলে গেছে, যেখান থেকে পেছনে ফিরলেও আগুনের শিখা দেখা যাবে না। কারণ র‍্যাঞ্চ আর ওদের মধ্যে দূরত্ব ছাড়াও বাধা হয়ে আছে বিরাট পাইনের বনভূমি। আর বিপরীত দিকের বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধও নাকে যাবে না ওদের।

মনে মনে হাসল ও, আড়ষ্ট হাসি।

দশ

ওরিয়েন্টাল ক্যাফে থেকে বেরিয়ে আপস্ট্রীট ধরে শেরিফ অফিসের দিকে যাচ্ছে ল্যুক হান্টার। বেলরের ড্রাই গুডস অ্যান্ড গ্রোসারির দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় থামল হঠাৎ। একটা বাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে দোকানের সামনে টাইরেইলের কাছে। দু'হাতে দুটো ময়দার বস্তার ভারে ন্যুজ দোকান কর্মচারীর পেছন পেছন আসছে একটা মেয়ে। ওর নিজেরও দু'হাত ভর্তি নানা সওদাপাতির প্যাকেট। বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে রেখেছে ও প্যাকেটগুলো। ফলে মুখ দেখা যাচ্ছে না।

সওদাপাতির ভারে টলমল পায়ে হাঁটছে মেয়েটি। বার কয়েক হোঁচট খেতে খেতে বেঁচে গেল। শেষমেষ সম্ভবত ওজনের কাছে হার মেনে সাইডওঅকে প্রায় উপুড় হয়ে বসে গেল। প্যাকেটগুলো নামিয়ে রাখল সাবধানে। মুখ তুলে তাকাল সামনে, ল্যুকের ওপর চোখ পড়তে হাসল।

হাসল ল্যুক নিজেও। 'শহরে কী করছ, লিজ?'

'এই বাজার-সাজার আর কি?' কপালের ওপর এসে পড়া চুলের গোছা সরাতে সরাতে জবাব দিল লিজ।

কাহিল দেখাচ্ছে ওকে, মুখ ফ্যাকাসে। সাইডওঅকে নামিয়ে রাখা প্যাকেটগুলোর দিকে চেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাসল। 'ভেবেছিলাম সব এক সঙ্গে নিয়ে বাকবোর্ডে তুলতে পারব।'

নিচু হয়ে প্যাকেটগুলো তুলল ল্যুক। একটা প্যাকেট বেশ ভারী বোধ হলো। 'এটায় কী আছে?'

জবাব দিল না লিজ, ঠোঁট কামড়ে ধরল। সাবধানে কাগজের প্যাকেটটা

খুলল ল্যুক। একটা সিক্সগান। রাকের। চিনতে পারল ও। গুটা হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, অসন্তোষ ভরা চোখে চাইল লিজের দিকে। লিজ হাসল অস্বস্তিভরে। 'ইয়ে মানে, ওটা হাতে নিয়ে দোকানে ঢোকাটা বেমানান লাগছিল, তাই প্রথমে কোটের নিচে রেখেছিলাম। পরে দোকানির কাছ থেকে কাগজের প্যাকেটটা চেয়ে নিয়ে...'

'রাক দিয়েছে এটা তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'এ অবেলায় তোমার শহরে আসা ঠিক হয়নি, ম্যাম।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিজ। 'হ্যামের ভয়ে। রাকের ধারণা, ওর এখন র‍্যাঞ্চ থেকে বাইরে থাকা ঠিক না। কিন্তু এদিকে বাজার করাও দরকার। রাক দিনের বেলা পাঁচ মিনিটের জন্যেও বাইরে থাকে না, রাতে তো নয়ই। ওর ভয়, হ্যাম যে কোন সময় র‍্যাঞ্চে এসে আমাকে কিংবা স্যামকে বিরক্ত করতে পারে।'

'এ জন্যেই ও তোমাকে শহরে পাঠিয়েছে?'

'ও পাঠায়নি। বিকেলের দিকে ডকস্টেডারদের ওখানে এসেছিলাম, ফিরতে গিয়ে ভাবলাম, শহরের এত কাছে যখন এসেছি, কিছু সওদা নিয়েই যাই।...কিন্তু এতটা দেরি হয়ে যাবে বুঝতে পারিনি।'

'এখন কি বাসায় যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। কেন নয়? ঘোড়াগুলো র‍্যাঞ্চের পথ চেনে।'

ওর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ল্যুক। জানে, মুখে স্বীকার না-করলেও মনে মনে ভয় পেয়েছে মেয়েটি। করুণা বোধ করল ও, সাথে সাথে কিছুটা বিরক্তিও। বোকার মত কাজ করেছে মেয়েটি।

'এখন তোমার যাওয়া ঠিক হবে না, ম্যাম।'

'কিন্তু যেতে হবে আমাকে। নইলে ওরা চিন্তা করবে।'

'চিন্তা করতে দাও ওদের!' কর্কশ কণ্ঠে বলল ল্যুক। 'নিজেদের সকালের নাশতা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে ওরা। তুমি শহরে থেকে যাবে আজ।'

'এটা কি আদেশ, নাকি...'

'আদেশ। শেরিফের অফিস থেকে জারি করা হচ্ছে।' বলতে বলতে ওর মনে হলো, কথাটা শুনে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মেয়েটি। 'আদেশটা যেন তোমাকে খুশিই করেছে!'

'হ্যাঁ,' মৃদুস্বরে স্বীকার করল লিজ, অনিশ্চিতভাবে তাকাল ল্যুকের দিকে। 'আমি ভয় পাচ্ছিলাম, মি. হান্টার। কয়েকজন স্মিথরাইডারকে শহরে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। ওদের হাবভাব পছন্দ হয়নি আমার।'

'থ্রী এস রাইডার?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লিজ।

'এবং তারপরও বোকার মত বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ তুমি!'

সামান্য হাসল লিজ। 'জানি। কিন্তু রাক আর স্যামকে প্রতিদিন এরচে' বেশি ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শহরে আসা-যাওয়া করতে হয়।'

সহানুভূতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ল্যুক। ভাটি রাস্তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'রাতে ওই হোটেলে ঘুমোবে, ম্যাম। কোনও সমস্যা হবে না।'

'তার দরকার হবে না। আমি রোজের সাথেই রাত কাটাব।'

'বেশ,' সম্মতি দিল ল্যুক। 'তোমার ঘোড়াদুটো আমি ফীড স্ট্যাবলে রেখে আসব।'

ধন্যবাদ জানাল লিজ। ওর চিবুকদুটো লাল হয়ে উঠেছে। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। ঘুরে ধীরপায়ে রাস্তা পেরোল ও—ল্যুক তাকিয়ে রইল ওর পেছনে, অপলক চোখে।

মেয়েটা ঠাণ্ডা, কিছুটা একগুঁয়েও বটে—ভাবল সে। নিজের মনে কাজ করে যায়, ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক। আর সুন্দরীও মেয়েটি, রহস্যময় এবং তরতাজা।

'কে ও, ল্যুক? লিজ, না?' পেছন থেকে আচমকা প্রশ্নে সচকিত হলো ও। রোজের গলা। মনের ভাব লুকোনোর চেষ্টা করল—ব্যর্থ হয়ে মুখ লাল হয়ে উঠল ওর। কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তোমার ওখানেই তো যাচ্ছে।'

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে চাইল রোজ। 'কী ব্যাপার, ল্যুক, কী লুকোতে চাইছ তুমি? মুখটুখ অমন লাল যে!'

'না মানে···ইয়ে, এই প্যাকেটগুলো···মানে লিজ···'

ব্যাপারটা বুঝতে মাত্র একমুহূর্ত সময় নিল রোজ। ঘুরে দাঁড়াল। 'ও আচ্ছা। শুভরাত্রি।' হাঁটতে শুরু করল লিজ যেদিকে গেছে সেদিকে।

যেভাবে তাকিয়েছিল ল্যুক লিজের পেছনে, একইভাবে রোজের পেছনেও সেঁটে গেল ওর চোখ।

দুটো মেয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য, ওকে দেখতে দেখতে আনমনে ভাবল ল্যুক, রোজের আছে এক আলগা সৌন্দর্য। ওর হাঁটার ছন্দময় সাবলীলতা, ঘাড়ের ওপর এসে পড়া কোঁকড়ানো চুলের অবাধ বন্যা আর কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত দীর্ঘ সমতল পিঠের শোভা সম্পূর্ণই আলাদা, লিজের কমনীয় মুখশ্রী আর দেহসৌষ্ঠব থেকে। তবে দু'জনই সুন্দর।

জোর করে চোখ ফিরিয়ে নিল ল্যুক—চোরাচোখে তাকাল চারদিকে। দোকান কর্মচারী রাস্তায় গড়িয়ে-পড়া প্যাকেটগুলো কুড়িয়ে জড়ো করেছে আবার। বাকবোর্ড আর ঘোড়াগুলো নিয়ে চলে গেল ও ফীড স্ট্যাবলে।

মেয়েদুটোর কথা আবার ভাবতে গিয়ে মেজাজ বিগড়ে গেল ওর। হতচ্ছাড়া এ-জায়গাটায় কোন কিছুরই ঠিক নেই। এখানে লিজের মত নিরীহ একজন মেয়েকেও হামলার ভয়ে অস্ত্রহাতে চলতে হয়। আর রোজের মত

মেয়েদের, হঠাৎ করে ওর মনে হলো, এরকম বুনো ও অশান্ত শহরে কোনভাবেই মানায় না। এ-জঘন্য শহরটায় ওদের দু'জনকে এমন কিছু সমস্যা পোহাতে হচ্ছে, যেগুলোর পেছনে ওদের নিজের কোন হাত নেই। নিজের কথাটা মনে পড়ল আবার। শহরে ও তিনজন থ্রী এস রাইডারকে দেখেছে। ব্যাপারটা কৌতূহলী করে তুলল ল্যুককে, একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে মনে হয়!

হসলারকে জিজ্ঞেস করল সে, 'আজ রাতে থ্রী এস-এর কাউকে দেখেছ নাকি শহরে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল গোমড়ামুখো হসলার, 'দেখিনি।'

মাউন্টিন সেলুনে গিয়ে ঢুকল ও। খুব একটা ভীড়ভাট্টা নেই এখন, এক কোনায় বসে গুটিকয়েক ভবঘুরে তাস পিটাচ্ছে। বারটেন্ডারকে জিজ্ঞেস করল ও থ্রী এস রাইডারদের সম্পর্কে। হসলারের মত বারটেন্ডারও নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করল।

লবিতে গিয়ে দাঁড়াল ল্যুক। নির্জন লবি। কাছেই মরগানের কামারশালা। ওদিকে তাকিয়ে কামারশালাটা বন্ধ দেখতে পেল ও। আরেকটু দূরে মেইন স্ট্রীটে মেক্সিকান ক্যান্টিনটাও প্রায় খালি। জনাদুয়েক লোককে বার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মদ খেতে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বার্কের কথা মনে পড়ল ওর। এখনও সাপার খাওয়া হয়নি বেচারার। ও অফিসে ফিরলেই বেরোবে বার্ক। সেলুন থেকে বেরিয়ে দ্রুত অফিসের দিকে পা বাড়াল ও।

থ্রী এস রাইডাররা সম্ভবত চলে গেছে, হাঁটতে হাঁটতে ভাবল। তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারল না। নাও যেতে পারে। অফিসে ঢুকে বার্কের ডেস্কের ওপর গোটাকয়েক খবরের কাগজ দেখতে পেল। দক্ষিণ থেকে আজ ডাকগাড়ি এসেছে হিডেনে।

ডেস্কে না-বসে আগে ওপর তলায় গেল ল্যুক। করিডরে শোবার খাট পেতে ওটার ওপর কম্বল বিছিয়ে ফের নিচে নেমে এল। কোটটা খুলে একপাশে রেখে ডেস্কের ওপর পা তুলে বসল। একটা খবরের কাগজ খুলে চোখ বুলাতে শুরু করল। ওর আসার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে বার্ক।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে সচকিত হলো ও, চোখ তুলে চাইল। হ্যাম হোভার্ট। বরাবরের মত ধূর্ত চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে। 'শুনলাম, তুমি নাকি খুঁজছ আমাকে?'

খবরের কাগজটা ভাঁজ করে ডেস্কের ওপর এক পাশে রাখল ল্যুক। 'কার কাছে শুনলে?'

'একজন রাইডারের মুখে।'

ডেস্ক থেকে পা নামিয়ে ধীরে সুস্থে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ল্যুক। 'হ্যাঁ আমরা তোমাকে খুঁজছি।'

'কেন বলো তো?'

'হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করার জন্যে।'

'মিথ্যে কথা! আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারব। বার্ক কোথায়?'

'নেই। তবে শীঘ্রিই এসে পড়বে। তুমি ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারো।'

'উঁহুঁ, উঁহুঁ,' প্রবল বেগে মাথা নাড়ল হ্যাম। 'ওর সাথে দেখা না-হওয়া ছাড়া আমি অফিস ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না।'

মৃদু হাসল ল্যুক। 'এই তো তুমি ভুল করলে, মিস্টার,' সিঁড়ির দুয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল আঙুল তুলে, 'সোজা ওখান দিয়ে ওপরে চলে যাও।'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হ্যাম। একলাফে ওর কাছে ভিড়ে গেল ল্যুক, ওর কলার ধরতে গেল। কিন্তু হ্যামের হাতের আচমকা ঘুসি ছিটকে ফেলল ওকে ডেস্কের ওপর। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অবাক হলো ল্যুক। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে লাফ দিল হ্যামের দিকে। ডান হাতের ঘুসি কাটাতে প্রস্তুত হ্যাম টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল শেষ মুহূর্তে ওর বাঁ হাতের ঘুসি খেয়ে।

এর মধ্যে হঠাৎ বেশ কিছু ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনল ল্যুক। বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে গেল ও, লাথি মেরে অফিসের দরজা বন্ধ করে দিল। হ্যামের সাথে অস্ত্র নেই, সুতরাং আপাতত ওর কথা ভুলে গিয়ে চাবি নিয়ে দুয়ারে তালা মেরে দিল। তারপর চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল বাতির ওপর। বাতি নিভে যাবার এক সেকেন্ড আগে চোখের কোনায় হ্যামকে উঠে দাঁড়াতে দেখল। দেয়ালের সাথে ভিড়ে গিয়ে অস্ত্র বের করল ও। পিচের মত কালো অন্ধকারে তাকাল।

বাইরে হৈ চৈ আর চিৎকারের শব্দ। হতাশ বোধ করল। কারা ওরা? আচমকা বন্ধ দরজায় দমাদম লাথি মারতে শুরু করল বাইরের লোকগুলো। দরজা বরাবর পরপর দুটো গুলি পাঠাল ল্যুক। হঠাৎ জানালার কাচ ভাঙার শব্দ শুনে ওদিকে ঘোরাল পিস্তলের নল। বাইরে একজনের মৃদু আর্তনাদ ও খিস্তি শোনা গেল। একটু পরেই চেঁচিয়ে উঠল কেউ, 'হেই আমার এদিকে একজন লোক পাঠাও।'

এতক্ষণে ঘটনাটা বুঝতে পারল সে। হামলাকারীরা থ্রীএস আউটফিটের লোক। হ্যাম ভেতরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল ওরা ওকে ধরার মতলবে। কিন্তু ও যে এখানে এসে ঢুকবে, কি করে টের পেল তারা?

ফিসফিস করে হ্যামকে ডাকল ও, 'হ্যাম, তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে যাও। ওরা তোমাকে ধরতে এসেছে।'

কথা বলল না হ্যাম হোভার্ট।

দুই লাফে ডেস্কের কাছে পৌঁছে গেল ল্যুক। দু'হাতে ধরে টেনে হিঁচড়ে

ওটাকে জানালার সামনে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর এক কোনায় গিয়ে দাঁড়াল গুটিসুটি হয়ে। বাইরে দরজার ওপর গুলি করছে কেউ একজন। তালা ভাঙতে চাইছে। দরজার ওপর এক নাগাড়ে গুলি করতে করতে অস্ত্র খালি করে ফেলল সে। তারপর আচমকা নীরবতা নেমে এল। মৃদুস্বরে ডাকল, 'হ্যাম।'

জবাবে এক পসলা গুলির শব্দ শুনল। সবগুলো গুলি এসে বিঁধল ডেস্কের গায়ে। বাইরে থেকে কেউ একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার ওপর। আর কয়েক সেকেন্ড পর খুলে যাবে দরজা, বুঝতে পারল ল্যুক। তারপর বাঁধভাঙা স্রোতের মত ঢুকে পড়বে হামলাকারীরা ভেতরে, নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর।

হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেল ও, সাবধানে দরজা খুলল। ওপর থেকে কমলারঙের অগ্নিশিখার সাথে গুলির শব্দ শোনা গেল। এক পাশে সরে গিয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল ও। পরিষ্কার বুঝতে পারছে এখন, স্মিথদের পাতা ফাঁদে পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল আবার। ফাইল কেবিনেট ছাড়া টেবিল-চেয়ারসহ নাড়ানো যায় এমন সব কিছু নিয়ে দরজার সামনে জড়ো করল। তারপর গুলি চালাল দরজার ওপর, চেম্বার খালি করে ফেলল। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অস্ত্র রিলোড করতে গেল। গুলির জন্যে গানবেল্টে হাত দিল। কিন্তু পরপর দু'বার হাতড়ে হতাশা এবং আতঙ্কের সাথে আবিষ্কার করল, গানবেল্টে একটা গুলিও নেই আর। একদম খালি।

পাগলের মত ডেস্কের কাছে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে ড্রয়ার খুলে ফেলল ও। ওখানেই গোলাবারুদ রাখে ওরা। ড্রয়ার হাতড়াতে শুরু করল, কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাম্যুনিশন বক্স খালি। প্রচণ্ড বিরক্তি আর হতাশার সাথে হাতের অস্ত্রটার দিকে চাইল অন্ধকারে। চোখের কোণে জানালা পথে একজনকে উঁকি মারতে দেখা গেল। রাগের চোটে সুয়িভাল চেয়ারটা তুলে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুঁড়ে দিল ওটা ওদিকে। তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা। আচমকা থেমে গেল সব গুলিগোলা।

এতক্ষণে পুরো ব্যাপারটা পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। হ্যাম হোভার্ট দল বদল করে স্মিথদের সাথে গিয়ে ভিড়েছে। ওদের নিয়ে জেলখানায় হামলা চালিয়েছে আলেক স্মিথকে বের করে নেয়ার জন্যে। সাথে সাথে ওকেও খুন করে যাবে। বাইরের হামলাকারীরা সম্ভবত থ্রী এস রাইডার আর সিঁড়ির ওপরে যে আছে সে হ্যাম হোভার্ট। জায়গাটা ভালই বাছাই করেছে হ্যাম। এখান থেকে বেরোতে গেলে ল্যুককে ওপরতলায় উঠতে হবে।

বাইরে ট্রেসের গলা শোনা গেল, 'আরে, ও গুলি করছে না কেন?'

'মনে হয় গুলি ফুরিয়ে গেছে,' পিন্টো জবাব দিল।

আবার পুরোদমে শুরু হয়ে গেল বাইরে থেকে গুলি বর্ষণ। যে কোন

ধরনের একটা অস্ত্রের জন্যে সারা মেঝেয় হাতড়ে বেড়াতে শুরু করল ল্যুক। একটু পরে হ্যামের স্টকভাঙা রাইফেলটা পেল। তুলে নিল ওটা। প্রয়োজনে মুগুরের মত ব্যবহার করা যাবে অকেজো রাইফেলটাকে। সবচে' বড় কথা নিরস্ত্র থাকার চেয়ে এটা হাতে থাকলে মনে কিছুটা হলেও ভরসা পাওয়া যাবে।

আস্তে করে উঠে সিঁড়ির দরজায় চলে গেল ও। থেমে অপেক্ষা করল। তারপর পা বাড়াল। এক ধাপ···দুই ধাপ···। কিছুই ঘটল না। কোন গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল না ওপর থেকে। চলে গেছে হ্যাম? নেমে দরজা লাগিয়ে দিল সে খিল এঁটে। আবার উঠতে শুরু করল একলাফে দুই ধাপ করে ডিঙিয়ে।

হ্যাম হোভার্ট ওপরে নেই। পালিয়েছে ছাদের ট্র্যাপ ডোর খুলে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস নাকে মুখে ঝাপ্টা মারতেই ব্যাপারটা জানা হয়ে যায় ওর। ট্র্যাপ ডোর খুলে ছাদে উঠে ওখান থেকে নিচে যাওয়াটা মোটেই কঠিন নয়।

করিডরে পা দিয়ে সামনে তাকাল ও, বাতি জ্বলছে ওখানে। সেলের ভেতরেও আলো পড়েছে। আলেককে ডাকল ও। সাড়া পেল না। আবার ডাকল, 'স্মিথ, আলেক স্মিথ···

জবাব না-পেয়ে সেলের কাছে চলে গেল এবার। জানালা দিয়ে দেখল মেঝেয় পড়ে আছে স্মিথ চিৎ হয়ে, রক্তাক্ত শরীরে। বুকের বাঁ দিকে সদ্যসৃষ্ট গর্ত, রক্ত জমাট বাঁধেনি এখনও। গুলি করা হয়েছে ওকে!

নিচে প্রবল দরজা ধাক্কাধাক্কি আর গুলিবর্ষণ চলছে।

হাতের কারবাইনটা লাঠির মত করে সামনে বাড়িয়ে ধরল ল্যুক, ট্র্যাপডোরের দিকে ছুটল। ঠিক তখুনি নিচে অফিস ঘরের দরজা ভাঙার শব্দ শোনা গেল। ধুপধাপ শব্দের সাথে সাথে গলা ফাটানো চিৎকার, 'পালাচ্ছে, পালাচ্ছে ও! ছাদের ওপর দিয়ে পালাচ্ছে!'

রিজপোল ধরে ছুটতে শুরু করল ল্যুক। আচমকা পা হড়কে ঢালু ছাদ বেয়ে গড়াতে গড়াতে প্রায় দশ ফুট নিচে আরেকটা বাড়ির ছাদে গিয়ে পড়ল। ঠিক তার নিচেই আরেকজনের গলা শোনা গেল, 'এই যে, এখান দিয়ে পালাচ্ছে।'

সাথে সাথে গুলির শব্দ। পাত্তা দিল না ল্যুক, এক হাতে ভাঙা রাইফেলটা নিয়ে অন্যহাতে হামাগুড়ি দিতে লাগল। কিন্তু ঢালু ছাদে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না-পেরে আবার পা ফসকাল। এবার দুই বিল্ডিংয়ের মাঝখান দিয়ে একদম নিচে গিয়ে পড়ল। তবে মাটিতে পড়ল না।

শেষ মুহূর্তে অবশ্য সরে যাবার চেষ্টা করেছিল লোকটা, কিন্তু তার আগেই ল্যুক তার ছয় ফুট লম্বা শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে পড়ল ওর ঘাড়ের ওপর। কলজে-ছেঁড়া চিৎকার ছাড়ল লোকটা, চিড়বিড়িয়ে উঠে ধাক্কা লাগাল

ল্যুককে ফেলে ফেলার জন্যে, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ওর ওপর।

কোন মতে সামলে নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াল প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাওয়া ল্যুক। তারপর কষে লাথি হাঁকাল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত লোকটার হাঁটুতে। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে উপুড় হয়ে পড়ল লোকটা। অশ্রাব্য খিস্তি আউড়ে গড়িয়ে সরে গেল। ওর দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর দরকার মনে করল না ল্যুক। সরু অন্ধকার প্যাসেজওয়ে ধরে ছুট লাগাল। কিন্তু সামনে প্যাসেজের শেষ মাথায় অন্ধকারে দুটো অবয়ব দেখে থমকে দাঁড়াল। চরকির মত ঘুরে পেছনে ছুটল ফের। পেছনেও অন্ধকারে নড়ে উঠল আরেকটা অবয়ব।

'এখানে, এখানে!' চেঁচামেচি শোনা গেল আবার। 'ট্রেস, গলির ভেতরে আছে ও। কিন্তু সাবধান, গুলি কোরো না যেন, ওখানে টেমও আছে, ওর গায়ে গুলি লাগতে পারে।'

অন্ধকারের গাঢ় অংশে উবু হয়ে বসল ল্যুক। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে দর দর করে। পায়ের কাছে কিছু একটার নড়াচড়া টের পেল সে। রাইফেলের আগা দিয়ে খোঁচা দিল জিনিসটাকে। গুঙিয়ে উঠল ওটা অস্ফুট স্বরে, নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। এটাই তাহলে টেম! একটু আগে ছাদ থেকে ওর ঘাড়ের ওপরই পড়েছিল সে এবং তারপর লাথি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে উল্টে পড়ে আছে এখন এখানে।

সামনে অন্ধকার দেয়াল ঘেঁষে তিনজন লোককে আসতে দেখা গেল। জিভ দিয়ে চেটে দু'ঠোঁট ভিজিয়ে নিল সে, নিঃশ্বাস ফেলল। ওর ভেতরে নৃশংসতা জেগে উঠছে এখন। এই লোকগুলো ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল আজ রাতে। ঠিক আছে, ও নিজেও তা-ই করবে। তবে ও এখন নিরস্ত্র। সময় ও সুযোগমত মিটিয়ে দেয়া হবে ওদের পাওনা।

ভাঙা রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল সে। নিচু হয়ে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোল বিপরীত দিকে। কিছুদূর যেতেই জেল হাউস আর স্যাডল শপের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। এখানে জায়গাটা এত অন্ধকার যে, ওকে সাবধানে একদিকের দেয়াল হাতড়ে এগোতে হলো। একটু পরে স্যাডল শপের পেছনের দরজার পাশে জানালাটার নাগাল পেল ও। পাতলা কাঠের নরম জানালা, সজোরে লাথি হাঁকাল ও, সাথে সাথে পেছন থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। তাতে খুব একটা সমস্যা হলো না ওর। প্রত্যেকটা গুলি অনেক উঁচু দিয়ে চলে গেল। ও আর ধাওয়াকারীদের মাঝখানে টেম নামের ঢাল এস রাইডার থাকাতে নিশ্চিন্তে গুলি করতে পারছে না ওরা, পাছে ওদের নিজের লোকের গায়ে লাগে। ওরা জানে না, হাসল ল্যুক মনে মনে, ওর পায়ের এক মোক্ষম লাথি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে টেম গলিপথে।

স্যাডল শপের ভেতর ঢুকে গেল ল্যুক। বাইরে রাস্তায় লোকজনের চেঁচামেচি, হৈ চৈ শোনা গেল ফের। তার মধ্যেই বোর্ডওঅকের ওপর ছুটন্ত

পায়ের শব্দ কানে এল ওর। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও সামনে, একটু পরে সামনের দরজার কাছে চলে গেল। হাঁটু গেড়ে ওখানে বসল সে, দ্রুত পরিস্থিতি বিচার করল। ওকে সবাই আশা করছে বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে। সামনে এখন কেউ নেই বললেই চলে। সবাই পেছনে গলির মুখে গিয়ে জুটেছে। আশা করছে ও ওখান দিয়ে বেরোবে। ওদিকে বড় রাস্তায় মানুষের চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে। সবাই নিজ নিজ অস্ত্র নিয়ে দৌড়াচ্ছে জেলখানার দিকে। কয়েকজন ঘোড়সওয়ার দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায়, জটলা পাকাচ্ছে। একজনের হেঁড়ে গলা শোনা গেল, 'শেরিফ কোথায়, অ্যাঁ? ওকে দেখছি না যে! ওরই তো পসির নেতা হবার কথা।'

'আছে ও,' বিদ্রূপ করল একজন, 'সামনে। পেছন থেকে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল দু'জন। ওদের কথাবার্তা জানালার ফাঁক দিয়ে ল্যুকের কানে আসছে। তিক্ততায় ভরে উঠল ওর মন। এ-শহরের মানুষগুলো আসলেই মানুষ নয়–স্রেফ একপাল ভেড়া। একটাকে পানিতে পড়তে দেখলে বাকিগুলোও ঝাঁপ দেবে ওটার পেছনে।

এবার বেরোতে হবে, তাগিদ বোধ করল ও, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি। কিন্তু কোথা দিয়ে? সামনে না পেছনে? ভেবেচিন্তে সামনে দিয়ে বেরোবার সিদ্ধান্ত নিল। পেছনের তুলনায় এদিকে লোক কিছু কম মনে হচ্ছে।

দরজার কাছে গিয়ে ওটাকে তালাবন্ধ দেখল সে, সরে গিয়ে জানালার সামনে চলে গেল। বাইরে শেরিফ অফিসের সামনে লোকজনের প্রচণ্ড ভীড় লক্ষ করল। চোখ সরিয়ে শেষবারের মত রাস্তার ওপর দৃষ্টি বুলাল। সাইডওঅকে গোটা ছয়েক ঘোড়া বাঁধা টাইরেইলের সাথে। মানুষজনের হৈ চৈ আর গোলাগুলিতে নার্ভাস বোধ করছে জন্তুগুলো। অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকছে। পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল ল্যুক।

পা তুলে জানালায় লাথি মারল। কাঠের চিক ভেঙে মোটামুটি একজন মানুষ বেরোবার মত পথ হয়ে গেল। লাফিয়ে জানালায় উঠে ফের লাফ দিল বাইরে, সাইডওঅকে গিয়ে পড়ল। উঠে খিঁচে দৌড় লাগাল, যেন শয়তানে তাড়া করেছে। ঠিক এসময় গলির মুখে দাঁড়ানো ট্রেস স্মিথ ফিরল রাস্তার দিকে। ল্যুককে দেখামাত্র গুলি করল। কিন্তু তার আগেই সাইডওঅকে উঠে দুটো ঘোড়ার মাঝখানে আড়াল নিল ও। বসে পড়ল। ফের উঠে ছুটল এঁকেবেঁকে।

সামনেই একজন দলছুট ঘোড়সওয়ারকে দেখল রাস্তার ওপর জটলা পাকানো ঘোড়সওয়ারদের দিকে এগোচ্ছে। সম্ভবত ওদের সাথে যোগ দেবার ইচ্ছে। দৌড়ে ওটার একদম পেছনে চলে গেল সে। পায়ের আওয়াজ শুনে কেবল পেছনে ঘাড় ফেরাতে যাচ্ছে আরোহী, তার আগে ল্যুকের হ্যাঁচকা টানে স্যাডলচ্যুত হলো। ভূপাতিত হবার আগেই একলাফে ওর ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল ল্যুক। তীব্রবেগে ছোটাল ওটাকে। ডাউন স্ট্রীট ধরে গজ পনেরো

গিয়ে আবার ঘোড়া ঘোরাল সে, সোজা রাস্তার ওপর জটলা পাকিয়ে দাঁড়ানো ঘোড়সওয়ারদের ভেতরে গিয়ে পড়ল।

হৈ চৈ পড়ে গেল লোকগুলোর ভেতর। কেউ কেউ পিস্তল উঁচাল। কিন্তু কেউই গুলি করতে পারছে না, পাছে নিজেদের কারও গায়ে লাগে। তবে সবাই একযোগে তেড়ে উঠল ওর ওপর। রাইফেলের ব্যারেলের খোঁচায় কাবু করতে চাইল ওকে আর ওর ঘোড়াকে। দু'হাতে ভাঙা রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে পাঁই পাঁই করে ঘোরাল ল্যুক, পিছু হটতে লাগল ঘোড়াসহ। আচমকা ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে, লাফিয়ে সামনে বাড়ল অভ্যস্ত ঘোড়াটা। সামনের দু'পা আর শক্তিশালী কাঁধের ধাক্কায় ফেলে দিল সামনের মানুষ আর ঘোড়াগুলোকে। তারপর সোজা ছুটল শেরিফ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জটলা পাকাতে থাকা লোকগুলোর ভেতর দিয়ে। প্রথমে টের না পেলেও পরমুহূর্তে খবর হয়ে গেল জটলা পাকিয়েদের। সবাই কে কার আগে ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের দাপট আর কাঁধের ধাক্কা থেকে বাঁচার জন্যে সরে দাঁড়াবে, এ নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

সাইডওঅক ধরে ছুটল ল্যুক মাথা নিচু করে। রাতের আঁধারে পেছন থেকে ছোঁড়া গুলি ওর কানের দু'পাশ ঘেঁষে শিস কেটে বেরিয়ে গেল। পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল ও, শেরিফের অফিসের সামনে দাঁড়ানো ছত্রভঙ্গ গানম্যানরা নিজেদের সামলে নিয়ে ধাওয়া শুরু করেছে। ঘোড়ার গতি বাড়াল ও, মিনিট খানেকের মধ্যে শহর ছেড়ে ক্যানিয়নের পথে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ল্যুকের প্রায় পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে নিজেও ওপরে উঠে গিয়েছিল ট্রেস স্মিথ। করিডর ধরে ছুটতে ছুটতে বাপের সেলের দিকে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। পিন্টো লেভিসও উঠে এসেছে ওর পেছন পেছন, ট্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে সেও তাকাল সেলের ভেতরে। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল উভয়ে বিস্ফারিত চোখে, আলেকের লাশের দিকে।

'নোংরা দু'মুখো সাপ!' পিন্টোই প্রথম কথা বলল, মৃদুস্বরে বিড়বিড় করল, 'হ্যাম আমাদের ভালই বোকা বানিয়েছে, ট্রেস।'

মুখের চামড়া টান টান হয়ে গেছে ট্রেসের। চোখ লাল, যেন আগুন ঠিকরে বেরোবে, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কি করে বুঝলে যে, কাজটা ওর?'

'ও ছাড়া আর কে এসেছে এখানে?' থামল পিন্টো। 'হ্যাঁ, হান্টার। কিন্তু হান্টারের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকে সে আর…'

কোমরে হাত দিয়ে গানবেল্ট থেকে তিনটা গুলি বের করে নিল ট্রেস। ছড়িয়ে দিল মেঝের ওপর, পিন্টোর দিকে চাইল। 'এখন তোমার কী মনে হয়? সত্যিই কি গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল ওর?'

বিস্ফারিত হলো পিন্টোর চোখ। 'তার মানে আলেককে খুনের দায়ে

হান্টারকে ফাঁসাতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, ম্যান, হ্যাঁ। অবশ্যই। হান্টারকেই ফাঁসানো দরকার আমাদের। ড্যাডকে হ্যাম খুন করেছে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একদম আকাশের মত উঁচু একটা কটনউড গাছ থেকে হান্টারকে ঝোলানোর জন্যে এমন একটা সুযোগ দ্বিতীয়বার আর নাও পেতে পারি আমরা। ঠিক আছে, পিন্টো, তুমি নিচে যাও–এদিকটা আমি দেখছি।'

একজন খ্রী এস রাইডারকে দেখা গেল এসময় সিঁড়ির মাথায়, খেঁকিয়ে উঠল পিন্টো, 'ওখানে কী করছ, হাঁদারাম!' ট্র্যাপ ডোরের দিকে আঙুল উঁচাল। 'তাড়াতাড়ি ছাদে ওঠো!'

অকারণে ধমক খেয়ে বেকুব বনে গেল রাইডার। দ্বিতীয় চিন্তা না-করে পড়ি কি মরি ছুটল ছাদের সিঁড়ির দিকে। আলেকের সেলের দিকে তাকাল না একবারও। চকিত দৃষ্টি বিনিময় হলো ট্রেস আর পিন্টোর মধ্যে, পরমুহূর্তে ঘুরে নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোল। একটু অপেক্ষা করল ট্রেস, তারপর বাপের লাশের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছুটল পিন্টোর পিছু পিছু। নিচে নেমে জেলখানার পেছনে সরু প্যাসেজওয়েটার ভেতর ঢুকল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনল ওর লোকদের চেঁচামেচি, হৈ চৈ আর গুলি ছোঁড়ার শব্দ। এই গলিটায় ছিল এতক্ষণ ল্যুক। লোকটাকে ধাওয়া করে ঘাড় মটকে দেয়ার এক বুনো ইচ্ছে জাগল ওর মনে। কিন্তু রাতের ঘোর অন্ধকারের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলাতে হলো। দেয়ালের সাথে আরও ঘন হয়ে দাঁড়াল সে, গুলি ছুঁড়ল অন্ধকারে। হঠাৎ কাঠ জাতীয় পাতলা কিছু একটা ভাঙার শব্দে সচকিত হলো। ঘুরে দাঁড়াল।

মাত্র এক পলকের জন্যে ল্যুককে দেখল ও, টাইরেইলে বাঁধা ঘোড়াগুলোর আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে। গুলি ছুঁড়তে শুরু করল সে। এরপর রীতিমত দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল ওখানে। প্রাণপণে দৌড়াল ও, রাস্তায় গিয়ে উঠল। ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে ল্যুক জটলার মধ্য থেকে, ঘোড়া ছুটিয়েছে। আবার দেখল ট্রেস ওকে শেরিফ অফিসের সামনে, তাও ক্ষণিকের জন্যে। ওখানে সবাই একযোগে গুলি করছে আর সমানে চেঁচাচ্ছে। একটু পরেই নিজের লোকদের একযোগে ঘোড়া ছোটাতে দেখল ও।

ল্যুক পালিয়েছে!

ওখানে দাঁড়িয়ে শেরিফ বার্ককে দেখল সে, জেলখানার দিকে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে শুরু করল সেও শেরিফের পিছু পিছু। রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছে ও। কর্কশস্বরে ডাকল, 'এই, কুত্তার বাচ্চা বার্ক! দাঁড়া! দাঁড়া বলছি!'

নাগাল পেতেই শেরিফের কোট ধরে হ্যাঁচকা টান দিল, টানতে টানতে নিয়ে চলল ওপরে। সেলের পাশে গিয়ে থেমে ভেতরে আলেকের লাশটা দেখাল। হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'চেয়ে দেখো বার্ক, তুমি নাকি শেরিফ!' বলতে বলতে খেপে উঠল ও উন্মাদের মত। 'চেয়ে দেখ, শালা শেরিফের

বাচ্চা…'

ওদের দু'পাশে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেছে থ্রী এস রাইডাররা, সাথে শহরের কিছু লোক।

'দেখতে পাচ্ছি,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল বার্ক, দুর্বল স্বরে বলল, 'কিন্তু কার কাজ এটা?'

'কার কাজ এটা, না?' তীব্র ব্যঙ্গে ঝলসে উঠল ট্রেসের গলা। 'যাশ্‌শালা! এটা হান্টারের কাজ। তোমার সাধের ডেপুটির। ও ছাড়া এ-কাজ কে করবে আর? কে ছিল এখানে?'

বেকুবের মত ওর দিকে চেয়ে রইল শেরিফ। 'কিন্তু আমি তো শুনলাম, রাস্তায় কে যেন বলল, ল্যুকের নাকি গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল…'

ঘুরে দাঁড়াল ট্রেস, নিচু হয়ে মেঝেয় পড়ে থাকা গুলি তিনটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখাল। 'এগুলো কী বোঝায়? ওর কাছে গুলি ছিল না? ওর অস্ত্রটাই শুধু খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওর কাছে মোটেই গুলি ছিল না।' নিজের লোকদের দিকে চাইল সে। 'আসলে আমাদের সাথে পেরে উঠবে না বুঝতে পেরে সে ওপরে চলে আসে। তারপর সেলের সামনে এসে তাড়াহুড়ো করে গুলি ভরে নেয় পিস্তলে। এরপর গুলি করে বাবাকে। কিন্তু ওর এমন তাড়া ছিল যে রিলোডের সময় নিচে পড়ে-যাওয়া কার্তুজগুলো তুলে নেবার সময়ও ছিল না।'

একযোগে সায় দিল থ্রী এস রাইডাররা 'ঠিক তাই ঘটেছে, ট্রেস।'

ঝাঁপিয়ে পড়ে বার্কের কোটের কলার ধরল ফের ট্রেস, ঠেলে নিয়ে বারের ওপর ফেলে ঠেসে ধরল ওকে। কেন? বল্, কেন এ-কাজ করলি ব্যাটা খুনী কোথাকার? তুই-ই খুন করেছিস। তোর ডেপুটিকে দিয়ে করিয়েছিস কাজটা, তাই না? ওকে খুন করতে বলেছিস…'

ওকে বোঝাবার চেষ্টা করছে বার্ক, কিন্তু ট্রেস স্মিথ যেন পাগল হয়ে গেছে। টান মেরে সোজা করল ও বার্ককে, তারপর প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেয়। কুদে গিয়ে লাথি হাঁকাল ওর পাঁজরে।

পাগল হয়ে গেছে ট্রেস স্মিথ, ভাবল শেরিফ, বোঝাতে যাওয়া এখন বৃথা। সুতরাং পড়ে পড়ে মার না-খেয়ে ওকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে উঠতে গেল ও। কিন্তু সোজা হবার আগেই কানের পেছনে একজন রাইডারের ঘুসি খেয়ে আবার উল্টে পড়ল। ফের উঠতে গেল। আবার লাথি হাঁকাল ট্রেস।

এবার আর ওঠার চেষ্টা করল না বার্ক। এতগুলো মারমুখী মানুষের বিরুদ্ধে একা কিছুই করা যাবে না, স্রেফ মার খেয়ে ভূত হওয়া ছাড়া। ঝুঁকে কলার ধরে ওকে টেনে তুলল ট্রেস, মুখে ঘুসি মারল, আবার ছুঁড়ে ফেলল ফ্লোরের ওপর। মুখ ভেঙচে বলল, 'তুমি একজন অযোগ্য মানুষ, শেরিফ। দুটো পয়সা দামও তোমার নেই। এখন ওঠো, দূর হয়ে যাও এখান থেকে,

আমি পিস্তলে হাত দেয়ার আগেই।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল বার্ক, চুপচাপ সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। ওর পেছনে আবার লাথি ঝাড়ল ট্রেস। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল বার্ক, সিঁড়ি বেয়ে নেমে অফিসে ঢুকল। ওখানে প্রচুর লোক, সবাই শহরের বাসিন্দা। সবাইকে চেনে ও। বলল, 'ওদের এখান থেকে বের করে দিতে হবে, মেন। আমি একা পারব না। তোমাদের সাহায্য লাগবে।'

চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রইল লোকগুলো, কোনরকম প্রতিক্রিয়া দেখাল না। ওরা জানে না, গোলমালটা প্রথম কোন পক্ষ শুরু করেছে, জানার ঝামেলায়ও গেল না কেউ। কিন্তু ওরা জানে, আলেক স্মিথকে জেলের ভেতর খুন করা হয়েছে নিরস্ত্র অবস্থায়। এটা অন্যায়, ফলে তাদের সহানুভূতি চলে গেছে স্মিথদের দিকে। সুতরাং বার্কের আবেদনে সাড়া দেবার কোন কারণ খুঁজে পেল না ওরা।

'তুমি একজন ফালতু শেরিফ, বার্ক,' একজনের জবাব শোনা গেল। 'তোমার সম্পর্কে এটাই এখন আমার ধারণা।'

ওর ঘাড়ের ওপর হাত রাখল ট্রেস ধাক্কা দেয়ার ভঙ্গিতে। 'তুমি তোমার কাজ শুরু করো, বার্ক। তাড়াতাড়ি একটা পার্সি গঠন করো। তোমার নেতৃত্বে খুঁজে বের করবে ওরা খুনীটাকে, ধরে এনে ঝুলিয়ে দেবে সবচে' উঁচু গাছটা থেকে। যাও, কাজ শুরু করো এক্ষুনি। তোমাদের সাথে আমিও থাকব কাজটা ঠিকঠাকমত হচ্ছে কিনা দেখার জন্যে।'

'তুমি ভীষণ বাড়াবাড়ি করছ, ট্রেস,' শান্তস্বরে বলল বার্ক। 'হান্টার খুন করেনি।'

মুহূর্তে ডজনখানেক লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। তাদের মধ্যে খেপে ওঠা শহরের লোকও আছে। মিনিটখানেক পরে বার্ককে রক্তাক্ত শরীরে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় ফেলে রেখে বেরিয়ে গেল সবাই।

নিজের অফিসের মেঝেয় ওকে অজ্ঞান অবস্থায় আবিষ্কার করল রোজ আর লিজ। রিটাকে ডেকে এনে তিনজনে মিলে নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল। রোজ গিয়ে ডেকে আনল ডাক্তার বাক্সটারকে। এখানে ওখানে কেটে গেছে শেরিফের, পাঁজরের হাড় ভেঙেছে, একটা বাহু আলগা হয়ে গেছে কাঁধের সংযোগ থেকে। টানা দেড়ঘণ্টা কাজ করার পর মুখ তুলল বাক্সটার, তারপর জানাল আজ রাতের ঘটনা সম্পর্কে ও কী শুনেছে।

'পাগল হয়ে গেছে ওরা,' মৃদুস্বরে বলল রোজ ডাক্তারের কথা শেষ হতেই। 'ল্যুক কখনও কাউকে এভাবে খুন করবে না।'

'ইয়াং লেডি,' হাসল ডা. বাক্সটার। ওরা কিন্তু সেটাই বিশ্বাস করেছে। তবে তাতে খুব একটা দোষও দেয়া যাবে না তাদের। এখানে বছরের পর বছর ধরে যেভাবে আমরা খুন-জখম আর অন্যায়ের মধ্যে মুখ বুজে বেঁচে

আছি, তাতে এক সময় নিজেদের পর্যন্ত ঘৃণা করতে শুরু করেছি। শহরের সবাই আজ রাতে একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে শুনেছে–এবং হত্যাকারীর নামও জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের। ফলে সবাই এখন খেপে উঠেছে ওর বিরুদ্ধে, এতদিন ধরে নিজেকে ঘৃণা করার যে কষ্ট ও ক্ষোভ, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। ওকে ওরা খুঁজে বের করে ফাঁসিতে ঝোলাবে। তবে তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না, একবছর পর তাদের মনেও থাকবে না কাজটা কেন করেছিল।'

'ফাঁসিতে ঝোলাবে?'

'হ্যাঁ, ম্যাম, যদি ধরতে পারে। ধরতে না-পারার কোন কারণও নেই, যদি ওদের হাত গলে বেরিয়ে যাবার মত যথেষ্ট শক্তি ও বুদ্ধি তার না-থাকে।'

'আছে।' মাথা দোলাল রোজ। 'ও শক্তিশালী মানুষ, বুদ্ধিমানও।'

'কতটা?' হার্ত ওল্টাল বাক্সটার, মাথা নাড়ল।

এগারো

এলাকাটা অসমতল, অসংখ্য অনুচ্চ পাহাড়-টিলা আর গাছপালায় ভরা। তার মধ্যে উঁচুমতন একটা টিলায় বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে আছে ল্যুক। হাড় কাঁপানো উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে।

একটা ঘোড়া ছাড়া ওর কাছে এখন আর কিছু নেই। অস্ত্র, অ্যামুনিশন, খাবার দাবার কিংবা কম্বল। থাকার মধ্যে আর আছে কেবল গোটা কয়েক ম্যাচের কাঠি।

প্রচণ্ড শীতে রীতিমত কাঁপছে ও। মন থেকে বারবার কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে ওকে। কে যেন বলছে এখান থেকে চলে যেতে। পাথরের আড়ালে বসে পুরো ঘটনাটা মন দিয়ে ভাবছে ও। গোটা ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্নের মত লাগছে ওর কাছে।

স্মিথদের হামলার পেছনে তবু কিছুটা যুক্তি খুঁজে পাচ্ছে ও। কারারুদ্ধ আলেক স্মিথকে বের করে নেবার জন্যে ওদের হামলা আচমকা হলেও একদম অপ্রত্যাশিত ছিল না। ল্যুক আর বার্ক আরেকটু সাবধান হলে হয়তো অতটা চড়াও হতে পারত না ওরা। কিন্তু ওর কাছে বিস্ময়কর মনে হচ্ছে শহরের বাসিন্দাদের নিস্পৃহ নির্বিকার আচরণ। এমন নয় যে, স্মিথরা শহরে খুব একটা জনপ্রিয়, জঘন্য এ পারিবারিক লড়াইয়ের ফলে শহরের সাধারণ

বাসিন্দাদের সবারই সুখ-শান্তি ধরতে গেলে লাটে উঠেছে। দুই শক্তিমানের সংঘাতে ওদের অবস্থা হয়েছে উলু খাগড়ার মত। একজন লারসেন হোভার্ট কিংবা আলেক স্মিথ যেভাবেই মারা যাক না কেন, তা নিয়ে ওদের মাথা ঘামানোর কথা নয়। ওরকম সচেতনই যদি হত তারা, তাহলে শেরিফ বার্ককে অমন নখদন্তহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে হত না এখানে। সবচে' বড় কথা, আইনের লোককে খুন করার দুঃসাহসও কেউ দেখাত না।

ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখার চেষ্টা করল ল্যুক। হতে পারে শহরবাসীদের এই পাগলামির পেছনে কাজ করছে তাদের এতদিনকার রুদ্ধ আবেগ। খুন-জখম আর অবিচার দেখতে দেখতে এবং মুখ বুজে সইতে সইতে শেষ পর্যন্ত নিজেদের অজান্তেই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে ওরা। আলেক স্মিথকে নিরস্ত্র ও বন্দী অবস্থায় খুন হতে দেখে তাদের এতদিনকার অবরুদ্ধ ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশিত হবার পথ খুঁজে পেয়েছে। তাই এই প্রথমবারের মত খেপে উঠেছে ওরা খুনীর বিরুদ্ধে। তবে ল্যুকের দুর্ভাগ্য, ট্রেস স্মিথের ষড়যন্ত্রে ওর নামই খুনী হিসেবে প্রচার পেয়ে গেছে ওদের কাছে। প্রকৃত খুনী যে হ্যাম হোভার্ট, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ছাড়া কখনও বিশ্বাস করতে চাইবে না ফাঁসির দড়ি হাতে উন্মত্ত এ-লোকগুলো। তবে কিছুটা স্বস্তিও বোধ করছে ল্যুক। ধাওয়াকারীদের সাথে ওর কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নেই। সুতরাং ওদের উৎসাহ এখন যত তীব্রই হোক না কেন, শীঘ্রিই তা স্তিমিত হয়ে যেতে বাধ্য।

শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাক, স্যাম আর লিজ হোভার্টের কথা ভাবল ও। রাক হুঁশিয়ার লোক, ঘটনাটা শোনামাত্র শহরবাসীদের মতিগতি আর স্মিথদের মনোভাব সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে। একই সাথে হ্যাম হোভার্টের কথাও ভাবল ও। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও ওর প্রতি কোন রকম বিরূপভাব কিংবা বিতৃষ্ণা অনুভব করল না। ছেলেটার বাস্তব বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণও নেই। বাবার মতই গোঁয়ার, কিন্তু কুশলী নয়। ওকে নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই—শীঘ্রিই ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলবে কিংবা গুলি খেয়ে মরবে।

একটা ব্যাপারে ও এখন নিজের কাছে পরিষ্কার। জেম ক্লিফম্যান হত্যারহস্যের কিনারা ওকে করতেই হবে, সে সাথে নিজের নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে। এখান থেকে লেজ গুটিয়ে পালাবে না ও। ওর সাথে এখন জড়িয়ে গেছে আরও ক'জন মানুষের ভাগ্য। হোভার্টদের তিন ভাই-বোন ছাড়াও ওকে ভাবতে হবে এখন রোজ ক্লিফম্যান আর শেরিফ বার্কের কথা। এমন কি রিটা স্মিথের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ওদের সবার পথ এখন একই দিকে মোড় নিয়েছে, ল্যুকের নিজের পথও সেদিকে।

কোটের কলার টেনে দিয়ে উঠে ঘোড়ার কাছে গেল ও। ল্যারিয়েট দিয়ে বাঁধল ওটাকে গাছের সাথে, ফিরে এসে পাথরের পাশে শুয়ে পড়ল। চোখ

মেলে তাকাল তারাজ্বলা আকাশের দিকে। বন্ধ করার আগে বিড়বিড় করল, এখানেই থাকব আমি, কোথাও যাব না। আবার সব কিছু শুরু করব নতুন করে আটঘাট বেঁধে।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে নেমে এল টিলার ওপর থেকে, তারপর ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলল হোভার্ট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে। সতর্ক ও, টান টান হয়ে আছে পেশী। ওর কাছে অস্ত্র নেই, তাই বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন, যেন শত্রুর মুখোমুখি পড়তে না-হয়। ফলে ওকে চলতে হচ্ছে চারদিক দেখে শুনে, দূরাগত প্রতিটি শব্দের প্রতি আলাদা মনোযোগ রেখে। চলতে চলতে ওর অবস্থান থেকে নিচে দু'পাশের বিস্তীর্ণ এলাকার ওপর চোখ বুলাচ্ছে ও। এক সময় সরু একটা গলির কাছে গিয়ে পৌঁছল।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সে, চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে ঢুকে গেল একপাশের জঙ্গলের ভেতর। মিনিট খানেক পরে চারজন রাইডার চলে গেল ওর পাশ দিয়ে। লোকগুলোকে খেয়াল করল ল্যুক। ক্লান্ত শ্রান্ত ভঙ্গি ওদের, চোখ ঢুলু ঢুলু, মনে হয় ভাল করে ঘুমুতে পারেনি রাতে। নইলে ওর ঘোড়ার অমন বড় বড় তরতাজা ট্র্যাকগুলো ওদের নজর এড়ায় কি করে? অবাক হয়ে ভাবল ল্যুক।

বেরোল না সে, জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢুকে গেল। খানিক বাদে বিপরীত দিকে একটা বিস্তীর্ণ মেসায় গিয়ে পড়ল। ওখানে থেমে তাকাল চারদিকে। দূরে থ্রী এস র‍্যাঞ্চে দৃষ্টি চলে গেল ওর। র‍্যাঞ্চের ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আধপোড়া কাঠ-বাঁশ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও। বড় ঘরের পাথুরে চিমনিটাই শুধু দাঁড়িয়ে আছে অক্ষত অবস্থায়।

কাজটা কার? হ্যাম হোভার্টের?

চোখ ফিরিয়ে নিল ও, হালকা গাছপালার ভেতর দিয়ে রিজ বেয়ে চলতে শুরু করল ফের। মধ্য সকালে পৌঁছে গেল হোভার্ট র‍্যাঞ্চের কাছে। আগের চেয়ে সতর্ক ও এখন। জানে, পাসি ওর খোঁজে এখানেও আসতে পারে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে আস্তে আস্তে জঙ্গলের প্রান্ত ধরে এগোল। র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি এসে ঘোড়া থেকে নামল। সেদিন যেখান থেকে ও আর শেরিফ বার্ক স্মিথদের হামলায় বাগড়া দিয়েছিল, সেখানে অবস্থান নিল।

জনাতিরিশেক লোক জমায়েত হয়েছে উঠানে। এদের কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে বসা, কেউ কেউ ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে। লিজ ও রাকেকে দেখা গেল কথা বলছে ঘোড়ার পিঠে বসা এক লোকের সাথে। লোকটা মনে হচ্ছে হিডেনের ব্যাংকার টিমেথ ভিওরি। ওর পাশে দশাসই লোকটাই ট্রেস স্মিথ। দলে আছে রুড নিকোলাস, মাইক হার্থিসহ জনাকয়েক প্রভাবশালী শহরবাসী। ওদিকে রোজকেও দেখা গেল লিজের পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিওরির কথা শুনছে।

পরিকল্পনাটা ভিওরির, তাই ট্রেস নিজে চুপ থেকে ওকেই বলার সুযোগ দিচ্ছে।

নিখুঁত ছাঁটের আগাগোড়া কালো পোশাক ভিওরির পরনে। ব্যাংকার হিসেবে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তাতে। অন্তত ওর ধারণা তা-ই। পাসির মুখপাত্র হিসেবে নিজের গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে বেশ সচেতন দেখাচ্ছে ওকে। ওকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে রাক। ভিওরিকে সব সময় দুই পরিবারের লড়াই থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতে দেখেছে। ওর সাথে যারা এসেছে, তারাও প্রায় ওরই মত। এখন ট্রেস স্মিথের সাথে ওদের আসতে দেখে ধন্দে পড়ে গেছে। ওরা কি পাসির লোক?

ঘোড়া থামিয়ে সম্ভাষণ জানিয়েছে ভিওরি রাককে, প্রতি সম্ভাষণ জানিয়েছে রাকও। ওদের সাথে সাথে শহর থেকে আসা রোজ আর লিজ ঘোড়া থেকে নেমে রাকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাম হোভার্ট কোথায় তা জানতে চাওয়ার মধ্য দিয়ে কথা শুরু করেছে ভিওরি।

'চলে গেছে,' মৃদুস্বরে বলল রাক। 'তোমরা নিজেরাও তা জানো। শুধু শুধু ন্যাকামো করছ কেন?'

'অ। আর হান্টার?'

'ওর কথা বলতে পারি না।'

ওর জামার হাতায় আলগোছে টান দিল লিজ, সতর্ক করতে চাইল। বিভ্রান্ত চোখে ওর দিকে তাকাল রাক।

'তাহলে মনে হয় তুমি কিছুই শোনোনি,' রুক্ষস্বরে বলল ভিওরি। 'গতরাতে আলেক স্মিথকে জেলখানার ভেতর খুন করেছে হান্টার। তাই পাসি খুঁজছে ওকে।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না।' মাথা নাড়ল রাক।

'তাতে কিছু আসে যায় না, রাক। যা ঘটেছে, তা তো আর পাল্টে যাবে না। তুমি হান্টারের বন্ধু ছিলে, না?'

'এখনও আছি।' তিক্ততা ফুটল রাকের গলায়। ভিওরি থেকে ট্রেস স্মিথ, রুড নিকোলাস—একে একে সবার দিকে তাকাল সে। 'তো এখন কী করতে চাও সে জন্যে? আমাকেও গ্রেফতার করবে নাকি?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল ভিওরি। স্যাডলে নড়েচড়ে যুৎ হয়ে বসল। 'রাক, একটা কথা শোনো। শহরে আমরা কিছু মানুষ কখনও হোভার্ট আর স্মিথদের পারিবারিক লড়াইটা পছন্দ করিনি। তবু দীর্ঘদিন ধরে ব্যাপারটাকে সহ্য করে এসেছি, কারণ আমরা কেউই কোন পক্ষ নিতে চাইনি। কিন্তু যখন আমাদের শহরের জেলে একজন বন্দীকে খুন হতে দেখলাম একজন গোঁয়ার

তথাকথিত ডেপুটির হাতে, তখন আর চুপ থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, ব্যাপারটার একটা…'

'হ্যাঁ। কিন্তু সেজন্যে তোমাদের খুব বেশি লম্বা সময় লেগেছে, ভিওরি,' বলল রাক। ওর চোখ ট্রেসের ওপর।

'হতে পারে। কিন্তু সেটা নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না,' তীক্ষ্ণস্বরে বলল ভিওরি। 'এখন আমরা কী বলতে এসেছি, শোনো। তোমাদের লড়াই শীঘ্রিই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।…এটা কথার কথা নয়। সত্যি সত্যি এ-লড়াইয়ের শেষ দেখতে চাই আমরা।'

'কিভাবে?'

'…তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। তোমার পরিবার পরিজনসহ। তোমার তল্পিতল্পা…মানে মালপত্রসহ।'

অবিশ্বাসভরা চোখে লোকটার দিকে চাইল রাক। ও সহজে রাগে না, এখন মনে হচ্ছে ওকে আরও ধীর ও সংযত হতে হবে, বিশেষ করে রেগে ওঠার ব্যাপারে।

'তোমরা চাইলে তো আর হবে না, ভিওরি। এখানে আমার বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি রয়েছে। অবৈধ কিছু নয়, আইনসম্মত, বিধিমাফিক।' একটু থামল ও। 'যদ্দূর মনে পড়ে, আমার বাবাই তোমাকে এখানে এনেছিল। তুমিও ভোলোনি নিশ্চয়। তোমার চেয়ে এখানে আমার অধিকারই বেশি।'

মুখ লাল হয়ে উঠল ভিওরির। 'কার কতটা অধিকার, সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না, রাক। কথা হচ্ছে…কথা হচ্ছে, তোমরা এখানে থাকার অধিকার হারিয়েছ। তোমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে।'

'কিন্তু সেটা শুধু আমাদের বেলায় কেন?' সামান্য উত্তেজিত শোনাল রাকের গলা। 'স্মিথদের বেলায় নয় কেন?'

'তোমাদের বেলায় কেন সেটা তো প্রথমেই বলেছি। তোমাদের বন্ধু ল্যুক হান্টার শেরিফ অফিসে এখানকার একজন সম্মানিত নাগরিক আলেক স্মিথকে বিনা উস্কানিতে নিরস্ত্র অবস্থায় খুন করেছে। তোমরা কিংবা তোমাদের লোকেরা গ্রী এস র‍্যাঞ্চহাউসটা জ্বালিয়ে দিয়েছ গত রাতে। সবচে' বড় কারণ হলো, এ-শহর হোভার্ট এবং তাদের ভাড়াটে ল'ম্যানদের চেয়ে স্মিথদেরই বেশি সজ্জন এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনে করে। কারণ হিসেবে এগুলোই কি যথেষ্ট নয়?'

'মোটেই যথেষ্ট নয়। তুমি একটা পক্ষ নিয়েছ, ভাল কথা। কিন্তু সে জন্যে আমাদের কেন বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

'বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে যেতে কে বলেছে? তোমাদের সম্পত্তি ব্যাংকের মাধ্যমে নিলামে উঠবে। সেখান থেকে ওগুলোর দাম পেয়ে যাবে তুমি।' আন্তরিকতা ফুটল ভিওরির গলায়, 'আমরা তো তোমাদের নিঃস্ব অবস্থায় চলে যেতে বলছি না, রাক। আমরা শুধু তোমাদেরই চলে যেতে বলছি।

কথাটা বোঝার চেষ্টা করছ না কেন?'

'মালিকের সম্মতি ছাড়া এসব কেউই কিনবে না, আমি কখনও দলিলে সই করব না।'

'করবে তুমি, রাক,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করছে ভিওরি ধৈর্যের সাথে। 'অবশ্যই করবে। তোমার নিশ্চয় মনে আছে, এর আগে যে মার্শাল ছিল এখানে, ওকে কে হত্যা করেছে? হতে পারে তোমার মনে নেই। তবে আমি হলফ করে বলতে পারি, ওকে তুমিই খুন করেছ। আমার মত রুড নিকোলাসও হলফ করে সাক্ষ্য দেবে। ইউএস কমিশনারের সামনে একজন সৎ ও সম্মানিত নাগরিক হয়ে ও নিশ্চয় তোমার খাতিরে মিথ্যে কথা বলতে যাবে না। এরকম, শহরে আরও অনেকে আছে, যারা সানন্দে সত্যি কথাটাই বলবে।'

এবার কথা বলল রোজ, নিচু, অসন্তুষ্ট স্বরে, 'নিজেদের যারা মানুষ মনে করে, মি. ভিওরি, তারা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, তোমরা যা করতে চাইছ, তারচে' জঘন্য, নোংরা আর কাপুরুষের কাজ আর কিছুই হতে পারে না।'

জ্বলে উঠল ভিওরি, সরু চোখে চাইল রোজের দিকে। 'তোমার কাছে কাপুরুষের কাজ মনে হতে পারে, মিস বার্গার, কিন্তু ওটাই ন্যায়সঙ্গত কাজ।'

'কেন? তাহলে লড়াইবাজ দু'পক্ষকেই হিডেন থেকে দূর করে দিচ্ছ না কেন? তাহলে তো সব ল্যাঠাই চুকে যায়। তা না-করে শুধু এক পক্ষকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করতে এসেছ কেন?'

'সেটা তো আগেই বলেছি বলে মনে হয়!' রেগে উঠল ভিওরি। 'আমাদের সাধারণ মানুষের শান্তি নষ্ট করার জন্যে আগে দু'পক্ষই দায়ী ছিল। কিন্তু এখন রাক যখন ল'ম্যান নামধারী ওই জঘন্য খুনীটার সাথে হাত মিলিয়েছে, তখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। স্মিথরা ওরকম কিছু করেনি, নিজেদের লড়াই ওরা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছে; আমাদের জন্যে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করেনি। কিন্তু হোভার্টরা আমাদের আইন-শৃঙ্খলাকে কলুষিত করেছে। ওদের ভাড়াটে ল'ম্যান আলেক স্মিথকে এমন একটি খুনের সাথে জড়াতে চেয়েছে, যেটার সাথে ওর আদতেই কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরে যখন দেখল আইন দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়, তখনই ওকে অন্যায়ভাবে খুন করেছে জেলের ভেতর, নিরস্ত্র অবস্থায়। আমাদের বিচারে এগুলোই যথেষ্ট। ওদের যেতেই হবে।'

রাগে লাল চোখ দুটো সরাল না ও রোজের ওপর থেকে, যেন ওভাবে চেয়ে থাকলে ভয়ে একদম কুঁকড়ে যাবে মেয়েটা। তবে তার কোন লক্ষণ না দেখে শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি ফেরাল রাকের দিকে। 'সে যাক, এখন তুমি কী করবে, হোভার্ট? লেজ গুটিয়ে পালাবে নাকি মার্শাল হত্যার দায়ে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

ধীরে ধীরে, প্রতিটা শব্দ প্রায় চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল রাক, 'যদি ভেবে থাকো যে, এভাবেই আমাদের তাড়িয়ে দেয়া যাবে, তাহলে বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি, হাঁদারাম। তার আগে লড়তে হবে তোমাকে। ভেবো না। আমার কাছে এখনও একটা ঘোড়া আর গোলাবারুদ কেনার মত পয়সা আছে।'

'কিন্তু সেটা মস্ত বড় ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে তোমার জন্যে, রাক,' হাসল ভিওরি। 'আমার কথাগুলো ভাল করে মাথায় গেঁথে নাও। যে-মুহূর্তে তুমি কাউন্টি সীমানার বাইরে চলে যাবে, তার পরমুহূর্ত থেকে ল্যুক হান্টার, স্যাম হোভার্ট আর তোমার নামে ওয়ান্টেড নোটিস ইস্যু হয়ে যাবে। তোমাদের ধরিয়ে দেবার জন্যে মাথাপিছু আড়াই হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হবে। অঙ্কটা নেহাৎ ছোট না কিন্তু। আশা করি, এবার তোমার মত পাল্টাতে সুবিধা হবে।'

প্রচণ্ড রাগে দিশেহারা হবার দশা হলো রাকের, এক পা এগোল ও ভিওরির দিকে। কিন্তু বাহুতে টান খেয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে লিজকে দেখল। ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার আগেই বোনের অনুরোধ শুনল, 'এক মিনিট, রাক, কথা আছে। চলো, ঘরের ভেতর যাই।'

রোজসহ ভেতরে গিয়ে ঢুকল ওরা, দরজা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে। রাক তাকাল বোনের দিকে, কর্কশস্বরে বলল, 'এখান থেকে কখনও যাব না আমি। মামলা করব···'

'রাক, প্লীজ। একটা মিনিট ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখো,' অনুনয় করল লিজ। 'কমিশনার অফিসে হোভার্টদের নামে অনেক দুর্নাম রটানো হয়েছে। তাছাড়া টিমেথ ভিওরি, রুড নিকোলাসের মত প্রভাবশালী লোকেরা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি মার্শালকে খুন করেছ, তাহলে স্রেফ ফাঁসিতে ঝোলাবে ওরা তোমাকে। সেটা কি ঠিক হবে?'

'কিন্তু আমি কিছুই দেব না ওদের!' একগুঁয়ে ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রাক।

'না,' মৃদুস্বরে বলল রোজ। 'তুমি দেবে। এখন তোমাকে দিতে হবে, রাক। তার বদলে জান বাঁচাতে হবে। বেঁচে থাকলে সব কিছুই ফিরে পাবে। কিন্তু জেলের ভেতর পচলে কিংবা মরে গেলে সে আশাও থাকবে না।'

এরকম সমস্যায় রাক আর কখনও পড়েনি। ওর ভেতর প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, কিন্তু রোজের কথা নাকচ করে দেবার মত তেমন কোন জোরাল যুক্তিও খুঁজে পাচ্ছে না। একমুহূর্ত পরে রাগে বিকৃত মুখ নিয়ে ওদের কথা মানতে রাজি হলো ও।

দরজা খুলে ভিওরিকে ডাকল রোজ। প্ল্যানের সফলতার ব্যাপারে ভিওরি এতটা নিশ্চিন্ত ছিল যে, সাথে করে দলিল পর্যন্ত তৈরি করে নিয়ে এসেছিল। বিনাবাক্যব্যয়ে ওটাই সই করে দিল রাক।

'বাঁধাছাঁদার জন্যে কতক্ষণ সময় পাব আমরা?' লিজ জানতে চাইল।

'একদম সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত,' উদাস গলায় জবাব দিল ভিওরি। 'বাঁধার কাজে সাহায্য করব আমরা, এসকর্ট করে কাউন্টিলাইন পর্যন্ত দিয়ে আসব।' দোর খুলে মুখ বাড়িয়ে ডাকল নিজের লোকদের, 'তোমাদের মধ্যে সবচে' দ্রুতগামী ঘোড়াটা কার? হোলজ, তোমার? বেশ, এক্ষুনি ঘোড়া ছুটিয়ে যাও, হিডেন থেকে দুটো ওয়াগন নিয়ে এসো ভাড়া করে। হোভার্টদের জিনিসপত্র···'

হাত নেড়ে ওর উৎসাহে পানি ঢেলে দিল লিজ। 'আমাদের ওয়াগন দিয়েই কাজ চলবে। তোমাকে শুধু শুধু ব্যস্ত হতে হবে না। আর শোনো, ভিওরি, আমরা একেবারেই চলে যাচ্ছি না। আবার ফিরে আসব।'

বোনের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল রাক, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিল। ঘরের ভেতর ঢুকল লিজ, জিনিসপত্র বাঁধায় রোজ ছাড়া আর কারও সাহায্য নিল না। ইতোমধ্যে ডকস্টেডারদের শুখান থেকে ফিরে এসেছে স্যাম। গতকাল লিজ না-ফেরায় আজ সকালে ওর খোঁজে ওখানে গিয়েছিল। সব কিছু শুনে কোন মন্তব্য করল না ও, চুপ করে রইল।

পাসির কেউ কেউ শহরে চলে গেছে, বাকিরা রয়ে গেছে হোভার্টদের কাউন্টিলাইন পার করিয়ে দিয়ে আসার জন্যে। একটা মাত্র ওয়াগনে নিজেদের বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, খাবারদাবার, কিছু শস্যদানা আর একটা টার্প তুলে নিল ওরা।

ঘরে ঢুকে আর কী কী লাগবে চেক করল রাক; ওর মুখ গম্ভীর, ভেতরে যা-ই থাকুক না কেন, বাইরে থেকে বেশ শান্ত ও নিরীহ মনে হচ্ছে ওকে এখন।

'তোমাদের বাড়তি ঘোড়া আছে?' ওর কাছে এসে জানতে চাইল রোজ।

'প্রচুর। কিন্তু আমরা তো তোমাদের পথে যাচ্ছি না, রোজ।'

'আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি।'

ভ্রু কুঁচকে ওর দিকে চাইল রাক। 'তার মানে তুমি শহরে যাচ্ছ না?'

'না।' হাসল রোজ।' 'আমার ধারণা, তোমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা আমি জানি। তোমরা তো কাউন্টিলাইন পেরিয়ে গিয়ে ক্যাম্প করবে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমি তোমাদের কাজে লাগতে পারি। নেবে আমাকে?'

হাসল রাক। 'তোমার খুব কষ্ট হবে, রোজ।'

'তাতো হবেই, কিন্তু লিজ, স্যাম কিংবা তোমার কষ্টও তো আমার চেয়ে কোন অংশে কম হবে না।' স্মিত হাসল রোজ। 'আমার খুব রাগ লাগছে, রাক। বুঝতে পারছি না ল্যুকের কেমন লাগছে। আমি ওর কষ্টটা বুঝতে চাই।'

সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে দুপুরের আগেই যাত্রা করল ওরা। স্যাম তার ঘোড়া নিয়ে চলল আগে আগে। ওয়াগন চালাবার দায়িত্ব নিল রাক। লিজ

আর রোজ দু'জনে দুটো ঘোড়া নিয়ে চলল ওয়াগনের পাশে। পুরো দলটাকে এসকর্ট করে নিয়ে চলল হিডেনের জনাপাঁচেক বাসিন্দা।

একবারের জন্যেও কেউ ওরা পিছু ফিরে চাইল না। অবাক হলেও এর কারণ বুঝতে অসুবিধে হলো না রোজের। তিন ভাই-বোনের মধ্যে কেউই বিশ্বাস করছে না যে, নিজের র‍্যাঞ্চ ছেড়ে ওরা চিরতরে চলে যাচ্ছে। রোজের মনে হলো, ব্যাপারটায় ওরা যেন বরং খুশিই হয়েছে। ওদের সম্ভবত ধারণা, সাময়িক এই বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে ওরা আসলে পেছনে ফেলে যাচ্ছে হোভার্ট র‍্যাঞ্চের রক্তাক্ত অতীত, দুঃখ-কষ্ট আর অসহনীয় সন্ত্রাসকে। কিন্তু এটা ওদের ঘর, এর জন্যে তারা অতীতে যুদ্ধ করেছে এবং শীঘ্রিই আবার শুরু করবে। এখন যে পিছু হটা–এটাও আসলে যুদ্ধের একটা অংশ, স্ট্র্যাটেজির পরিবর্তন মাত্র।

সন্ধের একটু পরে কাউন্টিলাইনে এসে পৌঁছল ওরা। লাইনের সীমানা নির্ধারণী চিহ্ন হিসেবে রয়েছে একটা ছাল-চামড়া উঠে যাওয়া গাছ। ওয়াগন নিয়ে গাছটাকে পেছনে ফেলে গেল রাক, তারপর থামল। পেছনে, এসকর্ট করে আসা লোকগুলোর অপসৃয়মান ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওয়েল বয়েজ, আগামীকাল দেখা হবে।'

জবাবে একজনের গলা শোনা গেল, 'না হলেই তোমার জন্যে ভাল হবে, রাক। তখন তোমার মাথার দাম হবে আড়াই হাজার ডলার।'

'এক সপ্তাহের মধ্যে ওটাকে দশ হাজারে পরিণত করব আমি। কথা দিচ্ছি।'

রাইডাররা একদম মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। তাঁবু খাটানোর তোড়জোড় শুরু করল রাক। লিজ আর রোজ রান্নাবান্না নিয়ে বসল। রাতে জ্বালানোর জন্যে লাকড়ি কাটতে গেল রাক আর স্যাম। তার আগে একটা রোপ করাল তৈরি করে ঘোড়াগুলোকে ওখানে ঢোকাল।

ওদের কাঠ কাটার শব্দ শুনতে শুনতে অন্ধকারে মুখ তুলে তাকাল রোজ। চমকে উঠল সাথে সাথে। আনন্দে চেঁচাল, 'ল্যু-উ-ক!'

কাঠ কাটার একঘেয়ে শব্দের ফাঁকে ওর গলা শুনল রাক। দুর্বোধ্য স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সেও, ওর পেছন পেছন দৌড়াল স্যামও। আর লিজের হাত থেকে বিস্কুটটা ওভানে না-পড়ে পড়ল নিচে, আগুনের মধ্যে।

গজদুয়েক দূরে অন্ধকারে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ল্যুক। ওর না-কামানো মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কাপড়চোপড় ছেঁড়া, ক্ষতবিক্ষত বুটজোড়া। কিন্তু শারীরিক দুর্দশা এতটুকু ছাপ ফেলতে পারেনি ওর মুখে। ওর সর্বাঙ্গ থেকে যেন ফুটে বেরোচ্ছে দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস আর নিশ্চয়তার ছাপ। মুগ্ধ হয়ে গেল রোজ–যেন এই প্রথম দেখল ওকে।

ওদের প্রশ্নের জবাবে পাসির ধাওয়া খাওয়া থেকে শুরু করে ওদের পিছু পিছু এখানে আসা পর্যন্ত সব কিছু জানাল ল্যুক। বলল, কিভাবে গত রাতে

পাসিকে পেছন থেকে খসিয়ে দিয়েছে, কিভাবে আজ সকালে হোভার্টদের নিজের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে দেখেছে। এরপর জেলখানায় স্মিথদের হামলা, হ্যাম হোভার্টের আগমন ও আলেক স্মিথের খুন হওয়া নিয়ে কথা বলল।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার বসল ওরা। রাক বলল, 'তাহলে হ্যামই খুন করেছে আলেক স্মিথকে? ট্রেস স্মিথ তা জানেও?'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস। ট্রেস স্মিথই পাঠিয়েছিল ওকে আমার কাছে। কিন্তু,' ভুরু কুঁচকাল ল্যুক, 'ব্যাপারটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। ট্রেস জানে, হ্যাম একবার ওর বাবাকে খুন করতে চেয়েছে, আমি আভাস দিয়েছিলাম আবার চেষ্টা করতে পারে সে। তারপরও সে কি করে পাঠাল ওকে? তারচে' অবাক করা ব্যাপার, ওদের মধ্যে সমঝোতাই বা হলো কি করে?'

'থ্রী এস র‍্যাঞ্চে আগুনটাও কি তাহলে হ্যাম লাগিয়েছিল?'

'আমিও লাগাইনি, তুমিও লাগাওনি, তাহলে বাকি থাকে কে?'

এরপর অন্যান্য বিষয়ে কথা বলল ওরা। ল্যুক ও হোভার্টদের বিরুদ্ধে শহরের লোকদের হঠাৎ বিক্ষোভ, ভাইদের সংশ্রব ত্যাগ করে রিটা স্মিথের শহরে এসে থাকা–এসব এল আলোচনায়। রিটা প্রসঙ্গে আলোচনার সময় কোন কথা বলল না রাক, চুপচাপ শুনে গেল শুধু। ওর মুখে বেদনার আভাস লক্ষ করল ল্যুক। শেষে শোয়ার আয়োজন করল ওরা। রাক আর ল্যুক ওয়াগন থেকে বিছানাপত্র নামাতে গেল। ওখানে আবার কথা হলো দু'জনের।

'এরপর আমরা কী করব, ল্যুক?' জানতে চাইল রাক।

'লড়াই করব,' সংক্ষেপে জবাব দিল ল্যুক।

'গোটা কাউন্টির বিরুদ্ধে? ধুৎ, র‍্যাঞ্চ ছাড়ার সময় আমিও সেরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু সারা বিকেল ধরে ভাবার পর বুঝতে পেরেছি, কাজটা কতটা কঠিন। কোথা থেকে শুরু করব আমরা, বলো তো?'

'সেটাও ঠিক করে রেখেছি আমি,' ওকে আশ্বস্ত করতে চাইল ল্যুক। 'হ্যামকে দিয়েই শুরু করব প্রথমে। ওকে শেষ করার আগে বাকিদের কথা চিন্তাও করব না। এরপর ট্রেস স্মিথের পালা। ওকে দমন করে শহরে গিয়ে টিমেথ ভিওরি আর রুড নিকোলাসের মত প্রভাবশালীদের সাথে কথা বলব। তারপর বার্ককে সাহায্য করব আবার উঠে দাঁড়াতে। সবশেষে তোমার জায়গায় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই আমি…'

'আমরা কি তা পারব?'

'পারব,' হাসল ল্যুক। 'আমি আর তুমি মিলেই কাজটা করব।'

শুয়ে পড়ল ওরা। রোজ আর লিজ আগুনের পাশে, রাক আর স্যাম গেল ওয়াগনের ভেতর। একটু দূরে একটা গাছের নিচে কম্বল বিছিয়ে শুলো ল্যুক।

ঘুম এল না ওর। খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে উঠে কম্বল গুটিয়ে বুট পরে নিল। পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরে আগুন জ্বালাল।

ধূমপান করতে করতে পায়চারি করতে লাগল ও। অন্ধকার, ঠাণ্ডা রাত। আকাশ জুড়ে তারাদের হাট বসেছে। চোখ তুলে অপলক তাকিয়ে রইল ল্যুক। মনটা হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল। এখানে ক্যাম্পফায়ারের পাশে যে মানুষগুলো শুয়ে আছে গুটিসুটি মেরে, তাদের মনের আকাশে যে-অন্ধকার জমাট বেঁধেছে, এরকম লক্ষ তারার আলোতেও সে-আকাশ আলোকিত হয়ে উঠবে না।

হঠাৎ ঘাসের ওপর কারও হাঁটার আওয়াজ পেয়ে চোখ নামাল সে। অন্ধকার সয়ে আসতেই একদম কাছে এসে পড়া মেয়েটিকে চিনতে পারল। রোজ। ওর পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি।

'তোমার পাইপের গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, ঘুমোওনি। আমারও ঘুম আসছে না।'

'ঘুমের জন্যে আমাকে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে, রোজ।'

এক মুহূর্ত চুপ থাকল রোজ। তারপর বলল, 'তুমি খুব ভাল বন্ধু, ল্যুক। দয়ালু, বিশ্বস্ত-ঠিক না?'

'তোমার সম্পর্কেও আমার তা-ই ধারণা। তুমিও তো চলে এসেছ ওদের সাথে। না এলেও তো পারতে।'

'আমার ব্যাপারটা ভিন্ন। আমার মাথার ওপর কারও খাঁড়া ঝুলছে না।'

'আমারও না। এরকম দু'চারটে চুনোপুঁটির সাধ্য নেই আমাকে ভয় দেখায়।'

রোজ হাসল। 'তোমার স্বভাব আর পাল্টাবে না, তাই না ল্যুক?'

'মনে হয় না। তবে তুমি চাইলে না হয়···'

'চাইব না,' বলে দিল রোজ। 'এক সময়, অনেক আগের কথা বলছি, ভাবতাম, তুমি স্রেফ মাথাগরম, বোকার হদ্দ এক ছোকরা। নিজের ভাল-মন্দটা পর্যন্ত ঠিকমত বোঝো না।'

'হয়তো আমি তা-ই, রোজ।'

'না, তুমি তা নও। ওটা অনেক আগে ভাবতাম। খেয়াল করেছ নিশ্চয়, অনেক আগে। কিন্তু এখন আমার ধারণা পাল্টে গেছে। আজকেই, যখন দেখলাম মানুষ কতটা নিষ্ঠুর আর নীচমনা হতে পারে।'

চুপ করে রইল ল্যুক।

'রাক আর লিজের সমস্যা সম্ভবত আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে, না?'

'আমার খোলেনি।' হাসল ল্যুক। 'কিন্তু তাতে কোন সমস্যা নেই। ওগুলো স্রেফ আমারই চোখ।' তাকাল রোজের দিকে, ওর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটার আবছা অবয়ব অনুভব করল অন্ধকারে। 'বাবা হিসেবে জেম ক্লিফম্যান খুব ভাল ছিল নিশ্চয়, তাই না?'

'সবচে' সেরা,' নিস্পৃহসুরে বলল রোজ। 'কিন্তু এ কথা কেন, ল্যুক?'

'টাকার জন্যে কিছু কিছু মানুষ যা তা করতে পারে,' স্বভাবসুলভ বাঁকা সুরে জবাব দিল ল্যুক। 'আমার দিকে দেখো। এই যে আমি এখানে আছি ফাঁসির দড়ি গলায় পরার কিংবা পিঠে গুলি খাবার ভয় নিয়ে, এসব কিছু করছি সেই দশ হাজার ডলার কামাবার ধান্দায়। এখনও আশায় আছি যে, টাকাটা আমি পাব। কিন্তু তুমি যা করেছ, তা নিখাদ বন্ধুত্ব কিংবা শাশ্বত মানবতার কারণে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কিছুটা হলেও লজ্জা হচ্ছে এখন আমার।'

'নিজের সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই, ল্যুক!' ক্ষুব্ধস্বরে বলল রোজ।

'নিজের ব্যাপারে কখনও অস্পষ্টতায় ভুগিনি আমি,' আবার হাসল ল্যুক।

'তোমার ধারণা তুমি যা করছ, সব টাকা কামাবার জন্যেই? ঠিক আছে, সেজন্যে তুমিও না হয় যা তা-ই করো। কিন্তু আজ তোমার এখানে আসা এবং থেকে যাওয়ার মধ্যে টাকা-পয়সার কোন ভূমিকাই নেই। এখন তুমি যা করবে বলে ঠিক করেছ, তা শুধু রাক, স্যাম আর লিজের জন্যেই। এবং হয়তো···হয়তো কিছুটা আমার জন্যেও। তা-ই যদি হয়, ল্যুক, তাহলে তোমাকে ধন্যবাদ।'

দাঁড়াল না আর রোজ। ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল বিমূঢ় ল্যুককে নিঃসঙ্গ ফেলে।

কম্বলের ভেতর ঢোকার সময় লিজের গলা শুনল। 'কে?'

'আমি, লিজ।'

'ওহ্।' পাশ ফিরে শুলো লিজ।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল রোজ। তারপর বলল, 'ল্যুকের সাথে গল্প করছিলাম এতক্ষণ। সেও ঘুমোয়নি এখনও।'

'হ্যাঁ, আমি জানি, রোজ। শুভরাত্রি।'

লিজের গলায় বিষণ্নতার সুর কান এড়াল না রোজের। মেয়েটার জন্যে করুণা হলো ওর। লিজ বাকপটু মেয়ে নয়, নিজের ব্যাপারে অনেক কিছুই হয়তো অব্যক্ত থেকে যায় ওর। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওর অভিব্যক্তি মুখের ভাষার চেয়েও বেশি বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। রোজ অনেকবার লক্ষ করেছে ওকে ঈর্ষার সাথে, ও যখন ল্যুকের দিকে তাকায়, তখন একটা কোমল দ্যুতি ফুটে বেরোয় ওর চোখ থেকে, মুখ থেকে। এর মানে রোজ বোঝে। কারণ ল্যুকের দিকে চাইতে গিয়ে ওর নিজের বেলায়ও প্রায় একই ব্যাপার ঘটে থাকে।

কম্বলের ভেতর পাশ ফিরে শুলো সে নিজেও, নিজের ওপর কেন জানি রাগ লাগছে ওর।

বারো

সকালে ঘুম থেকে উঠে কম্বল গুটিয়ে রেখে ঘোড়ায় স্যাডল চড়াল ল্যুক আর রাক। অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ ভাগ করে নিল। তারপর দু'জনে রওনা হলো হোভার্ট র‍্যাঞ্চের পথে। ল্যুকের ধারণা, হ্যাম হোভার্ট দেশ ছেড়ে পালায়নি–কাছেপিঠে আছে কোথাও। রাকদের যে র‍্যাঞ্চ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, এতক্ষণে নিশ্চয় খবরটা জানা হয়ে গেছে তার। এখন হোভার্ট র‍্যাঞ্চে কাউকে যেতে দেখলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে সে–এবং নিজেও গিয়ে হাজির হবে ওখানে।

ক্যাম্প থেকে সোজা পথ না-ধরে প্রকাণ্ড এক অর্ধ বৃত্ত রচনা করে কাউন্টিলাইন ক্রস করল ওরা। মূল রাস্তা থেকে অনেক দূর দিয়ে এগোল হোভার্ট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে। বলা যায় না, বাউন্টি কিলাররা হয়তো আড়াই দু'গুণে পাঁচ হাজার ডলার কামানোর ধান্দায় নেমে পড়েছে এরই মধ্যে।

কোন ঘটনা ছাড়াই র‍্যাঞ্চের কাছে পৌঁছল ওরা। সরাসরি র‍্যাঞ্চহাউসে না-ঢুকে পাশের পাইনের জঙ্গলের ভেতর বসে তীক্ষ্ণ নজর রাখল। খালি র‍্যাঞ্চ, মানুষজনের কোন আভাস পাওয়া গেল না অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও। করালে ঘোড়া নেই, খাঁ খাঁ করছে, দেখে মনে হচ্ছে বছর কয়েক ধরে খালিই পড়ে আছে ওটা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল ওরা। দু'জন দু'দিক থেকে ভেতরে ঢুকল। সতর্ক চোখ বুলোচ্ছে চারপাশে, বিশেষ করে মাটিতে, হ্যাম হোভার্টের উপস্থিতির চিহ্ন খুঁজছে। হ্যামের ঘোড়াটা চেনে রাক, ওটার খুরের ছাপ ওর মুখস্থ। সুতরাং এলোমেলো না-হাতড়ে প্রথমে উঠানে ওটার খুরের ছাপ খোঁজার মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করল সে। খুব ধীর গতিতে এগোল কাজ। আগের দিন উঠান দাবড়ে বেড়ানো ত্রিশটা ঘোড়ার অজস্র খুরের ছাপ থেকে ভিন্ন আরেকটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

হঠাৎ তীক্ষ্ণসুরে শিস দিল রাক–একটু পরে ঘরের ওদিক থেকে ঘোড়া নিয়ে উঠানে চলে এল ল্যুক।

'আজ সকালে ও ছিল এখানে।' উবু হয়ে বসল রাক, আঙুল দিয়ে অসংখ্য ছাপের মধ্যে কয়েকটা দেখাল। 'গত ফালকের ছাপগুলোর মধ্যে এখনও কুয়াশা জমে আছে। আর সূর্যের আলো পড়ে যেগুলোর কুয়াশা শুকিয়ে গেছে,

সেগুলোর মাটি কিন্তু ভেজা ভেজা, প্রায় কাদাটে। কিন্তু আজকের যেগুলো, এই যে এগুলো, এগুলোর মধ্যে কুয়াশা নেই। এগুলো শুকনো, ধুলোভরা। তাছাড়া হ্যামের ঘোড়ার খুরের সাথে এ ট্র্যাকগুলোর মিল বেশি।'

মাথা দোলাল ল্যুক সমর্থনের ভঙ্গিতে, সাবধানে ট্র্যাক ধরে এগোল। আস্তে আস্তে উঠান শেষ হয়ে ঘাসের জমিনে গিয়ে পড়ল। এবার অনুসরণ করা আগের চেয়ে সহজ হয়ে গেল। ঘাসের জমিনে একটি মাত্র ঘোড়ার ছাপ। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ছেঁড়াখোঁড়া ঘাস দেখে দেখে একদম বনের প্রান্তে চলে গেল ওরা। হালকা পাইন বনের ভেতর ট্র্যাক খুঁজে পেতে তেমন বেগ পেতে হলো না ওদের। তাছাড়া ট্র্যাক লুকানোর ব্যাপারে হ্যামকে তেমন একটা মনোযোগী কিংবা দক্ষ মনে হলো না। অথবা ট্র্যাক লুকানোর দরকারও মনে করেনি ও। উঠানে ত্রিশটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ থেকে কেউ আলাদা করে ওর ঘোড়ার ছাপ চিনে নিয়ে পিছু নিতে যাবে, এমনটা বোধহয় ওর মাথায়ই আসেনি।

থ্রী এস র‍্যাঞ্চের দিকে গেছে হ্যাম। অনেকক্ষণ চলার পর এক জায়গায় থামল ওরা। এখানে ঘোড়া থেকে নেমেছিল হ্যাম, বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে। ওখানে দাঁড়িয়ে খোলা অংশের দিকে তাকাতেই থ্রী এস-এর র‍্যাঞ্চহাউস চোখে পড়ল ওদের। র‍্যাঞ্চের ওপর গোপনে নজর রাখার জন্যে মোটামুটি আদর্শ-জায়গা এটা ভাবল ল্যুক।

ভস্মীভূত র‍্যাঞ্চহাউসের আগুন এখনও পুরোপুরি নেভেনি। বাতাসে মাঝে মাঝে হালকা ধোঁয়ার রেখা ফুটছে। তাঁবু খাটানোর চিহ্ন দেখতে পেল ওরা, বেশ কিছু খুঁটি দাঁড় করানো হয়েছে। বনের ভেতর থেকে মাঝে মধ্যে কাঠ কাটার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল।

'ট্রেস তাহলে আবার ঘর তুলতে যাচ্ছে!' বিড়বিড় করল ল্যুক।

'ওর পেছনে তো এখন কাউন্টির সবাই। তুলবে না কেন?'

'বেশ তো ' অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ল্যুক। 'তুলুক। তবে ওগুলোয় থাকার জন্যে অতদিন বেঁচে থাকবে না ও।'

আবার ঘোড়ায় চড়ল ওরা, হ্যামের ট্র্যাক ধরে এগিয়ে চলল। জঙ্গল আর ঘেসো ভূমির প্রান্ত ধরে বৃত্তাকারে চলে গেছে হ্যাম উত্তর দিকে। শেষ প্রান্তে পৌঁছে ফের পুবদিকে মোড় নিয়েছে ও। কাঠ কাটার শব্দ আসছে ওদিক থেকেই। যত কাছে যেতে লাগল, ততই সতর্ক হয়ে উঠছে ল্যুক। হ্যামের উদ্দেশ্য যেন বুঝতে পারছে ও।

ঘোড়া থামাল। ওর পাশে এসে ঘোড়া থামাল রাকও। 'কী মতলব ওর?' উদ্বেগ ফুটল ওর গলায়। 'ওই জঘন্য ছেলেটা···'

গুড়ুম!

রাইফেলের গর্জনের নিচে চাপা পড়ে গেল কুড়োলের শব্দ। একজন মানুষের টানা আর্তনাদ ভেসে এল দূর থেকে।

প্রায় দাঁড়ানো অবস্থাতেই ঘোড়া ঘোরাল ল্যুক। 'হ্যাম! ওর ট্র্যাক ধরে চলো, রাক।'

গুলির শব্দের উৎস ধরে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছোটাল ওরা। সামনে অনেক দূরে একটা ছুটন্ত ঘোড়া দেখা গেল। গুলি করল ল্যুক, কিন্তু গাছগাছড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াটা।

নিজের ঘোড়া নিয়ে ল্যুকের পাশে চলে এল রাক, পাশে পাশে চলতে লাগল। হ্যামের ট্র্যাক খুঁজে পাবার পর ল্যুক বলল, 'ট্র্যাক ধরে চলো, রাক। আমি দেখি ওদিকে...'

বাকিটা উহ্য রেখে জঙ্গলের ভেতর আড়াআড়িভাবে ছুটল সে। কান পেতে হ্যামের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারল, বৃথা চেষ্টা। পাইন পাতার পুরু আবরণে ঢাকা বনভূমিতে দূর থেকে শোনার মত তেমন কোন জোরাল শব্দ হচ্ছে না।

গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে সামনে অনেক দূরে একজন রাইডারকে দেখা গেল বারকয়েক। গুলি করল ল্যুক কয়েকবার, প্রতিবারই মিস করল টার্গেট। একটা ঢাল বেয়ে নেমে যেতে দেখল ও হ্যামকে প্রাণপণ ঘোড়া ছুটিয়ে।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল ল্যুক, লাফিয়ে গতি বাড়াল ঘোড়াটা। সামনে একটা ঢাল পেয়ে ওটা বেয়ে নামতে শুরু করল সেও। একটু পরে খোলা ঘেসো ভূমিতে নেমে গেল। গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ফের। উঁচু ঘাসে ওর ঘোড়ার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে গেছে। হ্যামকে ঘোড়া ঘুরিয়ে ফের বনের দিকে ছুটতে দেখে বড় একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে সেও ছুটল ওদিকে।

সামনে ঢালের ওপর থেকে একটা পাথর খসার শব্দ কানে এল ওর। পড়ি কি মরি করে ঘোড়া ছুটিয়ে বনের ভেতর ঢুকে গেল সেও। খোলা একটা জায়গায় গিয়ে পড়তেই হ্যামকে দেখল, সামনের পাথুরে রিজের ওপর দিয়ে ওপাশে হারিয়ে যাচ্ছে। ওদিকে ঘোড়া ছোটাল সেও। কিন্তু হঠাৎ হ্যামকে মাথা জাগাতে দেখে ঘোড়া ঘুরিয়ে পেছনে ছুটল আবার আড়ালের আশায়। আড়াল পাবার ঠিক আগের মুহূর্তে একটা পাথরের স্লিভার এসে লাগল ওর চিবুকে। ঘোড়া থামিয়ে নেমে গেল ও ওটার পিঠ থেকে। গাছপালার আড়ালে শেল্টার নিয়ে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করে গুলি চালাতে শুরু করল। পেছনে ঝোপঝাড়ের আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে রাককে দেখল। হাত ঘুরিয়ে বিশাল এক অর্ধবৃত্ত রচনা করে দেখাল ওকে। মাথা নাড়ল রাক, বুঝতে পেরেছে ল্যুক কী বলতে চাইছে। ঘোড়া ঘুরিয়ে ডান দিকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

গুলি চালানো অব্যাহত রাখল ল্যুক। হ্যামের দিক থেকেও পাল্টা গুলি আসতে লাগল। ওর ভেতরের আতঙ্ক কেটে গেছে, মাথা খাটিয়ে হিসেব করে গুলি ছুঁড়ছে এখন।

একটু পরেই ডানদিকের রিজের ওপর থেকে রাকের রাইফেল গর্জে উঠল। ল্যুক দেখল মাথা তুলে দেখছে হ্যাম, সাথে সাথে গুলি করল সেও, আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ওর মাথা। আবার গুলি চালাল রাক। পেছনে পাথরে পা ঠোকার শব্দে চমক ভাঙল ল্যুকের। উঠে ঘোড়ায় চড়ে ঢালের দিকে এগোল সে।

রাকের সাথে ঢালের ওপর দেখা হলো ওর। রাক বলল, 'চোট পেয়েছে মনে হয়। ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।'

জঙ্গলের উদ্দেশে নিচের ঢালের দিকে সোজা ঘোড়া ছুটিয়েছে হ্যাম। রাককে ওর ট্র্যাক খুঁজে নিয়ে এগোতে বলে বনের ভেতর দিয়ে অর্ধবৃত্ত তৈরি করে নিজেও ছুটল ও। খানিক পর ঘোড়ার গতি কমিয়ে হাঁটার গতিতে চলল। কিছু একটা শোনার আশায় কানখাড়া ওর। এভাবে পৌনে একমাইলের মত যাবার পর কিছু দেখতে বা শুনতে না-পেয়ে ঘুরে ব্যাকট্রেইল ধরল।

জঙ্গলের প্রান্তে এসে রাককে খুঁজল সে। রাক নেই। পরপর তিনবার গুলি ছুঁড়ল ও। আধমাইল দূরের একটা টিলার ওপর থেকে রাক জবাব দিল একইভাবে।

মৃদু খিস্তি করল ল্যুক। ঘোড়া নিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল। ভুল করে ফেলেছে ওরা। হ্যামের মাথা এখন ঠিকভাবে কাজ করছে। ওর ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা আর ট্র্যাক খোঁজার কাজে অনর্থক বেশ কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে এদিকে। এ ফাঁকে প্রায় নিঃশব্দে বনের প্রান্ত ধরে প্রবেশ মুখের দিকে চলে গেছে হ্যাম। এর মানে এখন সে পর্বতের দিকে পালাবে। খোঁজার কাজটা সত্যি সত্যিই দুরূহ হয়ে গেল এখন।

একটু পরে রাকের সাথে দেখা হলো ওর। 'সময় নষ্ট করছি আমরা এখানে, রাক। ও পালিয়েছে পাহাড়ের দিকে।'

গম্ভীর হলো রাক। 'কাজটা কঠিন হয়ে গেল, ল্যুক। সময়সাপেক্ষও।'

'ঠিক আছে, আমরাও ছুটব ওর পিছু পিছু। ও থামার আগে থামব না।' গোঁয়ার্তুমির সুর ফুটল ল্যুকের গলায়।

ঠিক হলো, দু'জনে একসাথে না-থেকে পৃথক পৃথকভাবে অনুসরণ করবে হ্যামকে। ল্যুক ঘোড়া নিয়ে বড় বড় বৃত্ত রচনা করে আগে চলে যাবে আর রাক ওর ট্র্যাকের সাথে আঠার মত লেগে থাকবে। হ্যাম যদি সোজা চলে যায় এবং কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে, তাহলে ল্যুক এক সময় ওর সামনে চলে যাবে। এরকম কিছু হলে ও পিছিয়ে এসে আবার ওর ট্র্যাক ধরতে পারবে। এরপর গুলির সঙ্কেতের মাধ্যমে রাককে ডেকে নিতে পারবে সে। এজন্যে অবশ্য ল্যুককে নিখুঁতভাবে চিনতে হবে হ্যামের ঘোড়ার ট্র্যাক। ল্যুক জানাল, ট্র্যাক চিনতে ওর কোন সমস্যা হবে না। ওদিকে রাক যদি কোনক্রমে ট্র্যাক হারিয়ে ফেলে, তাহলে ল্যুকের সাহায্য নিতে পারবে

গুলির সঙ্কেতের সাহায্যে। আর এভাবে দু'দিক থেকে গুলির শব্দ শুনলে হ্যামও বিভ্রান্ত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। সবচে' বড় কথা, এভাবে ওরা এক নাগাড়ে ট্র্যাক করার বিরক্তি ও সময়ক্ষেপণ থেকে বাঁচতে পারবে।

কাজ শুরু করল ওরা। আস্তে আস্তে হ্যামের ট্র্যাক সোজা থেকে এদিক ওদিক বাঁক নিতে শুরু করল। বোঝা যাচ্ছে, হ্যাম শুধু পালাচ্ছেই না, পেছন থেকে ওদের খসিয়ে দেবার ব্যাপারেও মাথা খাটাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় বুদ্ধিমত্তার সাথে ট্র্যাক লুকানোর ব্যাপারে ওর জানামত প্রতিটি কৌশলকে কাজে লাগাচ্ছে।

ল্যুকের জন্যে ব্যাপারটা কঠিন হয়ে গেল, ভাবল রাক। ওর পদ্ধতিতে লুকানো ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব না-হলেও অত্যন্ত দুরূহ। তাছাড়া প্রচুর সময় নষ্ট হবে তাতে। তবে হ্যাম যতই ট্র্যাক মুছে দেবার চেষ্টা করুক না কেন, রাককে ফাঁকি দেয়া ওর পক্ষে কখনও সম্ভব নয়।

বিকেলের প্রথমভাগে অনেক দূরে পলায়নপর হ্যামকে বার দুয়েকের জন্যে দেখল ও। কিন্তু রাইফেলের গুলির রেঞ্জের বাইরে বুঝতে পেরে গুলি করল না। তাছাড়া, অহেতুক সতর্ক করে দেয়া হবে ওকে। তারচে' বরং নির্বিবাদে চলতে দিলে সময়ে ওর সতর্কতায় ঢিল পড়বে। কারণ, রাক জানে, ওর মত অস্থির ছেলের পক্ষে বেশিক্ষণ একদিকে মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব নয়।

শেষ বিকেলে আরেকবার ওর নজরে এল হ্যাম। অবশ্য এবারও ওর রাইফেলের আওতার বাইরে। তবে ওর ধারণার সত্যতা মিলল। দূর থেকে যতটা বোঝা যায়, তাতে মনে হয় হ্যামের আগের সতর্কতায় চিড় ধরেছে। একনাগাড়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছে ও, তবে আগের চেয়ে কিছুটা সুস্থির ও নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে।

পরপর তিনবার গুলি করল রাক, ল্যুককে নিজের অবস্থান জানান দিল। তারপর একটানা গুলিবর্ষণ শুরু করল।

জবাব দিল ল্যুক। গুলির প্রত্যুত্তরে গুলি করতে শুরু করল সেও, একনাগাড়ে।

এতে কাজ হলো: দু'দিক থেকে একনাগাড়ে গুলির শব্দ শুনে আত্মবিশ্বাস টলে গেল হ্যামের। চলতে চলতে ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে নিচু একটা জায়গায় নেমে পড়ল সে, হারিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ল্যুক এসে যোগ দিল রাকের সাথে। হাত তুলে দূরে হ্যামের অদৃশ্য হওয়ার জায়গাটা দেখাল ওকে রাক। 'ওটা একটা অ্যারোয়ো। ওখান দিয়ে নেমে গেছে হ্যাম। চলো, ওখানে চলে যাই।'

মাথা নাড়ল ল্যুক। 'আমাদের এখান থেকে সরে যেতে হবে, রাক। এক্ষুনি।'

'কেন?'

'অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদের। ট্রেস স্মিথ লেগেছে পেছনে। ওর লোকেরা আসছে এদিকে। দেখেছি আমি, ওরা অবশ্য আমাকে দেখেনি।'

খিস্তি আউড়ে নিজের ঘোড়াকে একটা অ্যারোয়োতে নামিয়ে দিল রাক। ল্যুক অনুসরণ করল ওকে। শীঘ্রিই হ্যাম যেখানে থেমেছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলো ওরা। ওখানে বালির ওপর বাদামী রঙের দাগ চোখে পড়ল ওদের। রক্তের দাগ, বুঝতে পারল ওরা, শুকিয়ে বাদামী হয়ে গেছে। বোঝা গেল হ্যাম আহত, রাকের গুলি লেগেছে ওর গায়ে।

পশ্চিমে মোড় নিল ওরা। যে-অ্যারোয়োতে হ্যাম অদৃশ্য হয়েছে, সেটা ধরে চলল। ইতিউতি চোখ বুলোচ্ছে রাক, খুঁজছে হ্যামকে। হঠাৎ লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল ও। 'ল্যুক, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'কি রকম?'

'এখান থেকে সোজা গেলে পুরো পথটা পড়বে বন্ধুর, এবড়োখেবড়ো—অসংখ্য সঙ্কীর্ণ ক্যানিয়ন আর বক্স ক্যানিয়নে ভরা। হ্যাম যদি শহরে না-ঢুকে পাশ কেটে চলে যেতে চায়, তাহলে ওকে শহরের ডান দিক দিয়ে যেতে হবে। এখন আমি যদি কোনভাবে ওর আগে চলে যেতে পারি, তাহলে ওকে পাশ কাটাবার মুখে আটকে ফেলতে পারব। সামনে থেকে বাধা পেয়ে ও হয়তো আবার পিছিয়ে আসার কথা ভাববে, কিন্তু তাতে আবার তোমার মুখোমুখি হতে হবে—এ ভয়ে পেছানোর চিন্তা বাদ দেবে। ফলে বাধ্য হয়ে শহরে ঢুকবে ও। এরপর আমরা নিজেরাও ঢুকব।'

'ও কি ঢুকবে শহরে?'

'ঢুকতেই হবে ওকে। ও আহত, এ-অবস্থায় আমাকে বা তোমাকে মোকাবিলা করার কথা ভাববেই না। তাছাড়া আমরাও যে শহরে ঢুকব, এ-চিন্তাটাও সহজে মাথায় ঢুকবে না ওর। কারণ ও জানে, শহর থেকে আমরা দু'জনও পলাতক। সুতরাং ওকে ধরার জন্যে শহরে ঢুকে নিজেদের জান খোয়াবার ঝুঁকি হয়তো, ওর চিন্তায়, আমরা নাও নিতে পারি। সবচে' বড় কথা, ওকে শহরে ঢুকতে হবে চিকিৎসা পাবার জন্যে, কারণ ও আহত, আর একটা ঘোড়াও চুরি করবে ও সম্ভবত, কারণ ওর ঘোড়া ক্লান্ত। ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার ঝুঁকি ও সহজে নিতে চাইবে না।'

একটু চিন্তা করে রাজি হলো ল্যুক। হাসল। 'আমাকে তাহলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলতে হবে।'

হাসল রাক নিজেও। 'চলার দরকারও নেই—ইচ্ছে হলে ঘণ্টা খানেক ঘুমিয়ে নাও। সন্ধের পরে শহরে পৌঁছালেই চলবে।'

প্রথম সুযোগেই অ্যারোয়ো ছেড়ে উঠে গেল ল্যুক, ঘোড়া থামিয়ে নেমে হেঁটে এসে পেছনের ট্র্যাক মুছে ফেলল সযত্নে। স্মিথ রাইডাররা এখান দিয়ে যাবার পথে চলমান ট্র্যাক নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। তিনটে ঘোড়ার একটা যে কখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেটা ধরতে যেটুকু সময় লাগবে, ততক্ষণে অনেক সামনে চলে যাবে ওরা। পিছিয়ে এসে বিচ্ছিন্ন ঘোড়ার ট্র্যাক খুঁজে বের করার উৎসাহ তখন আর থাকবে না কারও।

*

সন্ধে হবার বেশ কিছুক্ষণ পরে শহরের ভাটিতে ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছল ল্যুক। রাস্তা ধরে সন্তর্পণে শহরের দিকে চলল। পথে কারও সাথে দেখা হলো না। ব্যাপারটাকে সৌভাগ্য বলেই মানল ও। সামান্যটুকুই পথ, তবু সারাক্ষণই সে ভয়ে তটস্থ ছিল।

শহরের মুখে কবরস্থানের পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ছায়ায় আচ্ছন্ন জায়গাটায় এসে দাঁড়াল সে। রাকের সাথে ওর এখানে দেখা হবার কথা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ও। একটু পরে রাকের সঙ্কেতসূচক শিস শুনতে পেল পরপর তিনবার। জবাব দিল সেও একই ভাবে। দু'সেকেন্ড পরে রাক এসে দাঁড়াল ওর পাশে। হাসল অন্ধকারে। 'খবর ভাল। শহরেই ঢুকেছে ও।'

'ট্রেসের খবর কী?'

'ট্রেস এসে ঢুকেছে কিছুক্ষণ আগে, ওর পরে পরেই। কিন্তু তুমি কি সত্যি সত্যিই ঘুমিয়েছিলে নাকি! এত দেরি করলে যে?'

'আরে না! যত এবড়োখেবড়ো আর আলগা পাথরে ভরা জমি পাড়ি দিতে হয়েছে। উফ্, পথ বটে একখানা!'

'পুরোটাই ক্যানিয়ন আর ওপর দিকে ঠেলে ওঠা মেসা। কেউই যায় না ও পথে।'

আপন মনে বিড়বিড় করল ল্যুক, 'আচ্ছা! ট্রেসও তাহলে এখন শহরে! আজ রাতে দেখা যাচ্ছে এখানে দারুণ হৈ চৈ হবে!'

মূল শহরের দিকে চলল ওরা ঘোড়া হাঁটিয়ে। একটা অন্ধকার গলি বেয়ে ফীড স্টেবলের পেছন ঘুরে হোটেলের পেছনে চলে এল। নামল ঘোড়া থেকে, তারপর দেয়াল ঘেঁষে এগোল। দু'জনের মাথায় এখন একই চিন্তা। হ্যাম শহরে আছে, কিন্তু কোথায়?'

'শহরে ওর বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই, রাক?'

'কেউ নেই। ওকে পেলে এখন ঝুলাতে চাইবে সবাই।'

'কেউই ওকে আশ্রয় দেবে না?'

'দেবে না। এমন কী, মেক্সিকানরাও না। পয়সা দিতে চাইলেও।'

'তাহলে তো প্রতিটা গলিপথই খুঁজতে হবে। ঠিক আছে, আমি উত্তর দিক থেকে খোঁজা শুরু করি, তুমি দক্ষিণ দিকে যাও। সম্ভব হলে ফীড স্টেবলের লফট-এর ভেতরেও উঁকি মেরে দেখো একবার। আমি ডা. বাক্সটারের ওখানে খোঁজ নেব। আর ইয়ে···সাবধানে থেকো, রাক।'

দু'জন দু'দিকে চলে গেল ওরা।

কাজটা শুনতে জটিল মনে হলেও করতে গিয়ে ততটা কষ্টকর বোধ হলো না ওদের কাছে। হিডেনে মাত্র গোটা তিনেক মেইন স্ট্রীট, দুটো ক্রস স্ট্রীট আর তিনটা মাত্র গলি।

শহরের উত্তর অংশ থেকে খোঁজা শুরু করল ল্যুক, ঠাণ্ডা মাথায় যথেষ্ট

মনোযোগের সাথে। কিন্তু অচিরেই ভুল ভাঙল ওর। খোঁজার কাজে সত্যিকার সমস্যাটা দেখতে পেল। গাঢ় অন্ধকারে হাত দুয়েক দূরের জিনিসও ঠিকমত ঠাহর করা যাচ্ছে না। তাছাড়া এখানে ওখানে গাছগাছড়ার নিচে জমাট অন্ধকার, যেখানে নিজের হাতের তালু পর্যন্ত চোখের কাছে এনে দেখতে হচ্ছে। এমন অন্ধকারে কাউকে খুঁজে বের করা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। এখানে যদি হ্যাম কোন গাছের তলায় লুকিয়েও থাকে, তাহলে সরাসরি গায়ে ধাক্কা খাওয়া ছাড়া আর কোনভাবে ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভব নয়। ম্যাচ জ্বেলে অন্ধকার তাড়াবে, তারও সুযোগ নেই। তাতে করে ও হ্যামকে দেখার আগে হ্যামই ওকে দেখে ফেলবে এবং সাথে সাথে গুলি চালাবে।

গলিপথে দু'জন রাইডারের কথাবার্তার আওয়াজ পেতেই সচকিত হলো ল্যুক। আস্তে করে সরে দাঁড়াল একপাশে, ছায়া অন্ধকারে। কথা বলায় মগ্ন দুই রাইডার চলে গেল ওর পাশ দিয়ে।

শহরের মাঝ বরাবর চলে এল ও উৎসাহ হারিয়ে। ওর মাথায় ঘুরছে ডা. বাক্সটারের চেম্বারের কথা। হ্যাম হোভার্ট আহত, চিকিৎসার জন্যে ওকে ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। রুড নিকোলাসের পরিত্যক্ত অয়্যারহাউসের সামনে দিয়ে সরু প্যাসেজওয়ে ধরে অ্যাসে অফিস আর বারবার শপের মাঝখান দিয়ে ডা. বাক্সটারের চেম্বারে যাবার রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল।

সন্তর্পণে রাস্তাটা জরিপ করল ল্যুক। ওপাশে শেরিফের অফিস। আলো জ্বলছে অফিসে, দরজা খোলা। দরজার মুখে এবং ভেতরে কয়েকজনের অবয়ব দেখা যাচ্ছে। আড্ডা চলছে পুরোদমে। সুখেই আছে ট্রেস স্মিথ আর ওর রাইডাররা, ভাবল ল্যুক।

প্রায় দশ মিনিট পর রাস্তায় পা রাখল। প্রায় দৌড়ের ওপর পেরোল ওর আর চেম্বারের মধ্যকার দূরত্বটুকু। দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ও। ভেতরে আলো জ্বলছে, তবে কারও কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে না। নব ঘুরিয়ে পাল্লা সরিয়ে ভেতরে পা রাখল সে। ভেতর থেকে আটকে দিল দরজা। ওর হাতে উদ্যত পিস্তল। শূন্য ওয়েটিং রুমে দাঁড়িয়ে কাশল ল্যুক। পায়ের শব্দ শুনে সাইড ওয়ালের দিকের দরজায় চোখ রাখল, তারপর খুলে ফেলল ওটা ধাক্কা দিয়ে। চোখ পড়ল অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া ডা. বাক্সটারের ওপর, ডাক্তারের হাতে একটা মোটা বই।

একদৃষ্টে চেয়ে রইল বাক্সটার ওর দিকে চোখে ভয় নয়, কৌতূহল, যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে ওকে, কিন্তু ঠিক কোথায় দেখেছে বুঝে উঠতে পারছে না।

'আচ্ছা, আচ্ছা, মনে পড়েছে এখন,' কথা বলে উঠল বাক্সটার। 'তোমার পা ব্যান্ডেজ করে দিয়েছিলাম আমি।'

'চিনতে পেরেছেন?'

'অবশ্যই,' ভুরু কুঁচকাল অস্ত্রের দিকে, 'তবে একটা কথা পরিষ্কার করে

নেয়া ভাল। যদি ভেবে থাকো, আড়াই হাজার ডলার পুরস্কার প্রার্থীদের মধ্যে আমিও একজন, তাহলে তোমার ধারণা ভুল। আড়াই হাজার ডলার অনেক টাকা, অত টাকা পাবার ইচ্ছে আমারও আছে,' মাথা নাড়ল, 'তবে এভাবে নয়। ডাক্তারদের এভাবে টাকা কামাই করা সাজে না। ভেতরে এসো।' এক পাশে সরে দাঁড়াল সে।

অফিসে ঢুকল ল্যুক। চারদিকে চোখ বুলাল। ওর পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তার, ঘুরে নিজের চেয়ারে বসল। 'পা নিয়ে সমস্যা?'

'না,' পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ল্যুক ডাক্তারের দিকে। 'চিকিৎসার ব্যাপারে নয়, ডক, আমি এসেছি কিছু তথ্যের আশায়।'

'অ।'

তীক্ষ্ণচোখে চাইল ল্যুক। 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, ডক, কী বলতে চাইছি। ও কি এখানে?'

'কে?'

'হ্যাম-হ্যাম হোভার্ট?'

চুপ করে রইল ডাক্তার। পুরো কক্ষ ঘুরে এসে ওয়েস্টবাস্কেটের ওপর স্থির হলো ল্যুকের চোখ। বাস্কেটের ভেতর কিছু ব্যান্ডেজ, রক্তে ভেজা। চোখ ফিরিয়ে ডাক্তারের মুখে তাকাল পলকের জন্যে, পর মুহূর্তে উঠে দরজা খুলে ওয়েটিং রুমে চলে গেল। মেঝেতে পরীক্ষা করল, রক্তের ক্ষীণ ধারা চোখে পড়ল এখন আগে খেয়াল করেনি। অফিস রুমের রক্ত পরিষ্কার করলেও ওয়েটিং রুমের কথা মনে পড়েনি ডাক্তারের।

দরজা বন্ধ করে আবার বসল ও ডাক্তারের সামনে। নরমচোখে চেয়ে আছে ডাক্তার ওর দিকে-কোনরকম শয়তানি বা চালাকির চিহ্ন নেই চেহারায়। পিস্তল নামাল সে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পকেট থেকে পাইপ বের করল। তামাক ভরতে গিয়ে মত পাল্টাল, চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুকে ছোঁয়াল পাইপটা, তারপর চোখের সামনে এনে দেখতে লাগল ওটাকে, যেন জিনিসটা কী, এর আগে কখনও ভাল করে চেয়ে দেখেনি।

'তো?' নীরবতা ভাঙল ডা. বাস্কটার।

'আমি একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করছি, ডক,' সাবধানে শব্দ বাছাই করল ল্যুক, চোখ তুলে তাকাল। 'আপনার মত একজন সম্মানিত ও দায়িত্বশীল নাগরিকের কাছে একজন খুনী কি করে প্রশ্রয় পাচ্ছে জানতে পারি কি?'

মৃদু হাসল ডাক্তার। 'অস্ত্রটা তো তোমার কাছেই। ওটা বুক বরাবর তাক করে শাসাতে শুরু করলেই তো পারো।'

'শাসাতে যাব কেন? তাতে কী হবে? আমি একটা প্রশ্ন করেছি, চাইলে জবাব দেবেন, না-চাইলে দেবেন না। আপনার মত লোককে জোর করে কথা বলাতে হবে কেন?

'নাহ্!' নড়েচড়ে বসল ডাক্তার। 'তোমাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। অন্তত কিছুক্ষণ আগে যে এসেছিল তার তুলনায় তো বটেই।'

'কতক্ষণ আগে?'

'মিনিট দশেক।'

'ওর আঘাত কতটা গুরুতর?'

'খুব খারাপ। বেশিদূর যেতে পারবে না।'

সরু চোখে চাইল ল্যুক। 'গুলির ভেতর লাকড়ির গুদামগুলো পর্যন্ত?'

'বাদ দাও।' হাত ওল্টাল বাক্সটার। 'একজন ডাক্তারেরও অধিকার আছে তার রোগী সংক্রান্ত তথ্য গোপন করার। তোমাকে এরচে' বেশি কিছু বলতে পারব না।'

'অথচ আপনি না-বললে আমিও ওকে ধরতে পারব না, এই তো? ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াবে, ডক? আপনি কি জানেন আজ সে একজন নিরীহ লোককে পেছন থেকে গুলি করে পালিয়েছে? জানেন যে ও-ই খুন করেছে আলেক স্মিথকে? আর আপনি কি এটাও জানেন যে, আমি আপনার কাছে এসেছি জানতে পারলে ও আপনাকেও খুন করবে?'

বিরক্ত হলো ডাক্তার। 'দয়া করে আমাকে ভয় দেখিও না!'

'ভয় দেখাচ্ছি না, ডক। আমি শুধু সত্যি কথাটা বলতে চাচ্ছি। হ্যাম মানসিকভাবে সুস্থ নয়। লারসেন হোভার্ট বেঁচে থাকতে ওকে নিজের শক্ত নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছিল। ভয় পেত হ্যাম বাবাকে। কিন্তু এখন আর কাউকে ভয় পাচ্ছে না। ওকে থামানোর আর কোন উপায় নেই। একের পর এক খুন করতে থাকবে ও, যেমন আজ সকালে করেছে একটা।'

বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটল বাক্সটারের চোখে। তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে, হান্টার। চিকিৎসা নিয়ে যাবার সময় পিছু হেঁটে বেরিয়েছিল ও। চোখ ছিল সারাক্ষণ আমার ওপর। ওর চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক ছিল না। যেন ঘোরের মধ্যে ছিল ছেলেটা। হাতে উদ্যত পিস্তল। মনে হলো যেন আমাকে গুলি করবে। কিন্তু তবু একটা কথা। একজন ডাক্তারের বেঁচে থাকা না-থাকা নির্ভর করে এসব ক্ষেত্রে সাধারণত তথ্য ফাঁস না-করার দক্ষতার ওপর।'

'তার মানে আপনি বলবেন না?'

ওর চোখে অপলক তাকিয়ে রইল ডাক্তার, অনেকক্ষণ। তারপর দু'হাতের তালু একত্র করে আঙুলগুলো উঁচু করল গির্জার চুড়োর মত করে। চশমার ফাঁকে চাইল ল্যুকের দিকে। 'কোমরের ক্ষত সময় সময় অদ্ভুত ধরনের হতে পারে। এরকম কিছু কেস আমি নিজেও দেখেছি। একবার এক ডাক্তারের চেম্বারে এমন একজনকে দেখেছিলাম যার কোমরে মারাত্মক জখম হওয়ার পরও রক্ত বেরোচ্ছে না। কিন্তু যখনই জখমের জায়গাটা পরিষ্কার করা হয়েছে, ওমনি রক্তপাত শুরু হয়েছে অবিরল ধারায়। কোনমতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না আর। এ সময়টাই হচ্ছে বিপদের...'

উঠে দাঁড়াল ল্যুক, মৃদু হাসল। 'ধন্যবাদ, ডক। দুঃখিত, আমি যা জানতে চাই, তা আপনি বলছেন না।'

'আমিও দুঃখিত, সন। বলতে পারছি না বলে।'

বেরিয়ে এল ল্যুক। দোরগোড়া থেকে নেমে থামল, চোখ বুলাল মাটিতে। আসার সময় যা খেয়াল করেনি, একটু খুঁজতেই তা দেখতে পেল এখন। রক্তের দাগ। ডাক্তারের শেষ কথাগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে এলোমেলো মনে হলেও ঠিক কী বলতে চেয়েছিল, তা এখন বুঝতে পারল। হ্যাম হোভার্টের জখম মারাত্মক এবং ডাক্তার বাক্সটার আপ্রাণ চেষ্টা করেও রক্তপাত বন্ধ করতে পারেনি।

রাস্তায় নামার আগে কিছুক্ষণ দোরগোড়ায় অপেক্ষা করেছে হ্যাম। সম্ভবত রাস্তায় লোকজন ছিল তখন। এ ফাঁকে রক্ত ঝরেছে দোরগোড়ায়। ল্যুকও অপেক্ষা করল রাস্তায় কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে। তারপর পা বাড়াল।

কিছুদূর যেতেই দ্বিতীয় চিহ্নটা নজরে পড়ল। বোর্ডওঅকের ওপর রক্ত জমে শুকিয়ে গেছে। বোর্ডওঅক থেকে রাস্তায় নেমে গেছে দুটো ছাপ। তার মানে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে হ্যাম। দৌড়ে রাস্তা পেরোল ও নিজেও। আবার পাশের বোর্ডওঅকে গিয়ে উঠল। হাঁটতে লাগল ডান দিকে। একটা গলিমুখ বরাবর এসে হারিয়ে ফেলল রক্তের ছাপটা। এদিক ওদিক তাকাল ল্যুক। কাছাকাছি কারও হাঁটাচলার আভাস পেল না। গলি দিয়ে ঢুকল। অন্ধকারে এগোল কিছু পথ, তারপর ম্যাচ জ্বেলে রক্তের ছাপ খুঁজতে লাগল।

মিনিটখানেক খোঁজাখুঁজির পর নিঃসন্দেহ হলো সে, গলিতে ঢোকেনি হ্যাম, আবার ফিরে এল গলিমুখে। হাঁটতে শুরু করল বোর্ডওঅক ধরে। পরবর্তী গলিমুখ বরাবর থামল ফের। এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু হয়ে চোখ রাখল মাটিতে। রাস্তাটা মোটামুটি আলোকিত, তাই দেশলাই জ্বালানোর দরকার হলো না।

গলিমুখের ডান পাশে পত্রিকা অফিস। হাঁটু গেড়ে বসে সার্চ করতে করতে অফিসের দরজা খোলার শব্দ শুনল ও। চকিতে উঠে দাঁড়াল। লুকোনোর জায়গা খুঁজল। পত্রিকা অফিসের দরজার এ পাশের জমাট অন্ধকারটুকু নজরে পড়ল ওর। দ্বিতীয় চিন্তা না-করে সোজা ওখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

একটু পরে বোর্ডওঅকে দেখা গেল লোকটাকে। সিগার ধরাচ্ছে। ম্যাচের আলোয় প্রেসম্যানকে চিনল ল্যুক। বার দুয়েক এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল প্রেসম্যান। চলে যাচ্ছে।

কোনা থেকে বেরোতে গিয়ে দরজার মুখে সিঁড়ির নিচের ধাপের ওপর চোখ গেল ল্যুকের। চমকে উঠল। কালোপানা ছাপটা যে রক্তমাখা বুটের বুঝতে একমুহূর্ত দেরি হলো না ওর।

'রোজের ঘরে রিটা স্মিথ রয়েছে একা,' বিড়বিড় করল ও। 'হ্যাম তা জানে। সুতরাং অস্ত্রের মুখে রিটাকে জিম্মি করে ওখানেই রাত কাটাবে সে।

যতদিন সুস্থ না হয়–ততদিন থাকতেও চাইবে। দ্রুত এগোল সে উদ্যত পিস্তল হাতে।

তেরো

লঘু পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ল্যুক, শেষ ধাপ থেকে পাটাতনে পা রাখল। কান পাতল দরজায়। ভেতরে আলো নেই, কোন সাড়া-শব্দও নেই। ডোরনবে হাত দিল ও, আস্তে করে ঘোরাতে চাইল। সামান্য নড়ল নবটা–বুকের ভেতর ধক করে উঠল ওর। তালা নেই দরজায়! ধাক্কা দিল, খুলল না দরজা। মাথা নাড়ল ল্যুক। বাইরে থেকে নয়, ভেতর থেকে আটকানো ওটা। এটাই চাইছিল ও।

পা তুলল ল্যুক, দড়াম করে লাথি হাঁকিয়ে ঘুরে গেল একপাশে। হাঁ করে খুলে গেল পাল্লা দুটো, সাথে সাথে গুলির শব্দ এল ভেতর থেকে, আলোর ঝলকানি দেখা গেল। ঘরের ভেতর ঝাঁপ দিল ল্যুক, উপুড় হয়ে পড়ল, তার আগেই ওর হাতের অস্ত্র গুলিবর্ষণ করল কমলা রঙের ঝলকানি বরাবর। প্রত্যুত্তর এল, একই সাথে শোনা গেল ভারী বুট পরা পায়ের ধুপধাপ শব্দ।

'রিটা,' ডাকল ল্যুক, উঠে দাঁড়াল।

'ও ওদিকে, ল্যুক, ওদিকে,' এক কোনা থেকে রিটার গলা শোনা গেল।

অন্ধকার করিডর ধরে ওদিকে অর্থাৎ রান্নাঘরের দিকে ছুটল ল্যুক। আচমকা হ্যাম হোভার্টের আকাশফাটা চিৎকারে কানে তালা ধরে গেল। 'হান্টার এসেছে! হান্টার এসেছে! এখানে, এখানে! বাঁচাও, বাঁচাও···'

দুই লাফে দরজার সামনে গিয়ে ঠেলা দিল ল্যুক। খুলল না–বন্ধ ভেতর থেকে। লাথি হাঁকাল। আগের বারের মত গুলি করল হ্যাম। পাত্তা দিল না ও, আবার লাথি হাঁকাল। আবার। বেশিক্ষণ টিকল না জড় পদার্থের প্রতিরোধ, হার মানল; ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। ভেতরে ঢুকল ল্যুক, জানালা দিয়ে অর্ধেক শরীর বেরিয়ে যেতে দেখল হ্যামের, তাড়াতাড়ি পিস্তল তুলে গুলি করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ঘরের কোনা থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। আর্তনাদ করে উঠল হ্যাম।

ডান হাতে নিজের বুক খামচে ধরতে দেখল ল্যুক হ্যামকে। গুলি করল সেও, পরপর তিনবার–উল্টে পড়ল হ্যাম বাইরে, চিৎকার করতে করতে ধপ করে পড়ল কাঠের ফ্লোরে।

'ল্যুক,' নিচুস্বরে ডাকল কেউ।

সচকিত হলো ল্যুক। শেরিফ বার্কের গলা। শব্দের উৎস ধরে হেঁটে গেল সে, ম্যাচ জ্বালাল। ঠিক এসময়ে ঘরে এসে ঢুকল রিটা। শেরিফ বার্ক শুয়ে আছে বিছানায়; ওর চোখদুটো বিষণ্ন, তবু থ্যাবড়া নাক আর ঝাঁটা গোঁফের নিচে দাঁত কেলানো হাসি। এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাত স্লিংয়ে ঝোলানো।

'বহুদিন পর বাঁ হাতে গুলি করলাম,' বলল শেরিফ।

'ল্যুক! ওরা আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল রিটা।

চরকির মত ঘুরে গেল ল্যুক, ছুটল সিঁড়ি পথের দিকে। ওখানে একজন লোককে দাঁড়ানো দেখে গুলি করল অন্ধের মত। টলে উঠল লোকটা। ওর কাছে চলে গেল ল্যুক। এর মধ্যে সিঁড়ির বাইরে হাঁকডাক আর ছুটোছুটির শব্দ শোনা গেল। স্মিথদের ভাড়াটে গানম্যান সব, অনুমান করল সে। লোকটা পড়ে যাচ্ছে, এ-অবস্থায় ধরে ফেলল-কোমর ধরে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল নিচের দিকে। প্রচণ্ড বেগে গড়াতে গড়াতে নিচ থেকে উঠে আসতে থাকা একজনের ওপর পড়ল, তারপর দু'জনে মিলে গড়িয়ে গিয়ে পড়ল মাত্র দু'তিন ধাপ উঠে আসা আরও দু'জনের ওপর। গুলি খাওয়া লোকটির মরণ আর্তনাদ এবং বাকি তিনজনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসা খিস্তি খেউড় আর ধস্তাধস্তি মিলে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল সিঁড়িমুখে। গুলির শব্দ শোনা গেল একটু পর।

ভেতরে ঢুকে গেল ল্যুক। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তালা লাগাল। তারপর সামনের দিকের জানালার সামনে গিয়ে তাকাল বাইরে। রাস্তায় লোকজন গিজ গিজ করছে, ছুটে আসছে সবাই সিঁড়ির দিকে। হৈ চৈ ছাপিয়ে একজনের উঁচু গলা শুনল, 'পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলো সবাই!'

ট্রেসের হেঁড়ে গলা চিনতে পারল ল্যুক। ফিরল রিটার দিকে। 'বার্কের কাছে ভিড়তে দিও না ওদের। ওর অস্ত্র লোড করে দাও।'

'তুমি কোথায় যাবে, ল্যুক?'

'বেরিয়ে যাব এখান থেকে।'

বেরিয়ে করিডর ধরে কিচেনে চলে গেল ও আবার। ওখানকার জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। নিচে গলির ভেতর জনাকয়েক লোককে দেখল দাঁড়িয়ে থাকতে। ওই পথে পালাবার চিন্তা বাদ দিল সাথে সাথে। কারণ লাফ দিয়ে দোতলা থেকে নামা গেলেও পাঁচ-ছয় জন লোককে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে রোজের ঘরে ঢুকল এবার। লাগালাগিভাবে দাঁড়িয়ে থাকা বিল্ডিংগুলোর ছাদভর্তি মানুষ। বেরিয়ে আবার বার্কের ঘরে ঢুকল। এদিকের ছাদের ওপর মাত্র দু'জন লোক।

'বাইরে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ওরা, না?' জানতে চাইল শেরিফ।

মাথা দোলাল ল্যুক।

'বাদ দাও, বাছা,' হতাশার সুর বেরোল শেরিফের মুখ থেকে। 'ওদের কাছে ধরা দাও। তাহলে হয়তো জীবিত ধরে নিয়ে জেলে ঢোকাবে। ওখান

থেকে বেরিয়ে আসা তোমার জন্যে মোটেই সমস্যা হবে না।'

'কেউ আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না, শেরিফ। আমি ঠিকই ওদের ঘেরাও ভেদ করে বেরিয়ে যাব।'

বেরিয়ে একদম প্রথম ঘরটায় গিয়ে ঢুকল সে। জানালা দিয়ে উঁকি দিল বাইরে। রাস্তার ওপর ভীড় এখন কিছুটা হালকা। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার আয়োজন চলছে। আস্তে করে দরজা খুলল ও, বাইরে উঁকি দিল। তিনজন লোক এখন নিচে সিঁড়িমুখ পাহারা দিচ্ছে। এপাশের বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে রোজের ঘরের জানালা দিয়ে গুলি চালাল দু'জন বন্দুকবাজ।

আবার শেরিফের রুমে ঢুকল ও, রিটাকে বলল পথ থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্যে। তারপর একটা রকিং চেয়ার তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল। বিন্দুমাত্র না-থেমে দৌড়ে দরজার কাছে চলে গেল ও। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল দুদ্দাড় করে। নিচে গার্ডদের একজন কৌতূহলী চোখে দেখছে হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়া রকিং চেয়ারটাকে। আবার সিঁড়ির দিকে চোখ ফেরানোর আগেই অর্ধেক ধাপ নেমে গেল ল্যুক। ফিরে তাকাতেই গুলি করল। লুটিয়ে পড়ল লোকটা। একটু কোনার দিকে দাঁড়ানো গার্ড সঙ্গীর অবস্থা দেখে দু'পা এগিয়ে এসে অস্ত্র উঁচাল। হঠাৎ রাস্তার ওপাশের বিল্ডিং দুটোর ফাঁক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল। ট্রিগারে হাত দেবার আগেই এপাশে লুটিয়ে পড়ল ল্যুকের দিকে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত গার্ড।

রাস্তার ওপাশে তাকাল ল্যুক, দেখতে পেল রাককে। আড়াল থেকে বেরিয়ে টলমল পায়ে বোর্ডওঅকের ওপর এসে বসে পড়ল।

সিঁড়ির গোড়া থেকে রাস্তার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ল্যুক। তিন লাফে ও পাশের বোর্ডওঅকে উঠে রাকের কলার ধরে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে নিয়ে গেল। থামল ওখানে।

'ঘোড়া তৈরি আছে ল্যুক, গলির ভেতরে,' ফিসফিস করে বলল রাক। 'পালাও! জলদি!'

'গুলি লেগেছে তোমার?'

'ও কিছু না, পালাও বলছি।'

গম্ভীর হলো ল্যুক। 'তোমার পায়ে গুলি লেগেছে, রাক।' ঝুঁকে ওর ভারী শরীরটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে টলমল পায়ে হাঁটতে শুরু করল গলিপথে। ওর পেছনে বিল্ডিংগুলোর সামনে অনেকগুলো গুলি এসে পড়ছে, সাথে সাথে ধাওয়াকারীদের হৈ চৈ আর চিৎকার-চেঁচামেচিও বাড়ছে।

ঘোড়ার কাছে গিয়ে রাককে আগে বসিয়ে দিল ওটার পিঠে স্যাডলের সামনের দিকে, তারপর সাবলীল ভঙ্গিতে নিজেও উঠে বসল পেছনে। রাককে বলল, 'একটা হাত স্টিরাপের ওপর রাখো রাক, বসার যুৎ পাবে।'

গলি পথ পেরিয়ে রাস্তার ওপাশে দ্বিতীয় গলির মুখে পৌঁছেছে, এমন সময় ওপাশ ঘুরে আসা ধাওয়াকারীর নজরে পড়ে গেল ওরা, সাথে সাথে

গুলি চালাল প্রথম ধাওয়াকারী।

প্রমাদ গুণল ল্যুক। ইতোমধ্যে অন্যান্য ধাওয়াকারীর ঘোড়ার খুরের শব্দ বজ্রপাতের মত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ওদের দিকে। এ-সময় ধাওয়াকারীদের সাথে অসম মোকাবিলায় কেবল একটা ফলই পাওয়া যাবে, সেটা হলো ওদের হাতে বন্দী কিংবা নিহত হওয়া। এদিকে এখান থেকে ক্যানিয়নের মুখ পর্যন্ত যেতে হবে একদম সোজা পথে। কিন্তু রাকসহ ওদের দু'জনকে পিঠে নিয়ে ওদের ঘোড়া কখনও পেছনেরগুলোকে দৌড়ে হারাতে পারবে না।

'রাক,' ডাকল সে।

জবাব দিল না রাক। পেটের ভেতর হিমভাব টের পেল ল্যুক। কবরস্থানের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে গেল, রাককেও নামাল স্যাডল থেকে। তীব্র ব্যথার চোটে সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে জেগে উঠল রাক।

'আমি ওদের পেছন থেকে সরিয়ে দিতে চাই,' বলল ল্যুক। 'কোথায় গুলি লেগেছে তোমার?'

পায়ে,' গুঙিয়ে উঠল রাক।

'খুব রক্তপাত হচ্ছে, না?'

'না না, খুব বেশি না।'

আর কিছু শুনতে চাইল না ল্যুক। পাঁজাকোলা করে রাককে একটা কবরের পাশে নিয়ে গেল, শুইয়ে দিল আস্তে করে। এরপর ঘোড়ার কাছে এল। ধাওয়াকারীরা এখন ফীড স্টেবল পেরিয়ে শহরের শেষ সীমানায় চলে এসেছে। লাফিয়ে স্যাডলে চড়ল ও, স্পার দাবিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল। ছোট কিন্তু তেজী ঘোড়াটা যেন প্রভুর বিপদ বুঝে ছুটল এবার দ্বিগুণ বেগে। সন্তুষ্ট হলো ল্যুক।

অন্ধকারে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে স্মিথ-রাইডার এবং শহরের উৎসাহী ধাওয়াকারীরা। তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না ল্যুক। ও শুধু চাইছে এভাবে ওদের ক্যানিয়নের মুখ পর্যন্ত নিয়ে যেতে। এইটুকু সম্ভব হলে পেছন থেকে ধাওয়াকারীদের খসিয়ে দেয়ার কাজটা পানির মত সোজা। রিমের ওপর দিয়ে আবার ব্যাকট্রেইল ধরবে সে। ধাওয়াকারীরা নিশ্চয় ক্যানিয়নমুখে গিয়ে অন্ধকারে ট্রেইল হারিয়ে ফেলে ওখানকার ঝোপঝাড় চষে বেড়াবে ওদের, বিশেষ করে আহত রাকের খোঁজে।

ঘেসো জমির কাছে পৌঁছে গেল ল্যুক, কোনাকুনি ছুটল ওটার ওপর দিয়ে। ধাওয়াকারীদের তরফ থেকে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ার বিরাম নেই। তবে গুলির রেঞ্জ থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে ও। ঘেসো জমিটা পেরিয়ে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে বাম দিকে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল। ঘেসো জমির ধার ঘেঁষে ছুটল। অন্ধকারে দীর্ঘ পথ ঘুরে রিমের ওপর উঠে গেল। ধীর গতিতে রিমের পিঠ বেয়ে শহরের দিকে ঘোড়া ছোটাল ফের।

সাবধানে এগোতে হচ্ছে ওকে। বড় বড় বোল্ডার আর আলগা পাথরে

ভরা রাস্তা। একটু অমনোযোগী হলেই পতন অনিবার্য। নিচে ওর বাম দিকে ক্যানিয়নের মেঝে এবং রাস্তা। প্রায় একঘণ্টা চলার পর কবরস্থানের পাশাপাশি জায়গায় এসে পৌঁছল সে। নিচের দিকে তাকাল। কিছুই দেখল না—অন্ধকারে ডুবে আছে সব।

নিচ থেকে রিমের উচ্চতা অনুমান করার চেষ্টা করল ল্যুক। পারল না। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি গজাল ওর। স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে ল্যারিয়েটটা বের করে নিল। যুৎসই একটা বোল্ডার বেছে নিয়ে রশিটাকে পেঁচিয়ে বাঁধল ওটার সাথে। বার কয়েক হ্যাঁচকা টান দিল, নড়ল না পাথরটা। নিশ্চিন্ত হলো, বোল্ডারটা ওর ওজন সহ্য করার মত যথেষ্ট ভারী।

ধীরে সুস্থে নামতে শুরু করল ও ল্যারিয়েট বেয়ে। মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ে তলার নাগাল পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু রশির শেষ মাথায় এসেও মাটির নাগাল পেল না। কপালে ঠাণ্ডা ঘামের ধারা অনুভব করল সে, পেটের মধ্যে হিমভাব। দু'সেকেন্ড ওভাবে ঝুলে রইল।

একটা ল্যারিয়েটের দৈর্ঘ্য তিরিশ ফুট, মনে মনে হিসেব করল ল্যুক, ক্লিফের উচ্চতা তারচে' বেশি। কিন্তু কতটা? মুহূর্তের জন্যে অসহায় বোধ করল ও, পরমুহূর্তে লাফ দিল মনের সমস্ত জোর একত্র করে।

দশ ফুট ওপর থেকে পড়ল ও কাদাটে, শ্যাওলাধরা মাটিতে। গড়ান দিয়ে সরে গেল একপাশে। দশ সেকেন্ড পর হাঁটুতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওর মন ভরে গেছে দুশ্চিন্তা আর হতাশায়। এখান থেকে কিভাবে বেরোবে, বুঝতে পারছে না। এক পা দু'পা করে সামনে এগোল ও। তারপর দেখল কবরস্থানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানে পড়ে আছে রাক, নড়াচড়া করেনি। ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল ল্যুক, সাড়া পেল না। ঝুঁকি নিয়ে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল, রাকের বুকের দিকে তাকাল। নিয়মিত ওঠানামা করছে বুক, শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। প্রচুর রক্ত হারিয়েছে রাক, এখনও বন্ধ হয়নি। নিজের গলাবন্ধটা খুলে নিয়ে ওটা দিয়ে ক্ষতস্থানটা কষে বাঁধল সে।

কাজ করতে করতে পরিস্থিতি বিচার করছে ল্যুক। স্মিথ রাইডাররা ক্যানিয়নের মুখে ওদের খোঁজাখুঁজি করে না-পেলে ফিরে আসবে শীঘ্রি। এতক্ষণে হয়তো ফেরার সময় হয়ে গেছে ওদের। ওদের এড়াতে হলে এক্ষুনি পালাতে হবে। কিন্তু সেটা নির্ভর করছে রাক হোভার্ট নিজের পায়ে হাঁটতে পারবে কি না তার ওপর। ওদের ঘোড়াটা রয়ে গেছে রিমের ওপর। দেখে মনে হচ্ছে, হাঁটা দূরের কথা, নিজের পায়ে দু'সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াতেও পারবে না রাক। কিন্তু ওকে ফেলে চলে যাওয়াটাও সম্ভব নয় ল্যুকের পক্ষে।

শহরের উজ্জ্বল বাতিগুলোর দিকে তাকাল ও। আচমকা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল। ঝুঁকে রাককে তুলে নিল কাঁধের ওপর, ধীর পায়ে এগিয়ে চলল সামনে। পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল ওর। ওরা

ফিরে আসছে!

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় শহরের প্রান্তসীমায় চলে এল ও। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল, কারও চোখে না-পড়েই পথটুকু পেরিয়ে আসতে পেরেছে। শহরে ঢুকে ফীড স্টেবলের অন্ধকার ছায়ায় থাম কাঁধ থেকে নামিয়ে রাককে শুইয়ে রাখল মাটিতে। ওর পাশে হাঁটু গেড়ে পড়ল, শ্বাস টানতে লাগল হাঁ করে। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে ও। রাকের ভারী শরীরটাকে এতটা পথ বয়ে আনতে গিয়ে। মিনিট দুয়েক পর উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে হেঁটে ফ্রীড স্টেবলের পেছনে চলে গেল। ওখান থেকে গলা বাড়িয়ে দেখল হসলারকে দিন যেরকম দেখেছিল, ঠিক সেরকম উঠানে বসে আছে লোকটা দে সামনে লাগানো একখানা চেয়ারে। ওর মাথার ওপর জ্বলছে কালো ধোঁয়াচ্ছন্ন লণ্ঠন।

চুপচাপ ডোরওয়ের দিকে এগোল ল্যুক। একটা পরিকল্পনা খেলেছে মাথায়। আস্তাবলের ভেতর বিভিন্ন স্টলে বাঁধা ঘোড়াগুলো শুকনো খড় চিবুচ্ছে, পা আছড়ে মশা-মাছি তাড়াচ্ছে। তাতে শব্দ হচ্ছে কম নয়, সে-শব্দের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে ওর লঘু পায়ের মৃদু আওয়াজ।

হসলারের বিশফুটের মধ্যে এসে গেছে ও। উষ্কখুষ্ক দাড়িঅলা মুখের বাঁ পাশটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। সামনের দিকে মুখ করে আছে হসলার।

হঠাৎ করে নিজের পরিকল্পনার খুঁতটা ধরতে পারল ল্যুক। আচমকা আক্রমণ করে হসলারের পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়ে ওকে চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখতে চাইলে বেশি কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু তাতে করে হসলারের কাছে ওর শহরে উপস্থিতির খবর প্রকাশ হয়ে যাবে—আর এমন খবরটা প্রথম সুযোগেই স্মিথদের কানে তুলে দেবে লোকটা। সুতরাং এভাবে নয়, অন্যভাবে সারতে হবে কাজটা।

আবার ছায়ার দিকে সরে গেল ল্যুক। এক টুকরো পাথর কিংবা শক্ত কিছু একটা খুঁজতে গিয়ে একটা বাতিল ঘোড়ার নাল পেয়ে গেল। ওটা হাতে নিয়ে সাবধানে এগোল ডোরওয়ের দিকে।

আগের মত বিশ ফুটের মধ্যে গিয়ে ছুঁড়ে দিল নালটা হসলারের মাথার ওপর দিয়ে। উঠান পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল ওটা, পাথরের ওপর 'ঠুন' শব্দ শুনল ল্যুক।

সাথে সাথে প্রায় লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল হসলার, এদিক ওদিক তাকাল, তারপর উঠান পেরিয়ে রাস্তায় গেল। মিনিটখানেক পর ফিরে এল উঠানে। চেয়ারের দিকে পা বাড়িয়ে মত পাল্টে ডোরওয়ের দিকে গেল। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আস্তাবলের ভেতর তাকাল।

দেরি করল না ল্যুক। বেড়ালের মত নরম পায়ে হসলারের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। আস্তাবলের ভেতর থেকে মুখ ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে শুরু করেছে, এমন সময় চাঁদিতে ঠকাস করে পিস্তলের বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে

পড়ল দোরগোড়ায়।

ঝটপট লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে অন্ধকারে নিয়ে গেল ল্যুক। কাজটা করতে গিয়ে একধরনের তৃপ্তি পাচ্ছে। হিডেনে ওকে প্রথম বার দেখেই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল লোকটা। সেদিন স্মিথদের তাড়া খেয়ে শহর ছেড়ে পালানোর সময়ও ফীড স্টেবলের কাছ থেকে ওকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছিল সে।

আস্তাবলে ঢুকে সবচে' সেরা ঘোড়াটি বাছাই করে ওটার পিঠে স্যাডল চাপাল ল্যুক, বেরিয়ে এল উঠানে। রাস্তা ঘুরে আস্তাবলের পেছনে অন্ধকার ছায়ায় চলে গেল রাকের কাছে। ময়দার বস্তার মত দু'হাতে পাঁজাকোলা করে প্রায়-অজ্ঞান রাককে ঘোড়ার পিঠে বসাল। এগোল গলিপথ ধরে। মিনিট দশেক পর শহরের উত্তর অংশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ও ভিন্ন পথে। আরও কয়েক মিনিট পর গাছপালা আর ঝোপঝাড়ে ভরা চাতালটার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল পশ্চিমে।

স্যাডলে প্রায় উপুড় হয়ে থাকা রাককে নিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত ঘোড়া ছোটাল ও। রাকের পা থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়নি এখনও। অন্ধকারে শুকনো ঝরনার ওপর দিয়ে চলতে চলতে ভাল একটা আশ্রয়ের সন্ধান করছে ল্যুক। কিছুক্ষণ পর একটা অগভীর অ্যারোয়ায় রূপ নিল মরা ঝরনা। আরও কিছুদূর যেতেই পানির আভাস পাওয়া গেল।

ঘোড়া থেকে নেমে ম্যাচ জ্বেলে চারদিক দেখল সে। ক্যানিয়নের দেয়ালে এক জায়গায় মোটা ঘাসের আস্তরণ। সেখান থেকে পানি চুইয়ে পড়ছে অ্যারোয়োর মধ্যে। পাথর ঘামা পানি, বৃষ্টি না-হলেও সারা বছর ঝরার বিরাম নেই এই পানির।

জায়গাটা ক্যাম্প করার জন্যে পছন্দ হলো ওর। দু'দিকে উঁচু পাড়, তার একদিকে খাড়া উঁচু ক্যানিয়নের দেয়াল। প্রয়োজনীয় পানিসহ মোটামুটি সুরক্ষিত জায়গাটা—ক্যাম্প করার মতই। হঠাৎ কারও চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

ঘোড়া থেকে নামিয়ে রাকের পায়ের ক্ষতটা ধুয়ে পরিষ্কার করল ল্যুক। চোরাই ঘোড়ার স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে স্লিকার বের করল। নিজের কোটটা পরিয়ে দিয়ে শুইয়ে দিল ওকে, স্লিকার দিয়ে ঢেকে দিল ওর শরীর। একটা লোডেড সিক্সগান রাখল ওর পাশে। তারপর নাকের কাছে কান নিয়ে গিয়ে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনল। রাকের গায়ে জ্বর এসে গেছে, টের পেল ল্যুক। তবে চিন্তিত হলো না। জানে, রাক হোভার্ট শক্ত লোক, সহজে হার মানবে না মৃত্যুর কাছে।

আধ ঘণ্টা পর। রাককে ওখানে রেখে লাইন ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো ল্যুক। রাত প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সকাল হবারও ঘণ্টা দুয়েক পর পৌঁছল ওখানে।

প্রথমে ওকে দেখল লিজ হোভার্ট। একটা ঘোড়ার পিঠে স্যাডল

চড়াচ্ছিল মেয়েটা, ওকে দেখে থেমে গেল। এগিয়ে এল কাছে। রোজকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

'রাক কোথায়?' জানতে চাইল লিজ।

'আহত, তবে মারাত্মক কিছু নয়। তোমার হাতে সেবা-শুশ্রূষা পেলে দু'দিনেই সেরে উঠবে।' খালি ক্যাম্পের চারপাশে চোখ বুলাল ল্যুক। 'বাকিরা কোথায়, লিজ?'

'স্মিথদের লোকেরা আজ সকালে এসে স্যামকে ধরে নিয়ে গেছে, ল্যুক। রোজ গেছে ওদের সাথে, যেন ক্যাম্পের আড়াল হওয়ামাত্র ওকে গুলি করে মারতে না-পারে, সেটা দেখার জন্যে।'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল ল্যুক কিছুক্ষণ। চোয়ালে হাত ঘষল। প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ করছে ও। ইচ্ছে হচ্ছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে শুয়ে পড়তে–কিন্তু খবরটা ওর ভেতরে অন্যরকম এক অনুভূতির সৃষ্টি করল। 'ধরে নিয়ে গেছে? কেন?'

'তোমাকে পাওয়ার জন্যে। ওরা আমাকে বলেছে, স্যামকে ধরে নিলে তুমি ওকে উদ্ধার করতে যাবে, তখন তোমাকেও আটকাবে ওরা। খুন করবে। রাককেও খুন করার হুমকি দিয়েছে ওরা।' হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নিল লিজ, একটুপর কান্নার শব্দ শুনল ল্যুক।

কাছে গিয়ে ওকে নিজের দিকে ফেরাল। ওর মাথা টেনে নিয়ে নিজের বাহুর ওপর রাখল, চুলে বিলি কাটতে কাটতে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। কান্না বেড়ে গেল লিজের, ল্যুকের কাঁধে মুখ রেখে ডুকরে উঠল।

'ওদের বলতে দাও, লিজ। ওরা একশোবার বলুক। তাতে কী? তুমি দেখো, স্যামকে উদ্ধার করে আনব আমি ওদের হাত থেকে। ভেবো না, ওরা আমার কিছুই করতে পারবে না।' ওর মুখটা তুলল কাঁধ থেকে, 'এবার থামো, লিজ, প্লীজ।'

নিজেকে সামলে নিল লিজ, চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সরি। কিন্তু, ল্যুক, এই জঘন্য ব্যাপারটার শেষ কি কখনও হবে না? আর কতদিন চলবে এভাবে? এই হানাহানি, রক্তারক্তি! খুন-খারাপি!'

'শেষ হবার সময় হয়েছে, লিজ।'

'কিন্তু কখন? কখন শেষ হবে বলো তো?'

'আমি জানি না,' মাথা নাড়ল ল্যুক, হাসল। 'শুধু জানি, এই লড়াই শেষ করতেই হবে। এভাবে চলতে দেয়া যায় না আর।'

চোদ্দ

নিজের অফিসে বসেছিল ব্যাংকার টিমেথ ভিওরি, দোরগোড়ায় রিটা স্মিথ আর রোজ বার্গারকে দেখে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আরে, ভেতরে আসো।'

ভেতরে ঢুকে সোজা ওর ডেস্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রোজ। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বসো, মি. ভিওরি।'

ওর চোখে চোখ রেখে আস্তে আস্তে বসে পড়ল ব্যাংকার। অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে মুখে। ডেস্কের ওপর দু'হাত রেখে সামনে ঝুঁকল রোজ। 'স্মিথদের খুনীদের খবর কিছু জানো, মি. ভিওরি? ওরা এখন নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছে। গতরাতে স্যাম হোভার্টকে ধরে এনেছে ওরা। এনে জেলে ঢুকিয়েছে।'

'অ্যাঁ–তা–ই নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই। কিছুই জানো না মনে হচ্ছে? স্যামরা কাউন্টিলাইনের বাইরে ক্যাম্প করেছে। ওখান থেকে ধরে আনার কোন অধিকার নেই স্মিথদের। এ ব্যাপারে কী বলবে তুমি, মি. ভিওরি?'

'উমম···কিন্তু সে-খবর তুমি পেলে কি করে?'

'আমি ওখানে ছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি ওদের কাজটা করতে। ওদের মতলব বুঝে আমিও ওদের সাথে সাথে চলে এসেছি। তাই পথে গুলি করার সুযোগ পায়নি ওরা স্যামকে।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ভিওরি। 'আ–কি জন্যে স্যামকে ধরে এনেছে জানায়নি ওরা?'

'জিম্মি হিসেবে এনেছে। ওদের ধারণা, এতে করে ল্যুক হান্টার স্যামকে উদ্ধার করার জন্যে শহরে আসবে। তখন ওকে গ্রেফতার করবে ওরা।'

'তো আমাকে কী করতে বলো?'

'কী করতে?' অবাক হলো রোজ। 'কেন, গতকাল তুমি না নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ে হোভার্টদের ভিটেছাড়া করেছিলে? আবার তুলে নাও, ওদের কাছে গিয়ে বলো স্যামকে ছেড়ে দিতে।'

বিরস দেখাল ভিওরির মুখ। 'আমার সে-ক্ষমতা নেই।'

'ক্ষমতা নেই তো ক্ষমতা আদায় করে নাও!' খেঁকিয়ে উঠল রোজ। পরক্ষণেই গলা নামাল, ইস্পাতের মত ঠাণ্ডা আর কঠিন শোনাল ওর স্বর।

'মি. ভিওরি, আমি খুব বেশি গুলি ছুঁড়িনি। কিন্তু তুমি যদি স্যামকে জেলখানা থেকে বের করে আনতে না-পারো, তাহলে মনে রেখো, কোন এক অন্ধকার রাতে তোমার মাথায় গুলি করে সোজা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব। ভেবো না মিস করব। ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করলে মিস করার কোন কারণ নেই।'

হাঁ হয়ে গেল ভিওরির মুখ। 'মাই ডিয়ার গার্ল···' শুরু করতে গেল।

'অনর্থক বক বক কোরো না! তাড়াতাড়ি স্যামের ব্যাপারে কিছু একটা করো।'

লাল হয়ে উঠল ভিওরির মুখ। উঠে দাঁড়াল, হুক থেকে হ্যাটটা খুলে নিয়ে মাথায় চড়াল, বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। ওকে অনুসরণ করল রোজ আর রিটা, শেরিফ অফিসের দিকে চলল।

অফিসে ঢোকার মুখে ট্রেস স্মিথের চড়া গলা শুনল ওরা। বকাবকি করছে পিন্টো লেভিসকে।

ওর মুখে কয়েকদিনের না-কামানো দাঁড়ি, চুল উস্কখুস্ক। ওদের দেখে হাঁ বন্ধ হয়ে গেল ওর, চোখ ট্যারা হয়ে গেল রোজ আর রিটার দিকে তাকিয়ে।

'ট্রেস,' বলল ভিওরি। 'শুনলাম তোমার লোকেরা নাকি স্যামকে ধরে এনে জেলে ঢুকিয়েছে?'

'ঠিক শুনেছ,' স্বীকার গেল ট্রেস স্মিথ, হাসার চেষ্টা করল।

'কেন বলো তো?'

রোজের ওপর থেকে চোখ সরাল না ট্রেস। 'নিশ্চয় ওই বলেছে, তাই না?'

'হুঁ, তাই। কিন্তু–কিন্তু এটা বেআইনী হয়েছে, ট্রেস। যতক্ষণ পর্যন্ত ও কাউন্টিলাইনের বাইরে থাকবে, ততক্ষণ ওকে গ্রেফতার করার অধিকার নেই তোমার।'

বুটসুদ্ধ একটা পা তুলে দিল ট্রেস কাছের চেয়ারটার ওপর। একটা হাত ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর রাখল। 'আমার বাবাকেও তো জেলের ভেতর খুন করার অধিকার ছিল না কারও। কারও অধিকার ছিল না আমার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার।···অথচ তাই ঘটেছে, ভিওরি, ঘটেনি?'

'ঘটেছে। এর সবগুলোই বেআইনী। তাই বলে তুমিও সে একই বেআইনী কাজ করতে পারো না, ট্রেস,' এতক্ষণে কথা বলল রিটা।

বোনের দিকে তাকাল না পর্যন্ত ট্রেস স্মিথ। বলে চলল, 'তাহলে রাক হোভার্টকে র‍্যাঞ্চ বিক্রিতে বাধ্য করার অধিকারও তো তোমার ছিল না, ভিওরি। কিন্তু তুমিও তো সে বেআইনী কাজটাই করেছ।'

মুখ লাল হয়ে উঠল ভিওরির, কিন্তু পরমুহূর্তে মুখের ভাব পাল্টে হাসল জোর করে। 'আরে, কথা সেখানে নয়। এই মেয়েরা ভয় পাচ্ছে, জেলে থাকা অবস্থায় স্যামের ভাগ্যও ওর চাচার মত হবে কি না!'

রোজের দিকে তাকিয়ে নাক টানল ট্রেস স্মিথ। 'বাইরের চেয়ে জেলের

ভেতরেই বরঞ্চ ও নিরাপদ থাকবে। বাইরে ওকে খুঁজছে বাউন্টি কিলাররা। কাউন্টিলাইনের এদিকে হোক আর ওদিকে হোক, দেখামাত্র গুলি করবে ওরা।'

ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল রিটা। মৃদুস্বরে বলল, 'ট্রেস, আমি কখনও তোমার কাছে তেমন কিছু চাইনি। কিন্তু এখন চাইছি। স্যামকে তুমি ছেড়ে দাও, প্লীজ।'

খেপে উঠল ট্রেস, বোনের দিকে চাইল চোখ পাকিয়ে। 'সিস, তুমি যদি তোমার বকবকানি বন্ধ করে এক্ষুনি এখান থেকে দূর হয়ে না-যাও, তাহলে তোমার কপালে খারাপি আছে বলে দিচ্ছি।'

পাংশু হয়ে উঠল রিটার মুখ, অপমানে। রোজ তা খেয়াল করল, মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে চাইল সে।

ভিওরি ওকে জানাল, 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, মিস বার্গার।'

শ্রাগ করল রোজ, তারপর ট্রেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। 'তুমি কথা দিয়েছিলে, ট্রেস স্মিথ। বলেছিলে স্যামের কোন ক্ষতি হবে না?'

'এখনও বলছি, হবে না।' নোংরা হাসি হাসল ট্রেস। 'স্রেফ তিনবেলা পেট পুরে খাওয়া দাওয়া করবে আর ঘুমোবে। তারপর যেই আমরা ল্যুককে কবজা করতে পারব, অমনি ছেড়ে দেব ওকে।'

প্রথমে মৃদু হাসল রোজ, ক্রমে তা প্রসারিত হলো। 'তোমরা ধরবে ল্যুককে? ল্যুক হান্টারকে ধরবে তোমরা? হাসালে, ট্রেস। ভাল, ভাল! খুব ভাল! কিন্তু বাজি ধরে বলতে পারি, স্যামকে ও কখন যে জেল থেকে বের করে নিয়ে যাবে টেরও পাবে না। শোনো ট্রেস, একটা কথা বলি, প্রাণের মায়া থাকে তো ভুলেও কখনও হান্টারকে ধরার কথা মাথায় এনো না। ওকে ধরার আগেই ওর হাতে নিকেশ হয়ে যাবে তুমি, হ্যাঁ ট্রেস, তুমিই।'

'আচ্ছা, তা-ই বলো! মনে হয় তুমিই ওকে পাঠাবে?'

'হ্যাঁ আমিই পাঠাব!' খেপাটে গলায় বলল রোজ, ওর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, জানে অর্থহীন কথা বলছে এখন–তবু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল না।

'এই তাহলে ব্যাপার! ঠিক আছে, বেশ। ভিওরি, সঙ্গী ওই দুই সুন্দরী বোকা মহিলাকে নিয়ে এক্ষুনি দূর হও এখান থেকে। তোমাদের কোন কাজ নেই এখানে। আমরা ব্যস্ত।'

তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রোজ, তারপর বেরিয়ে এল রিটাকে নিয়ে। নিজেদের বাসার দিকে চলল। ওদের পিছু পিছু বেরোল ভিওরিও, নিজের অফিসের পথ ধরল।

ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসল রোজ, দু'হাতে মুখ ঢেকে রাখল। রাগের চোটে রীতিমত অসুস্থবোধ করছে ও। নিজের সীমাবদ্ধতা আর অসহায়ত্ব বুঝে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। বুঝতে পারছে, এভাবে

হবে না–এভাবে হয় না।

হঠাৎ কী মনে হতেই মুখ তুলে বসল সে, হেসে উঠল। অবাক চোখে ওকে দেখছিল রিটা, কাছে এসে কাঁধে হাত রাখল। 'ট্রেস আসলে অতটা খারাপ নয়, রোজ। আমার মনে হয় না স্যামকে ও মেরে ফেলবে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রোজ, চোখ বন্ধ করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আমিও তা-ই বিশ্বাস করতে চাই, রিটা। কিন্তু এ-ধরনের লড়াইয়ে যে কোন কিছু ঘটতে পারে।'

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রিটা, নিচে রাস্তার ওপর চোখ রাখল। একটু পর চোখ ফিরিয়ে এনে জানালার কাচ দেখতে লাগল। ভাঙা, চিড় ধরা কাচ। গত রাতে ল্যুকের ছোঁড়া চেয়ারের আঘাতে এ-অবস্থা হয়েছে। রোজের দিকে ফিরল ও। 'তোমার কী মনে হয়, রোজ? ওরা পালাতে পেরেছে?'

'নিশ্চয় পেরেছে, রিটা।'

'কিন্তু···কিন্তু ওরা যে-পথে গেছে, সে-পথে রক্তের দাগ দেখেছি আমি।'

'ওরা দুজনেই কঠিন লোক। এ-ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হয় জানা আছে ওদের।' থেমে রিটাকে লক্ষ করল ও। রিটার মুখে দুশ্চিন্তা আর বেদনার আভাস। কোমলস্বরে বলল, 'রাক ভাল আছে, রিটা। তুমি একদম চিন্তা কোরো না।'

'কিন্তু আমি দেখেছি, ওকে ল্যুক কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে!' কান্নাভেজা গলায় বলল রিটা। ওপরের ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। একটু পর শান্তস্বরে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছি না। এরচে' খারাপ কিছুও সইতে হয়েছে আমাকে। এটাও পারব।'

ওর কাছে গেল রোজ। একটা হাত ওর কাঁধে রেখে অপর হাতে ওর চোখ মুছে দিল। বলল, 'ভয় নেই, রিটা। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, বিশ্বাস রাখো।'

একটুপরে নিজের ঘরে ঘুমোতে গেল ও। রিটা শেরিফ বার্কের কাছে গেল। ওর সাথে কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর বেরিয়ে এসে কিচেনে ঢুকল।

দরজায় নক করার শব্দ শুনে সামনের ঘরে এল সে। দোর খুলে দেখল পিন্টো লেভিসকে। অবাক হয়ে দেখল লোকটাকে। পিন্টোর পরিষ্কার করে কামানো মুখ, গায়ে পরিপাটী জামা। দরজা থেকে নড়ল না ও। 'কী চাও, পিন্টো?'

'কথা আছে তোমার সাথে।'

'বলে ফেলো।'

'না, এখানে নয়, ভেতরে। বসে কথা বলব।'

একমুহূর্ত চুপ থাকল রিটা, তারপর একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল পিন্টো, ভাঙা জানালার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল গম্ভীর ভাবে। 'খুব খারাপ। জানালাটার বারোটা বাজিয়েছে দেখছি।'

'তোমাদেরও বাজাবে। দেখে নিও।' খোঁচা দিল রিটা।

আবার মাথা নাড়ল পিন্টো। 'না, পারবে না। আমার ধারণা, গতরাতে ওর নিজেরই বারোটা বেজে গেছে।'

'ওরা নিশ্চয় পালিয়ে যেতে পেরেছে, তাই না?'

'তা পেরেছে। কিন্তু ওদের কেউ একজন গুলি খেয়েছে। রাস্তায় রক্তের দাগ দেখা গেছে।'

'কে গুলি খেয়েছে বলো তো?'

'কে গুলি খেয়েছে?' একটু থামল পিন্টো। 'আমার ধারণা, রাক হোভার্ট। ধারণার পেছনে কারণও আছে। একজন লোককে কবরস্থানে শুইয়ে রেখে পালিয়ে গিয়ে আবার ওর জন্যে ফিরে আসার দুঃসাহস কেবল ওই ব্যাটা হান্টারই দেখাতে পারে। আর কেউ পারবে বলে মনে হয় না।'

ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল রিটা। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। দু'হাত একত্রে কোলের ওপর রেখে মাথা নিচু করল। একটা চেয়ার টেনে ওর সামনে বসল পিন্টো। 'তো তোমাকে যা বলতে এসেছিলাম···' শুরু করল। 'শোনো, রাক হয়তো মরে গেছে, কিংবা এমন মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে যে, দু'একদিনের মধ্যে মারা যাবে। ব্যাপারটা অবশ্যই দুঃখের, রিটা। তবে এ এক দিক দিয়ে ভালই হলো। আমাদের পথটা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে ও।'

নীরবে চোখ তুলল রিটা ওর মুখের ওপর। ওর চোখে ভয়ঙ্কর আক্রোশ ফুটে উঠলেও সাফল্যের আনন্দে বুঁদ পিন্টো লেভিস তা খেয়াল করল না। সে, এমন কী, ওর হাত পর্যন্ত ধরে ফেলল। হাসছে ও। 'আমি জানি তুমি একটু একগুঁয়ে ধরনের মেয়ে। তবে এখন থেকে অমন করা ছাড়তে হবে। ট্রেসের সাথে আমার আলাপ হয়েছে। ওর আপত্তি নেই।' থামল একটু, একমুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'দিন দুই পরে হোভার্ট র‍্যাঞ্চ নিলামে উঠবে। তুমি আর আমি কিনে নেব ওটা। তারপর শুরু হবে আমাদের নতুন জীবন···'

কোলের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল রিটা, পরমুহূর্তে ঝলসে উঠল ওর ডানহাত, চড়াৎ করে আছড়ে পড়ল পিন্টোর বাম গালে।

একমুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে বসে রইল পিন্টো, তারপর তাকাল ওর দিকে। 'কাজটা তোমাকে করতেই হবে, রিটা। কেন করতে হবে, তুমি নিজেও জানো। জেম ক্লিফম্যান হত্যার পেছনে তোমার ভূমিকা কী, নিশ্চয়ই চাইবে না সেটা পাঁচকান হোক।'

রিটার ভেতরে কী যেন একটা হয়ে গেল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল সে, দু'হাতে পিন্টোর মুখে খামচি মারল, লাথি চালাল বেপরোয়া ভঙ্গিতে।

হেসে উঠল পিন্টো। বিশাল বাহু দিয়ে আঁকড়ে ধরল রিটাকে, নিজের দিকে আকর্ষণ করে জোর করে চুমু খেতে গেল। আচমকা রোজের গলা শুনল ও, 'ওকে ছেড়ে দাও, পিন্টো! এক্ষুনি!'

কিচেনের দিকে চাইল পিন্টো লেভিস, ওদিক থেকেই কথা বলেছে

রোজ। রোজের হাতে একটা পিস্তল, সোজা ধরে আছে পিন্টোর পেট বরাবর। ওর চোখে খুনে দৃষ্টি, চিনতে ভুল হলো না ওর।

রিটাকে ছেড়ে দিয়ে, হাত গুটিয়ে নিল সে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওর কাছ থেকে সরে গেল রিটা।

'আমি গুলি করার আগেই যদি তুমি দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে বলে মনে করো, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে পারো,' বলল রোজ। 'তোমাদের মত পিস্তলে আমি অতটা চাল নই–তাছাড়া ছুটন্ত মানুষের চেয়ে দাঁড়ানো মানুষই আমার জন্যে সহজ ট গট।'

অস্ত্র কক করল রোজ, হ্যামার টানার সময় ওর হাতের কাঁপুনি লক্ষ করল পিন্টো। সিদ্ধান্ত নিতে একমুহূর্ত দেরি হলো না ওর। ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার দিকে, সাথে সাথে গুলি করল রোজ। এলোপাতাড়ি গুলি। পিন্টোর পেছনে কাঠের মেঝেয় ঘষটে গেল গুলিটা, চলটা ওঠাল। পেছনে ফিরল না পিন্টো, পড়ি কি মরি করে করিডর পেরিয়ে সিঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাকি ধাপগুলো প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে নামল ও। বোর্ডওঅকে পড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর চোঁ-চা দৌড়, আড়ালের খোঁজে।

অস্ত্র নামাল রোজ, রিটার কাছে এল। রিটা ফোঁ াচ্ছে। ওর হাত ধরল রোজ।

'যথেষ্ট হয়েছে, রোজ!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল রিটা। 'এবার আমি চলে যাব।'

'ছেলেমানুষি করছ, রিটা,' রোজ ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'কোথায় যাবে, বলো তো?'

'রাকের কাছে। ওকে খুঁজে বের করব।'

'কিভাবে?'

'আমি ট্র্যাকিং জানি, রোজ। আমি ওকে খুঁজে বের করবই। প্লীজ, আমাকে যেতে দাও।'

সম্মতির ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রোজ। 'ি আছে, রিটা। তা-ই যাও। ওর খোঁজ খবর না-জেনে এখানে বসে বসে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করাটাই ভাল হবে।'

ওকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার খুব ইচ্ছে হলো ওর। পিন্টো বলেছে, ওর প্রস্তাবে রাজি না-হলে জেম ক্লিফম্যান হত্যায় রিটার ভূমিকা কী, ফাঁস করে দেবে। রিটার কি সত্যিই ভূমিকা ছিল ওই কাজে? কিন্তু প্রশ্নটা ওর ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগল, মুখে এল না।

রিটাকে রাইডিং ড্রেস পরতে দেখল সে। ওর সাথে নেমে ফীড স্টেবলে ঢুকল রোজ। তরতাজা দেখে একটা ঘোড়া বাছাই করে ওটার পিঠে স্যাডল চড়াল রিটা। অপলক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রোজ। ও এখন জানে, ওর বাবার খুন হওয়ার ব্যাপারে রিটার হাত আছে। কিন্তু ওর মন চাইছে না

ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে।

মধ্য দুপুরে কাউন্টিলাইন পেরিয়ে পরিত্যক্ত ক্যাম্পটায় পৌঁছল রিটা। হোভার্টদের ওয়াগনটা আছে ওখানে, তাঁবুও রয়েছে খাটানো অবস্থায়। তবে কারও বিছানা পত্র নেই। এর মানে লিজ চলে গেছে তাঁবু থেকে, স্বেচ্ছায়, ভাবল রিটা। আর স্বেচ্ছায় যদি যায়, তাহলে ও ল্যুকের সাথেই গিয়েছে। কারণ স্যামকে ধরে নিয়ে যাবার পর আহত রাককে এখানে রাখা নিরাপদ নয়। সুতরাং নতুন ক্যাম্পে রাকের শুশ্রূষার জন্যে যেতে হয়েছে লিজকে।

তাঁবুর চারপাশে অসংখ্য ঘোড়ার খুরের ছাপ। এগুলো থেকে বিশেষ কারও ঘোড়ার খুরের ছাপ শনাক্ত করা সহজ ব্যাপার নয়। তার ওপর যে ঘোড়াটা সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেটার ট্র্যাক খুঁজে বের করাটা তো রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।

তবে হতাশ হলো না রিটা, পরের কয়েকটা মুহূর্ত সমস্যাটা নিয়ে ভাবল। একটা ব্যাপারে কিছুটা স্বস্তিবোধ করছে ও। লিজকে নিয়ে যাবার জন্যে ল্যুক নিশ্চয় সবার শেষে এসেছে, সুতরাং অজস্র ট্র্যাকের মধ্যে ওর ঘোড়ার ট্র্যাক হবে সবচে' স্পষ্ট। ঠিক কত সময় আগের ট্র্যাক তা জানে না রিটা। ব্যাপারটা অত সহজ নয়–একজন দক্ষ ইন্ডিয়ানের জন্যেও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তবে হতাশ হলো না রিটা। লিজের ঘোড়ার ট্র্যাক অপরিচিত নয় ওর–আর লিজের সাথে সাথেই থাকবে ল্যুকের ঘোড়ার ট্র্যাক।

করালের কাছ থেকে খোঁজা শুরু করল ও। কারণ লিজ করাল থেকেই বের করেছে ওর ঘোড়া। ব্যাপারটা কিছুটা সহজ মনে হচ্ছে এখন। লিজের ঘোড়ার সবচে' তাজা ছাপটা খুঁজতে শুরু করল ও। ওর প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। যে ছাপগুলো চিহ্নিত করেছিল, সেগুলো একসময় দেখা গেল স্যামের ঘোড়ার ট্র্যাকের সাথে মিশে গেছে। এর অর্থ, লিজ আর স্যাম ঘোড়ায় চড়ে লাকড়ি আনার জন্যে জঙ্গলে ঢুকেছিল।

আবার করালে চলে এল ও। ধৈর্যের সঙ্গে খুঁজতে শুরু করল আবার। লিজের ঘোড়ার পাশে পাশে অন্য একটা ঘোড়ার ছাপ দেখল সে। ছাপটা করাল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁবুর পাশে গিয়ে থেমেছে। তারপর সম্ভবত বিছানা পত্র নিয়ে সরে গেছে ওখান থেকে। একটুপর জঙ্গলে ঢুকে গেছে দুটো ঘোড়া।

দুটো ঘোড়ার ছাপের মধ্যে একটির ছাপ কিছুটা বড় ও গভীর। নতুন পুরানো অসংখ্য ছাপ থেকে আলাদা হয়ে দুটো ঘোড়া পাশাপাশি চলে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রিটা, সঠিক ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছে সে। বড় ঘোড়াটাই ল্যুকের।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সাথে করে নিয়ে আসা খাবার থেকে কিছুটা খেল রিটা, তারপর ওয়াগনের নিচে গিয়ে তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলল নিজেকে

ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল ওর। মুখ-হাত ধুয়ে নাস্তা খেল। তারপর লিজ আর ল্যুকের ট্র্যাক অনুসরণ করতে শুরু করল। শীঘ্রিই বুঝতে পারল কী কঠিন কাজেই না নেমেছে সে।

নিজেদের ট্র্যাক লুকোনোর সবরকম চেষ্টা করেছে ল্যুক দক্ষতার সাথে, যাতে করে স্মিথদের কেউ ওদের খোঁজে এখানে এসে খুব একটা সুবিধা করতে না-পারে। শুধু একটা জিনিসই আছে রিটার অনুকূলে। রাকের কাছে ফিরে যাবার জন্যে সারাক্ষণই ব্যস্ত ছিল ল্যুক, যার ফলে কিছুটা তাড়াহুড়া করতে হয়েছে ওকে ট্র্যাক লুকোতে গিয়ে। ফলে রিটার জন্যে কিছুটা হলেও চিহ্ন রেখে গেছে সে, তবে খুব বেশি কিছু আশা করল না ও।

ক্যাম্প থেকে মাইল দুয়েক দূরে এক দঙ্গল ম্যালপাই ঝোপের ভেতর ট্র্যাক হারিয়ে ফেলল রিটা। সে-ই শুরু। দুপুরের দিকে আবার খুঁজে পেল ট্র্যাকটা। যেখানে হারিয়েছিল, সেখান থেকে মাত্র পনেরো ফুট দূরে আরেকটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়েছে। এভাবে বারবার হারিয়ে ফেলে এবং খুঁজে পেয়ে পেয়ে মাইল পাঁচেক মাত্র এগুতে পারল ও, এরপর সন্ধে নেমে এল। ক্যাম্প করে রাতটা ওখানে কাটাল রিটা।

পরদিন অবস্থা আরও খারাপ হলো। বারবার হারিয়ে ফেলল ট্র্যাক, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম শেষে খুঁজে পেয়ে আধ মাইল যেতে না-যেতে আবার হারিয়ে ফেলতে ফেলতে সারাদিনে মাত্র মাইল তিনেক। শেষ বিকেলে একটা ঝরনার পাড়ে গিয়ে পৌঁছল—আবার হারিয়ে ফেলল ট্র্যাক।

খিদে আর দুশ্চিন্তায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ওর। আতঙ্কিত হয়ে ভাবছে, এভাবে চলতে থাকলে দু'সপ্তাহেও রাকের কাছে পৌঁছতে পারবে কি না। ওর সাথে খাবার নেই—চলার মত শক্তিও নেই শরীরে।

আগুন জ্বালল ও, তারপর বাকি খাবারটুকু খেয়ে নিল। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে একটা উপায় ঠাওরাল। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে এক জায়গায় জড়ো করে বড় করে আগুন জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। তার সাথে গুলি ছুঁড়বে। আশা করছে, ল্যুক যদি দেখা বা শোনার মত দূরত্বে থাকে তাহলে নিশ্চয় ব্যাপার কী জানার জন্যে আসবে। না-এলেও কিছু করার নেই। তবে আসাটাই স্বাভাবিক।

শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে আগুন জ্বালাল রিটা—এক নাগাড়ে তিনটি করে গুলি ছুঁড়ল পরপর তিনবার। কিন্তু মধ্যরাতে যখন আগুন ও গুলি দুটোই ফুরিয়ে যাবার পরও ল্যুকের কোন সাড়া পেল না, হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে সবে ঘুম ধরে এসেছে, কাঁধের ওপর মানুষের হাতের ছোঁয়া অনুভব করল ও। চোখ মেলে একটা মুখ আর স্টেটসন দেখতে পেল আকাশের পটভূমিকায়।

থা বলে উঠল মানুষটা 'রিটা।'

'ল্যুক!' লাফ দিয়ে উঠল কম্বল সরিয়ে। 'ল্যুক, তুমি এসেছ? রাক কেমন আছে?'

'খুব অসুস্থ, রিটা। জ্বর। তবে সেরে উঠবে শীঘ্রিই, ভয়ের কিছু নেই।'

'আমাকে ওর কাছে নিয়ে চলো, ল্যুক। জলদি।'

'নেব, রিটা। কিন্তু তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'বিশ্রাম লাগবে না। তুমি দাঁড়াও, আমি ঘোড়াটা নিয়ে আসি।'

'ওটা আমি নিয়ে এসেছি। স্যাডলও চড়িয়ে দিয়েছি পিঠে।' হাসল ল্যুক। 'জানতাম, তুমি তাড়াহুড়া করতে চাইবে।'

ল্যুকের সাথে উত্তরে চলল রিটা। সিডার বন পেরিয়ে আর কিছুদূর যাবার পর ক্যাম্পে পৌঁছল।

ছোট্ট একটা আগুন জ্বলছে ক্যাম্পে, তার পাশে শুয়ে আছে রাক। রাকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লিজ। ওদের আভাস পেয়ে ঘাড় ফেরাল ও, ল্যুককে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। 'জ্বর ছেড়ে গেছে, ল্যুক। ও কথা বলেছে আমার সাথে।' রিটার দিকে চেয়ে হাসল ও।

ধীর পায়ে হেঁটে গেল রিটা রাকের পাশে, তাকাল ওর দিকে। দুর্বলভাবে হাসল রাক, একটা হাত তুলল সম্ভাষণের ভঙ্গিতে। ওর পাশে বসে পড়ল রিটা, ওর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। আস্তে করে লিজের কাঁধে হাত ছোঁয়াল ল্যুক, লিজ তাকাতেই ইশারা করল ওখান থেকে সরে যাবার জন্যে।

অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ রাকের হাত ধরে বসে রইল রিটা। এক সময় মৃদুস্বরে বলল, 'তোমাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে, রাক। মারাত্মক আহত হয়েছ, না?'

হাসল রাক, জবাব দিল না। আচমকা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, 'গত চার মাস ধরে আমি তোমাকে নিয়ে ঘুরে ফিরে শুধু একটা স্বপ্নই দেখেছি, রিটা। গত তিনটে রাত আরও বেশি করে মনে হয়েছে সে-স্বপ্নের কথা···'

চুপ করে রইল রিটা। প্রায় ফিসফিস করে বলে চলল রাক, 'এ-সময়টায় বারবার শুধু আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে, ইচ্ছে হয়েছে সবকিছুর ইতি ঘটিয়ে দিই। কিন্তু তুমি যেন বারবার আমার মনের ভেতর বসে আমাকে আশ্বাস দিয়েছ, যেন বলেছ, "অতটা ভেঙে পোড়ো না তো, রাক, আমাদের জন্যে এখনও বেঁচে থাকার সুযোগ রয়েছে।" তাই···'

ফুঁপিয়ে উঠে ওর চুমু খেল রিটা। ওর মাথাটা তুলে নিল বুকের কাছে। ওরই মত চুপি চুপি বলল, 'রাক, ওহ্ রাক! এখন আর কোন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। তুমি কী করেছ তা নিয়ে আর ভাবি না আমি। তুমি যা-ই হও না কেন, আমি তোমার সাথেই থাকব।'

হাসল রাক। 'তুমিও কী করেছ না করেছ তা নিয়ে আমিও আর ভাবি না।' থামল একটু, তারপর বলল, 'তুমি যে ওকে খুন করেছ, কেউ যখন জানেনি, তাহলে জানার আর দরকারও নেই। যা হবার তা তো হয়েই গেছে।'

'খুন করেছি আমি! কাকে?' অবাক হলো রিটা।

'জেম ক্লিফম্যানকে। তুমি···'

'কিন্তু খুন তো তুমি করেছ?'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল রাক ওর বুক থেকে, তাকাল। 'না তো! আমি তো ভেবেছি তুমিই খুন করেছ ওকে!'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল রিটা, জড়িয়ে ধরল আবার ওকে। 'রাক, ওহ্ রাক, সত্যি তাহলে আমরা কেউই করিনি খুনটা!'

কিছুক্ষণ পর। ল্যুক আর লিজকে ডাকল রিটা। রাকের মুখে হাসি আর ধরে না, দু'কানের গোড়া পর্যন্ত ছুঁয়েছে।

'ল্যুক,' রিটা বলল। 'তোমার কি মনে আছে শহরে এক রাতে তুমি আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছিলে আর আমি তার জবাব দিইনি? মনে আছে?'

জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একবার ওর আর একবার রাকের দিকে তাকাল ল্যুক। বুঝতে পারেনি কিসের কথা বলছে রিটা।

'মনে করতে পারছ না, না? শোনো তাহলে, আমি আর রাক পরস্পরকে ভালবাসি, অনেক আগে থেকেই। কিন্তু আমরা জানতাম, এই জঘন্য পারিবারিক লড়াইটা বন্ধ না-হলে আমাদের দু'জনের কোন আশা নেই ঘর বাঁধার। আমি জানি···' রাকের দিকে চাইল রিটা। 'কারণ, আমার মনে হয়, আমরা দু'জনই নিজ নিজ পরিবারের প্রতি খুব বেশি অনুগত। সে যাক, তবু আমাদের দেখাশোনা বন্ধ ছিল না। সময় ও সুযোগমত একে অন্যের সাথে দেখা করতাম। কিন্তু একদিন এখানকার সবচে' ধনী প্রসপেক্টর জেম ক্লিফম্যানের চোখে পড়ে গেলাম আমরা। ও আমাদের চিনত, আমাদের পরিবারের সাথেও ঘনিষ্ঠতা ছিল ওর।'

'আমরা পালিয়ে গেলাম,' খেই ধরল রাক। 'কিন্তু জানতাম, ও আমাদের চিনে ফেলেছে, আমাদের গোপন ব্যাপারটাও জেনে গেছে।'

'রাক খুব বিরক্ত হলো লোকটার ওপর। আমিও রাগ করলাম। লোকটা যদি আমাদের পরিবারের কাছে খবরটা ফাঁস করে দেয়, তাহলে পরিণতি কী হতে পারে ভেবে ভীষণ ঘাবড়ে গেলাম আমি। রাক নিজেও।'

'নিজের জন্যে নয়, আমি ভয় পেয়েছিলাম রিটার জন্যে। কারণ আলেককে চিনতাম আমি; জানতাম, শুনতে পেলে স্রেফ খুন করে ফেলবে ও মেয়েকে।'

'এর মাত্র দু'দিন পরেই জেম ক্লিফম্যানের লাশটা দেখতে পাই আমি। আমার মনে হলো, রাকই বুঝি খুন করেছে ওকে, যাতে বাবার কাছে মুখ খুলতে না পারে লোকটা। মুখ বন্ধ করার জন্যে এ ছাড়া আর পথ ছিল না ওর সামনে। যাহোক, লাশটাকে ছুঁয়েও দেখিনি আমি, এমন কী কাউকে বলিওনি কথাটা। একসময় ট্রেসও দেখে ওটাকে তার পাশে আমার ঘোড়ার পায়ের

ছাপও চিনতে পারে সে। ও ভাবল, যে কোন কারণে হোক, আমিই খুন করেছি লোকটাকে। ও আর বাবা এ ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলতে এলে সব কিছু অস্বীকার করি আমি। আসলে বড্ড বোকামি করেছিলাম তখন, ভেবেছিলাম এটা স্বীকার করলে আমার আর রাকের সম্পর্কের ব্যাপারটাও ফাঁস হয়ে যাবে। এরপর ওরা দু'জনে মিলে লাশটাকে হোভার্ট রেঞ্জে ফেলে আসে।'

'বাকিটা আমি বলি,' ল্যুককে বলল রাক। 'লাশটা আমাদের রেঞ্জে দেখার পর ট্র্যাকিং করে থ্রী এস-এ চলে যাই আমি। সেখানে লাশের পাশে রিটার ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে সন্দেহ হলো, খুনটা সম্ভবত ও-ই করেছে, যাতে ওর বাবাকে কিছু বলতে না পারে লোকটা।'

উৎসুক চোখে ল্যুকের দিকে চাইল রিটা, রাকও চুপচাপ অপেক্ষা করে রইল ল্যুক কী বলে শোনার জন্যে।

'দু'জনেই তোমরা ভেবেছিলে, কাজটা আমি নই, ও-ই করেছে,' শুকনো হাসি হাসল ল্যুক। 'কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছ, খুনটা আসলে দু'জনের কেউই করোনি। কে করেছে তাও অবশ্য জানো না।' মাথা নাড়ল। 'রোজ আসলে ক্লিফম্যানের মেয়ে। কিন্তু যে-তিমিরে ছিল, সে-তিমিরেই রয়ে গেল বেচারী। বাপের হত্যাকারীকে খুঁজছে ও এখানে পদবী ভাঁড়িয়ে। কিন্তু এখনও জানতে পারল না কে খুন করেছে ওর বাবাকে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করল ল্যুক। তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে।

'তুমিও তো সৈ একই তিমিরে, তাই না ল্যুক?'

'হ্যাঁ, রিটা–ঠিক তা-ই।' আনমনে মাথা দোলাল ল্যুক।

পনেরো

হোভার্ট র‍্যাঞ্চ নিলামে ডাকার কাজ চলছে সিগ'স নেচারাল এলিট-এর ওপরতলায় মাসোনিক হলে। সকাল দশটা। পনেরো মিনিটের মধ্যে পুরো হলরুম লোকারণ্য হয়ে উঠল। তবে সামনের সারিতে কোনার দিকে একটা সীট পেয়ে গেল রোজ।

ব্যাপারটায় ওর নিজের তরফ থেকে তেমন কোন আগ্রহ নেই–তবে ল্যুক আর রাক খবরটা জানতে চাইলে তখন যেন বলতে পারে, সে জন্যেই আসা। ল্যুক আর রাক নিশ্চয় জানতে চাইবে র‍্যাঞ্চটা কে কত টাকায় কিনে নিয়েছে।

উঁচু মঞ্চের ওপর রাখা টেবিলের পেছনে বসেছে ব্যাংকার টিমোথ

ভিওরি। গলা খাঁকার দিয়ে সমবেতদের মনোযোগ আকর্ষণ করল সে। 'আমি কোন হ্যান্ডবিল ছাপাইনি,' শুরু করল। 'তার কোন দরকারও নেই। হোভার্ট র‍্যাঞ্চের কোন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হবে না, কেবল সাতরুমঅলা একটা বাসভবন, একটা ওয়াগন শেড, একটা কামারশালা, করাল এবং জমি এসবই বিক্রি হবে। কথাগুলো নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের?'

সম্মতিসূচক গুঞ্জন শোনা গেল। পাকা ব্যবসায়ীর মত থমথমে নিরাবেগ গলায় বলে যেতে লাগল ভিওরি–বিরসমুখে শুনতে লাগল রোজ ওর বকবকানি।

'পনেরো হাজার একর জমি, বেশিরভাগই গাছগাছড়ায় ভরা, পর্যাপ্ত চারণভূমি আর পানির উৎস। সীমানা দেখুন দেয়ালের গায়ে এঁকে দেয়া হয়েছে। পশ্চিমের সীমানাটা, আগেভাগেই বলে রাখছি, সংযুক্ত হয়েছে বিশাল খোলা মরুময়-আধামরুময় এলাকার সাথে। তবু আবারও বলছি হোভার্ট র‍্যাঞ্চে প্রচুর পানি রয়েছে, ঘাসেরও অভাব নেই।' থামল ও। সবার ওপর দৃষ্টি বুলাল। 'জমিটা নিষ্কণ্টক, ঝামেলাবিহীন–ব্যাংক তার গ্যারান্টি দেবে।'

'আর একটা কথা,' বলল ও। 'হোভার্ট ছাড়া যে কেউই এ-র‍্যাঞ্চ কিনতে পারবে। ক্রেতাকে এটাও নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে, প্রতিবেশী হিসেবে সে যাদের পাবে, তারা প্রত্যেকে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ। সে যাক, এবার ডাকের পালা। কে প্রথম শুরু করবে?'

'পাঁচ হাজার,' একজনের গলা শোনা গেল।

সাথে সাথে আরেকজন আওয়াজ দিল, 'সাত হাজার পাঁচশো।'

ঘাড় ফিরিয়ে দ্বিতীয় ডাককারীকে দেখল রোজ। পিন্টো লেভিস।

'সাত হাজার পাঁচশো···সাত হাজার পাঁচশো···' একঘেয়ে সুরে পুনরাবৃত্তি করল ভিওরি। 'ভাল কথা, টাকা কিন্তু নগদ···'

'পুরোটাই নগদ দেব,' আশ্বস্ত করল পিন্টো।

'এরচে' বেশি কেউ আছে?' ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে হাতুড়িটা উঁচাল ভিওরি।

'দশ হাজার।'

গুঞ্জন উঠল পুরো ঘরে। রোজসহ আরও অনেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল লোকটাকে দেখার জন্যে। দ্বিতীয় সারিতে বসেছে লোকটা দেয়াল ঘেঁষে। প্রায় মাঝবয়সী লোকটার হালকা-পাতলা চেহারা আর পাংশু মুখ, মাথায় ধূসর চুল। লোকটা সুদর্শন, আগোগোড়া কালো পোশাকে মোড়ানো শরীর।

'দশ হাজার···দশ হাজার···' প্রায় হুঙ্কার ছাড়ল ভিওরি। হাতুড়ি তুলল, টেবিলে ঠুকে সবাইকে ওর দিকে মনোযোগ দেয়ার কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে।

'এগারো হাজার!' পিন্টো লেভিস ডাকল, গলার স্বরে ওর তিক্ততার আভাস।

'বারো।' কালো পোশাক আওয়াজ দিল।

'বারো হাজার একশো,' পিন্টো লেভিস হাঁকল দুর্বল গলায়।

'তেরো হাজার।' কালো পোশাক নির্বিকার।

'তেরো হাজার···তেরো হাজার···তেরো হা···'

'এক মিনিট,' ওকে থামিয়ে দিল পিন্টো। চট করে তাকাল পাশে দাঁড়ানো ট্রেস স্মিথের দিকে। কানাকানি করল দু'জন, মাথা দুলিয়ে সায় দিল ট্রেস কিছু একটায়। 'তেরো হাজার একশো···' পিন্টোর গলা শুনল সবাই।

'চোদ্দ হাজার।' অলস ভঙ্গিতে ওকে ডিঙিয়ে গেল কালো পোশাক।

গুঞ্জন নয়, এবার রীতিমত হট্টগোল শুরু হয়ে গেল পুরো হল জুড়ে। এক মুহূর্তের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল কার্যক্রম। অবিরাম হাতুড়ি পিটিয়ে চলল ভিওরি হৈ চৈ থামানোর জন্যে। মিনিটখানেক পর পরিস্থিতি খানিকটা আয়ত্তে এলে ডাকের পুনরাবৃত্তি শুরু করল সে, 'চোদ্দ হাজার···চোদ্দ হাজার···'

আচমকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কালো পোশাকধারী, অভিজাত ভঙ্গিতে দু'হাত একত্রে তুলল ও; ওর হাত দুটো, খেয়াল করল রোজ, সুঠাম–আঙুলগুলো লম্বা, মসৃণ।

'জেন্টলমেন,' ভদ্র ও সংযত গলায় বলল ও, পিন্টোর দিকে তাকাল। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ফোরম্যান প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে। 'আমি কোন ক্যাটলম্যান নই–এখানে কোন বাথান গড়ে তোলার ইচ্ছেও নেই আমার। আমি আসলে একটা নিরিবিলি, কোলাহল মুক্ত জায়গা খুঁজছি–যেখানে শান্তিতে একদণ্ড বিশ্রাম নেয়া যাবে। হোভার্টদের এ র‍্যাঞ্চটা আমি ঠিক যে রকমটি চাই, সেরকমই। তবে যদি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী···' মাথা নোয়াল ও পিন্টোর উদ্দেশে, 'এখানে কিছুটা অংশ আমার জন্যে রেখে বাকিটা লীজ নিতে চায়, কিংবা কিনে নিতে চায়, আমি আপত্তি করব না।'

থামল কালো পোশাকধারী, অপেক্ষা করল, ওর প্রস্তাবে সাড়া দিল না পিন্টো লেভিস। বলে চলল লোকটা, 'কিন্তু র‍্যাঞ্চহাউস এবং তার কাছের ঘেসো ভূমিটুকু আমার লাগবেই। আড়চোখে চাইল পিন্টোর দিকে। 'অবশ্য আমার প্রতিপক্ষ যদি এরপরও ডাকার ইচ্ছে রাখেন, তাহলে বরং ডাকটা দ্বিগুণ করেই নিই।'

'হোভার্টদের এজেন্ট হয়ে আসোনি তো তুমি, মিস্টার?' কৌতূহলী কণ্ঠে জানতে চাইল ট্রেস স্মিথ।

হাত ওল্টাল কালো পোশাক। 'আমি কোন হোভার্টকে চিনি না। কোনদিন দেখিওনি ওদের। এমন কী, ওরা যদি আমার ব্যাপারে নাক না-গলায়, কোনদিন দেখার ইচ্ছেও হবে না।'

সমবেত জনতা হেসে উঠল সমস্বরে। নিজের অজান্তেই রাগে ঠোঁট কামড়াল রোজ। এই লোক যে-ই হোক না কেন, ভাল নাটকীয়তা জানে। সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলায় এর জুড়ি নেই। সবচে' বড় কথা, মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করার অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে লোকটার। ওর অমলিন

সহজ হাসি নিতান্তই সহজাত। এ মানুষগুলোর মন জয় করে নিয়েছে ও একমুহূর্তে।

'র‍্যাঞ্চ কেনা-বেচার এ-রীতিটা স্রেফ হাস্যকর!' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল পিন্টো।

'প্রত্যেকেরই নিজস্ব খেয়াল কিংবা চাহিদা থাকে, মিস্টার,' জ্ঞান-দানের ভঙ্গিতে বলল কালো পোশাক। 'যেমন তোমার দরকার গরু বাছুর–আমার চাহিদা এরকম একটা চমৎকার পরিবেশে আরামদায়ক একখানা বাড়ি।' ভিওরির দিকে চাইল। 'ঠিক আছে, ভাই নিলামদার, চালাও।'

'চোদ্দ হাজার···' অস্পষ্ট স্বরে বলল ভিওরি। 'শর্তগুলো নিশ্চয় জানা আছে তোমার?'

'অসুবিধে নেই,' ওকে আশ্বস্ত করল কালো পোশাক। 'আমি *নগদানগদি* কারবারে বিশ্বাসী।' আড়চোখে পিন্টোর দিকে তাকাল।

উপস্থিত সবাইও একযোগে তাকাল পিন্টোর দিকে। জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। বলল, 'ধুৎ, যদি বন্দোবস্ত কিংবা কেনাই পাওয়া যাবে, তাহলে ডাকাডাকির দরকারটা কী?'

'আর দামটাও যদি নিলাম-মূল্যের চেয়ে কম হয়?' ওকে উৎসাহ দিল কালো পোশাক, হেসে এগিয়ে গেল পিন্টোর কাছে, হাত বাড়াল। ওর সাথে করমর্দন করল পিন্টো আর ট্রেস স্মিথ। তিনজনে একসাথে মঞ্চের কাছে চলে গেল, ওখানে র‍্যাঞ্চের দলিলপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে ভিওরি।

টাকা ও দলিল আদান-প্রদানের সময় অস্বস্তি বোধ করল রোজ, জানে, এক্ষেত্রে কিছুই করার নেই ওর।

'এবার তাহলে,' টাকা-পয়সা বুঝে নেবার পর প্রস্তাব দিল ভিওরি। 'নিজেদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়টা সেরে নিই, কী বলো? যেহেতু এখন থেকে আমরা প্রতিবেশী হতে যাচ্ছি,' কালো পোশাকের দিকে তাকাল, 'আমি টিমেথ ভিওরি।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মি. ভিওরি।'

'তোমার নামটা কিন্তু বলোনি।'

'নামে আর কী আসে যায়, বলো? জেন্টলমেন,' লোকদের দিকে তাকাল কালো পোশাক। 'আমি একজন এজেন্ট মাত্র। এ-উপলক্ষে সবার জন্যে আমার তরফ থেকে এক প্রস্থ ড্রিঙ্ক। চলো, সবাই নিচে যাই।'

সবার সাথে বেরিয়ে গেল রোজ হলরুম থেকে। নিচে গিয়ে নিজের বাসার দিকে রওনা হলো। নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছে ও। হোভার্ট-র‍্যাঞ্চটা যে-লোক নিলামে কিনে নিল, তার পরিচয় দূরে থাক, নামটা পর্যন্ত জানতে পারল না? লোকটা নিজের নাম সহজে কাউকে জানাবে বলেও মনে হচ্ছে না।

হতাশা বোধ করছে সে। হোভার্ট-র‍্যাঞ্চ ওর চোখের সামনেই অন্যের

হাতে চলে গেল! ল্যুক বিতাড়িত, রাক আহত, স্যাম জেলে–এদিকে হোভার্ট-র‍্যাঞ্চের নতুন মালিকের সাথে ট্রেস স্মিথ মনে হচ্ছে দারুণ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে!

দরজা খুলে সামনে রিটা স্মিথকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। 'হ্যালো, রোজ *ক্লিফম্যান*,' হাসিমুখে ডাকল রিটা, রোজের হতভম্ব মুখ দেখে ওর হাসি আরও চওড়া হলো। হাত ধরে কাছে টানল ওকে, চেয়ার টেনে বসাল। তারপর সে যে রাক হোভার্টকে খুঁজে পেয়েছে সে-কথা জানাল। সবশেষে জেম ক্লিফম্যানের খুনের ব্যাপারে কেন এতদিন মুখ খোলেনি, তাও ভেঙে বলল।

দুরু দুরু বুকে ওর কথা শুনে গেল রোজ। মনের গভীর থেকে ও বিশ্বাস করত, ওর বাবার খুন হওয়ার ব্যাপারে রিটা স্মিথ চাইলে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। কিন্তু এখন ওর কথা শুনে মনে হচ্ছে ও আদতেই কিছুই জানত না। ওর সম্পর্কে তাহলে অ্যাদ্দিন একটা ভুল ধারণাই পোষণ করত সে!

'ঘটনাটা শুনে ল্যুক কী বলল?' জানতে চাইল ও।

'কী আর বলবে? স্রেফ তোমার মতই বেকুব বনে গেছে।'

মৃদু হাসল রোজ। 'সেটাই স্বাভাবিক, রিটা। নিজেদের নির্দোষিতা বুঝতে পেরে তুমি আর রাক যেরকম খুশি হতে পেরেছ, আমরা অতটা পারছি না। তবে তোমাদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছা থাকবে।' রিটার কপালে চুমু খেল ও, তারপর বার্ককে দেখার জন্যে ওর ঘরে গেল। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল আবার। খাটের ওপর বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। সবকিছু স্বাভাবিক গতিতে চলছে, ভাবল ও, কিছুই থেমে নেই। কিন্তু ওর নিজের কিছুই যেন ঠিক নেই। ভীষণ ক্লান্তি বোধ করছে ও মনে মনে। আচমকা, ল্যুককে দেখার এক তীব্র ইচ্ছে জাগল ওর। ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল সেটা। ইচ্ছেটাকে দমন করার কোন চেষ্টাই করল না সে। বরং এর ফলে ওর এতক্ষণের ক্লান্তি যেন কেটে গেল। আশ্চর্য এক ভাল লাগায় ছেয়ে গেল মন।

উঠে ঘর থেকে বেরোল ও, রিটার কাছে গেল। 'ইয়ে মানে···রাককে দেখতে যাচ্ছি আমি, রিটা। তুমি কি আজ রাতে এখানে থাকবে?'

'যে কোন সময় যে কোন জায়গায় থাকতে পারি আমি,' হাসল রিটা, হঠাৎ হাসি মুছে গেল মুখ থেকে। 'ট্র্যাক লুকানোর ব্যাপারে তোমাকে খুব সতর্ক থাকতে হবে, রোজ।'

'সতর্ক থাকব।' শুকনো হাসি হাসল রোজ। 'তুমি আর তোমার রাকের জন্যে তো গত ক'মাস ধরে তা-ই থাকছি, ঠিক না?'

দু'জনই হেসে উঠল ওরা, তবে রোজের হাসিটা রিটার মত অতটা প্রাঞ্জল হলো না।

ষোলো

খুব সতর্কতার সাথে শহর ছাড়ল রোজ ক্লিফম্যান। সোজা ক্যানিয়নে চলে গেল। ওখান থেকে যেদিকে রাকদের ক্যাম্প, তার বিপরীত দিকে চলতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেইল ছেড়ে ঘুরতি পথ ধরে আবার ক্যানিয়নে ফিরে এসে অপেক্ষা করল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে যখন নিশ্চিত হলো যে, শহর থেকে ওকে অনুসরণ করে কেউ আসেনি, তখন চলতে শুরু করল আবার। ক্যানিয়ন পেরিয়ে গাছপালায় ভরা অঞ্চলের ভেতর দিয়ে রিটার নির্দেশিত পথে চলল ও।

সন্ধের পর পরই ক্যাম্পফায়ারের আলো চোখে পড়ল ওর। এক সেকেন্ড পরেই ল্যুক হান্টারের গলা শুনতে পেল, 'কে ওখানে?'

'আমি, ল্যুক,' সাড়া দিল সে। 'রোজ ক্লিফম্যান।'

'সত্যিই?' ঘোড়া চালিয়ে ওর পাশে চলে এল ল্যুক।

'রাক কেমন আছে?'

'ভাল, খুব ভাল,' ম্লান স্বরে জবাব্ দিল সে।

হঠাৎ কেমন যেন আলোড়ন জাগল রোজের মধ্যে। 'ওহ্, ল্যুক! জানি তোমার খারাপ লাগছে। রিটার কাছে সব শুনেছি আমি।'

'খারাপ লাগছে, তা ঠিক, রোজ। কিন্তু তোমার তুলনায় তেমন কিছু নয়। আমি···আসলে···আমি–কী বলব বুঝতে পারছি না!'

'আমি জানি, ল্যুক।'

'জানো? অবশ্যই জানবে, রোজ। ধ্যাত্তেরি! নিকুচি করি ওসবের। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে দশ হাজার ডলারের শোক হাসিমুখেই ভুলতে পারতাম।'

'বাদ দাও ওসব কথা। রাককে কিছু বোলো না যেন।'

আগুনের পাশে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। রাকের পাশে বসেছিল লিজ, রোজকে দেখে হাসল। রাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রোজ। চমৎকার দেখাচ্ছে রাককে, ওর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ল রোজ।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছে ওকে রাক। রোজ ওর পাশে বসতেই বলল, 'খুব খারাপ লাগছে, রোজ? তোমার ধারণা ছিল আমরা জানতাম।'

'কিছুটা খারাপ তো লাগছেই।'

ল্যুকের দিকে চাইল রাক। আগুনের পাশে বসে দু'হাত মেলে দিয়ে

গরম করে নিচ্ছে ল্যুক। 'শুধু আমি আর রিটাই খুশি হয়েছি এতে···'

'অতটা নিশ্চিন্ত হয়ো না,' বলল রোজ।

'কেন, রোজ?' উদ্বিগ্নস্বরে জানতে চাইল রাক। 'রিটার কোন সমস্যা?'

'সমস্যা? তা তো বটেই। কিন্তু তুমি যা ভাবছ, তা নয়। রিটা এখন ঘরছাড়া। তোমারও তো মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এটা কি খুশি হবার মত অবস্থা?'

'ও কিন্তু এতেই খুশি,' মৃদুস্বরে বলল রাক।

'আজই ওরা নিলামে চড়িয়েছে হোভার্ট র‍্যাঞ্চ,' কারও দিকে না-চেয়ে খবরটা জানাল রোজ।

ওর দিকে চাইল রাক। 'স্মিথদের কাছে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রোজ। 'পিন্টো লেভিস চেষ্টা করেছিল, পেরে ওঠেনি। অচেনা এক লোক এসে টেক্কা দিয়েছে ওর ওপর।'

সর্বোচ্চ দর কত উঠেছিল জানতে চাইল রাক। রোজ বলল ওকে। শুনে গুম হয়ে রইল রাক। অচেনা লোকটার সাথে পিন্টোর সমঝোতার কথা বলল রোজ। বলল, 'পিন্টো চাইলে বন্দোবস্ত কিংবা কেনার মাধ্যমে পুরো র‍্যাঞ্চটার মালিক হতে পারবে। তবে শর্ত একটাই, র‍্যাঞ্চহাউস এবং তার আশেপাশের ঘেসো প্রান্তর অচেনা আগন্তুকের দখলে থাকবে।'

একটু দূরে এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল ল্যুক। তথ্যটা কানে যেতেই মাথা তুলল, উঠে রোজের পাশে এসে বসল। 'মজার ব্যাপার তো!' মন্তব্য করল ও। 'কে লোকটা? পুব থেকে এসেছে নাকি?'

'নাহ্। পুবের লোক নয় সে।'

'কী নাম লোকটার?' রাক জিজ্ঞেস করল।

'এটাও আশ্চর্যের। জিজ্ঞেস করার পরও নাম বলেনি। বলেছে, ও হোভার্ট র‍্যাঞ্চের সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তাই ওখানে একটু শান্তিতে বিশ্রাম নেবার জন্যে জায়গাটা কিনতে চাচ্ছে। পরে অবশ্য বলেছে, জায়গাটা ওর নিজের জন্যে কেনেনি, ও একজন এজেন্ট মাত্র।'

'তার মানে মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা। তো পিন্টোকে লীজ দেবার কথাটাও সে সাথে অস্বীকার করেনি তো?'

'না। সেটা ঠিক আছে।'

হতাশ চোখে রাকের দিকে চাইল ল্যুক। 'তাহলে? ও যদি এখানে না-ই থাকে, র‍্যাঞ্চহাউস আর তৃণভূমি ছাড়া বাকিটা যদি পিন্টোর কাছে লীজই দিয়ে ফেলে, তাহলে ওটা কেনারই বা কী দরকার ছিল?'

'জানি না।'

'লোকটা দেখতে কেমন বলো তো?' রাক জিজ্ঞেস করল। 'বুড়ো?'

থেমে একটু চিন্তা করল রোজ। 'না। বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না। চুলে অবশ্য পাক ধরেছে। মুখটা লম্বা, ব্যবহার অমায়িক। আগাগোড়া কালো

পোশাকে মোড়া শরীর। দেখলে জুয়াড়ী টাইপের মনে হয়।'

কথা শেষ করে ল্যুকের দিকে চাইল ও। অপলক তাকিয়ে আছে ল্যুক ওর দিকে। চোখ নামাল ও, আবার তুলল। ল্যুকের কোন ভাবান্তর নেই। একইভাবে চেয়ে আছে ও, যেন রোজের কথা শেষ হয়নি এখনও।

'কী হলো, ল্যুক?' জানতে চাইল ও। 'আরে! ওভাবে তুমি···'

'আবার বলো তো লোকটা কেমন?' শীতল শোনাল ল্যুকের গলা। 'খুঁটিনাটিসহ। কিছুই বাদ দিয়ো না যেন।'

লোকটা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সব কিছু বলার চেষ্টা করল রোজ। চুপচাপ প্রতিটি শব্দ যেন গিলতে থাকল ল্যুক। রোজ শেষ করার পর কর্কশস্বরে জানতে চাইল, 'লম্বা, কৃশ ওর হাত দুটো একজন জুয়াড়ীর হাতের মত, যাকে নিয়মিত কার্ড শাফল করতে হয়, তাই না? প্রায় সারাক্ষণই হাতদুটো কোমরের কাছে থাকে, থাকে না? কালো সুট আর কালো সিল্কের কাজ করা একটা ভেস্ট ওর পরনে, না? ওর···'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ল্যুক–ঠিক তা-ই!' প্রায় চিৎকার করে উঠল রোজ উত্তেজনায়। 'হুবহু মিলে যাচ্ছে। তুমি–তুমি ওকে চেনো?'

'চিনি। তুমিও চিনবে ওকে। ওর নাম জন ম্যাডল।'

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ও, আগুনের দিকে তাকাল। মাথার ভেতর চিন্তার ঝড় বইছে। ওর মুখের স্বাভাবিক রঙ অন্তর্হিত, উত্তেজনায় ফুটছে টগবগ করে–মুখ পাংশু।

ওর কাছে এল রোজ। ডাকল, 'ল্যুক।'

চুপচাপ আগুনের দিকে চেয়ে রইল ল্যুক, জবাব দিল না। আচমকা হাত বাড়িয়ে রোজের বাহু আঁকড়ে ধরল ও। ধরে থাকল। ওর চোখ এখনও আগুনের দিকে, যেন এ-ই প্রথম আগুন জ্বলতে দেখছে–তাই চোখ ফেরাতে পারছে না।

রোজের বাহু ওর শক্ত মুঠোর ভেতর কাঁপছে, আরও জোরে আঁকড়ে ধরল সে। ব্যথায় প্রায় ককিয়ে উঠল রোজ। চোখ ফিরিয়ে ওর দিকে চাইল ল্যুক। ওর চোখে ভীষণ চাউনি, লাল টকটকে চোখদুটো। 'রোজ,' ডাকল ও। 'রোজ, এ-লোকটাই, এ-ই লোকটাই তোমার বাবাকে খুন করেছে।'

আচমকা যেন বোবা হয়ে গেল রোজ, কথা বলার চেষ্টা করল, পারল না। ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে থেমে গেল বারকয়েক। এক সময় স্বর ফুটল গলায়, কোনমতে বলল, 'তু-তুমি কি করে জানো, ল্যুক?'

'তুমি দেখোনি জন ম্যাডলকে?'

'না।' 'বীমার টাকা দেয়ার জন্যে ওর একজন লোক এসেছিল আমার কাছে ব্যাংক ড্রাফট নিয়ে।'

ওকে আরও শক্ত করে ধরল ল্যুক। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমি একটা গাধা, রোজ–আস্ত বেকুব! জন ম্যাডলের ছাড়া আর কার কাজ হতে পারে

এটা, বলো তো? রাকের না, রিটার না, স্মিথ কিংবা হোভার্টদের আর কারও কাজও নয়। কাজটা করার পেছনে ওদের কারও তেমন কোন স্বার্থ নেই, যেটা জন ম্যাডলের আছে।'

'ম্যাডলের কী স্বার্থ?'

'সোনা। জেম ক্লিফম্যানের খুনের পেছনে রয়েছে সোনা।'

'সোনা? আমি তো কিছুই বুঝতে···'

'বুঝবে রোজ, বুঝবে,' ওকে থামিয়ে দিল ল্যুক। 'আচ্ছা বলো তো, জেম ক্লিফম্যান যে সোনা পেয়েছে, সেটা তুমি ছাড়া আর কে জানত? জন ম্যাডল, তাই না? আর এখন হোভার্ট ব্যাঞ্চ নিলামে যাচ্ছে শুনে সে-ই ছুটে এসেছে সবার আগে। সর্বোচ্চ দর হেঁকে কবজা করে নিয়েছে ব্যাঞ্চটা।' রাকের দিকে ঘুরল ল্যুক। 'রাক, জেম কি তোমাদের ওখানে সোনা খুঁজেছিল?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল রাক। 'কিন্তু ও তো সবখানেই সোনা খুঁজত।'

রোজের দিকে চাইল ল্যুক। 'এখানেই তুমি খুঁজে পাবে জবাবটা। ওই ঘেসো অংশেই সোনাটা পেয়েছিল জেম। ও যখন এখানে আসে, তখন হোভার্ট আর স্মিথদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই চলছে। ওর ভয় হচ্ছিল এরকম হট্টগোলে যে কোন পক্ষের হাতে মারা যেতে পারে ও। তাই জন ম্যাডলের কাছে গিয়ে জীবন বীমা করে এসেছিল। সেখানে সরল মনে অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে সোনাটা ঠিক কোন জায়গায় পেয়েছে, সে কথাটাও বলে ফেলেছিল।

'শুনে মনে মনে ফন্দি আঁটে জন ম্যাডল সোনাটার মালিক হবার জন্যে। কিন্তু জেম সরলমনা হলেও দুর্বল ছিল না, জানত কি করে নিজেকে রক্ষা করতে হয়। জেম জীবিত থাকতে সম্ভব নয় ভেবে ট্র্যাক করে এখানে আসে ম্যাডল। শেষ পর্যন্ত ওকে সুযোগ মত পেছন থেকে খুন করে। এরপর লারসেন হোভার্টের কাছে জায়গাটা কেনার প্রস্তাব দেয়–কিন্তু স্বভাবতই হোভার্ট ওর প্রস্তাবে রাজি হয়নি।

'মিডলওয়ে টাউনে ঘটনাচক্রে ওখানকার মার্শালকে পিটানোর সুবাদে ওর সাথে আমার পরিচয় হয়। আমার উগ্র মেজাজ আর একটা ব্যাঞ্চের টাকা সংগ্রহ করার আগ্রহ দেখে ওর ধারণা জন্মে যে, হোভার্ট আর স্মিথদের বিনাশ করার ক্ষমতা আছে আমার। সুতরাং দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে ক্লিফম্যান-হত্যার অভিযোগে স্মিথ আর হোভার্টদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছিল ও আমাকে। বলেছিল, ও লাভের জন্যে ব্যবসা করে, গচ্চা দেয়ার জন্যে নয়। সুতরাং ক্লিফম্যানকে খুন করে যারা ওকে লোকসান দিতে বাধ্য করেছে, তাদের কাছ থেকে সেটা পুষিয়ে নিতে চায় ও। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বীমার টাকাটাও শোধ করেনি সে।'

আবার কথা বলতে চাইল রোজ। কিন্তু ওকে থামিয়ে দিল ল্যুক। বলে চলল, 'ওর ধারণা ছিল আমি লোকটা মাথা গরম। হিডেনে এসে হোভার্ট আর স্মিথদের দু'পক্ষের সাথে গোলমালে জড়িয়ে যাব এবং ওদের

দু'পক্ষকেই নিশ্চিহ্ন করে দেব। এরপর ও নিজে এসে এখানে জমি জমার কেনার নাম করে কৌশলে সোনার খনিটার মালিক বনে যাবে।' প্রায় খেপে উঠল ল্যুক। 'ও জেমকে খুন করতে পেরেছে, কারণ হোভার্ট আর স্মিথদের ব্যাপারে চিন্তিত জেম ওকে সন্দেহ করার কোন কারণ দেখেনি। ওকে খুন করার পর লাশটা ফেলে আসে স্মিথদের সীমানায়, যাতে করে কেউ তদন্ত করতে চাইলে সন্দেহটা ওদের ওপর গিয়ে পড়ে।'

হঠাৎ থামল ও, হাসল বিতৃষ্ণার সাথে। 'কিন্তু আমি ওর বেতনধারী মানুষ, এতে কোন ভুল নেই। আমি এখানে এসে স্মিথ আর হোভার্টদের লড়াই বন্ধ করেছি। হোভার্টদের মানে লারসেন হোভার্ট আর হ্যাম হোভার্টকে দমন করেছি। সুতরাং পরিস্থিতি অনুকূল ভেবে ম্যাডল এখন সশরীরে দেখা দিয়েছে। আমি দুই পরিবারের লড়াই থামিয়েছি, এটা ওর অনুকূলে গেছে–কিন্তু আমার লড়াই এখনও শেষ হয়নি।'

ওর ভাবগতিক দেখে ভয় পেয়ে গেল রাক। 'ল্যুক, তুমি···'

পাত্তা দিল না ওকে ল্যুক, ঘোড়ায় চড়তে গেল। ওর বাহু জড়িয়ে ধরল রোজ। 'কোথায় যাবে তুমি, ল্যুক? কী করতে যাচ্ছ?'

'ওই কুত্তার বাচ্চাগুলোকে চিরতরে শেষ করে দেয়ার জন্যে। ওই শয়তানের দোসরগুলো শহরটাকে নরক বানিয়ে ফেলেছে!'

'না, তুমি যেতে পারবে না। ওরা অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। ওরা জানে তুমি ওখানে যাবে।'

'ওরা ঠিকই জানে।' নিষ্ঠুর হাসল ল্যুক।

'যে-মুহূর্তে তুমি শহরে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামবে, অমনি সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার ওপর।'

ওর মুখের দিকে তাকাল ল্যুক। ওর বিপদের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠেছে মেয়েটি। মাথা নাড়ল ও, মৃদুস্বরে বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না, রোজ। ওরা আমাকে সহজে কিছু করতে পারবে না।'

শোয়া থেকে ওঠার চেষ্টা করল রাক, কিন্তু অতটা শক্তি ফিরে পায়নি এখনও ও। না-পেরে হাল ছেড়ে দিল সে, অনুনয়ের স্বরে বলল, 'ল্যুক, একা যেয়ো না, প্লীজ। আর কটা দিন অপেক্ষা করো। আমিও যাব তোমার সাথে।'

স্যাডলে চড়ে ঘোড়ার পেটে স্পারের ছোঁয়া লাগাল ল্যুক, আস্তে আস্তে আলোর বৃত্ত পেরিয়ে অন্ধকারে চলে গেল। এতক্ষণ ধরে চুপচাপ ওদের কথা শুনছিল লিজ। এখন বলল, 'রাক, কিছুই কি করতে পারি না আমরা?'

'ওর সাথে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল রাক। 'খোদা! ওকে পেলে কচুকাটা করবে ওরা।'

ওর বলার আগে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেছিল রোজ। বলার সাথে সাথে ক্যাম্পফায়ারের আলোর বৃত্ত ছেড়ে বেরিয়ে গেল অন্ধকারে, ল্যুককে অনুসরণ করল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর যাওয়া দেখল লিজ। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শুর মুখ করুণ, দু'চোখে বিষাদের ছায়া। রাক জিজ্ঞেস করল ওকে, 'তুমিও যেতে চাও, লিজ?'

ওর দিকে ফিরে হাসল লিজ, রাকের মনে হলো, অতটা বিষণ্ন হাসি সে আর কখনও দেখেনি। ওকে বলতে শুনল, 'আমি তো যেতে চাই, রাক। কিন্তু ও আমাকে ফেরত পাঠাবে–রোজকে পাঠাবে না।'

'লিজ,' মৃদুস্বরে ডাকল রাক। 'এদিকে তাকাও।'

তাকাল লিজ। ওর চোখ টলমল করছে।

'ব্যাপারটা আমি জানতাম না, লিজ।' একটু থেমে বলল, 'ও জানে?'

'জানে না ও–কখনও জানবেও না। আসলে ও জানতে চায়ওনি।' ভাইয়ের পাশে চলে গেল লিজ, তাকাল ওর ক্লিষ্ট মুখের দিকে। 'এটাই ভাল হয়েছে, রাক। আমি জানতাম, রোজের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই ওরা একে অপরকে ভালবাসতে শুরু করেছে। অথচ এরপরও ওকে ভাল না-বেসে পারিনি।

'কিন্তু সে জন্যে আমার লজ্জা বা দুঃখ কোনটাই হচ্ছে না। বরং খুশি আমি। একটা মানুষ কাকে ভালবাসবে, সেটা তার নিজের অজান্তেই স্থির হয়ে যায় মনের ভেতর। যদ্দিন না ওরকম কাউকে পায়, ততদিন সে কারও দিকে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত। ল্যুকের ব্যাপারটাও তাই। রোজকে ওর ভালবাসতেই হবে। না-বেসে উপায় নেই। কিন্তু ও কখনও আমাকে ভাল বাসতে পারত না।'

ক্যাম্পফায়ার থেকে শ'খানেক গজ দূরে অন্ধকারে গাছপালার ভেতর ল্যুক হান্টারের অবয়ব দেখতে পেল রোজ। ডাকতেই থামল ল্যুক। গম্ভীরস্বরে বলল, 'আমাকে থামানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, রোজ। আমি যাবই।'

'হ্যাঁ, ল্যুক, আমি জানি তুমি যাবেই। তোমার সাথে আমিও যাব।'

'না, তুমি ফিরে যাবে।'

'না, আমি ফিরে যাব না। এ-লড়াই যতটা না তোমার, তারচে' বেশি আমার। ভুলে যেয়ো না, জেম ক্লিফম্যান আমার বাবা।'

অন্ধকারে আগুন চোখে তাকাল ল্যুক মেয়েটির দিকে, পরমুহূর্তে কাধ ঝাঁকাল অসহায় ভঙ্গিতে। বুঝতে পেরেছে, রোজকে ফেরত পাঠানো ওর কর্ম নয়। তবে রেগে গেলেও মনে মনে খুশি না হয়েই পারল না।

'বেশ। জানি, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না–তবু তুমি যখন নাছোড়বান্দা তখন কী আর করা?'

শহরের কাছে এসে থামল ওরা। ল্যুকের পাশাপাশি গিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর ঘোড়ার লাগাম ধরল রোজ। বলল 'তুমি আমাকে কাজে লাগাতে পারো। গোলাগুলি ছাড়াও আরও কাজ থাকতে পারে, সেগুলোয় আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব।'

'ধন্যবাদ, রোজ। কিন্তু তার দরকার হবে না।'

'জন ম্যাডল এখনও শহরে আছে কিনা, থাকলেও কোথায় আছে, তা জানবে কি করে তুমি?' বিরক্ত হলো রোজ লালচুলো লোকটার গোঁয়ার্তুমি দেখে।

'আমি খুঁজে নেব।' ল্যুক নির্বিকার।

'খোঁজার কাজটা আমিও করতে পারি।' স্পার দাবাল রোজ ঘোড়ার পেটে, সামনে এগিয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'চলি। ইনকোয়ার অফিসের পেছনে দেখা হবে।'

ওকে থামানোর চেষ্টা করল না ল্যুক। সামনে অন্ধকারে জ্বলতে-থাকা শহরের বাতিগুলোর দিকে তাকাল। এরকম এক সময়ে এ-শহর থেকে পালাতে হয়েছিল ওকে, ঠিক একই সময়ে আজ আবার এসেছে ও। এবারই শেষ। এবার হয় ও জিতবে, নয়তো হেরে যাবে চিরতরে। অনেক দিন পরে নিজের সে-পুরানো গোঁয়ার্তুমিটা টের পেল আবার।

প্রধান সড়ক ফেলে গলিপথ ধরে শহরে ঢুকল সে। গলি পেরিয়ে সাইড স্ট্রীট ধরে সামনে এগোল। কিছুদূর গিয়ে দুই রাস্তার সংযোগ স্থলে পৌঁছল, তারপর রাস্তা পেরিয়ে অপর পাশে গলির মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ইনকোয়ার-এর পেছনে চলে গেল ও, ঘোড়া থেকে নেমে অফিসের দেয়াল ঘেঁষে কুঁজো ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল। সাবধানে এগোচ্ছে সে, কোনরকম তাড়াহুড়া ছাড়া। নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন ওর, প্রচণ্ড আস্থাবান, কী করতে যাচ্ছে সে-বিষয়ে পরিষ্কার ওয়াকেফহাল।

একটুপরেই গলিতে ঢুকতে দেখল ও রোজকে। কাছাকাছি হতেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। ওকে দেখল রোজ, কাছে এসে ঘোড়া থেকে নেমে ফিসফিস করে বলল, 'ল্যুক, আছে ও!'

'চমৎকার!'

একমুহূর্ত নীরব রইল রোজ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কাজটা কিভাবে করবে?' ওর গলায় কাঁপন টের পেল ল্যুক। ভয়ে নাকি উত্তেজনায় বুঝতে পারল না।

'তেমন কোন প্ল্যান করিনি,' নিস্পৃহস্বরে জবাব দিল ও। 'সরাসরি জেলখানায় যাব ভাবছি।'

'ওখানে ট্রেস আছে, পিন্টো লেভিসও। এ ছাড়া আরও দু'জনকে দেখলাম।'

'থাকুক,' বলল ল্যুক। নিজের ভেতর অস্থিরতা টের পাচ্ছে, বুঝতে পারছে, যুক্তি নয় স্রেফ ইচ্ছার তাড়নায় তাড়িত হচ্ছে ও এখন।

অন্ধকারে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে রইল মুখোমুখি, চুপচাপ। একসময় রোজ বলল, 'জেলখানায় গোলমাল হচ্ছে টের পেলে নির্ঘাত ভাগবে জন ম্যাডল।'

'ভেগে যাবে কোথায়? ঠিকই ধরে ফেলব।'

পকেট থেকে একটা সিক্সগান বের করল ও, সিলিন্ডার ঘুরিয়ে পরখ

করে নিল গুলি ভরা আছে কি না। এরপর আরেকটা অস্ত্র বের করে নিয়ে একইভাবে পরখ করে দেখল। দুটোই গুলি ভরা।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কাটাল ওরা, তারপর ল্যুক বলল, 'ঠিক আছে, দেখা হবে।'

কিছুই বলতে পারল না রোজ। ওর শুধু ইচ্ছে হলো দুটো বাহু মেলে ল্যুককে জড়িয়ে ধরতে, ইচ্ছে হলো ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে–কিংবা নিজেই ওর সাথে যেতে। কিন্তু এর কোনটাই করতে পারল না। জানে, এর কোনটা দিয়েই ওদের সমস্যার সমাধান হবে না। জানে, ল্যুককে ওর কাজে যেতে দিতেই হবে। কারণ বেঁচে থাকতে হলে কোন কোন সময় এভাবে যেতে দিতে হয়। ও শুধু বলতে পারল, 'ফিরে এসো, ল্যুক।'

কিন্তু ল্যুকের কানে পৌঁছল না ওর কথা। ও ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে।

বিল্ডিংগুলোর মাঝখান দিয়ে বোর্ডওঅকের দিকে এগোল ও। এক মুহূর্ত থামল, রাস্তার এদিক-ওদিক চোখ বুলাল।

শেরিফের অফিসে বাতি জ্বলছে, তার উজ্জ্বল ছটা এসে পড়েছে বোর্ডওঅকের ওপর। রাস্তাব ওপাশের বিল্ডিংগুলো ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। চারটে ঘোড়া বাঁধা টাইরেইলে, আলো থেকে সামান্য দূরে। আধো অন্ধকারে ওগুলোর নড়াচড়া দেখল ল্যুক। ঘোড়াগুলো যেন লেজ নেড়ে আর পা ঠুকে সাবধান করে দিচ্ছে ওকে, আর সামনে না-এগোনোর জন্যে।

একটু পরে, ধীরে ধীরে শেরিফের অফিসের দিকে পা বাড়াল সে, ওর বুকের ভেতর গুরু গুরু শব্দে যেন ঢাক পেটাচ্ছে কেউ। একটা অন্ধকার দোকান পেরোল ল্যুক, গতি কিছুটা বাড়িয়ে স্যাডল শপের কাছে চলে গেল। এরপর গলিমুখ পেরিয়ে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল। ট্রেস স্মিথের উচ্চ হাস্য শোনা যাচ্ছে অফিস থেকে।

গুড়ুম শব্দে একটা রাইফেল গর্জে উঠল হঠাৎ, ল্যুকের মাথার বিঘতখানেক ওপর দিয়ে চলে গেল গুলি, 'হুপ' করে বিদ্ধ হলো শেরিফের অফিসের ক্ল্যাবোর্ডে। ছুটে জেলখানা আর স্যাডল শপের মধ্যবর্তী প্যাসেজওয়েতে গিয়ে ঢুকল ল্যুক। একই সময়ে প্রায় ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে একজন বেরোল অফিসের ভেতর থেকে। রাস্তায় নেমে গলা আরও চড়ে গেল ওর। 'এদিকে, এদিকে, বয়েজ!'

ট্রেস স্মিথের গলা চিনতে ভুল হলো না ল্যুকের।

প্যাসেজওয়ে থেকে জানালা দিয়ে উঁকি মারল সে অফিসের ভেতর। খালি অফিস। আরও ভাল করে দেখার জন্যে জানালার চৌকাঠের নিচের অংশে একটা পা রাখল, ঠিক এ-সময় সিঁড়ির দরজা খুলে ওপর থেকে নেমে এল পিটো লেভিস. অফিসের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার মুখে জানালার

দিকে চোখ পড়ল। ল্যুককে দেখল ও, একই সাথে ল্যুকও দেখল ওকে। ছুটন্ত অবস্থায় পিস্তলের জন্যে হাত বাড়াল পিন্টো, কিন্তু গানবেল্ট থেকে ওটা বেরিয়ে আসার আগেই গর্জে উঠল ল্যুকের রিভলভার, পর পর দু'বার। গুলির ধাক্কায় ব্যালেন্স হারাল পিন্টো, দড়াম করে টেবিলের ওপর গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে হুড়মুড় করে মেঝের ওপর। ঘুরে স্ট্রীট ডোর দিয়ে গেল ল্যুক, ঘরে ঢুকে লাফিয়ে পিন্টোর লাশ টপকে ঠিক সে-মুহূর্তে সিঁড়ির দুয়ার দিয়ে নেমে আসা লোকটার ওপর গিয়ে পড়ল। সহজাত প্রতিক্রিয়ায় অন্ধের মত গুলি চালাল ও, লোকটার মরণ চিৎকার শুনতে শুনতে নাকে চামড়া আর বারুদ পোড়ার গন্ধ পেল। গায়ের ওপর ঢলে পড়া লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে পথ থেকে। গড়িয়ে পড়ল লোকটা ওর পেছন থেকে ছুটে আসা আরেকজনের ওপর। আচমকা প্রতিবন্ধকতায় টাল সামলাতে না-পেরে বসে পড়ল দ্বিতীয় শত্রু। পেছনে ফিরে লাথি চালিয়েছে ল্যুক, সে-অবস্থায় গুলি চালাল। হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল লোকটার। এদিকে ল্যুকের অবস্থাও বিশেষ সুবিধের রইল না, শেষ মুহূর্তে লোকটা সরে যাওয়ার চেষ্টা করায় ভারসাম্য হারাল সেও। ফলে সামনে ঝাঁপ দিল সে, তারপর দু'তিন গড়ান দিয়ে দুয়ার পেরিয়ে রাস্তায় টাইরেইলের সাথে বাঁধা ঘোড়াগুলোর মাঝখানে গিয়ে পড়ল। পড়িমরি করে উঠে বসল ও হাঁটুর ওপর, তারপর ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে সরে গেল ওখান থেকে, আচমকা উপদ্রবে বিরক্ত ঘোড়াগুলোর লাথি আর কামড় খাওয়ার আগেই।

রাস্তায় উবু হয়ে বসে-থাকা অবস্থায় দেখতে পেল ও ট্রেস স্মিথকে। একটু দূরে রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে স্মিথ, দু'হাতে দুটো পিস্তল, ঘুরতে শুরু করেছে ও ল্যুকের দিকে।

পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল ল্যুক; কিন্তু তার আগেই গুলি করল ট্রেস স্মিথ।

এত কাছে থেকে গুলি মিস হবার কথা নয়, কিন্তু তা-ই হলো। ওর এক ফুট সামনে মাটিতে বিদ্ধ হলো গুলি। অবাক হলো ল্যুক। একবার ভাবল ট্রেস ওকে গুলি ছুঁড়ে স্রেফ ভয় দেখাতে চেয়েছে। পর মুহূর্তে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। ট্রেসের গুলি মিস হবার কারণ ইচ্ছাকৃত নয়। ভয়ানক আক্রোশে অন্ধ এবং নিজের ওপর অতিরিক্ত আস্থাশীল লোকটার শত্রুকে বেকায়দা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে লক্ষ্যস্থির করার তর সয়নি। মিস হতে দেখে নিজেও অবাক হলো ট্রেস, মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মত। এই একমুহূর্ত সময়ের মধ্যেই ওর নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেল। গুলি করল ল্যুক মিস করল না–ট্রেসের বুকে গিয়ে বিঁধল সরাসরি।

ওকে ছাড়িয়ে পেছনে চলে গেল ল্যুকের দৃষ্টি। নিকোলাসের দোকানের পোর্চে জনাছয়েক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। শহরের বাসিন্দা সবাই। পিস্তল হাতে অপেক্ষা করল ও ওদের দিকে চেয়ে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

'আমি এখনও এ-শহরের ডেপুটি শেরিফ,' কর্কশ স্বরে বলল। কারও কিছু বলার আছে এ-ব্যাপারে?'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লোকগুলো। ওদের হাতে পিস্তল, তবে তা ব্যবহারের আগ্রহ দেখা গেল না কারও মধ্যে। রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে-থাকা ট্রেস স্মিথের বিশাল নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকাল ওরা, তারপর তাদের মধ্যে একজন অস্ত্রের মুখ নিচু করল–অস্পষ্ট স্বরে বলল কিছু, পরমুহূর্তে সবার অস্ত্র নিম্নমুখী হলো।

রাস্তার মাঝখান ধরে হাঁটতে শুরু করল ল্যুক, হাতে উদ্যত অস্ত্র। ট্রেস স্মিথের লাশের পাশে এসে দাঁড়াল। নিথর পড়ে আছে ট্রেস। ওর মুখ শান্ত –এই প্রথম ওর শান্ত মুখ দেখল ল্যুক।

ওকে অতিক্রম করে গেল ও। বোর্ডওঅকে গিয়ে উঠল, তারপর এগোল হোটেলের দিকে। বোর্ডওঅকে তিনজনের মুখোমুখি হলো সে। ওর চোখ আর মুখ দেখে সতর্ক হয়ে উঠল ওরা, তাকাল ওর পেছনে ট্রেসের লাশের দিকে। দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে ওকে হাঁটার জায়গা করে দিল ওরা।

হোটেলে গিয়ে ঢুকল ল্যুক, গম্ভীর মুখে লবি পেরিয়ে ওপরতলার সিঁড়িতে পা রাখল। সিঁড়ির আধাআধি উঠে তাকাল নিচের দিকে। হলরুমের একপ্রান্তে দেখতে পেল রোজকে, পিস্তলহাতে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পেছনে একপাশে দাঁড়ানো আঙ্কেল জেফ, গায়ে একটা বিছানার চাদর জড়ানো–একটা শটগান শোভা পাচ্ছে ওর কাঁধে।

পেছনে ল্যুকের পায়ের শব্দ শুনল রোজ, তবে ঘাড় ফেরাল না। ওদের মাঝখান দিয়ে, ভেতরে দু'হাত মাথার ওপর তুলে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জন ম্যাডল। ওর মুখ পাংশু, ছাইয়ের মত।

'ল্যুক,' ওকে দেখে সশব্দে শ্বাস টানল লোকটা, উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ, হাত নামিয়ে ফেলল।

ভেতরে ঢুকল ল্যুক। ওর পেছন পেছন রোজ নিজেও।

ম্যাডলের দিকে চেয়ে রইল ল্যুক। ম্যাডলের মুখ স্বাভাবিক রঙ ফিরে পেয়েছে, আত্মবিশ্বাসের ছাপ ওখানে।

'এসব কী, ল্যুক?' ব্যাখ্যা দাবি করল ম্যাডল, গলায় কিছুটা কৌতূহলের ছাপ। 'পাঁচ মিনিট ধরে এরা আমাকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছে?'

'ওর হাতে একটা রাইফেল ছিল, ল্যুক,' রোজ তথ্য যোগাল।

হাসল ল্যুক। 'বেশ, জন। তোমাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

প্রথমে ল্যুক এরপর রোজের দিকে তাকিয়ে বিছানায় বসল জন ম্যাডল।

'ওর নাম রোজ ক্লিফম্যান, জন,' রোজকে দেখিয়ে ওর পরিচয় বলল ল্যুক। 'একেই পরিশোধ করেছিলে তুমি ক্লিফম্যানের বীমার টাকা। ক্লিফম্যানের কথা মনে আছে নিশ্চয়?'

শিথিল ভঙ্গিতে বসে আছে ম্যাডল, চোখে সামান্য চিন্তার ছায়া। 'নিশ্চয় আছে। কিন্তু ওর হাতে পিস্তল থাকার অর্থটা মাথায় ঢুকছে না।' ভুরু কুঁচকে চাইল ও রোজের দিকে, চোখে স্পষ্ট ভর্ৎসনা। পাত্তা দিল না রোজ, সিক্সগানের নল ওর বুক থেকে সরল না একচুলও।

'ওহ্, ওটা!' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ল্যুক। 'আরে, ওটা কিছু না। তারচে' চলো, অন্য ব্যাপারে কথা বলি আমরা।'

শান্ত, সংযতভাবে কথা বলছে ল্যুক, গলায় রাগের আভাস মাত্র নেই। কিন্তু পোড়-খাওয়া জুয়াড়ী জন ম্যাডলের মাথায় সতর্ক সঙ্কেত বাজতে লাগল। দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ল ওর মুখে। তবে হাসল সে।

সেই পুরানো হাসি, ভদ্র, আত্মবিশ্বাসী, মোহনীয়। তবে প্রথমবারের মত অতটা আকৃষ্ট করল না ল্যুককে। ও জানে, ম্যাডলের এই হাসি আসলে তামার পয়সার মতই মূল্যহীন।

'অবশ্যই।' পকেট থেকে তামাক বের করে রোল করল ম্যাডল, তারপর আগুন ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। 'ভাল কথা। তোমাকে আমি খুঁজছি, ল্যুক। একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শ চাই।' হাসল ও। 'এ কদিন ধরে তোমাকে চোখে দেখার জন্যেও পাইনি একবার।'

'কিসের পরামর্শ?'

'আজ এখানে একটা জায়গা কিনেছি আমি। হোভার্টদের জায়গা। চেনো নাকি?'

'শুনেছি এদের কথা। বলে যাও।'

'নিলামে উঠেছিল জায়গাটা। পনেরো হাজার একরের জায়গা। সস্তায় পেয়েছি বলা যায়। মাত্র চোদ্দ হাজার ডলার।'

'সস্তাই তো,' মন্তব্য করল ল্যুক।

চোখ কুঁচকে ধোঁয়া সয়ে নিল ম্যাডল। সে-অবস্থায় তাকাল রোজের দিকে। 'ফর গড'স সেক! ওটা একটু নামাও। ল্যুক, কী হয়েছে বলো তো? ও এমন করছে কেন?'

'নার্ভাস বোধ করছ নাকি, জন?'

'কেন, নার্ভাস বোধ করব কেন?' জোরের সাথে বলল ম্যাডল, সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'যাক, যে-কথা বলছিলাম, জায়গাটা কিনেছি আমি।'

ওর সিগারেট ধরা হাতটা কাঁপছে সামান্য, লক্ষ করল ল্যুক। আত্মবিশ্বাসে ধস নামতে শুরু করেছে জুয়াড়ীর, ভাবল। 'কেন কিনেছ?' জানতে চাইল। 'র‍্যাঞ্চ করবে নাকি?'

'নাহ্। মাঝে মধ্যে বিশ্রাম নেবার জন্যে একটা জায়গা দরকার আমার। জুয়ার টেবিল থেকে কোন কোন সময় পালিয়ে বিশ্রাম নিই আমি।' হাসল ও রসিকতার সুরে।

'জুয়ার টেবিল থেকে পালাবার পক্ষে অনেক বিশাল জায়গা এটা।

পনেরো হাজার একর। অত বেশি জায়গায় কী হবে?'

'না না, পনেরো হাজার একর পুরোটা না। আমি শুধু র‍্যাঞ্চহাউস আর ঘেসো প্রান্তরটা নেব।' ওর কপালে চিকন ঘাম দেখতে পেল ল্যুক। 'সে জন্যে তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

'কী কথা?'

'আমার মনে হয়, এখান থেকে তুমি অর্ধেক আর আমি অর্ধেক নিতে পারি। তুমি এখানে র‍্যাঞ্চ করবে। তাছাড়া অন্যান্য যা আয় হবে, তা আমরা দু'জনে ভাগ করে নেব,' বলতে বলতে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল ও ল্যুকের দিকে, ঠোঁটদুটো সামান্য ফাঁক করল।

কী বলতে চাচ্ছে বুঝতে পারল ল্যুক। ওখানে সোনা পাওয়ার কথাটা যদি ও জানে, এবং সে-ব্যাপারে মুখ না-খোলে, তাহলে ওকেও তার ভাগ দেয়ার কথাটা জানিয়ে দিয়েছে ওকে ম্যাডল। আচমকা লোকটাকে আচ্ছামতন পেটানোর ভয়ানক ইচ্ছে হলো ওর, তবে ভাব দেখাল যেন ওর কথা কিছুই বুঝতে পারেনি।

'কেন, জন,' অবাক হলো ল্যুক। 'তুমি তো জানো, র‍্যাঞ্চ করার টাকাটা জোগাড় করতে পারলে আমি শর্ট-গ্রাস কান্ট্রিতে চলে যাব। আর টাকাটা তো তোমার কাছ থেকেই পাবার কথা জেম ক্লিফম্যানের খুনীকে খুঁজে বের করার পর, তাই না?'

'আরে ওসব বাদ দাও!' ওকে প্রায় উড়িয়ে দিল জন ম্যাডল। 'র‍্যাঞ্চ করার জন্যে এ-জায়গাটা অনেক ভাল। টাকা বানানোর হাজারটা উপায় আছে এখানে। তাছাড়া তোমাকে ভাল বেতন দেব আমি।'

'কত?'

'কত? ঠিক আছে, প্রথম বছর দশ হাজারই দেব।'

মাথা নাড়ল ল্যুক। 'না। যদিও খুব ভাল অফার বলতে হবে, জন। অনেক টাকা।'

হতাশ বোধ করল ম্যাডল। কোটের হাতায় কপাল থেকে ঘাম মুছল। এক মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্তি দেখা গেল ওর চোখে। ল্যুকের মতিগতি বুঝতে পারছে না। পরমুহূর্তে হাসল। 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, ল্যুক। তুমি সাহসী, পরিশ্রমী এবং উদ্যোগী। মিডলওয়েতে প্রথম দেখার দিনটিতেই তুমি নিজের পরিচয় দিয়েছ। কিন্তু এখানে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে না খুব একটা সুবিধা করতে পারছ। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।'

'সুবিধা করে নেব, জন, মৃদুস্বরে বলল ল্যুক। 'এতটা করব যে, তুমি একদম হাঁ হয়ে যাবে।'

ঢোক গিলল ম্যাডল, চোখ সরিয়ে নিল রোজের দিকে। সিক্সগানটা একমুহূর্তের জন্যেও সরায়নি মেয়েটা ওর দিক থেকে। এদিকে এটাও খেয়াল করল, ল্যুক নিজেও একমুহূর্তের জন্যে চোখ সরায়নি ওর ওপর থেকে।

করে নেবে? কখন? কিভাবে? তুমি কি জেম ক্লিফম্যানের খুনীকে ধরতে পেরেছ? পেরেছ নাকি?' এক নিঃশ্বাসে সবকটা প্রশ্ন করল জন ম্যাডল। প্রশ্ন নয়, আসলে নিজেকে জবাব দেবার হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে। নিজের অবস্থা এতক্ষণেও না-বোঝার মত বেকুব সে নয়। জানে, কিছুক্ষণ পরে ও নিজেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। রোজের সিক্সগানের মুখে অসহায় হয়ে বসে আছে ও, পালাবার কোন সুযোগই আপাতত দেখতে পাচ্ছে না। এখন উল্টা-পাল্টা কিছু বলে ওকে খেপিয়ে দিতে পারলে হয়তো···

ডান হাতে চিবুক চুলকাল ল্যুক, হাসল। 'পেরেছি, জন।'

থমকে গেল ম্যাডল। 'পেরেছ? ক্কে··· খুন করেছে কেমকে?'

দীর্ঘ নীরবতা। ম্যাডলের কপালের চিকন ঘাম এখন বড় বড় ফোঁটায় দরদর করে নামছে মুখ বেয়ে। ওর হাত কাঁপছে, চেষ্টা করেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না।

ল্যুকের চোখ দেখে মনে হচ্ছে জ্বলছে ওগুলো, কিন্তু ওর মুখ হাসি হাসি। উঠে দাঁড়াল ও, বুটসুদ্ধ একটা পা তুলে দিল চেয়ারের ওপর। বলল, 'ম্যাডল, তুমি একজন জুয়াড়ী বটে।'

'মানে?'

'কিন্তু ভাল অভিনেতা নও। টেবিলের জুয়ায় হয়তো পারদর্শী, কারণ ওটাই তোমার পেশা। কিন্তু জীবনের জুয়ায় একদম আনাড়ি।'

'কী বলছ তুমি এসব আ···'

'দুঃখিত, ম্যাডল। তুমি এখন স্রেফ একজন মরা মানুষ।'

ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল ম্যাডল, পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগল। লাফিয়ে সামনে এগোল ল্যুক, ওর কোটের কলার ধরে হাত ঢুকিয়ে দিল ওটার নিচে। লুকানো পিস্তলটা বের করে এনে ছুঁড়ে দিল রোজের পায়ের কাছে। তারপর ধাক্কিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল ওকে ঘরের এক কোনায়।

'ল্যুক, ল্যুক!' অনুনয় করল ম্যাডল। প্লীজ, গুলি কোরো না আমাকে। মেরো না। এখানে যা পাওয়া যাবে, তার সমান ভাগ দেব আমি তোমাকে। না না—আচ্ছা, সবটুকুই দিয়ে দেব। দয়া করে আমাকে যেতে দাও।'

পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাকুতি মিনতি শুনল ল্যুক, তারপর ওটা ফেলে দিল মেঝেয়, পা দিয়ে ঠেলে দিল রোজের দিকে। হাসল। 'গুলি করব তোমাকে? দূর, জন, কী যে বলো না! তোমার মত মর্কটের জন্যে তো ওটা অনেক আরামের মৃত্যু। তার আগে তোমার পাছার ছাল তুলে তাতে লবণ মাখিয়ে দেব···'

'না না, ল্যুক! না···' শিউরে উঠল রোজ।

কর্ণপাত করল না ল্যুক ওর কথায়, ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাডলের ওপর। আবার কোটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে কাছে নিয়ে এল ওকে, তারপর প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল খাটের কিনারায়। শক্ত কাঠের ওপর মাথা ঠুকে গেল ওর,

ওখান থেকে গড়িয়ে পড়ল মেঝেয়। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাডল, আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে পিছিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। ওর মুখে সুস্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ, গলা ভেঙে গেল কথা বলতে গিয়ে, 'ল্যুক, দোহাই তোমার, আমাকে যেতে দাও। আমার সব টাকা তোমাকে দিয়ে দেব। প্লীজ!'

'আমাকে খুশি করার মত অত টাকা তোমার নেই, জন। এসো, বিছানার ওপর শুয়ে পড়ো উপুড় হয়ে।'

উদ্ধত, গোঁয়ার লালচুলো যুবকের হাত থেকে বাঁচার উপায় দেখছে না ম্যাডল। বারবার কাকুতি মিনতি করল, মাফ চাইল রোজের কাছে, অনেক টাকা-পয়সার প্রলোভন দেখাল। কিন্তু ল্যুকের কোন ভাবান্তর নেই। আচমকা মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়াল ও। ওর ডানপাশে একটা খালি চেয়ার, ওটার দিকে এগোল। উদ্দেশ্য, তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারবে ল্যুকের দিকে। ওর নড়াচড়া লক্ষ করে ঝাঁপ দিল ল্যুক। ম্যাডল চেয়ারে হাত ছোঁয়াবার আগেই ওর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। ঘুসি হাঁকাল লোকটার মুখে, তারপর ঘাড়ের কাছে কোটের কলার ধরে টেনে তুলল, ছুঁড়ে দিল ফের। ওঅশস্ট্যান্ডের ওপর গিয়ে পড়ল এবার বিপন্ন জুয়াড়ী। আবার পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল ম্যাডল। হাতের কাছে পানির কলস দেখে তুলে নিল ওটা, ছুঁড়ে মারল ল্যুকের মুখে। চকিতে বসে পড়ল ল্যুক, ওর মাথার ওপর দিয়ে পেছনে দেয়ালে টাঙানো আয়নার ওপর পড়ল কলসটা। ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গেল কলস আর আয়না, দুটোই। মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল কাচের টুকরো।

ওর দিকে তেড়ে গেল ল্যুক। চট করে একটা পানির পাত্র তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ম্যাডল। দু'হাতে ঠেকাতে চাইল ল্যুক, তার আগে ওর চিবুকে এসে লাগল ওটা। ভেঙে গেল পাত্রটা। চিবুক ফেটে রক্ত বেরোল সাথে সাথে। পাত্তা দিল না ল্যুক, প্রচণ্ড ঘুসি চালাল ম্যাডলের চিবুক বরাবর। ছিটকে পেছনে দেয়ালের ওপর পড়ল ম্যাডল, সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝের ওপর।

তবে আশ্চর্য দ্রুততার সাথে সামলে উঠল ম্যাডল, সে-অবস্থায় লাথি চালাল ল্যুকের পা সই করে। পুরানো ক্ষতে লাগল লাথিটা। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ল্যুক, ভারসাম্য হারিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল। সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাডল ওর ওপর। দু'হাতে চেপে ধরল ল্যুকের গলা। ওকে কিছু বুঝে উঠতে না-দিয়ে আচমকা গড়ান দিল ল্যুক। বুকের ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল ম্যাডল, হাত ছুটে গেল গলা থেকে। পিস্টনের মত দু'হাত চালাল ল্যুক ওর পেট, মুখ আর মাথায়। ওর ঘুসিতে চোয়াল গুঁড়িয়ে গেল ম্যাডলের। উঠে দাঁড়াল ল্যুক, লাথি হাঁকাল লোকটার মুখে। প্রাণঘাতী আর্তনাদ বেরোল ম্যাডলের গলা দিয়ে। স্পারঅলা বুটের লাথিতে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে ওর মুখ। আবার লাথি মারল ল্যুক। আবার। প্রতিটি লাথিতে কেঁপে কেঁপে উঠল ম্যাডল। ওর আর্তনাদ চাপা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

আচমকা তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠল রোজ, 'থামো, ল্যুক। থামো! থামো

বলছি!'

থামল ল্যুক। আগুনের মত লাল দু'চোখ তুলে চাইল রোজের দিকে। কেন? ওকে আমি···ওকে···ওর পিঠের চামড়া তুলে লবণ ছিটিয়ে দেব আমি।'

'না, ল্যুক, তোমার সে অধিকার নেই। তুমি এখন আইনের লোক, ডেপুটি শেরিফ–তুমি নিশ্চয় কাউকে এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে না? একটু থামল রোজ। কী বলছে ল্যুককে বোঝার সময় দিল। তারপর বলল, 'ও আমার বাবাকে খুন করেছে, ওর বিচার হবে। তুমি আইনের লোক, ওকে জেলে নিয়ে ঢোকাও। ও নিরস্ত্র, এ অবস্থায় তুমি ওকে খুন করে ফেললে আইন তোমাকেও দোষী সাব্যস্ত করবে।···ল্যুক, প্লীজ আমার কথা শোনো।'

রক্তাক্ত, বীভৎস মুখে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা ম্যাডলকে চোখ ফিরিয়ে দেখল ল্যুক। তারপর প্রবল ঘৃণায় থুতু ছিটাল ওর মুখে।

সতেরো

টিমেথ ভিওরিসহ ডজনখানেক লোক জটলা পাকাচ্ছে রাস্তায়। ম্যাডলকে জেলে ঢুকিয়ে ওদের কাছে এল ল্যুক। কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি ভিওরির সাথে কথা বলল, 'ওই লোকটাই খুন করেছিল জেম ক্লিফম্যানকে।'

'তো?'

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল ল্যুক। মেলে ধরল ভিওরির চোখের সামনে। 'এ-দলিলটাই তো তুমি দিয়েছিলে ম্যাডলকে?'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল ভিওরির। আমতা আমতা করল, 'নন্না···মানে···হ্যাঁ···'

ফাঁৎ করে কাগজটা ছিঁড়ে দু'ভাগ করে ফেলল ল্যুক, তারপর চার ভাগ, এরপর টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে মারল ব্যাংকারের মুখে।

পিছিয়ে গেল ভিওরি, লাফ দিয়ে ওর কোটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে ওকে নিজের কাছে নিয়ে এল ল্যুক। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ভিওরি, আমি এখনও এই ভারমিলিয়ন কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ–শেরিফ বার্ক পেটানের সহকারী। এখানে সবার সামনে তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, ওই র‍্যাঞ্চের মালিক জন ম্যাডল নয়।'

ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল ভিওরি। পারল না। আতঙ্কে ছাই হয়ে গেছে ওর মুখের রঙ। 'তাহলে,' ঢোক গিলল ও। 'ওটার মালিক কে?'

'রাক হোভার্ট। শীঘ্রিই শহরে আসছে ও। ওই চালাবে ওর র‍্যাঞ্চ। আমাকে এখন সবার সামনে বলতে হবে, হোভার্ট-র‍্যাঞ্চের নিলাম তুমি বাতিল করেছ। বলো!'

চুপ করে রইল ভিওরি।

দ্বিতীয়বার আর বাক্যব্যয় করল না ল্যুক। সজোরে হাঁটু চালাল ভিওরির পেটে। আঁক করে উঠে বাঁকা হয়ে গেল ওর শরীর। ককিয়ে উঠল, 'বলছি, বলছি···প্লীজ!'

'বলো।'

ককাতে ককাতে বলল ভিওরি, 'আমি নিলাম বাতিল করলাম।'

ওর কলার ছেড়ে দিল ল্যুক। ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল নীরব দর্শকদের কাছে। 'ভাইসব,' বক্তৃতার ঢঙে বলল। 'আমার সম্পর্কে তোমাদের অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। সেটা এখন থাক। আমি শুধু রাক হোভার্ট আর রিটা স্মিথের ব্যাপারে একটা কথা বলব। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে, শীঘ্রিই বিয়ে করবে।'

সবার প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যে একটু থামল। মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো জনতার মধ্যে। গলা চড়াল সে, 'সুতরাং বুঝতেই পারছ, এখন থেকে হোভার্ট-স্মিথ দ্বন্দ্ব চিরতরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রাক হোভার্ট ওর র‍্যাঞ্চে সোনা পেয়েছে, এখন সে মস্ত বড়লোক। ইচ্ছে করলে শ'খানেক গানম্যান ভাড়া করে এনে তোমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে সে। তোমরা লড়াই চাও? চাও নাকি?'

একমুহূর্ত অপেক্ষা। হঠাৎ একজনের গলা শোনা গেল। 'চাই না।' সাথে সাথে বাকিরাও সাড়া দিল। 'অনেক হয়েছে, এবার শান্তি চাই।'

'বেশ, তাহলে তার প্রমাণ হিসেবে স্যাম হোভার্টকে জেল থেকে মুক্ত করে দাও। তোমরাই তো ঢুকিয়েছিলে, কী বলো?'

'সো-না!' আচমকা কথা বলে উঠল ভিওরি। 'সেজন্যে কি জন ম্যাডল লোকটা অমন পাগলের মত ছুটে এসেছিল?'

'ঠিক। সে জন্যেই। কিন্তু তাতে তার কোন লাভ হয়নি। জেম ক্লিফম্যান হত্যাকাণ্ডের ওই নাটের গুরু। আমাকে পাঠানো হয়েছিল দশ হাজার ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওর পথ পরিষ্কার করার জন্যে। কিন্তু ব্যাপারটা ওর হিসেবমত এগোয়নি। আর, শোনো ভিওরি, ব্ল্যাকমেইলিং এবং আইনের অবৈধ ও অপপ্রয়োগের অভিযোগে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব আমি। খুব শীঘ্রিই।'

'ইয়ে, মানে, ল্যুক···' শুরু করল ভিওরি।

লোকটাকে উপেক্ষা করল ল্যুক। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল পেছনে। 'স্যাম হোভার্টকে···'

'যাচ্ছি আমরা, ডেপুটি,' বলল আগের লোকটা। 'সেলের চাবিটা···'

পকেট থেকে চাবিটা বের করে ওর দিকে ছুঁড়ে দিল ল্যুক। 'নাও।

চাবিটা লুফে নিল লোকটা। হৈ চৈ করে এগোল সঙ্গীদের নিয়ে। জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল ভিওরি, স্থাণুর মত।

নিঃশ্বাস ফেলল ল্যুক। পিছু ফিরে ওপরে চাইল। জানালায় রোজকে দেখল ও। হাসল। তারপর পা চালাল।

রোজের সাথে কথা বলবে ও।

***

A SUVOM CREATION